দাদাজী প্রোবাচ

(দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)

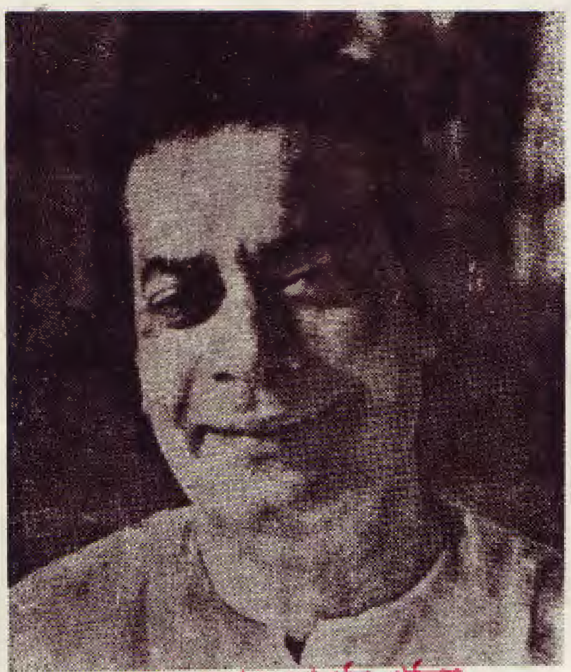

সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল।

: সংকলক :

শ্রীননীলাল সেন

ঃ উৎসর্গ ঃ

রুবিদেব্যাঃ শ্রবণ-বিবরে সন্ততং বলগমানং
বক্ষস্তন্তর্মাধবরাধয়োর্দোলনং নাটয়ন্তম্ ।
প্রেক্ষামঞ্চে দহর-কুহরে সংবদন্তঞ্চ তাভ্যাং
স্মেরং স্মেরং রসিকশেখরং শ্রীদাদাজীং নমামঃ ॥

[যিনি রুবিদেবীর কাণের ভিতরে সর্বদা বাচালতা করছেন, বুকের ভিতরে উদ্ভাসিত করছেন রাধামাধবের দোল-লীলা, এবং হৃদয়ের গভীর শূন্য-রঙ্গে যিনি ঐ দুজনের সঙ্গে কৌতুকালাপ করছেন হেসে হেসে, রসিকশেখর সেই দাদাজীকে প্রণাম ।]

যিনি সুদীর্ঘ ২৩।২৪ বছর ধরে নিজের ভিতরে দাদাজীর নর্মরুচি, বাস্তবানুগ কথা প্রতিদিন শোনেন, যিনি উন্মনা দাদাপ্রেমে বিশাখা, দাদাজীর পরম প্রিয় এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেই শান্ত, নির্বিকার, অচলপ্রতিষ্ঠ রুবিদির (বোস) করকমলে এই দীন প্রচেষ্টার দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস পরম শ্রদ্ধাভরে সমর্পিত হোল ।

বিনীত সংকলক

ডাঃ শ্রীমতী পূরবী ভারতীয়
এবং
ডঃ শ্রীমতী কস্তূরী সেন
কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমতী উমা ভট্টাচার্য কর্তৃক
রিলায়েবল প্রিন্টিং প্রেস
২৪/১, নর্থ ক্যানেল রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৫
দুরভাষ : ৪৭২৯৪৬৮
হইতে মুদ্রিত

প্রথম প্রকাশ—১০০০ কপি ; নভেম্বর, ১৯৯৫

শ্রীমতী মধুমিতা রায়চৌধুরী
(১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোর শাহ রোড, কলিকাতা-৪৫)
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রাপ্তিস্থান—১৮৮/১০এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলিকাতা-৪৫

মূল্য—৪৫'০০ টাকা

এই গ্রন্থের অন্য ভাষায় অনুবাদ
শ্রীমতী রায়চৌধুরীর অনুমতিসাপেক্ষ

অবতরণিকা

অবশেষে তিন বছর পরে দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হোল। আটপৌরে দৃষ্টিতে যাই হোক্ না কেন, দাদাই এটাকে, অর্থাৎ নিজের বাণী-রূপকে প্রকাশ করলেন, তা নিশ্চিত। দাদার বাণী লিপিবদ্ধ করার দৈনন্দিন প্রয়াস তাঁকে বলা হয় নি। তবু হঠাৎ একদিন তিনি বললেন, অশিক্ষিত দাদার কথা গুলো লিখে রাখিস্। সেই মুহূর্তেই দাদার বাণীবিতানের মুদ্রিত প্রকাশন নির্ধারিত হয়ে গেল। কাজেই সংকলকের কোন ভূমিকা নাই। যদি থাকে, তা চন্দনভারবাহী গর্দভের যে ভারটা জানে, চন্দন নয়। সেই হরিচন্দনের সৌরভে জগৎ আমোদিত হোক্, এটাই প্রত্যাশা।

অশিক্ষিত তো বটেই। পড়াশুনা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। তবে সর্বজ্ঞের শিক্ষার কোন ক্ষেত্র নাই। পরিব্যাপ্ত জ্ঞানই তাঁর স্বভাব। কাজেই তাঁর মন নাই, নাই চিন্তাশক্তি। কিছুটা মনে এলে তাঁর বাণীর মহোৎসব শুরু হয়। কিন্তু সেই মনটা 'আমি' নয়। কাজেই তিনি কথা বলে ও বলেন না, জেনে ও জানে না। সুতরাং, তিনি অশিক্ষিত তো বটেই।

কথাটির আরেকটি দিক্‌ও আছে; বিদ্রূপাত্মক। তা হোল, সংকলকের দুর্জয় পাণ্ডিত্যাভিমানে অংকুশাঘাত। বলেছিলেন, তোকে নিঃশেষ করে দেবে। সেই নিঃশেষের লগ্নটির দামামা কি বেজে উঠেছে? আমার শেষ পারানির কড়ি কি তখন 'সর্বাত্মসমর্পণ' আত্মনিবেদনে রূপায়িত হবে? ভণ্ড ব্রহ্মই জানেন।

শ্রীমান্ গোপাল মণ্ডল প্রেস ঠিক করে দিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত করেছে। সে আমার ছেলের বন্ধু এবং দাদাজীর স্নেহভাজন। কাজেই তাকে আর ধন্যবাদ জানালাম না।

রিলায়েবেল প্রিন্টিং প্রেসের শ্রীসমীর ভট্টাচার্য সজ্জন ব্যক্তি। গোড়া থেকেই সে আমার হিত-চিন্তায় ব্রতী হোল। কিন্তু, কার্য-ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধি ও রুচিবোধের বিরোধের ফলে যা দাঁড়ালো, তা প্রীতিকর নয়। তবে ছাপা, বাঁধাই, ব্লক ইত্যাদি ভালোই হয়েছে, যদিও ভুল-ভ্রান্তিও রয়েছে। তবু তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ সবই দাদাজীর অভিপ্রেত। ওমিয়ং ব্রহ্ম তদ্বনম্।

২৭ এ, লেক ইষ্ট ফোর্থ রোড, বিনীত সংকলক
কলিকাতা-৭০০ ০৭৫
এবং
২২৪, ফ্লেচার স্ট্রীট্, এডিসন্,
নিউ জার্সী-০৮৮২০, যু. এস্. এ.

শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ

দাদাজী

দাদাজী প্রোবাচ

(দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)

২২।৪।৭৩—(দাদাজী-নিলয়, সকাল) (দাদা মিঃ এন সি, মেনন, হিন্দুস্থান টাইমস্ ও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এডিটর-দ্বয় এবং মিঃ সেনগুপ্তকে নিয়ে ঠাকুরঘরে আলাপরত। ডঃ সেনের প্রবেশ। দাদা বল্লেন ঃ) পাষণ্ড প্রোফেসর ! ননী তো ভাবছে, এইচ টি একটা হ্যাণ্ড-বিল। .... (ডঃ সেনকে) তুই মাঝে মাঝে বলিস্, তোর সঙ্গে আমি থাকি না। শুনে আমার কষ্ট হয়। আমি কি না থেকে পারি ? কালো মাণিক কি চলে গেল নাকি ? মিসেস্ সেন ঃ ও আসে জিনিষ-পত্র পাবার জন্য। দাদা ঃ ও কথা বলিস না ; ও অত্যন্ত **Innocent.** মিসেস্ সেন—আচ্ছা দাদা ! কাল যখন কথা ও কাহিনীর বাড়িতে ছিলেন. তখনি আবার মিনু দির বাড়ি চাদর জড়িয়ে শুয়ে ছিলেন। দাদা ঃ-তোকে কে বল্লো ? মিসেস্ সেন ঃ কেন, মিনুদি ও যতীনদা। দাদা ঃ ওসব কথা ছেড়ে দে। এ যদি বলে, আরো কয়েকটা জায়গায় ছিলেন ! কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়,। মিসেস্ সেন ঃ আমার ভাগ্যে বুঝি এটা নাই ? দাদা ঃ কেন, তুমি দেখো নি ? .... মিসেস্ সেন ঃ তা অবশ্য ঠিক। (ডঃ ঘোষ সম্বন্ধে) এসব লোক টিকতে পারে না। ও ও (ডঃ সেন) টিকতে পারবে না ; আমি ওর সম্বন্ধে জানি। গতকাল কল্যাণের বাবা-কাকা ফ্লোর থেকে উপরে ছিলেন। ঐ সময়ে ফ্লোর ও থাকে না, ছাদ ও থাকে না।

যদি ওরা চোখ খুলতো, তাহলে চোখ, কান, নাক সব পুড়ে যেতো। আমি ভিতরে ছিলাম বলে বিভূতি অল্পের উপর বেঁচে গেল। (কালোমানিককে মালা ও সন্দেশ দিলেন) (শ্রীগীতা দাশগুপ্তাকে ঠাট্টাচ্ছলে) তুই আজ আমার সঙ্গে শুবি।

(সন্ধ্যায় শ্রী মিনতি দের বাড়ি) কাল যা হোল, ওটা কি রাস নয়? ওখানে কি অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারতো? একজন চোখ খুলতে যাচ্ছিলেন, শুনলেন, কে বলছে: চোখ খুলবে না। তাইতো কাল কল্যাণের বাবা বললেন: তোমরা **6000 Volt** নিয়ে কারবার করছো। সাবধান! অতো কাছে যেতে সাহস পাও কেমন করে? আরো বল্লেন: ভেতরে কে যেন বল্লেন: কৃষ্ণ মহামানব, স্বয়ং ছিলেন, দাদাজী ও তাই; এটা লিখে দিও। উনি সত্যিই স্বয়ম্। উনিতো হলঘরে ছিলেন। অথচ পূজার ঘরে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

(মাদ্রাজ থেকে ট্রাংক কল এলো, সেখানেও কাল পূজা হয়ে গেছে) দাদা: প্রকাশটা দ্বৈত; অপ্রকাশটা অদ্বৈত। তিনি অরূপ ও সরূপ। মায়ার দৃষ্টিতে না দেখলে প্রকাশ ও অপ্রকাশের **Difference** বুঝবে কেমন করে? শংকরের জ্ঞাণ দিয়া কি মহাজ্ঞানে পৌঁছানো যায়? প্রেম ছাড়া মহাজ্ঞান হয় না। ...... আরও দুচারজন লেকচারার চলে যাবে। অহংবুদ্ধি জাগলে **slip** করতেই হবে। ....মাছ জানে না যে সে জলে বাস করছে। তেমনি আমরাও জানি না, আমরা

জলের মতো একটা কিছুর ভিতরে আছি। (মায়া সম্বন্ধে) আমি দেখছি, এটা অস্বীকার করি কেমন করে? ....সঙ্গে যারা আসে, তাদের পতন হতে পারে না।

২৩।৪।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয়, সন্ধ্যা) (বৃষ্টিতে একদম ভিজে ডঃ সেন পৌঁছালো। তার পরেই ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জীর স্ত্রী রমাদি পৌঁছালেন অসিক্ত হয়ে। দাদা বললেন :) তদ্‌গতা হলে, অহংভাব ত্যাগ করলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়বে না। ....স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে সারা জগৎ ঘুড়ে বেড়ালো! এতো বড়ো আসক্তিযুক্ত যে, সেতো অসুর। সে কি মহাযোগী শিব? সে প্রথম বিয়ে করে উমাকে, ৫ম বিবাহ সতীকে (তুলনীয় : 'প্রথমং শৈলপুত্রীতি' ইত্যাদি চণ্ডীর শ্লোক) ; ছেলে-টেলে ছিল।

২৪।৪।৭৩—(শ্রী রমা মুখার্জির বাড়ী ; সন্ধ্যা) রাস কি ব্রজের? রাস ব্রজাতীত। তখন ভাবদেহও নাই, চিন্ময় সত্তাও নাই ; কেবল সত্তা ; তাও একাকার। রাসের সময়ে কৃষ্ণও জানেনা, কী হচ্ছে। গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হোল ; ছোবড়া ঘরে পড়ে রইলো। নারদ স্বামীদের খবর দিলেন। স্বামীদের অনুযোগে গোপীরা বললেন : আমরা তো গৃহকর্মেই ব্যস্ত আছি। ওসব মিথ্যা কথা। ....অষ্টসিদ্ধি তাঁর পায়ের নীচে **touch** না করে। এক দুই তিন জন অষ্ট সিদ্ধি পেয়েছে ; তাও আবার ক্ষয় হয়ে যায়। শিবের অষ্ট সিদ্ধি আছে। .... কর্ম করার ইচ্ছাটা যজ্ঞ, বাধা দূর করা দান এবং পতিটিকে

আনন্দ দেওয়া কর্মশেষে তপস্যা। "যজ্ঞো দানং তপঃকর্ম পাবনানি মণীষিণাম্"। ....রিংয়ের মতো বিভিন্ন লোক জড়িয়ে আছে।

২৬।৪।৭৩—(শ্রী অনিমেষালয়; সন্ধ্যা) অর্জুন ছিলো নাস্তিক; কৃষ্ণকে ম্যাজিসিয়ান বলতো; ভয়ংকর দাম্ভিক ছিল। ভালো ছিল যুধিষ্ঠির, ভীম। ডঃ সেন,—তাহলে অর্জুনকে 'প্রিয় সখা' বলতো কেন? দাদাজী:—সে তো কাজের জন্য। ডঃ সেন: আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

২৭।৪।৭৩—(শ্রী গোপী নিলয়; সন্ধ্যা) [রামদাস পরমহংস সম্বন্ধে) এই সব যোগীরা 'বেশ্মবদ্ধ' (?) যোগ জানে। এই দেয়ালটাকে নিমেষে গলিয়ে দিতে পারে। 'বদ্ধস্তিষ্ঠতি বেশম্যং' ....আশ্রম তো সাথে সাথেই আছে। উনি সজাগে আছেন। ....এখানে আস্‌ছিই তো ক্ষতির জন্য। তাঁকে বাদ দিয়া যা করবি, তাইতো ক্ষতি। দাদাজী তো ভণ্ড, লম্পট। সৃষ্টি-তত্ত্বের থিক্যাই এই অধিকার সে নিয়া আসছে। মেঞ্জ মানেই যে তাঁর কাছে নিতে সাহায্য করে, মেঞ্জ হোল অনঙ্গস্বামীর মা। ....দরকার হলে মহামায়া-যোগ করবো স্বামীটি জলতেই সে জ্বলবে। একেই বলে অনঙ্গস্বামী বা অনন্তস্বামী বা কেশবভারতী বা ঈশ্বরপুরী। ....প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, ভক্ত হলেও চলবে না। তাহলে দেহটা ফেলে দিতে হবে; অথবা কাউকে ভার নিতে হবে। ....এখন সব খিচুরীর লণ্ডভণ্ড (?) চলছে, আন্দোলনের গোড়ায় এরকমই হয়।

খিচুরী সিন্নীর আগের ব্যাপার। সিন্নীতে যখন পরিণত হয়, তখন সব লেজুর খসে পড়বে। ....রাজা সুরথ গোয়ালন্দের কাছে থাকতেন। অষ্টভুজা দেখে দশভুজা তৈরী করেন। নিমাইয়ের সময়ে দুর্গাপূজা ছিল কৈ? নিমাই দক্ষিণাত্যের পথে গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বই লিখতে আরম্ভ করে তা শ্রীজীব। সনাতন সব সময়ে কাঁদতেন। কাজী আবেদালী উড়িষ্যায় যেয়ে নিমাইকে আল্লা বলে চিনতে পারে; তাতেই রূপ-সনাতনের পরিবর্তন। ওদের সঙ্গে মীরাবাই, হরিদাস স্বামী সাক্ষাৎ করেন। 'হরি হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি নিমাই কীর্ত্তন করতেন। নিমাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে সব সময়েই থাকতেন।

২৮।৪।৭৩—(তদেব) স্বামীই স্ত্রীদের কথা ভাবে, স্ত্রীরা ভাবে না। বিশ্বমানব সাথে নিয়া আসছি, তারে .... ছোকলু-ফেকলুরা। ও (শান্তি ঘোষ) আর ও (ডঃ সেন) না আস্‌লে অস্বস্তি হয়। ঐ ননী ও (ব্যানার্জি) বড়ো সরল। [রাত ৯.৩৫-য়ে মুচ্‌কি হেসে মিঃ দত্তকে বললেন:] ও আর আসবে না, তুমি চলে যাও। [বারান্দা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে মিসেস্ এসে হাজির। নাকাল হয়ে নতমস্তকে ফিরে এলেন।] [প্রথমে প্রোফেসর সুনীল দাসকে, পরে ডঃ সেনকে দুটো করে সন্দেশ খাইয়ে দিলেন। বললেন:] 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।' (যতীনদাকে) তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি, আমার যদি ঘুম না হয়, তবে তোমাদের নিয়ে থাকবো। [জাষ্টিস্ এ. এন

রয়কে সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ নিয়োগ করা সম্বন্ধে) ঝামেলা আবার কি ? দেখ্‌বি, ডিক্‌টেটর হয়ে যাবে।

...

২৯।৪।৭৩—(দাদাজী-নিলয়, সকাল) [পাঠশালা নিয়ে ঠাট্টা।] তোরা দুজন না এলে ভালো লাগে না। এটা আগে ছিল না, এখন কি রকম হয়ে গেছে। আসতে যেতে খুব টাকা খরচ হয়, না ? [মিনুদির বাড়ী যেতে বললেন দুবার। বৌদি মিসেস্ সেনকে বললেন : আমার কি আর ওখানে বসে শুনতে হয় ! অষ্টপ্রহরইতো তাঁর কথা শুনছি।] চরণজলটা কি ? অনন্ত **concentrated** হয়ে চরণজল হয়। .... এই সব মন্ত্র দেওয়া কি পোষায় ? আর পারা যায় না ! ....ত্যাগ করতে হবে. ত্যাগ না করলে ভোগ হবে কেমন করে ? .... মানুষের ভালোবাসাটা কি একটু বুঝিয়ে দে তো ! এই স্তরে তো কিছুতেই নাবতে পারছি না।

....

[সন্ধ্যায় দুজনে দাদা-সন্দর্শনে শ্রীমিনতি দের বাড়ীতে] (অভিদা ট্রাংক-কল করে বললেন :) একজন— গুরুজীকে দেখতে গিয়ে লুঙ্গি-পরিহিত দাদাকে দেখেছে। .... (দিল্লী যাওয়া সম্বন্ধে) দাদা :—দিল্লীতে একেবারে **last**, অন্তিম-শয্যায় যখন। (গুরুজী সম্বন্ধে) একটা দেখছে এরা, আরেকটা ভয়াবহ রূপও আছে। যার আদান-প্রদান নাই, তার স্পন্দনও নাই। সত্য একটাই, ভয়ংকর **slippy** (ভুবনেশ্বরে বলরামমিশ্রকে ফোন করে তাঁর স্ত্রীকে) ভুবনমোহিনীকে নিয়া আমি থাকবো।

যার অনন্তটাই শূন্য, তার আবার ভয় কি ? (বাটানগর যাওয়া সম্বন্ধে) দাদা :—খোকনকে নিয়ে যাস্। যেতে না চাইলে কালিন্দী থাকবে, তুই আসিস্। এবার সন্তুষ্ট তো ! তুই সন্তুষ্ট হলেই আমি সন্তুষ্ট। (মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন)। [ঊষাদির গাড়ীতে দুজনে দাদার সঙ্গে দাদালয়ে] স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন মেয়ে পূরবীর জন্য চরণজল করে দিতে। ওকে প্রণাম করে নাম করতে বললেন। দাদা 'জয় রাম' বলছেন, যেন একটা চোঙ্গা থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বোতলটা হাতে নিয়ে উপর থেকে নীচে আঙ্গুল বুলাতে লাগলেন আমার সামনে। দেখলাম, ঘোলা জল যেন তলা থেকে ফুলে উপরে উঠছে। দাদা বললেন :] এইতো গঙ্গাবতরণ [উগ্রসুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হোল। স্পেশাল চরণজল।]

৩০।৪।৭৩—[বিকালে দাদাজী ৪॥০ টা নাগাদ গাড়ী করে বাটানগরে গেলেন বাবার ফ্যাক্টরীর প্রোডাক্সন ম্যানেজার শ্রী বি. বি. দাসের বাড়ী। অনেকের মতো ডঃ সেন ও অনুযাত্রিক হোন সস্ত্রীক। পরের দিনের অভ্যাগতদের নিয়ে (স্থানীয় লোকদের বাদ দিয়ে) প্রায় দেড়শো লোকের সমাবেশ। দাদা পেঁ ৗছেই বলেন :] এসে দেখি, প্রকৃতিদেবী ঝড়-বৃষ্টি কাঁধে নিয়ে হাজির। বল্লাম : দয়া করে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকুন। [দাদাকে বেনারসী পরতে দেওয়া হোল। তারপর দাদা মিঃ দাসকে পূজার ঘরে নিয়ে পূজায় বসিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণ

ওখানে থাকলেন সব ঠিকভাবে চলছে কিনা দেখতে। ইতিমধ্যে, যেভাবেই হোক, বেনারসীর নীচের ভাঁজের অনেকখানি পুড়ে গেল ; দাদার বাঁ হাঁটুতেও একটু তাপ লাগলো। বেরিয়ে এসে দাদা বল্লেন :] বজ্র-বিদ্যুৎ ঠেকাতে গিয়ে এইভাবে বেনারসীটা পুড়ে গেল। [এটা দাদাজী সত্যি বলেন নি, ধোঁকা দিয়েছেন। পূজার ঘরে কখনো উত্তর-মেরুর কখনো দশহাজার ভোল্টের আবহাওয়া হয়। সেইজন্যই দাদা খালি গায়ে শুধু লুঙ্গি পরে বা আণ্ডার-ওয়ার পরে পূজার ঘরে যান এবং সেখানে প্রয়োজন হলে উলঙ্গও হয়ে যান বেশিক্ষণ থাকলে। কিন্তু, পূজকের চারিপাশে নীল আলোর গণ্ডী বেঁধে দেন। দাদা হয় তো মিঃ দাসকে বসিয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, বেনারসীর নীচের পাল্লা পুড়লো অথচ উপরের পাল্লা পুড়লো না, এর রহস্য দাদাজীই জানেন। পূজাশেষে মিঃ দাস পূজার ঘরের বর্ণনা দিলেন :] ঘর গন্ধে ভর্ত্তি হয়ে যায়, আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়, সুগন্ধি বৃষ্টি হচ্ছিল, মেঝেতে জল, ঠাকুরের পটে মধুর ধারা। আর মাটির সরায় এক বিরাট, নানা বর্ণের সন্দেশের আবির্ভাব হয়।]

[পরের দিন সকালে ৬টায় দাদা নীচে নেবেই একবার রান্না-ঘরে, আবার পূজার ঘরে প্রায়শঃই ঊর্দ্ধনেত্রে পায়চারি করতে লাগলেন। পাশের মাঠে দীর্ঘায়ত জায়গা জুড়ে বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। সেখানে ৫০।৬০ জন লোকের সমাবেশে কীর্ত্তনের আসর বসেছে। সেখানে ১০।১০৷০টা নাগাদ দাদা এসে বসলেন।

কাল থেকেই দাদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। আজ যেন রূপ ফেটে পড়ছে। সে অপার্থিব রূপের বর্ণনার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। ক্ষণে ক্ষণে নানা গন্ধের সঞ্চার হচ্ছে। সে তীব্র, উগ্র, কখনো শ্বাসরোধকারী গন্ধের প্রসার প্যাণ্ডেলের বাইরে ও বহুদূরে। সামনে, পাশে হেসে হেসে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন, আর রৌদ্র মেঘের লুকোচুরি চলছে। একবার বল্লেন :] সূর্যদেব বলছেন, আমার শক্তিই বা কম কিসে? উঠুন, আরেকটু উঠুন। [রোদ একটু তীব্র হোল। কিন্তু, প্যাণ্ডেলের ধারে-কাছে ও নয়। আগেই বলে রেখেছিলেন, প্যাণ্ডেলের কোথাও সারাদিনে রোদ ঢুকবে না। যাই হোক, তার পরে হাত নেড়ে বল্লেন :] দেখ, দেখ, রোদ কমে গেল; ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তারপরেই অপার্থিব দ্যুতিমণ্ডিত হয়ে উঠলো দাদার দেহ। মানুষের এতো রূপ হতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস্য নয়। সারা শরীরে যেন নানা বর্ণের জ্যোতির হোলিখেলা হচ্ছে। পা কখনো রক্ত চন্দনের মতো হয়ে গেল, কখনো সব শিরাগুলো জেগে উঠলো। আবার কখনো কমঠাকৃতি হয়ে গেল। পায়ের ফটো নেওয়া হোল। কিছু পরে দাদা ঘরে চলে গেলেন।] [দুপুরে খিচুরী ও পায়েস ভোগ দেওয়া হোল। দাদা মিঃ দাসকে বললেন :] বলো, ঠাকুর! সব খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করো।]
[পরে দেখা গেল, খিচুরীর ভিতরে আঙ্গুলের গভীর গর্ত, আর পায়েসেও আঙ্গুলের দাগ পায়; পায়েসের পাত্রের পাশে খিচুরীর দাগ।]
[বিকেলে ফেরার পথে দাদা বল্লেন :] চলে যাবার ১ ঘন্টার

মধ্যে এখানে লণ্ডভণ্ড হবে। [দাদা মিনুদির বাড়ী পৌঁছাবার কিছু পরে মিঃ দাস দাদার কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলেন ঃ] ইলেকট্রিক কানেকশন খুলে দে ; শুয়ার্! ইলেকট্রিক কানেকশন খুলে দে। [খুলে দেবার পরেই ঝড়ের মতন শুরু হল শেষের কলির মতো।]

২।৫।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা ঃ—একজন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি এঁকেছিল। বুদ্ধ তাকে বললেন, তুমি আর এসোনা। ৫ম শংকর চতুর্মঠ স্থাপন করেন। [দিনকর ফোন করলেন। দাদাকে ৫০০১৲ টাকা দিতে চান। দাদার অসম্মতি ; বললেন ঃ] তোমার টাকা নিয়ে কি হবে? তোমাকে নেবো দিনকর ঃ—মিসেস্ গান্ধী ন্যাশনাল পোয়েট্ করতে চান। দাদাজী ঃ ওদিয়ে কি হবে? গৌরী চেষ্টা করছে ন্যাশনাল প্রোফেসর হবার ; কিন্তু, হবে না। ন্যাশনাল প্রোফেসরশিপ্ একজনের হতে পারে।......উনিই একমাত্র সায়েন্টিষ্ট, উনিই একমাত্র ফিলোজফার। কারুর দৃষ্টিভঙ্গীই নাই ; এই যে এইভাবে দুহাত সরিয়ে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওটাও সরে গেল ; আবার এক হয়ে গেল জলের মতো।

৩।৫।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয়, সন্ধ্যা) পূজাআর্চা এখন গান্ধারীর, ভাণ্ডার। ......প্রকৃতিকে ভালবেসে বশ করা যায়। তাই ঘটেছে বাটানগরে। মিসেস্ সেন ঃ দাদা! ঠাকুরকে খড়িমাটি দিয়ে সাজাচিহলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম বুকের ভেতরেঃ- আমারে সাজাইবেন না, আমার বড়ো কষ্ট হয়। দাদা ঃ তা

হলে সাজাবি না। মিসেস্ সেন ঃ দাদা ! কিছু কলাও তরমুজ ঠাকুরঘরে রেখেছি। খাবেন কিন্তু। দাদা ঃ এই মাষ্টারটাকে জুলুম করিস কেন ? [এরকম কথা এর আগে বা পরে আর কখনো বলেন নি। মিসেস্ তরমুজ কিনতে বলায় ডঃ সেনের মনটা অপ্রসন্ন হয়েছিল অর্থকৃচ্ছ্রবশতঃ।]

৪।৫।৭৩ (দাদালয়; সকাল) দাদা ঃ "নববিবাহশ্চ যোগঃ"। তখনি "যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্টিকীম্"। ৫।৭ বছর আগে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সাচ্চাবাবার সঙ্গে দেখা হয়। এ তাঁকে বলে, এই জীর্ণ দেহটা রেখেছো কেন ? উনি বল্লেন ঃ তাঁকে না দেখে যাই কেমন করে ? উনি এতোক্ষণ একে দেখেননি; যেই একে দেখলেন, অমনি হতবাক্ হয়ে 'ধরিত্রীস্থাবর' যোগে মাটির উপর হাত রাখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এর দুই পা তাঁর মাথায় উঠে গেল। তারপরে 'এইতো পেলাম, এইতো পেলাম, বলে তাঁর কান্না। উনি রামকৃষ্ণের গুরুর গুরুভাই ছিলেন। [দাদা কিছুক্ষণ জলে নানা রকম গন্ধের প্রকাশ দেখালেন। পরে শুধালেন ঃ] বিবাহটা কি দেখবি ? [একটি মেয়ের সামনে ৬।৭ ইঞ্চি দূর থেকে আংগুল নাড়ালেন। পরে ননীগোপালদা বল্লেন ঃ] মেয়েটির বুক থেকে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। দাদা ঃ এইটাই বিয়ে।

৫।৫।৭৩ (শ্রী রমা মুখার্জীর বাড়ি; সকাল থেকে বিকাল) দাদা ঃ মুখটা মুখ, নাকটা শুধু নাক নয় ; গন্ধটা দেখাও বটে শোনাও বটে। [নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পরে নিজের প্রশস্তিতে

সন্দিহান] ডঃ সেন : অন্যে পেলো না, আমি কি সৌভাগ্যে পেলাম ? আমার কি যোগ্যতা আছে ? তাই মনে হয়, শেষ পর্যন্ত ভক্তের পাল্লায় পড়লাম নাকি ? দাদাজী : এখানে কৃপা-টৃপা নয়; তোরা যাকে পারিষদ বলিস, তাও নয়। এদের নিয়েই এসেছেন। রমা, মানা কিন্তু তোদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন। দেখতে চাস্ ? লিখিয়ে দিতে পারি।
জটাটা কি ? যোগেশ্বর। মহাদেবের কি বিরাট্ জটা ছিল ?······ রবীন্দ্রনাথের ঐটুকুই করণীয় ছিল ; তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হোল। উনি কুমিল্লায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বড়ো-আমি, ছোট-আমির কথা বলেন। কিন্তু, তিনিও ব্যাপারটা বোঝেন নি। তিনি কি মনের অতীত, কর্মের অতীত হয়েছিলেন ? ·········ননী ভাবছে, তার ছেলে পাশ করেই ২৫০০্ টাকার চাকরী পাবে ; তারপরে ৫।৬ হাজার টাকা পাবে। ············ [রমার বাড়ী থেকে দাদা হাওড়া স্টেশনে গেলেন। ভুবনেশ্বর যাবেন ; থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে উঠলেন সঙ্গিদলসহ।] ডঃ সেন :—এরকম তো লোক আছে, যার ডান হাত দেবে, বাঁ হাত জানবে না। কাজেই ফার্স্ট ক্লাসে না যাবার কি মানে হয় ? দাদা :— কেন তা পরে বলবো।

২০।৫।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [দাদা আজই সকালে উড়িষ্যা থেকে ফিরেছেন।] মিসেস্ সেন : দাদা ! পরশু দুপুরে ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে দেখলাম, আপনার ফটো ঘেমে যাচ্ছে। এর কারণ কি ? দাদা :—তোদের জন্য, আবার কি ? (বলে

গম্ভীর হয়ে গেলেন।) (পরে জানা গেল, ছেলে নেপালে ষ্টেট্ রিজার্ভ ফরেষ্টে বেড়াতে গিয়ে বাঘ-সিংহের নজরে পড়েছিল। রক্ষী তাকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে যায়) দাদা :—অভিদা কামদারকে 'বড়দা' বলে ডেকেছেন ; আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, অভির মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। কাজেই তোরা সবাই 'বড়দা' বলে ডাক্‌বি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক তো আজকের নয়। কামদার :— হ্যাঁ, চৌদ্দ মাহিনা তো হো গিয়া। দাদা :—না, ১৪ মাস নয়, ১৪ বছরও নয় ; ১৪ হাজার বছর ও নয়। তারও আগের। ইয়েই ছিল ; ঘুরতে ঘুরতে এসে গেল। অভিদা শিবের চেয়েও অনেক বড়ো। ও যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে অভিশাপ দেয়, তাকে রক্ষা করবার অধিকার কারো নাই।·········এ যখন থাকবে না, ২৫ বছর পরে দেখবি,·········হরেকৃষ্ণ মহতাব, যিনি 'প্রজাতন্ত্রে' এর বিরুদ্ধে লিখতেন এবং ৫ মিনিটের জন্য এর কাছে এসে নীচে বসতে অরাজি, 'তুমি' বলায় অখুসি, তিনি নাম পেয়েও দেখে লুটিয়ে পড়লেন। [সাঁইসংঘের প্রেসিডেন্ট অনন্তকৃষ্ণন্ ও সেক্রেটারী মিঃ নন্দ নাম পেলেন।] আমার সামনে বসে আছে যার সঙ্গে কথা বলছি, সেতো আমার ছেলে !·········· সন্ন্যাসটা কি ? অহংভাব ত্যাগ করা ; না, এভাবে বললে ঠিক হবে না ; কর্ত্তৃত্ব এসে যাচ্ছে। সন্ন্যাস স্বভাব-প্রাপ্তি। [জাষ্টিস্ সুকান্ত রায়ের পূজার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে] ঐ **'dazzling, radiant light'** হোল ব্রহ্মজ্যোতি। উহা অনন্ত ; ঘরটা আর তখন ছিল না।

২১.৫.৭৩—**(দাদালয় ; সকাল)** [জাষ্টিস্ রায়ের পূজার বিবৃতির অন্তর্গত নীল **halo**র প্রসঙ্গে ডঃ সেন :] দাদা ! নীল **halo** কেন ? দাদা :—ওটা না থাকলে তো এক সেকেণ্ডে ওর দেহটা পুড়ে যেতো ।······কৃষ্ণের রূপ কস্মিন্‌কালেও কালো নয়, গৌর । ······শ্বাস-প্রশ্বাসে সব সময়ে নাম হচ্ছে ; জীব ধর্‌তেই পারছে না । সব জায়গায়—গাছে, লতা-পাতায়, বাতাসে একটা শব্দই হচ্ছে । ······ এলাম কর্ম করতে, আর তাঁকে আস্বাদন করতেও । ········· চীফ্ জাষ্টিস্ এস্. কে. রায়ের গুরু তন্ত্রাচার্য ········· একটা আমগাছ অঙ্গুলি-সংকেতে ফেলে দিলেন । এ বললো : এটা আবার তুলে বাঁচাতে পারো ? না, বললো । তখন এ বললো, সত্যনারায়ণের ইচ্ছায় গাছটা বেঁচে উঠুক্ ! গাছটা উঠে পড়লো । ········· ননী তো বিশ্বাস করবি না, ৯ তারিখে, যখন এ উড়িষ্যায়, তখন বাটানগরের মিঃ দাস দুটি মহিলাসহ দাদার বাড়ী এসে দোতলার হলঘরে দাদার সঙ্গে কথা বলে চলে যান । দীনেশ চক্রবর্ত্তীকে বলায় সে বলে, দাদা তো উড়িষ্যায় ! তখন দাস বলে, সে কী কথা ! আমি যে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে এলাম । দীনেশ বললো, তাহলেই বুঝুন ! শুয়ারটা কী বলে ? ········· সবার কাছ থেকে কি এ নিতে পারে ? **(কামদ্দারকে)** তোমার সবটাই নিতে পারে । ········· প্রথম উৎসব হয় বস্তিবাসী ইয়াসিনের অতি-কষ্টার্জিত ১১ টাকা নিয়ে । তার কিছুদিন পরেই ও মারা যায় । [অমিতা ঠাকুর দাদাকে একটা চেক্ দিলেন ; দাদা তা ফেরৎ

দিলেন।] (কামদারিকে) বহুলোক একে দেখতে কলকাতায় আসে। সবাই তো আর গ্রেট্ ইষ্টার্ণে থাকতে পারে না। ৩।৪ জন হয়তো ননীগোপালের বাসায়, কিছু আরক বাসায় কিছু অন্য বাসায় থাকতে বলি বিরক্ত হয়ে দাদার কথা তারা ফেলতে পারে না। যার কাছ থেকে যা নেবার, তারা সব ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়; অন্যের কাছ থেকে নিতে পারে না।

(সন্ধ্যায় শ্রীগোপী-নিলয়ে) দাদা ঃ—বিশ্বরূপ দর্শনটা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার। এটা মনতন্ত্রের, যোগতত্ত্বের ব্যাপার, কিন্তু অপূর্ব! সুকান্তকে পূজার ঘরে দাদা ন্যাংটা হয়ে বলেন ঃ সুকান্ত। দেখ্! তার স্ত্রী প্রভৃতি বাইরে থেকে নীল আলোর রশ্মি দেখলো। সুকান্ত তাকিয়ে দেখলো, দাদা নেই, আছে ঐ **'dazzling, radiant light.**? সে 'ওরে বাবা' বলে চীৎকার করে উঠে বলেঃ আমি আর পূজা করতে চাইনা। এ বলে, কোটি বছরেও মানুষের এ সুযোগ আসে না। দেহটার জন্য ভয় পাচ্ছো কেন? পূজাটা তুমিই করো। রায়ের বাড়ীতে ভাবলাম, তোদের ভাষায়, একটু **diversion** হোক্। কিন্তু সত্যনারায়ণ বললেন, এখানেই শুরু, এখানেই শেষ হোক্। ...... প্রারব্ধের ভোগদণ্ড ধৈর্যের সঙ্গে ভোগ কর্। ......উনি ত্রিগুণাত্মক,—এটা ঠিক তো?

২২।৫।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) [সস্ত্রীক ডঃ পুলার

এবং তাঁর শ্যালক সস্ত্রীক দাদা-দর্শনে আসেন।] দাদা ঃ—এ যখন ভুবনেশ্বরে, তখন মিঃ দাস একে এর বাড়ীতে দেখলেন. চা খাচ্ছেন এবং তাঁর সঙ্গে ৫ মিনিট কথা বললেন,—এটা কি রে ? ডঃ সেন ঃ একটাইতো **space.** দাদা ঃ— এখানে **space** য়ের কথা বলছো কেন ? এখানে বসে আমেরিকা থেকে যখন হাত বাড়িয়ে একটা জিনিষ আনুছি, তখন **space** য়ের কথা উঠে। কিন্তু, এখানে কেন ? ডঃ বিভূতি সরকার ঃ— এটা মহান্ ইচ্ছা ; এটাই **science.** ডঃ সেন ঃ—মহান্ ইচ্ছা তো ওখানেও আছে। আমাদের কাছে তো আর একটাই **space** নয়। তাহলেই বলতে হবে, দাদার ইচ্ছাই মহান্ ইচ্ছা। তা না হলে ওটা দাদার স্বতন্ত্র ইচ্ছার ক্রিয়া। উভয়ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য। আর মহান্ ইচ্ছাটা **scicnce**, এটা মোটেই বুঝলাম না। [দাদা কিছু বললেন না, গম্ভীর ছিলেন। অবশ্য আজ গোড়া থেকেই গম্ভীর ছিলেন।] [দাদা শান্তি ঘোষকে ফোন করলেন ; পেলেন না। তখন বীরেন সিমলাইকে ফোন করে শুধালেন ঃ] রবিবার ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? বই বেরুবে না ? ওতো বলছে. বেরুবে। এসব ব্যাপারে একে জড়ানো কেন ? .... (ডঃ সেনকে) কাল দুজনে আসিস্।

২৩।৫।৭৩ (ঐদের) দাদা : 'আকৃত্যা ন মাতা'—সৃষ্টিতত্ত্বে আছে। .... দৃষ্টিভঙ্গী উল্টাপাল্টা হলে চলে যেতে হবে ॥ যে টালিবালি করতে আসে, সে টালিবালিই পাবে। ....

'নিতাই গৌর সীতারাম' নয়, 'সীতানাথ'। এ রাম রতিরূপ, প্রেমরূপ। এই রামের আশ্রয় যখন নিল, তখন তিনিই তাঁকে (সীতা) উদ্ধার করলেন। আসলে তিনিও পারেন না; তদ্‌গতা হয়ে তদ্‌ভাবনা করলেই প্রারব্ধ কেটে যায়। [টেপে দাদাজীর কণ্ঠে নিতাই গৌর সীতানাথ' গান হচ্ছিল।] দাদাজী: ৫০০ বছর আগের কণ্ঠস্বর। ডঃ সেন: নিমাই পণ্ডিত কি গান জানতেন? দাদাজী: হ্যাঁ, তিনি গান করতেন। [তারপরে দাদাজীর কণ্ঠে 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে' গান হোল ঐ একই টেপে। তখন বললেন:] ৪০ বছর চর্চা নাই; তবুও এই রকম গলার কাজ। তা হলে আগে কিরকম ছিল এখন বোঝ; [শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের 'বেদবাণী' সম্বন্ধে বললেন:] এ তো ঐ কথাই বলে। বেদবাণী কি ওদের কেউ বোঝে যারা বের করেছে? .... বড়লোক, গরীবলোকে এখানে কোন ভেদ নাই। ... . একে দেখে সবাই যদি প্রেম করতে আরম্ভ করে, তাহলেই তো হয়ে গেল। [বোঝা গেল, ঘোষ কোম্পানীর গঙ্গাযাত্রা হয়ে গেল] ...... আমি অনেককেই বলি, আমার ঘরণীকে কোথায় রেখে এলে? কথাটা কি মিথ্যা? শাস্ত্র কি বলে? বিভূতি বল্; না, ননী বল; বিভূতির তো শাস্ত্রে সে রকম জ্ঞান নেই; অন্যদিকে সে অবশ্য অনেক বড়ো! ডঃ সেন:- বিভূতিদাই বলুন্; উনি তো নিজেই গৃহিণী! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। আমার তো সে গুড়ে বালি। শুষ্ক শাস্ত্র দিয়ে কী হবে? (হাসির হুল্লোড়।) আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন; শাস্ত্রীয় উত্তর

নয়। দাদাজী : শুয়ার!

২৪।৫।৭৩—(শ্রী অনিমেষালয়; সন্ধ্যা) [দিন কয়েক আগে বাটানগরে এক ভদ্রলোকের থার্ড স্ট্রোক হয়ে মুখ বেঁকে গেল; অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছেন; মনে হোল, কে যেন ধরে শুইয়ে দিল। ঠিক তার আগেই দাদাকে ফোন করা হয়। দাদা বলেন: ভালো হয়ে যাবে। আজ ফোন করে বললো, উনি হেঁটে বেড়াচেছন, আর সিমেন্টের মেঝের উপরে স্পষ্ট ৮ জোড়া ছোট পায়ের ছাপ।] [প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রাত ৯·৩০ টায় যাবার অনুমতি নিতে মিসেস্ সেন দাদার দিকে তাকালো।] দাদা: বিন্দে সখি! তোমার জন্য একটা রিক্সা আমি রেখে দেবো; না হলে আমি দিয়ে আসবো। [এরপরেই মিঃ আইচের দিকে তাকিয়ে বললেন:] দুদিন থেকে খুব চিন্তা করছো। একে নিয়া থাকো; চিন্তা নাই। [ডঃ পুলারের শ্যালক সম্বন্ধে] ওদের ১৫ বছর বিয়ে হয়েছে; সন্তান নাই। ডাক্তার বলেছেন, কোন সম্ভাবনা নাই। একদিন রাতে স্ত্রী স্বপ্ন দেখে, কে বলছে: আজ রাতেই তোমার সন্তানের জন্ম হোল; যথাসময়ে সে ভূমিষ্ঠ হবে। ……… (কৃষ্ণের রং সম্বন্ধে) স্থুলদেহের কথা ভাবছিস্ কেন? প্রকাশের কথা ভাব্। ওঁর রং চাঁপাফুলের মতো। ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি: আমি যখন ওঁর সঙ্গে গান করতাম, তখন ওঁর রং চাঁপাফুলের মতোই ছিলো। সোনার আংটি গায়ের রংয়ের সাথে মিশে গিয়েছিল। …… এখানে এসেও দৈহিক

প্রেম করবে ? বিভূতি শুয়ার যা বলছে, তাই ঘটছে। যে সব কিছু জানে, তার কাছে এসে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা বলে কেমন করে ? শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের ফটো সম্বন্ধে ডঃ সেনের প্রশ্ন।] দাদাজী ঃ-দাঁড়ি আছে ? ডঃ সেনঃ- হ্যাঁ। দাদাজী ঃ—তা হলে কৈবল্যনাথ হবে কেমন করে ? দাঁড়ি তো সর্বধর্মসমন্বয়ের। ওসব ব্যবসার ফন্দী। .... উত্তরকাশী থেকে ৩৫ মাইল উপরে এক ৪৫০ বছরের যোগীর সঙ্গে এর দেখা হোল। যোগিবর বাঙালী। পাশেই একটা কূয়োর মত জলে পদ্মফুল ফুটে আছে। সেখানে বাংলার পরিবেশ করে নিয়ে তাঁকে ভাত ও কৈমাছের ঝোল খাওয়ালাম। বললাম ঃ এবারে দেহটা ছাড়ো। যে-কটা দিন আছো, নাম করো। ঐ যোগ-টোগে কিছু হবে না। আবার আসতে হবে। এসে সংসার ধর্ম পালন করে মুক্তি পাবে। ...... বাংলাদেশের কারুর সুকান্ত রায়ের ভাগ্য হবে না।

২৫।৫।৭৩—[আজ চন্দ্রমাধব মিশ্রের 'সঞ্জীবনী'-র উদ্বোধন করলেন দাদা। পরে শ্রীগোপী নিলয়ে রাত্রে] দাদা ঃ-এর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করুনে **stand** করতে পারে ? সাধু-সন্ন্যাসীরাও পারবে না। আর এখানে এসে যতসব নষ্টামি করা ! .... পূজার ঘরে গণ্ডী না দিলে কেউ এক মুহূর্ত্তও টিকতে পারবে না। দেহ **burst** করবে, না হয় পুড়ে যাবে। সুকান্ত রায়ের ভাগ্য বাংলাদেশে কারুর হবে না। [মিসেস্ সেন তার মেয়ের স্বপ্নের কথা দাদাকে বললো ঃ] লিখছে, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া মিলে

সত্যনারায়ণ হয়ে গেল। দাদা ঃ—ঠিকই তো দেখেছে ! গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া মিলেইতো সত্যনারায়ণ। ছবি পাঠাবার আর দরকার নাই।

২৬।৫।৭৩ (দাদাজী—নিলয়; সকাল) [কাল মধ্যরাত্রে দাদার উগ্র অঙ্গগন্ধের প্লাবনে আপ্লুত হয়ে মিসেস্ সেন কাঁদছিল, কাৎরাছিল; শেষে অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। সেই বিবরণ শুনে দাদা ঃ] এটা তোমার (ডঃ সেন) জন্য। ওতো মীরাবাইয়ের মতো। তবে এখানে তোকে ও উনি করে নিয়েছে। ও অপূর্ব, তোর মেয়েও অপূর্ব ! [এ প্রসঙ্গ হবার আগেই দাদা ডঃ সেনকে বলেন ঃ] তুই তো এই কাজের জন্যই এসেছিস। এতো একা আসে না; যাদের প্রয়োজন, সঙ্গে নিয়ে আসে। না হলে তুই যা তর্ক করেছিস, তোর সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, অন্য লোক, এমন কি সাধু-সন্ন্যাসী হলেও টিকতে পারতো না। [পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘোষ—প্রসঙ্গ ও—বল্লভ—কথা।]

[বিকালে শ্রী জি. ডি. কামদারের বাড়ী সত্যনারায়ণ পূজায়। দাদা সস্ত্রীক কামদারকে পূজার ঘরে বসান।] দাদা ঃ—ওরা দুজনে এক হয়ে গিয়েছিল। না হলে প্রকাশ হোত না। ওরা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দেখে, লুঙ্গি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাদা শুধু বাইক্ পড়ে দাঁড়িয়ে। বলি, ঘাবড়াও মৎ। আবার গণ্ডী টেনে বেরিয়ে আসি। প্রথমে ওরা তীব্র v.bration পায়; তার পরে মাথায় সুগন্ধি জল পড়ে; তার পরে ঘণ্টাধ্বনি; তার পরে ভয়েস্ শুনতে পেলো;

তারপরে নানা রকম গন্ধ ; হঠাৎ **gust of Cool breeze** বয়ে গেল ; সব শেষে **dazzling light**. দেহ হাল্কা হয়ে গেল ; **floor**-য়ে ছিল না। .... একজন বলেছে, আমি এদের সামনে আপনার কাছে আসবো না। আপনাকে গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যাবো। এরা যেন না যায়। প্রেস্টিজে ঘা লেগেছে। গাড়ী পাঠিয়ে দেবে! কাকে বলছে ? যার এক সময়ে তুটো বিরাট বাড়ি ও তুটো গাড়ী ছিল ; যে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিয়েছিল, আর এম. বি. সরকারদের কয়েক লক্ষ ধার টাকা দিয়েছিল বিজনেস দাঁড় করানোর জন্য ! **Character** থাকা চাই। .... তোরা কি কেউ বিয়ে করেছিস, নিজের স্ত্রীকে ? (কামদারকে) আজ কিছুটা হোল। তুজনে এক না হলে পূজো হবে কেমন করে, প্রকাশ হবে কেমন করে ?

....

২৮।৫।৭৩— **(শ্রী মিনতি দের বাড়ী ; সকাল) [** মিঃ কামদারের পুত্র শ্রী অরবিন্দ ভাই বাবা-মায়ের পূজার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বললেন :] তুজনেই চোখ বোজা অবস্থায় দেখলেন, একেক জন দেবতা বাঁ দিক থেকে আসছেন একে জাতীয় **aroma** নিয়ে এবং ডান দিক দিয়ে চলে যাচ্ছেন। দাদা :—ব্যাপারটা কি ? ওরা ১ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে এক লোক থেকে আরেক লোকে, আবার অন্য লোকে যাচ্ছে এবং সেখানকার **aroma** পাচ্ছে। .... জাগতিক সত্য-মিথ্যাটা কি ? ওটাতো দেহকে নিয়ে। দেহটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। ...... মনের ব্যাপারটা এ ঠিক বোঝে না। কালো মানিকের কিন্তু **উচ্ছ্বাস**

নাই। ডঃ সেন ঃ—তার মানে, শুয়ারের উচ্ছ্বাস আছে! দাদা ঃ—তুই তো উর্ধ্বশ্বাস হয়ে সেটা প্রমাণ করলি। একেই বলে গায়ে পড়ে ঝগড়া। ……… বাইক্ নয়, ওদের পেছনে কিছুক্ষণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; কাপড় থাকলে তো পুড়ে যেতো। নীল আলো কামদারও দেখেছে, যা সুকান্ত রায় দেখেছিল ঐটাইতো বর্ম হয়ে ঘিরে থাকে। সুকান্ত রায় কিন্তু **vibration feel** করেনি। ডঃ সেন—বোধ হয়, তাঁর ভিতরেই ঐ **vibration** হচ্ছিল; অথবা, দেহ-বোধ অর্থাৎ দেশ-কালের বোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দাদা ঃ—হ্যাঁ, তাই বল্; ওরে পরেরটাই আসল সত্য।

২৯।৫।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা ঃ—যারা পারিষদ, যাদের সাথে নিয়ে আসেন, তারা **slip** করতে পারে না। তাদের মান-অভিমান হতে পারে। ……… উনি ৩০ ঘন্টা ঠিক থাকতে পারেন; তার বেশি থাকলে আটকে যাবেন। তাই **Ceylon** য়ে দেড়দিনের বেশি থাকতে চান না। কাশীতে যেমন দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, তেমনি রামেশ্বর, সেতুবন্ধ। কেউ কিছু জানে না; সব ফাক্কা। …… দেহে ফোঁটা তিলক কেটে কি হবে? তাতে কি মন প্রেরণা পায়? তাতে কি মনের অতীত হওয়া যায়? [রাত ১০টার কিছু আগে মিসেস্ সেন দাদার কাছে যাবার অনুমতি চাইলো] দাদা ঃ—এখনি যেতে চাইছো; তবে যাও। [দুজনে

বেরিয়ে পড়লাম। ১০টার বাস পেলাম না; ট্যাক্সি ও নাই। ১০টা ২০।২৫ মিনিটে দাদা গাড়ী করে সোজা রিচি রোড ধরে চলে গেলেন স্মিত হাস্যে আমাদের নমস্কার করে। অন্য দিন কিন্তু ডান দিকের গলি দিয়ে ল্যান্সডাউন রোড হয়ে যান। ১০°৪০ য়ে বাস পেলাম। সেলিমপুরে কোন রিক্সা নেই। ১১ ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে হাঁটা শুরু। কিছু দূর গিয়ে একটা রিকসা পাওয়া গেল; বাসায় সাড়ে এগারোতে।]

২।৬।৭৩—(দাদা-নিলয়; সকাল) দাদা :—নরসিংহম্ ফোন করে দাদাকে বলে: শ্যালক কুমারমঙ্গলম্ (কেন্দ্রের মন্ত্রী) প্লেনে সঙ্গে যেতে বলেছে; যাই, দাদা? এ বলে : গেলে তোমার সর্বনাশ হবে; সত্যনারায়ণ আদেশ করেছেন। গেল না। প্লেন **crash** হোল; কুমারমঙ্গলম্ মারা গেল। ...... আজ মিসেস্ গান্ধী ফোন করে আম পাঠাবার কথা বলেন অনামী নামে; সুমতিবেনও আম পাঠান। বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন: পি. এফ. এর চেয়ারম্যান ইচ্ছি, আগে কেউ হয়নি। দাদা নিষেধ করলো। ও শুনলো না। দুদিন পরে সমন এলো, আগের চেয়ারম্যান ৯ লাখ টাকা চুরি করেছে; সেই টাকা দিতে হবে। এ বললো: কথা শোনেনি। এখন আর কি করা যাবে?

(সন্ধ্যায় 'কথা ও কাহিনী'-র বাড়ীতে মিঃ নরসিংহমকে শূন্য থেকে একটা সোনার লকেট দিয়ে বললেন:] সময় খুবই খারাপ। তাই ওর বাড়ীতে একটা পূজা হবে। শক্-টক্

লাগতে পারে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। [মিঃ সিন্‌হার এক সহকর্মী মহানাম পেলেন। তাঁর সম্বন্ধে] দাদা ঃ এই আরেকটি শিবজীবন ! (একজনের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা সম্বন্ধে) কৃষ্ণ-টৃষ্ণ সবাই নিষেধ করেছিল ; এ care করেনি।

৩।৬।৭৩— (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী ; সন্ধ্যা) দাদা ঃ— এখন কি রকম Quiet, শান্তিপূর্ণ ! বুদ্ধিমান্ আর চালাকের দল চলে গেছে। (জনৈককে লক্ষ্য করে) এতো শিশুর মতো বসে থাকে। কিন্তু, ডাক্ না বাংলাদেশের ১০০ জনকে এর সামনে [মিসেস বন্দরনায়েক, ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ ফোন করেন। শেষোক্তকে দাদা বললেন ঃ] রাধা ! তুমি চালাক, না এ চালাক ! ········ দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে ইমেজ তৈরী শুরু হয়। ······ ব্রজের কৃষ্ণ কোথায় জন্মান ? বঙ্গদেশ। তখন অবশ্য বঙ্গদেশ বিহার, য়ু. পি.-র কিছু, আসাম, উড়িষ্যা। জড়িয়ে ছিল। পুরীটা কি ? কৃষ্ণের রাসলীলার ক্ষেত্র। ডঃ সেন ঃ—তবে বৃন্দাবন ? দাদা ঃ- মহাপ্রভুর রাসলীলার স্থান। সাক্ষীগোপাল কৃষ্ণের বিশ্রামের স্থান। ওটা কোণারকের কাছে ছিল। ······ মন ছাড়া প্রেম হয় না ? ······ ক্রিয়াযোগ করতে হলেও খালি গায়ে করা যায় না ; গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিতে হয়। ······ এক সঙ্গে অনন্ত ভুবনে আছেন। তাই, বিভিন্ন লোক থেকে একই সময়ে ডাক পড়ে ; তাইতো দেরী হয়ে যায়। কোন যুগে, কোন কালে আর এ রকম আসেনি, আস্‌তে পারে না। সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। এ যা বলছে, তা ছাড়া আর পথ নাই।

এই কাণ্ডারীর কাছেই সবাইকে আসতে হবে। ...... এখানেই ত্যক্ত্বা কর্মফলসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।' ...... এর সঙ্গে যে মরতে পারবে, সেই থাকবে ; অন্য সব চলে যাবে।

ডঃ সেন ঃ নকুল. সহদেব, অর্জুন পড়ে গেছে ; ভীম ও যুধিষ্ঠির এখনো আছে।

দাদা ঃ না, এ যুগে অর্জুন পর্যন্ত থাকবে ...... এ স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে ঢুকে মাকে আকর্ষণ কমাবার জন্য। শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য :- কাউকে **disturle** না করে। .... (শ্রীঅমিয় মজুমদারের স্ত্রীকে) ওর ভিতরেই আমাকে দেখ্। [মিসেস্ মজুমদারের বাবা দাদাজীর পায়ে ঠাকুরের পায়ের গন্ধ পান এবং সত্যনারায়ণের পটে দাদার সামনে ঠাকুরকে দেখেন।] ...... এইটাই (দাদা-সঙ্গ) হোল আস্বাদন। যারা চলে গেল, এই আস্বাদন তারা পেল না। [দাদা পা টিপতে বললেন। পা টিপলাম। পরে আর কোনদিন বলেন নি।]

৪।৬।৭৩—(দাদা-নিলয় ; সন্ধ্যা) [মিঃ দত্ত খুব কথা বলছিলেন অনাহূত হয়ে.—লংকা সম্বন্ধে, কপিলের পাথরের মূর্ত্তি নিয়ে!] (দাদা স্বগতভাবে) :— বেশি কথা বললে চলে যেতে হবে। ...... (সত্যনারায়ণ-পটসম্বন্ধে) ওটা কি ফটো? ওটা কি ফটো বলে মনে করিস্ নাকি? তাহলে কি এই হাত দিয়ে দিত নাকি? ওটা যেখানে থাকে, সেখানে আর ভয় কিসের? ডঃ সেন :—আমারটা চুরি হয়ে গেছে। দাদা :—ওটা তো চোর-ডাকাতের জায়গা। মিসেস্ সেন : তবে যেতে বললেন কেন?

দাদা :—মাতৃ-ভক্ত ছেলে যাবে, বাধা দিই কেমন করে? পিতা-মাতা যদ্দিন বেঁচে আছে, তাঁদের সেবা করতে হবে। কর্ত্তৃত্ব-বর্জিত হয়ে করলে তাঁকেই সেবা করা হোল। কিন্তু, মৃত্যুর পরে? মা কদ্দিন মারা গেছেন? (শুনে) উনি তো তোমার বাড়ী যান নি। ননী, তোকে বলছি, মারা যাবার পরে আর কি করার আছে? **Without existence**, মন বলে কিছুই থাকে না। যতক্ষণ **existence**, ততক্ষণই মন। মৃত্যুর পরে মন সংকুচিত হয়ে গেলে একমাত্র ওনার সঙ্গেই মিলিত হতে পারে। মিস্ মানা বোস :—দাদা একদিন বাবাকে বললেন : তোর বাপ বেটা এসেছে। এখন সে তোদের কাউকে চেনে না; একেই কেবল চেনে। যাক্, বেটা মুক্ত হয়ে গেল। .... (মিসেস্ সেনের বুকে হাত দিয়ে বললেন :) জীব কি এ রকম করতে পারে? কিছু বুঝলি? কি বলছি কেউ বুঝতেই পারছে না। উনি বললেন : আমি থাকতে বুঝবে না। .... দাদা :—কপিল কবেকার রে? ডঃ সেন : এটা তো বলা মুস্কিল। তিনজন কপিলের কথা পাওয়া যায়। দেবহূতি-কর্দম-পুত্র কপিল, অগ্নি-পুত্র কপিল, এবং আরেকজন কপিল। দাদা : দেবহূতির পুত্র কপিলইতো আদি। তিনিইতো অবতার। তাঁর সম্বন্ধে এসব কিকথা!

৫।৬।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [সপত্নীক মিঃ দত্ত বিকেল ৬টায় এলে তাঁকে দেড়ঘন্টা পরে আসতে বলেন।

বাটানগরের মিঃ দাস ফোন করে বলেন : এখানে ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশে একজন অপূর্ব বক্তৃতা করেছেন। তাঁর মাথার উপরে একটি হাত দেখা যায়। দাদা মুচকি হেসে বললেন :] তুই দেখেছিস্ ? মিঃ দাস :—তাই তো মনে হচ্ছে। দাদা :—তাহলে ঠিক আছে। .... মাদ্রাজের লোকেরা জ্ঞানমার্গের ; উড়িষ্যা ও গুজরাটের ভাবমার্গের। সুগ্রীব প্রভৃতি কি বানর ছিল ? ওরা কালো ছিল। ত্রেতাযুগ থেকেই ওরা খুব জ্ঞানী ছিল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ওখানকার লোক। রাবণও ওখানকার। রাবণের আসল নাম ছিল দশানন অবস্থাত্মা সে যোগী, ভোগী জ্ঞানী সব কিছু ছিল। সে ছিল সর্বজ্ঞ ; কিন্তু, সে ছিল অহংকারী। তাঁর এক রকম শব্দহীন বিমান ছিল। পুষ্পক তাঁর বিমান। এ ছাড়া আরো দুরকমের বিমান ছিল ; দম্পকী, চম্পক। কী বিরাট্ বিমান ! ওগুলো খাড়া হয়ে থাকতো। .... কৌরবদের ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল। ৩ লক্ষে এক অক্ষৌহিণী। ১১ অক্ষৌহিণী স্থলসৈন্য, ৬ অক্ষৌহিণী নৌসৈন্য, আর এক অক্ষৌহিণী বায়ুসৈন্য। পাণ্ডবদের ছিল ৬ (৭ ?) অক্ষৌহিণী। জরাসন্ধের ছিল ৩২ অক্ষৌহিণী। সে ছিল সপ্তদ্বীপ রাশিয়ায়। অস্ত্রশস্ত্রের কথা যাক্। **12 horse-power**-য়েরও বিমান ছিল। **2 horse-power** হলেই সাংঘাতিক। 'রথ' শব্দটা কিন্তু বাংলা নয়। রাবণের আকর্ষণে মহালক্ষ্মী সীতাও পড়েছিল। এখানকার এমনই মায়া। রাখা হোল অশোক-বনে। সেখানে চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়

উৎপাত শুরু করলো। তখন 'রাম, রাম' বলতে লাগলো। তখন সেই আদি রাম তাকে (রাবণ) বধ করলেন, দশরথ-তনয় নয়। রাবণ অমর হয়েছিল। .... আমি আমাকে ভালোবাসছি। তাহলেই আরেকটা আমি চাই। সেই আমিটাই এখানে আটকে গিয়ে প্রারব্ধ ভোগ করতে লাগলো ; আরেকটা নির্বিকার ; এইতো সৃষ্টিতত্ত্ব।ওটার জন্মমৃত্যু আছে ; এটার নাই। একেও প্রারব্ধ ভোগ করতে হচ্ছে। একমাত্র কৃষ্ণকে করতে হয়নি,—ব্রজের গোবিন্দকে। কারণ, তিনি পারিষদবেষ্টিত হয়েছিলেন। পরে যাঁরা এলেন, তাঁরা অধিক শক্তিমান্ হয়েও রেহাই পেলেন না। .... মন দিয়ে বোঝা বা জানা কি সম্ভব যতক্ষণ মনটা চিন্ময় বা মঞ্জরীযুক্ত না হচ্ছে ? একই সঙ্গে অনন্ত ভুবনে এইভাবে বসে কথা বলছেন। .... বধটা কি ? **Transformed** হওয়া বা **merged** হয়ে যাওয়া। (ডঃ সেনকে) কি রে, পরিচয়-লিপি পেলি তো ? বিভূতি সরকার আর মানার লেখা এবারে বাদ দেবো। ডঃ বিভূতি সরকার :—অন্যের পোঁদে তেল না দিয়ে মানার পোঁদে তেল দিন। (দত্ত সম্বন্ধে রহস্যচ্ছলে) ও আইনস্টাইনের ছাত্র! একটা সহজ লোক নয়। (—ঘোষ সম্বন্ধে) আরে, অনিমেষের মতো একটা সাধু লোকের নামেও কুৎসা রটায়। সত্যের গায়ে আগাছা পরগাছা থাকবেই। সমস্ত বিশ্ব যে জড়িয়ে নিয়ে আছে! ওটা তোদের ধৈর্যের পরীক্ষা।

৮।৬।৭৩—(শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—ডাক্তার

অপারেশন করছে; যখন **full concentration** হোল, তখন অপারেশন হোল। তখন কি মনটা আছে? বুদ্ধিটাও চিন্ময় হয়ে গেছে। এই তো তপস্যা। [মানার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করলেন।] (ডঃ সেনকে) ননীদার খবর কি? অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই।...... ঠাকুর মাঝে মাঝে বলতেন: আমি কেন্ আইলাম? ...... এই যে যে কেউ এসে পটাস্ করে পড়ে যায়, এই তুরীয় শক্তিটাই সুদর্শন। ৫০০ বছর আগে যিনি আসছিলেন, তিনি কি সাধু-সন্ন্যাসীদের **convert** করেছিলেন? চালাক-চন্দর আইস্যা ও পার পাইল না।...... রামদাস পাহাড়-পর্বতকে গুঁড়া করিয়া ফেলতে পারে। ...... ১৯৩৩ য়ে এলাহাবাদে মিউজিক কনফারেন্স হচ্ছে; ভীষ্মদেব ছিল; এ ও ছিল। হারমোনিয়ম চলবে না; তাই ভীষ্মদেব সেখানেই খতম। যেমন গানের ক্ষেত্রে কেউ কিছু জানে না, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও তেমনি অবস্থা। তাই গান ছেড়ে দিল। ...... বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, বড়ো ভাই—সব প্রণাম করছে। আর বোঝার কিছু আছে? .... (যতীনদাকে) দীনেশ আসেনি কেন? যতীনদা :—এক্‌জিমা আর জ্বর। দাদা: কোন্ পায়ে? (কিছুক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে রইলেন।)

৯৷৬৷৭৩—(দাদাজী-নিলয়; সকাল) দাদা:—অজিত পাঁজার পরিচিত একজন তার ছেলের **blood cancer** য়ের জন্য জলপড়া চাইতে এলো। ডঃ সেন তাকে দুকথা বলে বিদায় করে দিল। (একটু পরেই গীতাদিকে বললেন:) এই গীতা!

ননী চরণজলের শিশি এনেছে না? এইখানে নিয়ে আয়.। [বোতলটা নিয়ে এলে সবার সামনে বসে বাইরে হাত বুলিয়ে চরণজল করে দিলেন। ডঃ সেন সেটা মেঝেতে রাখলো। দাদা দেখে রাগতভাবে বললেন :] মেঝেতে রেখেছিস. কেন? যেগুলো specially করা হয়, সেগুলো ঠাকুরের আসনের কাছে রাখবে। ডঃ সেনের শিক্ষা হোল কি?] ...... Philosophyটা কি? এই চন্দ্র, সূর্য—এটা Philosophy নয়? ঘরের ওদিকে সূর্যের আলো আছে, এদিকে নাই. এরকম হতে পারে না? এটা Philosophy নয়? প্রকাশটাই Philosophy। এ মাঝেমাঝে 'জয় রাম' বলে। কে যেন বলে; এ কিন্তু বলে না। এ ওসব টানা-হেঁচড়ার মধ্যে নাই। Philosopher সব গরু। একটা আত্মা, আরেকটা জীবাত্মা। মনটাই জীবাত্মা। বিয়ে না করে তো আসাই যায় না। ...... কালোমাণিকের কাছে একটা জিনিষ আমি খাবো দেড় মাস পরে। সেটা বাংলাদেশে ওর মতো আর কেউ রাঁধতে পারে না। এখন ডাক্তার permission দেবে না। ডঃ সেন :—চাটগাঁর ব্যাপার! দাদা :—এতো লোকের ভিতর আমি কিছু বলবো না।

১০।৬।৭৩—(দাদা-নিলয় ; সকাল) [সকাল ১০'৩০ টায় একদম ভিজে দাদালয়ে। দাদা জোর করে নোতুন ধুতি ও নোতুন গেঞ্জি পরিয়ে দিলেন। জনৈক নরু চক্রবর্ত্তী জনৈক সদা চক্রবর্ত্তী হঠাৎ হাজির হোল ৬।৭ জন লোক নিয়ে। নরু প্রথমে একটু সৌজন্যমূলক কথা বললো। তার পরেই

দসা পাগলামি শুরু করলো। অনাহূত হয়ে এসে সে দাদাকে আক্রমণ করে বললো : মানুষ গুরু হতে পারে না, এই **lesson** টা আপনি মনে রাখবেন। এটা আপনার পক্ষেও **lesson**। আপনি **dogmatic** ; আমার **conviction** যে আঘাত দিলে আমিও আপনাকে আক্রমণ করবো। দাদা শান্তভাবে ওদের বুঝাবার চেষ্টা করলেন। নরুকে 'তুমি' বলায় সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ওদের আচরণ **vandalism**য়ের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো। ডঃ পুলার. ডঃ দাস, মিঃ আচারিয়া, মানা বোস ও ডঃ সেন ওদের নিরস্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হোল। তাঁদের বক্তব্যের মর্ম হোল, আপনাদের যাই **conviction** থাক্, তা নিয়ে এখানে হামলা করতে এসেছেন কেন? যাই হোক্, পরে রমা মুখার্জি উত্তেজিতভাবে সদাকে বললো : আপনি তো ফুটপাথে ইটের উপরে বসে হাত দেখেন! পরের দিন আপনার ময়নাটাকে নিয়ে আসবেন। তখন ওরা বেগতিক দেখে চলে গেল। কিন্তু, যাবার সময়ে সদা নর্দমায় পড়ে গেল। উঠে ঐ বেশেই প্রস্থান।]

১১৷৬৷৭৩—[শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—ওরা আবার ১২৷৷৹টায় গিয়েছিল। তখন মার্জনা ভিক্ষা করে বলেছে : আপনি মহাযোগী। বিভূতি, সম্ভূতি অসম্ভূতি আপনার আয়ত্তে। একটা মিটমাট করে নিন্। নরু আজ সকালেও এসেছিল। ……… ঠিক বলতে পারি না। তবে এ রকম হতে পারে যে

এ যাবার সময়ে তুই একজনকে বলে যাবে নাম দিতে। ...... ওখান থেকে যারা আসেনি, তারা চরিত্র ঠিক রাখতে পারে না। .... ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ কাল ফোন করে বলেছেন, একটা চোখ গেছে ; আরেকটা চোখে কিছু দেখতে পাই। এখন শির আপনার পায়ে রাখতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

১২।৬।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা:— ওদের দোষ দেই না ; সংস্কারে এবং স্বার্থে এমন অন্ধ হয়ে আছে ! প্রভাত এসেছিল। সে বল্লো :—ও কখনো নকশাল, কখনো কম্যুনিষ্ট, কখনো কংগ্রেসী—একদম **opportunist**. ও সত্যই জ্যোতিষী করে; শিষ্যদের তাবিজ-কবচ দেয়। গৌরী বলেছে, তোর সঙ্গে কথা না বলে যেন কেউ ঢুকতে না পারে। .... [টেপে নিতাই গৌর সীতানাথ গান হচ্ছিল দাদার কণ্ঠে। শেষের দিক সম্বন্ধে দাদা বল্লেন :] বুঝলি ? কলির থেকে উদ্ধার করতে এই পারে; বেদ, ভাগবত, গীতা নয়। বুঝলি তো ? ডঃ সেন হ্যাঁ। (যদিও বোঝে নি।) [বৌদি সম্বন্ধে দাদা :] দেখ্, তো কী প্রারব্ধ ভোগ করছে ! পাণ্ডবদের চেয়েও বেশি। বিল্ডিংয়ের বাইরে রান্নাঘরে বৌদি রান্না করছেন ; এ তখন বহুদূরে। একটা সাপ রান্নাঘরে ঢুকেছে ; এই মুহূর্তে অন্যমনস্ক না করে দিলে নির্ঘাত কামড়ে দেবে। আমি তক্ষুনি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম : কী, কেমন আছ ? বৌদি : একী, তুমি কখন এলে ! এর মধ্যেই চলে এলে ! তুই একটি কথা বলার পর ... আর

বৌদি আমাকে দেখতে পেলেন না। এটা কী? এটা কৃষ্ণতত্ত্বেরও অতীত, প্রেমেরও অতীত। কি, তাই না? ডঃ সেন : হ্যাঁ (না বুঝেই)। ····.... প্রেম ছাড়া গতি নাই; মালা জপে কি হবে? ...... মাদ্রাজে কী ঘটবে, এ সবই জানে। ওখানে সব **top**, মহাপণ্ডিত। রাবণের মতো অনেক আছে। ওখানে গিয়েই তোমাদের রামচন্দ্র **submit** করেছিলেন। সাংঘাতিক জায়গা; তর্ক করে কী হবে? কিছু প্রত্যক্ষ দেখলে তবে হবে। .... [সেদিনের নোতুন কাপড় ও গেঞ্জি সম্বন্ধে বললাম] দাদা : নিজের দাদা যদি কিছু দেয়, তুই কি ফেরৎ দিতে পারিস, ? এ যদি তোদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে, তবে তুই এর কাছ থেকে নিতে পারবি না? না হলে তোর কথাটা গ্রহণ করি কেমন করে? অবশ্য মুষ্টিমেয় জনকয়েকের কাছ থেকেই এ নিতে পারে। না হলে উৎসবই বা হবে কেমন করে? ডঃ সেন : তা হলে এতো সতু ব্রহ্মচারী হয়ে যাচ্ছে! দাদা :—না, তা হবে কেমন করে? সদা-র গার্ডিয়ান ঠিক নাই; তোর গার্ডিয়ান ঠিক আছে।

১৩।৬।৭৩ (দাদাজী-নিলয়; সকাল) [নীচের হলঘরে বহু দাদানুরাগীর সমাবেশ। একজন ডাক্তার বল্লেন, সুকান্ত রায়ের অভিজ্ঞতা বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। দাদা বললেন :—ননী! তুই কি বলিস? ডঃ সেন :—বিশ্বরূপ দর্শন অপূর্ব, অসাধারণ, অকল্পনীয়। কিন্তু, ওটা জাগতিক ব্যাপার, মনোজগতের ব্যাপার।

কিন্তু, এখানকার যে কোন ব্যাপার তার চেয়ে লক্ষ মাইল উপরের ব্যাপার। কারণ, তা মনাতীত ॥ দাদাঃ— ঠিক বলেছিস্।

(সন্ধ্যায় শ্রীগোপী—নিলয়।) ডঃ সেন :—সেই সাপটি কি এখনো আছে ? দাদা :—কেন, তুই কি দেখেছিস ? উনি দয়া করে বাড়ীটা পাহারা দিচ্ছেন। ডঃ সেন :—তা হলে কি লক্ষ্মীপ্রিয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়া একাধারে ? দাদা :—হ্যাঁ। (দাদাজী অনেক সময়ে এড়িয়ে যাবার কৌশল হিসেবে 'হ্যাঁ' বলেন। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্মরণীয়, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্"। তবে এ ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ'টা 'না' কিনা, তা বলা শক্ত।) ডঃ সেন :—বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলা হয় 'গৌরাঙ্গ লীলাধাম'। তাহলে সেই analogy তে এখানেও ঐ কথাই বলা যায়। দাদা :—না, এর কথা থাক্। বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুশর্মা। [একটু নীরব থেকে] বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যাগ করলো বলেই জীবেরা পেলো। তাঁর প্রারব্ধ কে সে প্রসাদ বলে গ্রহণ করলো।............মাদ্রাজে গিয়ে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, মহাপ্রভু সবাই বিপদে পড়েছিলেন। রামচন্দ্র অন্যায় করে বালীকে বধ করলেন, অর্থাৎ পরাস্ত হলেন। দশানন মানে সব রকম জ্ঞানে বিজ্ঞানে, জাগতিক সব কিছুতে যিনি পারদর্শী। হনুমান্ ছিল মস্ত বড়ো spy। লেজের আগুনে লংকাদাহ করেছিল্। ওটা গল্প। আসলে সে spying করে সব দেখে নিল। রামচন্দ্র রাবণ ও তাঁর পারিষদদের কাছে তর্কে হেরে গিয়েছিল ; অন্যায় যুদ্ধেও তাঁকে বধ করতে পারেনি। সে বলেছিল, আমি অহংকার লক্ষ্মণ, বর্জনটা কি ? মহাকাল, দুর্বাসা

এসব তো গল্প। স্বয়নের কাছে কি কাল ঘেঁষতে পারে ? .... মাদ্রাজে কী হবে, এসবই জানে। ওরা সহজে ছাড়বে না, তর্ক করবে। তোমরা জানো না। রামানুজ ৪ গাড়ি বই নিয়ে এখানে এসে ১৪ দিন তর্ক করেন; কিন্তু পরাস্ত হন। .... মনের উপরে যে চিন্ময় সত্তা, যাকে তোরা বিবেক বলিস্। ... (মানাকে প্রশংসা করে) ওকে দেখলেই ভালো লাগে। ....নরুও সেদিন নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল। বেচারী !

১৫।৬।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) [গতকাল অনিমেষালয়ে যেতে পারিনি। দাদা বার বার আমার কথা শুধিয়ে বলেনঃ-] ননী আসবে কেমন করে? শান্তির শরীর খুব খারাপ। সুনীল! তুই কি ননীর বাসায়ে যেতে পারবি? না, এখন তো রাত ১০.৩০টা! তাহলে তুই কাল সকালে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাস্। আর ওকে কাল আসতে বলিস্। [সকালে সুনীলদা এসে সব বল্লেন। বল্লাম, আজ ডাক্তার দেখাতে যাবো। কিন্তু টেষ্ট রিপোর্ট সব সম্বন্ধী ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাছে। কাজেই ডাক্তার দেখানো হোল না; গেলাম দাদা — সন্দর্শনে গোপী-নিলয়ে।] দুই একটা কথার পরে দাদা কালোমানিকের কথা শুধালেন। শুনে ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জিকে ফোন করলেন। তার পরেই ডাঃ ডি. কে, রায়কে ফোন করে বল্লেন :] আমার এক গুরুবোনকে দেখতে হবে **concession** য়ে। ডঃ সেন :- এসব বলছেন কেন? আমাকে তো একেবারে 'সত্ত্ব বানিয়ে

দিচ্ছেন ! দাদা ঃ তুমি ওসব কথা বলছ কেন ? আমি ওকে খুব ভালোবাসি। ফোন কি আমি করেছি ? যে করবার, সে করেছে। [ঠিক হোল, আগামী কাল ডাঃ রায়কে দেখানো হবে। দাদা সেখানে থাকবেন। পরে ডাঃ অমিয় মুখার্জিকে ফোন করলেন। তিনি বল্লেন, নেফ্রাইটিস হয়েছে। দাদা হেসে বললেন ঃ—] একমাত্র ডি, কে, রায়ই রোগটা ধরতে পেরেছে। নেফ্রাইটিসের চিকিৎসা চালালেই আর দুদিনেই কিড্নী বাষ্ট করে ও মরে যাবে॥ ডঃ সেন ঃ—ঐ চিকিৎসাইতো চলছে ওর দাদার নির্দেশে। দাদা ঃ—ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখে ! ওকি ডাক্তার ! ওতো কমপাউণ্ডার। (কথাশুনে হাসছি ; তখন গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ) বার বার বলছি, আত্মীয় স্বজন ছাড় ; এর বয়স দুই কোটি বছর। [ডাঃ সমীরণ মুখার্জির ফোন এলো, আর কথা বলা হোল না।]

১৬৷৬৷৭৩ [সন্ধ্যায় শ্রীমতী রমা মুখার্জির বাড়ি স্ত্রীকে নিয়ে। দাদা ওখানে এসেছেন। দাঁতে অসম্ভব যন্ত্রনা, মুখ ফোলা; গায়ে ১০২˚/৩˚ তাপ। নিশ্চয় ওকে বাঁচাতে কাঁচা দাঁত তুলে ফেলেছেন এবং রোগটাও নিয়েছেন। যাই হোক ওকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন ঃ] দাদা ঃ আয়, কাছে আয় ; কালো মানিক ভাবছে, হীরেকে (রমা) নিয়ে আছি। (সত্যিই ও তাই ভাবছিল) [ডঃ রায় পরীক্ষা করে বললেন, **Myxedema** হয়েছে; নানা রকম টেষ্ট রিপোর্ট নিয়ে আবার দেখা করতে বললেন।] [দাদা অসুখটা নেওয়ায় অনুযোগ করলাম। দাদা

বললেনঃ] কালোমানিক আমার প্রাণ। ওকে না বাঁচালে চলে? তারপরে একটু প্রেম-ট্রেম করবো। যদি কাল ডাক্তার দের ফোন না করতান, তা হলে রাত্রে মজা বুঝতে! একি কখনো কারুর জন্য ডাক্তারদের ফোন করেছে? ফোন যার করবার, তিনি করেছেন। এতে তোমার বা অন্য কারুর কিছু বলার নেই। কাল রাত্রেই হয়ে যেত। যা, আজ খুব ভালো থাকবে। [সত্যিই কাল রাত্রে অবস্থা ভয়াবহ হয়েছিল ডঃ সেন ভাবছিল। বোধ হয় ডাক্তার দেখাবার সময় থাকবে না। আর আজ রাত্রে ৩।৪ বার প্রস্রাব হোল, যা গত ১০ দিনেও হয় নি। দাদার উপস্থিতিও অনুভব করলো। ধুতির কোঁচা দেখলো, গন্ধ পেলো। সবই 'ভালো থাকবে' বলার ফল; বিনা ঔষধে।]

১৭।৬।৭৩—(দাদাজী-নিলয়; সকাল) [দাদার গাল আরো ফোলা; চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে। গতকাল খুব জ্বর হয়েছিল। কাল থেকে পায়খানা-প্রস্রাব বন্ধ। অর্থাৎ রোগটা ভালোভাবেই নিয়েছেন। তাই কাল মিসেস্ সেনের ৩।৪ বার প্রস্রাব হয়েছে। যাই হোক, আমি যাবার কিছু পরে দাদার প্রথম প্রস্রাব হোল। আজ আবার প্রারব্ধ ভাগ করে নিতে চাইলাম। দাদা বললেনঃ] তাই কি হয়? উনি মঙ্গলময়। উনি কাকে দেবেন? ও আমার প্রাণ! কি হয়েছে? দিন দুই তিন আমার একটু কষ্ট হবে। ও ওষুধ খেতে আরম্ভ করলেই আমি ভালো হয়ে যাবো। [গীতাদিকে বললাম, ডঃ রায়কে ফোন করে ওষুধের নাম জেনে নিতে। তাহলে আগামী কালই ও ওষুধ খেতে পারবে।]

[সন্ধ্যায় শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী। গীতাদি ওষুধের নাম বললেন, **Eltroxin.** দাদার শরীর ভালো নয়। ছেলে মাস দুই ধরে দাদার নির্দেশেই মামাবাড়ীতে; তাকে বাড়ী ফেরার অনুমতি দিলেন। পরে বললেন :] আগে রোগ ভালো হোক্ ; তারপরে নীহারকে দেখবো।

২০।৬।৭৩—(শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী ; সন্ধ্যা) [মিঃ জ্ঞান আলুয়ালিয়া বললেন, দাদা সকালে বলেছেন, দিন দুই আগে একজনকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের এই অবস্থা। আত্মগ্লানিতে পীড়িত ডঃ সেন। কিছু পরে দাদা অনেক অলৌকিক কাহিনী বললেন। কালোমাণিকের কথা জিজ্ঞেস করলেন না। দাদা আজ অনেক ভালো। শুধু বললেন :] বাংলাদেশ থেকে কেবল তিন জনের লেখা থাকবে।

২৩।৬।৭৩—(দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—ও কেমন আছে ? সামনে এসে বসো ; দেখতে পাচ্ছি না। (ডঃ সেন সামনে গিয়ে বসলো।) জেনো রাখো, ওর মৃত্যুযোগ এসেছিল, ওর দাদার হাতে। অন্য ডাক্তারদের দিয়ে কি **prescription** করাতো; লিখে দিতে পারি। এই ভাবে না করলে তোর বিশ্বাস হোত না ; বলতি, আপনিই ভালো হয়ে গেছে। এটা মহান্ ইচ্ছায় হলো। তোরা ভাবিস্, এ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে কেন ? উনি দয়া করে এসেছেন ; ওকে থাকতে দিতে হবে। ওর যখন সময় শেষ হোল, তখন ওষুধ খেলাম। ঠাকুরের প্যারালিসিস্ হোল অন্যের রোগ নিয়ে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এসে বললেন,

এতো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। আপনি কেন কষ্ট পাচ্ছেন? ঠাকুর বললেন:— সে আপনেরা করতে পারেন। এ কেমন করে করবে? [রাত্রে মিসেস্ সেন আগেই ঘুমোতে গেছে। ঘণ্টা দেড়েক পরে ডঃ সেন যখন শুতে গেল, ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবেশ-জড়ানো স্বরে বললো: কী অপূর্ব মূর্ত্তি! ঝোঁকড়ানো চুল, মাঝখানে সিঁথি, লাল টকটকে মুখ ও কপাল; গলায় তুলসীর মালা, হাফহাতা গেরুয়া পাঞ্জাবী ও গেরুয়া লুঙ্গি পরা দাদা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন।]

২৪।৬ ৭৩—(দাদাজী-নিলয়; সকাল) দাদা:—মাদ্রাজে কিভাবে কি করা যায়, বল্‌তো? তর্ক করে তো কিছু হবে না। (এটা আমাকে পরীক্ষা।) ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি: জার্ণালের একটা কমিটি হবে না ননীদাকে নিয়ে? দাদা:—তাহলেই শেষ পর্যন্ত কোর্ট কাছারী হবে। (কিছু পরে) ও যদি ভার নেয়, তা হলে হতে পারে। সারা ভারত থেকে পাঁচ জনকে নিয়ে কমিটি হবে:—শ্রীনিবাসন্, ডঃ পুলার প্রভৃতি। ডঃ ব্যানার্জি:—তাহলে আপনি ভার নিন। ডঃ সেন:—আমি ও সবের ভিতরে নাই।

২৫।৬।৭৩ (শ্রীমতী মিনতিদের বাড়ি; সন্ধ্যা) [তিনচার বার দাদা কালোমাণিকের কথা শুধালেন। শুনে বল্লেন:—] তাহলে ভালোই আছে। ······ প্রেমই ধর্ম প্রেমই কর্ম, প্রেমই সার। ······আমরা জলেই বাস করছি।........(কালোমাণিক সম্বন্ধে) এতো মাঝে মাঝে যায়; না হলে পতিব্রতা-ধর্ম রক্ষাহবে কেমন করে?

২৬।৬।৭৩ (তদেব) দাদা :—শান্তি কেমন আছে? ডঃ সেন :- ভালো। দাদা :- ডাক্তারের সঙ্গে **contact** রাখছিস তো? (হ্যাঁ, বলতে হোল।) প্রভাত আর গোবিন্দগোপাল এসেছিল। তাদের নারদ ও শিবের কাহিনী বলি। প্রভাত বল্লো, শিবজীবন বলেছে, এমন প্রেমিক কোথায়? গোবিন্দকে বলি, পড়াশুনা তো অনেক আগে করেছিলে। প্রভাত অপূর্ব শুধু কাঁদছে। ...... শ্রীনিবাসন্‌কে চাইই। ত্রেতায় বালি-বধ হয়েছিল। ওকে না হলে চলবে কেমন করে?

২৭।৬।৭৩ (শ্রীমতী রমা মুখার্জির বাড়ী ; সন্ধ্যা) [ডঃ রায়কে দেখতে এসেছি। দাদা আগে ফোন করেছিলেন; আবার করবেন বল্লো রমা। ফোন করলেন; রমা ফোনে বল্লো :-] শান্তিদি ঘরে ঢুকেই দাদার সিগারেটের উগ্র গন্ধ পেয়েছে। দাদা :- ওর কথা ছেড়ে দে; ও তো রাজরাজেশ্বরী; ওর সঙ্গে কার তুলনা! ওকে দে। (ফোনে দাদা ওর সঙ্গে কথা বলে আমাকে বললেন :) তোর সঙ্গে দেখা হয় কেমন করে? ডঃ সেন :— আপনার আদেশ হলেই হয়। ওতো যেতে চাচ্ছে। দাদা : তা হলে ট্যাক্‌সি করে নিয়ে আয়। (চলে গেলাম মিনুদির বাড়ী) "নবং নিত্যং পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" গরুড় কি, তাই কেউ জানে না। যে শিব সতী, উমাকে বিয়ে করেন, সেই শিবকে যে রাম পূজা করেন, তিনি রতিরূপ বা প্রেম তো সঙ্গেই আছে। এর আবার দুজন দরকার হয় নাকি?

(রনার মাকে রনা সম্বন্ধে) ও তো মা অন্নপূর্ণা ! ওর সম্বন্ধে এরকম কথা বলবে না। ওর রান্না আমার কাছে অমৃত। রামেশ্বর, সেতুবন্ধ সব বাজে। .... [দাদার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই মিসেস. সেনের যন্ত্রণা কম। আসার সময়ে সে প্রণাম করলে দাদা বিড়বিড় করে কি যেন বললেন।]

২৮।৬।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) দাদা :— ননীদা ! আসেন; আপনাকে খোঁজ করছিলাম। ও কেমন আছে ? কোন **reaction** হয়েছে কি ? ('না' বল্লো ডঃ সেন।) ভালো হয়ে যাবে। এখন কিছুদিন **rest** নিতে বলিস্। [বোম্বে থেকে অভিদার ফোন। দাদা বললেন:-] বিন্দে সখীকে **(**শ্রীমতী রুবী বোস) বলিস্, কাপড় পুড়েছে, এ আর কি ? এর পরে দেহও পুড়বে ! যতদিন বেঁচে আছি, ওকে নিয়েই তো আছি॥.........লিখে বলে, আমি লিখেছি। আমি লিখেছি আবার কি ? তাহলে কি লিখতে পারে ? (ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন। সে হাসছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কাছে ডেকে বুকে পিঠে আঙ্গুল বুলিয়ে দিলেন। উগ্র চন্দনমিশ্রিত কস্তুরীগন্ধের মতো ; যেন শ্বাস-রোধ করবে, যেন পাগল করে দেবে। **)**

১।৭।৭৩ **(** দাদাজী-নিলয়; সকাল) দাদা :—একে বলে সম্মোহন-যোগ। একটা ভাষায় লেখা পেলে ১০০ টা ভাষায় লিখে দেওয়া যায়। এটা রক্ত-মাংসের আর কেউ পারবে না। ...... কামদারের ভাই একে একটা হীরের আংটি ও একটা শাল দিতে চাইলেন। দাদা বললেন :—আংটিটি আরব সাগরে

ফেলে দেবো; শালটা মাইজিকে দিচ্ছি। মাইজি তখন শালটা নিতে অনুরোধ করলেন। দাদা তবুও রাজী নয়। তখন ঐ যে দেখছিস, উনি (সত্যনারায়ণ) এসে বললেন,— তোরা যেমন সামনে বসে, তেমনি— আপনি ওকে জানেন না! ওরটা নিচ্ছেন না কেন। তখন মাইজীকে ডেকে শালটা নিলাম। ······ গৃহী না হলে সন্ন্যাস কেমন করে হবে? "কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুর্বিচক্ষণাঃ" ॥ কর্ম না থাকলে সন্ন্যাস কেমন করে হবে? চোখ বুজে জপ? ওতো ভিতরে অহরহ হচ্ছেই। (কামদারকে) তুম্ একঠো জার্নাল বানাও; তুম্ সেক্রেটারী হোগা, আউর রাধাকৃষ্ণন্, শ্রীনিবাসন্, কে. কে শাহ, ডঃ পুল্লার, হারীন চট্টোপাধ্যায়, নরসিংহম্ আউর আজাদকো লেকর **Editorial Board** বানাও; রাধাকৃষ্ণন্ বা শ্রীনিবাসন্‌কো চেয়ারম্যান করো। .... শ্রীনিবাস্‌কে একটা ঘরে নিয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে বলতে বলবো। পরে বলবো; দেখ, বেদান্ত দেখ। রাধাকৃষ্ণন্‌কে রাত ৮টা নাগাদ সূর্য দেখাবো। তখন সূর্য কোথায় থাকবে? কামদারজী: কাইরোমে। .... কামদার তো পিতাজী। ওতো একসঙ্গেই ছিলো; যথাসময়ে এসে মিললো। আর কিছু দরকার আছে? ও আসার পরেইতো সব হচ্ছে। মাদ্রাজ হলেই হয়ে গেল। ডঃ সেন্:- য়ুরোপ আমেরিকা যেতে হবে না? দাদা: না, আর তো দরকার নাই। এখন শুধু বই লেখা ও ছড়িয়ে দেওয়া। এতো নাম দিয়ে দিয়ে ঘুরতে পারে না। ৫০০ বছর পরে দেখবে (কামদারকে), কী অবস্থা! গুহ্য কথা কেউ জানে না। ওদেশের লোক সহজ। ইণ্ডিয়াটাই বদমাইসের জায়গা।

এখন শুধু মাঝে মাঝে বোম্বাই ভাবনগর বেড়াবো। মাইজীকে বলেছি, বোম্বেতে অভিদার বাড়ি থাকবো। চাল-ডাল যা কিছু আমার লাগবে, তুমি জোগাড় করে রাখবে। একথা কিন্তু কাউকে বলিনি ; বাপ-মাকেও না। শ্বশুর পাশের বাড়ীটা দিতে চেয়েছিলেন ; আমি নেইনি। কামদার বলেছিল, কাছাকাছি লাখ তিন টাকার একটা বাড়ী কেনা যাক ; আপনার বাড়ীতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি বললাম : আমি চলে যাবার পরে তার দায়িত্ব তোমার নিতে হবে ; না হলে লোকে বলবে, ঐতো আশ্রম হয়েছে। ডঃ সেন :-(সারাভারতে)১৮ জন পূর্ণ হয়েছে কী ? দাদা :—হ্যাঁ, আর বাকি নাই। সত্য প্রচারের জন্য মরে যা ! .... এখন আর বাজে কথা নয় ; তাহলেই আসতে নিষেধ করে দেব। আজ ননী ব্যানার্জিকেও বলেছি, এ রকম **disturb** করলে এখানে আসিস্ না। .... ২৫ বছরের **young man** হয়ে যাবার কথা ছিল। এইসব টালিবালি করে শরীরটা গেল।

৭।৭।৭৩ঃ- **(** কথা ও কাহিনীর বাড়ী ; সন্ধ্যা) [মালা পরিয়ে দিলেন। আপত্তি করায় বললেন ঃ আমার দেখতে ভালো লাগছে। পরে কপাল ঘষে আঙ্গুলে গঙ্গাজল দেখালেন, বুকে গন্ধ দিলেন।] দাদা :—রায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের লোক। তোরা ভাবিস্ বাঙালী। গোদাবরীতীরে তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর ৭ দিন প্রায় ৭ ঘণ্টা করে আলাপ হোল। উনি থই পেলেন না। পরে বিভূতিযোগ প্রয়োগ করলেন। রামানন্দ বললেন ঃ তোমাকে আমি মানি না, কিন্তু ভালবাসি। বাসুদেবের সঙ্গে ও তর্ক করেন নি। ১০৮ রকম

ব্যাখ্যা করেন, ওসব ঠিক নয়। সার্বভৌম পরে বলেন : উনি অনন্ত। .... বালী ছিল অসাধারণ পণ্ডিত। আমেরিকা থেকে মহীরাবণ, য়ূরোপ থেকে রাবণ এসেছিল তর্ক করতে। ওরা পরাস্ত হলেন। শেষে বালী বললেন আদি বেদান্তের শেষ কথা : আমি এক মহামূর্খ ; কথা বলছি এক মূর্খের সঙ্গে। রাবণ বললো : আপনি মহামানব। .... ভাবান্তর হলে বিপ্রত্ব ; তারপরে ব্রহ্মমন্ত্র পেলে ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ সব কিছুকে ব্রহ্ম বলে জানা ; তারপরে দ্বিজত্ব। ...... কৃষ্ণকে ও জগতের বলতে পারিস্। তার পরে ভাব নাই ; সেখানে ক্ষীরোদশায়ী (=মহাপ্রভু) ; তার উপরে উনি, যাঁর ফটো আছে (রামঠাকুর)। .... রাধাকে কি মা বলা যায় ? তিনি মাও না, বাবাও না। আদ্যা-টাদ্যা কিরে ? তিনি কৃষ্ণেরও উপরে। অনন্ত ধারা, অনন্ত প্রবাহই তিনি। তিনি তো শ্রীযুক্ত হয়েই আছেন। কাজেই তাঁর নামের আগে 'শ্রী' বসবে না। আমরা 'রাধারাণী' বলি ; সেটাও ঠিক নয়। অক্ষর দিলাম। বুঝলি তো ?

৮।৭।৭৩ (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী ; সন্ধ্যা) [সকালে দাদা নিজের বাড়ীতে ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জী প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। পরে বললেন :] চন্দ্রমাধব (মিশ্র) অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেল ; দেখ্ তো কটা বাজে ? (তখন সকাল ১১-২০ মিনিট) [রাত্রে মিনুদির বাড়ী চন্দ্রদা **lighting call** করে বললেন : গাড়ী করে সাক্ষিগোপাল যাচ্ছি। হঠাৎ একটা ট্রাক উল্টোদিক্ থেকে ছুটে এলো। আমার ব্রেক ফেইল করলো ; 'দাদা, দাদা 'বলে চীৎকার

দিলাম। হঠাৎ দেখি, সামনে দাদার প্রসারিত হস্ত। আর তীব্র অঙ্গগন্ধ পেলাম; আর কে যেন ছুটো ইট ট্রাকের সামনে ফেলে দিল; ট্রাক থেমে গেল। দাদা! তুমিই বাবা, মা, সব কিছু।] নরসিংহম্ ফোন করে জানালো, শ্রীনিবাসন্ রাম, বালী প্রভৃতি সম্বন্ধেই প্রশ্ন করবেন। ········ ১৯৩৪, ৩৫, ৩৬ যে যখনি কলকাতায় আসতেন, বাগমারীতে একটা নোংরা জায়গায় উঠতেন। তখন ৭৷৷৹ টাকার রেডিও প্রোগ্রাম পেতো এ, জ্ঞান গোঁসাই এবং ভীষ্মদেব। তারাপদ তখন তবলা বাজাতেন। ······ বালী ব্রহ্মত্বাত্মা স্বামীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেন। ······ লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে রামের চেয়ে বড়ো মনে করলো; তাই লক্ষ্মণ-বর্জন। সীতা রাবণকে বলেছিল: আমি তো তোমার আয়ত্তেই আছি। রাবণ সীতাকে 'আমার শিশু মা' বলেছিল। অশোকবন, যেখানে সব রকম ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ছিল।

১৫।৭।৭৩:- [দাদা প্লেন মাদ্রাজ যান। প্লেন দুপুর একটায় ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু, ছাড়লো রাত ৯টায়। দাদাজীকে দেখতে বহুলোকের ভিড় হয়েছিল। নিজস্ব ঢংয়ে অর্থাৎ ফোন ছাড়াই উনি নরসিংহম্কে ফোন করে প্লেনের দেরীর কথা জানান। মাদ্রাজ পৌঁছান রাত ১১টায়।]

১৭।৭।৭৩:- [আজ দাদা অনিমেষালয়ে ফোন করে জানালেন: শ্রীনিবাসন্ মহানাম পেয়েছেন; পণ্ডিতেরাও একেক করে মহানাম পাচ্ছেন।]

১৯।৭।৭৩ :- [অনিমেষালয়ে দাদা ফোন করে ডঃ সেনকে চাইলেন। বললেন:] অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী এবং নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও

মহানাম পেয়েছেন। সবাই সাদা কাগজে নাম সই করে দিচ্ছেন। শ্রীনিবাসন্ তামিলাক্ষরে তিনটি সংস্কৃতশ্লোক পেয়েছেন। রাধাকৃষ্ণনের বাড়ী পূজা হয়েছে। উনি খুব অসুস্থ ; নাম এখনো পাননি। আগামী কাল গভমেন্ট হাউসে পূজা হবে। ভক্তবৎসল, করুণানিধি, চীফ্‌জাষ্টিস্ প্রভৃতি নাম পেয়েছেন। অভিদার মুভি ক্যামেরা খারাপ হয়ে যায়। তাই **still photo** নেওয়া হয়েছে। আর কি চাই ?]

৭।৮।৭৩ [দাদা আজ ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জীকে আমেদাবাদ থেকে ফোন করে বলেন :] রাধাকৃষ্ণন্ এখন কিছুটা ভালো। আমার যাবার জন্য সে ১৫০০ টাকা পাঠায় ; আমি ফেরৎ দিয়ে জানাই, এখন যেতে পারবো না। আমেদাবাদে প্রচুর লোক নাম পাচ্ছে ; **tired** হয়ে পড়েছি। শোন্, ননী শালাকে বলিস্, দাদা আর কলকাতা ফিরবে না।

১৬।৮।৭৩ :-[অনিমেষালয়ে দাদা ফোন করে বলেন :] পরশু রাধাকৃষ্ণনের কাছে গিয়ে তাঁকে মহানাম দেওয়া হয়। তাঁর লেখা **Indian Express** এবং আরেকটি **paper** য়ে বেরুচ্ছে।

৮।৯।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [দাদা গতকাল ফিরে এসেছেন। শরীরটা একটু খারাপ। রাত ৮টা নাগাদ হল ঘরে এলেন।] দাদা :—১৯৭৪য়ের মার্চে আমেরিকা যাওয়া হতে পারে ৭ দিনের জন্য। ...... শ্রীনিবাসনের কাছে গরুড় এসেছিলেন ; তার গায়ে মহানাম দেখলেন। আর মেসেজ পেলেন তামিলাক্ষরে ৩টি সংস্কৃত শ্লোক। সে তো তুই বুঝবিই না ! কী,তাই না ? ডঃ সেন : আপনি তো সংস্কৃতের প্রোফেসর ছিলেন ! আপনার

চেলা হয়ে বুঝবো না ? কৈ কোথায় ? লেখাটা দিন্।

[ডঃ সেনকে শ্লোক ৩টি দেওয়া হোল। গম্ভীর শ্লোক ; যেন শ্রীনিবাসন্ স্বনামেই উত্তমপুরুষে লিখেছেন ঃ—

'সপ্তশাস্ত্রপাথোধিমন্থমনীষালব্ধামিষোপি বালিবৎ
সন্ধিঘটাবিপাটনপটুর্বিরাবণোরিদ্রাবণোভবৎ।
সোয়ং শাস্ত্রাস্ত্রদ্রবিণোৎসেকরভসাপধ্বস্তবাদিব্রাতঃ
প্রাপ্তোকাণ্ডে দৃশৈব স্মিতয়াত্তগন্ধতাং শ্রীনিবাসাভিধঃ '। ১॥
দৃষ্টং মহানাম শ্রুতমপি কিল শুভ্রং জ্যোতিরীক্ষিতং
গৌরামিয়মন্দিরে নারায়ণশ্চতুর্ভুজোপি লেহিতঃ।
লব্ধা গোপবনশ্রুতির্ভিন্না চিদ্গ্রন্থির্দাদাজীপ্রসাদত
আবিষ্কৃতং চ সত্যং পরাৎপরমোমিয়ং ব্রহ্ম তদ্বনম্ ॥ ২ ॥
নামামৃতপানক্ষীবে চক্ষুষী শ্রবণে উভে।
মনত্ত্বচ্চরণে মৌনী রক্ষ দাদাজি মামিয় ॥ ৩ ॥

[বঙ্গানুবাদ ঃ—আমার নাম শ্রীনিবাস। আমি মনীষা-রূপ দণ্ডের দ্বারা সাতটি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে অশেষ জ্ঞান আহরণ করেছি ; বালির মতো চাপান এবং উত্‌রোনে দক্ষ হয়ে রাবণের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেছি ; সব শত্রু পালিয়ে গেছে। শাস্ত্ররূপ অস্ত্রের ঐশ্বর্যের দেমাকে সব বাদী দূরে সরে গেছে। সেই আমি আজ হঠাৎ (দাদাজীর) হাসি-মাখা দৃষ্টিতে হৃতগর্ব হলাম। ॥ ১ ॥

মহানাম দেখেছি ও শুনেছি ; শুভ্র জ্যোতি ও দেখেছি ; গৌরবর্ণ অমিয়দেহে চতুর্ভুজ নারায়ণকে দেখেছি ; দাদাজীর প্রসাদে প্রেমের বাণী পেয়েছি এবং আমার চিদ্গ্রন্থি ভিন্ন হয়েছে।

আর পরাৎপর সত্যকে আবিষ্কার করেছি। তা হোল, ওমিয়ং ব্রহ্ম তদ্বনম্। ॥ ২ ॥

নামামৃত পান করে আমার দুই চোখ ও দুই কান মাতাল হয়েছে। মন তোমার চরণে মৌনী হয়ে আছে। দাদাজী! হে অমিয়! আমাকে রক্ষা করো। ॥ ৩ ॥

ডঃ সেন :—সাংঘাতিক ব্যাপার! প্রথম শ্লোকটাতো একটা থান ইট। আপনি তাহলে ধ্রুপদী সংস্কৃতও জানেন! এতো তাহলে দিগ্বিজয় শেষ হোল! দাদা :—শুয়ার! তুমি এর কী বুঝবে! তুমি এখানে কি করছিলে? আমার শ্রাদ্ধ?

ডঃ সেন :—ঠিক তাই! আমিও কবিতা লিখছিলাম,—সংস্কৃতে।

দাদা :—তাই নাকি? তাহলে পড়ে শুনা!

ডঃ সেন :—পড়ছি; কিন্তু, কে বুঝবে; তাই ভাবছি।

দাদা :—তুই পড়্তো।

[ডঃ সেন পড়তে শুরু করলো :

গতোস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যাতা সোপ্যস্তমেব হি।
প্রকাশৈকরসে সত্যে ভাতি ক্বার্কঃ ক্ব চন্দ্রমাঃ ॥
অমিয়ভূমভাতিশ্চেদনাদিত্যা চাশব্দগা।
কৈবল্যাতিগা শূন্যত্রিশূন্যা ক্ব প্রাকৃতং জ্যোতিঃ ॥
অক্ষরং ব্রহ্মজ্যোতির্বা বৈকুণ্ঠেশ-জ্যোতিস্তথা।
যত্র কুণ্ঠামবাপ্নোতি গোবিন্দজ্যোতিষা সহ ॥
যত্র গৌরোপি ক্ষীরোদশয়নঃ সহরামকঃ।
বলিং হরতি লব্ধৈকরসস্তং লম্পটং স্তুমঃ ॥
কা স্তুতিঃ কা বা মে বাণী কা মনীষা কথং মনঃ।
ক্বাতো ম ইন্দ্রিয়াণি বা বায়বোমেধ্যরাধসঃ ॥

মযি ভণ্ডো লম্পটোপি মম ভণ্ডোপ্যহং ততঃ।
ভণ্ডেনাহং ভণ্ডায়াহং জাতং ভণ্ডাত্মকং জগৎ ॥
অমিয়াজগরগ্রস্তসর্বরাত্রিন্দিবস্য মে।
কা জাগর্যা কো বা স্বপ্নঃ ক্ব সুপ্তিস্তুরীয়ং কুতঃ ॥
দাদাজীপ্রেমপাথোধিচিজ্জ্যোতিরূর্মিমালয়া।
সংবলিতোহং জানে কিং কিং দিবা কা তমস্ততিঃ ॥
ভূমাখ্যে পরমানন্দে সম্প্রসাদং গতঃ কিল।
গৌররামায়ণং প্রাপ্য শ্রীদাদাজীপ্রসাদতঃ ॥
সত্যনারায়ণং দেবমোমিয়ং ব্রহ্ম তদ্বনম্।
চিন্ময়সত্ত্বাভাসেপি ন ভাতং শূন্যমেব হি ॥
তথাপি পরমং পূর্ণমেকায়নীকৃতাখিলম্।
স্মারং স্মারং জ্ঞানং লুপ্তং স্মৃতির্নষ্টা তথা ধৃতিঃ ॥
কিংবা কুর্যাং ক্ব বা যায়ামহন্তায়া বিরেচিতঃ।
নো জানে কিমহং ভ্রিয়ে তদপাঙ্গবিশাতিতঃ ॥
ত্বমেব ত্বং ত্বমেব ত্বং ত্বমেব ত্বং ত্বয়ি ত্বহম্।
মধুরস্ত্বং মধু ত্বহং ত্বমহং মাধ্বীকে মধু ॥

* ২ [বঙ্গানুবাদ :—সূর্য (শ্রীনিবাসম্) অস্ত গেছে ; চাঁদ (ডঃ রাধাকৃষ্ণন্) এখনো হাসছে। সেও অস্ত যাবে। প্রকাশপ্রবণ সত্যের কাছে কোথায় সূর্য্য, কোথায় চন্দ্র ? ভূমাস্বরূপ অমিয়ের সূর্যাতীত, শব্দাতীত, কৈবল্যাতীত, ত্রিশূন্যাতীত দ্যুতির যেখানে প্রকাশ, সেখানে জাগতিক জ্যোতি কোথায় ? যেখানে অক্ষর ব্রহ্মের জ্যোতি, বৈকুণ্ঠাধীশের জ্যোতি গোবিন্দের জ্যোতির সঙ্গে কুণ্ঠিত হয় ; যেখানে ক্ষীরোদশায়ী গৌর রামকে নিয়ে লালসাভরে শরণাগত, সেই লম্পটের স্তব করি। আমার স্তুতি, আমার কথা,

আমার মন ও বুদ্ধি আর বহির্মুখবৃত্তি প্রেরণাস্বরূপ আমার ইন্দ্রিয়-গুলি কোথায়? সেই ভণ্ড ও লম্পট আমাতে এবং আমার; আমি তার থেকে জাত। সেই ভণ্ডের দ্বারা চালিত আমি সেই ভণ্ডের জন্যই আছি। সমস্ত জগৎটা ভণ্ডময় হয়ে গেছে। অমিয়রূপ অজগর আমার দিন ও রাতকে গ্রাস করেছে। কাজেই আমার জাগরণ, স্বপ্ন, নিদ্রা ও তুরীয় কিছুই নাই। দাদাজীর প্রেমসমুদ্রের চৈতন্যজ্যোতিরূপ তরঙ্গে আচ্ছন্ন আমি দিন, রাত্রি জানিনা। দাদা-জীর প্রসাদে গৌর ও রামের আশ্রয়ে ভূমারূপ পরমানন্দে প্রসন্নতা লাভ করেছি। যিনি ভজনীয় অমিয়-ব্রহ্ম সত্যনারায়ণ, যাঁর চিন্ময় সত্তার আভাস দেখা গেলেও পরম শূন্য, তবুও সব কিছু নিয়ে পরম পূর্ণ, তাকে বার বার স্মরণ করে আমার জ্ঞান, স্মৃতি, ধৃতি বিলুপ্ত। আমিত্ব খসে পড়ায় কি করবো, কোথায় যাবো কিছুই জানিনা। তাঁর তির্যক দৃষ্টির দ্বারা জর্জরিত আমি বেঁচে আছি কি? তুমিই তুমি, তুমিই তুমি, তুমিই তুমি; তোমাতে আমি। মধুর তুমি, আমি মধু, তুমি-আমি মধুতে মধু।

দাদাজী :—অপূর্ব, অপূর্ব! সবটাইতো বলে দিয়েছিস্।

ডঃ সেন :—অপূর্ব leg-pulling!

৯।৯।৭৩ (শ্রীমতী মিনতি দের বাড়ী; সন্ধ্যা) [শ্রীনিবাসন্ সম্বন্ধে] দাদা :—যুগযুগান্তরের প্রতিশ্রুতি ছিল; তাই ঐটুকু পেল। এখন 'প্রারব্ধ' বলবো না, ভোগদণ্ড ভুগতে হবে। ...... এর কি সুখ অসুখ কিছু আছে নাকি? এ ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে যে কোন রূপ নিতে পারে। ...... বেদান্তভাষ্যপুরাণ ছিল। (ডঃ সরকারের স্ত্রী রেণুদিকে) বাড়ীতে কে আছে? ছেলে আছে কি? রেণুদি :—না নেই॥

কি রে বিভূতি ! মাদ্রাজ যাবার আগে বলেছিলাম, এসে যেন দেখতে পাই। বেঁচে আছিস্ তাহলে ! তোরা ত্রৈলঙ্গস্বামী আর যে স্বামীর কথাই বলিস্ না কেন,··········। [দাদার মাদ্রাজাদি সফরকালে ডঃ সরকার ডঃ সেনের কাছে দাদার বাড়াবাড়ি করার বিরুদ্ধে বলে ত্রৈলঙ্গস্বামীর খুব প্রশংসা করেছিলেন। তা অবশ্য দাদাকে কেউ বলেন নি। সর্বজ্ঞ দাদা !] ······ তবে শোন্, বম্বেতে থেকে মাদ্রাজে রাধাকৃষ্ণনের কাছে টেপ নিয়ে হাজির এবং তাঁর **speech record** করে আনেন।

১০।৯।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [শ্রীকামদারের ভাব-নগরের সত্যনারায়ণ-ভবন সম্বন্ধে] দাদা :—দ্বারকায় যেয়ে কি হবে ? এখন তো ওরাই তীর্থ। ওদের বলেছি, গয়ায় পিণ্ড দিতে হবে না। সেখানকার পিণ্ড গরু খায় ; এখানে দিলে স্বয়ং খাবে। ওদের বংশ যতদিন আছে, ওদের ভোগ উনি গ্রহণ করবেন। কামদার এখন সকলের পিতা !

১১।৯।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা।) দাদাঃ—১ কোটি ২৬ লক্ষ চতুর্যুগ চলছে। এর ভিতরে এরকমটি আর আসেনি। ········· **Absolute enemy** হলে ভালো ; কিন্তু, কেউ তা হতে পারে না। ······ যোগ-টোগ কেউ কিচ্ছু জানে না। মিঃ এস্, এন্, ভিত্রা : দাদা রামদাসকে বলেছেন, গৃহত্যাগ করে প্রকৃতির দেনা শোধ করো নি। কাজেই পরজন্মে পুত্রোৎপাদন করে মুক্তি পাবে। তখন মহানাম তোমার মনে থাকবে।

১২।৯।৭৩ (তদেব) [চাঁদে যাবার প্রসঙ্গ। দাদার মতে তা সম্ভব নয় ; অনতিক্রম্য বাধা আছে।] দাদা :—ও টাকে

'থাকোর' বলে। ১০ হাজার, ২০ হাজার বা ১ লক্ষ মাইল না হয় উঠলো; তার পরে আর পারে না। ১০০ টা এটম্ বোমা একসঙ্গে ফাটালেও পারে না। এক layer থেকে আরেক layerয়ে যাবে কেমন করে? [মিসেস্ শিবাণী দত্ত কাল সকালে দাদাকে টাকা দিতে চেয়েছিল বার্ষিক পূজার জন্য। দাদা বকাবকি করে তাড়িয়ে দেন।] কি audacity ! ১০০০ / ১৫০০ টাকা পেয়েই ভাবে, আমি কেউকেটা .... ।

১৩।৯।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা৭) দাদা :—পূজা আবার কিরে? কোন যুগে কি পূজা ছিল? দ্বাপরে রাম ছিল। সেটাতো ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব কেউ বুঝলো না! ঘরের ভিতর ১ লক্ষ ভোল্ট্ হলে যেমন হয় আর কি! ...... শোন্ ননীগোপাল আবার কি বলছে। ডঃ ননীগোপাল ব্যান্যার্জি : দাদা বোম্বেতে। কামদার-দম্পতি ভাবনগরে ভোগ দিলেন। দাদা সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, এই তো বারোটায় এসে তোমাদের ভোগ খেলাম! এই দেখো বলে হাঁ করে দেখালেন। তার পরে আর নাই। কামদার ফোন করে জানলেন, দাদা বোম্বেতেই আছেন।

১৪।৯।৭৩ (শ্রীগোপী নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা :—শোন্ তাহলে। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কাছে যখন যাই, তখন লোড-শেডিং চলছে। সূর্যের আলো বিকিরণ করে তাঁকে মহানাম দেওয়া হোল। .... কোন দিন এরকমভাবে কেউ মেলামেশা করেন নি। যুগে যুগে এই দেশেই আসেন। মিঃ দত্ত :—কেন আসেন? দাদা :—তুমি কি বুঝবে? এভাবে কথায় বাধা

দিও না। কারণ, এ কিছু বলে না ; এ কিছু জানেই না। [সৌম্যেন ঠাকুরের শালী,—কৃষ্ণা হাতী সিংয়ের ননদ,—এসেছিলেন ; সঙ্গে এক সাধু মহিলা, যিনি কাশীতে দীর্ঘকাল জপ-তপস্যা করেছেন। তাঁরা নাম পেলেন। আগামী কাল আবার আসবেন শ্রীঠাকুরের জন্য চরণজলের প্রত্যাশায়।] এখানে সব কুত্তার দল! .... .. (মিস্ মানা বোসকে) নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়তে আরম্ভ কর্। প্রথম পাঠাবি সত্যনারায়ণ-ভবন, পাতনী, ভাবনগরে। ....মাদ্রাজে মঃ মঃ শ্রীনিবাসন্ বল্লেন ঃ এখানে এসে রাম পরাস্ত হয়েছেন ; মহাপ্রভুও। আমি বললাম, আমি আপত্তি করছি। মহাপ্রভু অন্ধ্র পর্যন্ত আসেন।

১৭।৯।৭৩ (তদেব) দাদা :—রাধাকৃষ্ণনের কাছে কি ঘটেছিল, জানিস্? এই একটা দাদা, ঐ একটা দাদা। কামদার তো দেখে কান্না শুরু করলো। ঐতো রাজর্ষি জনক! এই দেশে কে না কষ্ট পেয়েছে? কৃষ্ণ দেড় মাস থেকেই পালিয়ে গেছে। রাম ৩০ বছর কষ্ট পেয়েছিলো। মহাপ্রভুও তাই। [মিসেস্ সেন দাদাকে মেয়ের কথা বললো। দাদা বললেন :] মেয়েটা অনেক দিন হোল আমেরিকা গেছে, না? (তির্যক্ দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন :) মেয়েটা পরীক্ষা দিয়েছে? (তারপরে নীরব।) [পরে বাসায় এসে দেখি, চিঠি এসেছে, ফেল করেছে।) .... মহামণ্ডলেশ্বর কি? সাধু, যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও উপরে ; **Supreme** আর কি, অর্থাৎ কৈবল্যনাথ।........

১৮।৯।৭৩ (তদেব) দাদা :—এর বয়স তখন ৭ বছর।

বাবাকে বললাম : দুর্গাপূজায় পশুবলি দিওনা। বাবা জ্যেঠাকে বলায় তিনি অগ্নিশর্মা। ভোর রাত্রে জ্যেঠা ও পুরুত স্বপ্ন দেখেন, দুর্গা নিষেধ করছেন বলি দিতে। এটা কি দুর্গা এসে বলেছে ? যার কাজ, সে করেছে ; ও একটা **image.** ....ভাবনগরে সত্যনারায়ণ ভোগ খেয়েছেন ; খেতে হলে দেহধারণ করতে হয়। .....এখন বিভিন্ন নামে লেখা ছড়িয়ে দিতে হবে। কাজ তো হয়েই গেছে। রোজ একঘণ্টা খাটলেই হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায় ; কয়েকশ' বছর লাগে সভ্যতা গড়ে উঠতে। ইতিমধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় গড়ে উঠে যারা নরবলি পর্যন্ত দিয়ে দেবীপূজা করতো। তার থেকে বলির প্রচলন। (ডঃ সেনকে) তোমার বন্ধু (গুণদা) ফোন করেছিল।

১৯।৯।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) (ডঃ সেনকে) দাদা :- উৎসব ও সত্যনারায়ণ নিয়ে ৮।১০ লাইনের মধ্যে সুন্দর করে লিখে দিবি তো ! ....আজ কামদারদের সঙ্গে এসে চিন্ময়ানন্দ মহানাম পান।

২১।৯।৭৩ (তদেব) [জাষ্টিস্ শংকরপ্রসাদ মিত্র, ভাস্কর মিত্র, রণদেব চৌধুরী প্রভৃতি আসেন।] (ডঃ সেনকে) দাদা :-**Miracle** নিয়ে ৩।৪ দিনের মধ্যে একটা প্রবন্ধ লিখে দে তো ! (মানাকে) কাছে এসে বস্। **Vibration**-টা কিরে ? বিভূতি কি সব **vibration** পায় ?

২৩।৯।৭৩ (শ্রীমতী মিনতিদের বাড়ী ; সন্ধ্যা) [জার্নাল নিয়ে আলোচনা।] দাদা :—দাদা বাংলাদেশ থেকে দুজন

থাকবে। (শংকরপ্রসাদকে ফোনে) তোমাকে থাকতে হবে। রেজিস্টার্ড অফিস হবে 'সত্যনারায়ণ ভবন, ভাবনগর'।

২৪।৯।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :-তৈলঙ্গস্বামী আর বারোদীর ব্রহ্মচারী চক্রব্যূহ-যোগ জানতেন ; শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইও। (চীফ্ ইঞ্জিনিয়র) লাহিড়ীকে একটা চাকরী-বাকরী দিতে পারো ? না হলে থাকবো কি নিয়ে ২০ বছর ?

২৫।৯।৭৩ (তদেব) দাদা :—কৃষ্ণ ১৫ দিন বাংলাদেশে থেকেই বলেন : আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। ……রাম দেড় মাস মাদ্রাজে ছিলেন। পরে ৭ বছর সুগ্রীবের সঙ্গে ভাব করলেন। তখনো বালীকে পরাস্ত করতে পারেন নি।……… ৭০।৮০ বছর তো দেখছি। এমনি তো হাজার হাজার বছর ধরে দেখছি। ……মহামায়াযোগে জার্ণালিষ্টদের সব হাত করলাম।

২৬।৯।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয় ; দুপুর) [আজ মহালয়া। দাদার বাড়ী থেকে তাঁর সঙ্গে শ্রীঅনিমেষালয়ে। তর্পণ নিয়ে আলোচনা।] দাদা :—রাম, মহাপ্রভু এরকম ছিলেন না। মহাপ্রভুকে তো কাদা ঢিল মেরে তাড়িয়েছিল। (স্বগতভাবে) আমিই সেই জন। তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ গোঁড়ারা এবং শংকরপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছিল। তখন জগাই-মাধাইকে জায়গীর দিয়ে রূপ-সনাতন—একজন বাণিজ্য, অপর অর্থমন্ত্রী—নিমাইকে তাড়িয়ে দিতে বললেন। পরে জগাই-মাধাই স্বপ্নে দেখেন, নিমাই বলছেন : যা খুসী করো ; শুধু নাম করো। মাধাই প্রথমে দেখা করে নাম নেন ; পরে জগাই। তিরোভাবের পরে রূপাদির

মহাপ্রভু অত্যন্ত harty ছিলেন ; হয়তো বলে বসতেন ঃ ননী ! কাল থেকে আর আসিস্ না। দণ্ড প্রেমের সঙ্গে নিলে দণ্ড আর রইলো না। মহাপ্রভুই প্রথমে বিধবা-বিবাহ দেন। দেহটা মিলিয়ে দেওয়া ওঁর পক্ষে কিছুই না। যিনি একসঙ্গে বহু দেহ ধরতে পারেন ! দেহটাকে বহু ঊর্ধ্বে রেখে দিতেও পারেন। মহাপ্রভু ভাবে ছিলেন। এ অবশ্য যখন একা থাকে, তখন কখনো কখনো ভাবে থাকে। মহাপ্রভুর কি কোন ডিগ্রী ছিল ? তিনি আদ্য পর্যন্ত পড়েন। উনি মহামানব। অবতার-শক্তিরও একটু ধাঁধা থাকে ; না হলে লীলা হবে কেমন করে ?

[গীতার অনেক শ্লোক আবৃত্তি করলেন। প্রতিটি শ্লোকের আগে কিছু সংস্কৃত বাক্য যোগ করলেন।] আমিইতো বলেছি, "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতো যুযুৎসব"। ....রবীন্দ্রনাথ খুব প্রেমিক ছিলেন। তবে ইনি আকর্ষণমুক্ত হয়ে করছেন, উনি আকর্ষণযুক্ত হয়ে করেছেন। না হলে উনি লিখবেন কেমন করে ? অত বড়ো মহাঋষি হাজার হাজার বছর ধরে আসে নি।

ডঃ বিভূতি সরকার ঃ দাদা এখনো নামের কথা বলছেন। কিন্তু, যাবার আগে সব ফাঁস করে দিয়ে যাবেন ; তখন vibration য়ের কথাই বলবেন। (নীরব দাদাজী।) ....দ্বাপরের কৃষ্ণ কর্মযোগ দেখিয়ে গেলেন। ... একশ', দুশ,' হাজারকোটি বছর আগের সব শব্দ এখানে রয়ে গেছে। .... (অনিমেষ-জায়া) রিণ ২২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ঘুমায় ; কুম্ভকর্ণও দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। সে ৬ মাস ঘুমাতো। তার মানে কি ? ২৪ ঘণ্টায় ১ বছর ; ১২ ঘণ্টা ঘুমাতো।

২৭।৯।৭৩ (তাদেব) দাদা :—ওখানে তো শান্তি ; চেতনা নাই। তাই আস্বাদনের আকাঙ্খা যখন হোল, তখনি এই জগতে আসা। ······ কত অল্পসময়ে কী সাংঘাতিক আলোড়ন ? (?) এককোটি বছর পর্যন্ত এ জানে ; এর মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে নাই। এ চলে যাবার পরে সৃষ্টিতত্ব শুরু হবে। ········দিন-রাত কেন হয় ? Scientist-রা কিছুই জানে না। পৃথিবী যেভাবেই ঘুরুক না কেন, সূর্যের আলো না পড়ে পারে না। আসলে পর পর অনেকগুলো জগৎ ; একটার ছায়া আরেকটায় পড়ে রাত হয়।

২।১০।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—উপোস আবার কি ? সামের যুগে দেহতত্ত্বের দিক্ থেকে উপোসের কথা বলা হয়। তাই পরে Spiritual হয়ে গেল। ······ উৎসবটা ব্রজের উপরে ; অহংভাব থাকলে কি উৎসব করতে পারে ? (ডঃ সেনকে) কাল ৫টায় সোমনাথ হলে যাস্ ; কাল নিরামিষ হবে।

৩।১০।৭৩ [সোমনাথ হল যেখানে আগামী কাল ও পরশু উৎসব ও সত্যনারায়ণ পূজা হবে। দাদা রাত ২॥০ টায় এলেন। প্রথমে 'হরেকৃষ্ণ' গান, পরে প্রাক্-কলিযুগের সংস্কৃত গান করলেন। অভিদা ও মানা গান tape করলেন। পরে ডঃ মহেন্দ্রনারায়ণ শুক্ল ও ডঃ সেনকে টেপ্ বাজিয়ে শোনানো হোল। তারপরে দাদার নির্দেশে ডঃ শুক্ল হিন্দীতে ঐ গানের তাৎপর্য সম্বন্ধে বললেন ; পরে ডঃ সেন সংস্কৃতে।]

৪।১০।৭৩ [সোমনাথ হল। মাতাজীকে (মিসেস্ কামদার)

পূজায় বসানো হয়। প্রসিদ্ধ খোলন্দাজ গোপাল ঠাকুরের অপূর্ব খোল বাজনা হোল। বিকেলে অনেকে বক্তৃতা করেন। ডঃ সেন মাতাজীর পূজার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে।]

৫।১০।৭৩, ৬।১০।৭৩ [সোমনাথ হল] দাদা :-দেহতত্ত্বের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সম্পর্ক কি? ঋগ্বেদ ও আদি শাস্ত্র নয়; সাম আদি। "সৃষ্টিস্থিতং ন মাহাত্ম্যং দ্বিজং স্বপ্রকাশম্ ..."। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" এটা মাদ্রাজে ঘটেছে। 'সাধু' মানে ইন্দ্রিয়াদি। [গতকাল মাতাজী পূজার ঘরে ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা :-প্রথমে তীব্র গন্ধ; পরে নীল-লাল-সাদা জ্যোতির খেলা। সাদা জ্যোতি থেকে ভাবনগরে সত্যনারায়ণের মর্মর মূর্ত্তি প্রকট হোল। পরে সামনে দিয়ে কে হেঁটে গেল; মাথায় গঙ্গাজল পড়লো॥ আজ পিতাজী ছিলেন পূজার ঘরে। প্রথমে ডমরুধ্বনি শুনলেন। পরে শিব এসে কোমড়ে চাপড় দিলেন। সুগন্ধি জলবৃষ্টি। পেছনের কাপড়ে ১০ আঙ্গুলের ছাপ চন্দনের; পিঠে চন্দনের দুটি বিগলিতধারা। সগন্ধ একটি বোতলের আবির্ভাব। ওটা কামদার বাড়ীতে ফেলে এসেছিলেন।]

৮।১০।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা :-যখন একসত্তা হয়ে গেল, তখন অনন্ত সূর্য এক হয়ে গেল। তারই দীপ্ত প্রভা কামদার দেখে। আগের দিনই বুঝেছিলাম, আজকের পূজায় ঘটনা ঘটবে। তাই মাতাজীকে না বসিয়ে পিতাজীকে বসাই। নিজে বসলে অবশ্য ঐ সব উপসর্গ আসতেই পারতো না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব সব প্রহরী হয়েছিল; তাই ডমরু-ধ্বনি। প্রথমে নীল আলো যা ব্রজের; তা যখন পেরিয়ে গেল, তখন শিবাদি সেখানে ঢুকতে পারেন না। তাঁদের রাসে অধিকার নাই। তাই **jealous** হয়ে শিব

চাপড় মারলেন, আর কামদারকে বারবার চোখ খুলতে বললেন। কামদার নির্ভীক ছিলেন। তারপরে হলদে আলো ; তারপরে লাল আলো। লালটাই সাদা। কামদার **feel** করেছেন কে একজন হেঁটে বেড়াচ্ছে, ভোগ গ্রহণ করছে।

১২।১০।৭৩ (তদেব) দাদা :-দুহাজার বছরে সনাতন ধর্ম লোপাট হয়ে গেছে। ১০০০।১২০০ বছর ধরে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা চলছে। .... ওঁরা যা বলেছিলেন, তার উল্টোটা করেছি। এর সঙ্গে থাকলেই কি একে বোঝা যায় ? .... কাল এক-সঙ্গে অনেক বাড়ী পূজা হয়েছে। এ ছিল গীতাদের (অনিমেষ দাশগুপ্ত) বাড়ীতে। বাপ্পা পূজার ঘরে। প্রথমে **stuffy** বোধ করলো ; পরে ঠাণ্ডা হাওয়া, নানারকম গন্ধ, খাবার শব্দ। ননী-গোপালের বাড়ীতে খিচুড়ীতে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ; যতীনের বাড়ীতে সব নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ ; বাটানগরে মিঃ দ'সের বাড়ীতে সোনা-গলানো আলোর মূর্ত্তিতে প্রকাশ। (মিসেস্ সেনকে) তোর বাড়ীর পূজায় কি হয়েছে ? মিসেস্ সেন : সুজির পায়েসে গর্ত্ত হয়েছিল।

১৪।১০।৭৩ (শ্রীমতী মিনতিদের বাড়ী ; সন্ধ্যা) দাদা :- প্রকৃতির রস আস্বাদন করছি। ভাবছি, আমি কত কি দেখছি ! তাই কিছুই দেখছি না। শ্রীনিবাসন্ই বালী ছিলেন। প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই আসল জিনিষ পেয়ে গেল।

১৫।১০।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :-এই রকম রোজ আসা আমি পছন্দ করিনা। মিসেস্ সেন : আমি কিন্তু বৌদিকে দেখতে এসেছি, আপনাকে নয়। দাদা : তোকে কে বলছে ? শুয়ারটা কৈ ? ও এসেছে যেন দেখলাম ! মিসেস্ সেন : ব্যাংকে

গেছে। দাদা : ওর টাকা দরকার, আমাকে বললে কি টাকা দিতে পারতাম না। .... কারুর সঙ্গে কারুর কি বিয়ে হয় ? (দেশলাই বাক্সের উপর সিগারেট প্যাকেট রেখে বললেন :) এই দুটো কি মিলতে পারে ?

[সন্ধ্যায় শ্রীগোপী-নিলয়ে সারাক্ষণ নানা কথা বললেন।] দাদা :-গীতা আর উপনিষদ্ কি এক ? ডঃ সেন : না, গীতা উপনিষদের সার-নির্ধাস, দুগ্ধ। দাদা : তাহলে 'উবাচ' কেন বলছে ? ডঃ সেন : ব্যাসদেব যা বুঝেছেন, তাই লিখেছেন, যদি তিনি লিখে থাকেন। দাদা : বিষ্ণুপুরাণ কবেকার ? ডঃ সেন : খ্রীষ্টজন্মের শত দুই বছর আগের। দাদা : বেদান্ত ? ডঃ সেন : পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ বছর আগের। মনে হয়, ১০০০ বছর আগের হবেই। দাদা : অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বের ? তখন civilization ছিল কি ? এ সবের অর্থ বুঝতো কি ? ডঃ সেন : Material civilization হয়তো ছিল না, কিন্তু, উপনিষদ্ তো ছিল ! দাদা :—কিন্তু, অর্থই জানেনা, কি বলবে ? একটা বড় আমি,—তাঁর সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই। আরেকটা ছোট আমি, এইটাই স্ত্রীলোক। তার ইচ্ছা হোল বড় আমিকে আস্বাদন করার ; তাই এখানে আসা। প্রারব্ধ মানলেই পূর্বজন্ম মানতে হয়। .... কাঠ আর ঘি লেহন করতে করতে অগ্নি জ্বলবে। এই তো যজ্ঞ। ...... একজন অত্যন্ত ভক্ত দিল্লী থেকে ও দূরে মীরাট থেকে ফোনের চেষ্টা করছে ; ওখানকার লাইন খারাপ। ওটার জন্যই দেরী করছি ; না হলে ৯ টায় চলে যেতাম। এটা কেমন করে জানা যায় ? সত্যিকারের প্রেম হল distance থাকে না।

১৭।১০।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা ঃ—কাঠ আর ঘি হলেই অগ্নি আসবে। অগ্নিই সত্য। প্রেম ছাড়া কাঠকে গলাবি কি দিয়ে ? প্রেমটাই ঘি। খ্রীইষ্ট ২৪ বছর বয়সে ইণ্ডিয়া আসেন। ২ বছর থাকেন, যোগ শেখেন। তারপরে ১৫।২০ বছর পরে ক্রুশবিদ্ধ হন বলে প্রচার। তাই তাঁর ধর্ম চারিদিকে প্রচার হয়। ···· কুরুক্ষেত্রের পরে সব **dwarf** হয়ে জন্মায়। তার আগে সব বেঁকে গিয়েছিল ; পাহাড় সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল, সমুদ্র পাহাড়। প্রায় ১০০ বছর পরে সভ্যতা শুরু। আর্য-অনার্য বিভাগ তখনি হয়। তন্ত্র থেকেই বেদান্ত। ·· বিবেকানন্দ কখনো পাগড়ী ব্যবহার করেন নি। বিদেশে শীতে কাণ ঢাকার জন্য ঐ রকম কাপড় জড়িয়েছিলেন। ······ মানা ! কাছে এসে বস্ ; না হলে **vibration** পাই না। এরা নাকি **vibration** পায় ! **vibration** কাকে বলে তাই জানে না। **vibration** পেলে. **wave** পেলে তো অনন্তই হাতের মুঠোয়। ······· এর প্রেম সর্বত্যাগী ; অন্যের দেওয়া-নেওয়ার।

২২।১০।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [—ভূতিপ্রসঙ্গ। ভবিষ্যৎ দুর্গতির-ভাইয়ের সঙ্গে কেস্-অ্যাভাস দিলেন।] দাদা :-ওর যদি যথেষ্ট টাকা থাকতো, তাহলে এর কাছে আসতো, মনে করিস্ নাকি ? ····· একজন সাধু তোকে আর মানাকে পৃথকভাবে দেখবে। আরে, সত্তাটাই জানে না। এ হয়তো ওর (মানার) আধারটা বড় বলে········· । ········· শচীনের বাড়ী মহাষ্টমীর দিন উৎসব হয়েছিল ; ২৫০ লোকের ব্যবস্থা হয়েছিল ; বিজয়বাবুকে (দাদা-প্রেরিত) নিয়ে মোট ১৭ জন হয়েছিল। ······ এবারে

উৎসবে যিনি আসেন, উনি 'রাম' নন ; হলে তোকে নিশ্চয়ই বলতাম। ...... ১৯৭৫ য়ে আমেরিকা যেতে পারেন ; কাউকে বলিস্ না। ...... মহানাম পেলো ; কালে ফল ফলবেই ; আমার দেখার দরকার কি ?

২৩৷১০৷৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) [—ভূতিপ্রসঙ্গ। দাদা শুধু ঐ আলোচনাই করছেন ব্যথিত চিত্তে। বাটার দীনেশদা কবিরাজের ওষুধ এনেছেন ওর জন্য। দাদা তাকে যেতে নিষেধ করলেন। ডঃ সেন বিশেষ অনুরোধ করায় বললেন :] তুমি যেয়ে দিয়ে এসো ; না, ওটা মানাকে দিয়ে দাও ; ও ফোন করে দেবে ; এসে নিয়ে যাবে। (মহাপ্রভুপ্রসঙ্গ বলতে বলতে) এ খোদ ! সব কিছু জানে ; প্রতিদিনের ঘটনা বলতে পারে। যারা প্রথম **culprit,**—রূপ-সনাতন—তারা গোস্বামী হয়ে গেল। কিন্তু তারাই ওঁকে **arrest** করেছিল। উনি সর্বদা ভাবে থাকতেন ; একটু একরোখা ছিলেন ; একটু এদিক্ ওদিক্ হলেই বলতেন, তুমি আর কাল থেকে এসো না। শেষ পর্যন্ত ২৷৩ জনকে নিয়ে ছিলেন। (যাবার জন্য উঠেছি, তখন গীতাদিকে বললেন :) কালোমাণিককে কার্ড দিয়েছিস তো ? ওর গুণ নাই, জ্ঞান নাই ; ওকে দিলেই হোল। গুণী জ্ঞানীকে দেবার দরকার কি ? গীতাদি :—হ্যাঁ ; গুণ নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, মন নাই। দাদা :—হ্যাঁ মন নাই ; একেবারে শিশু। (কামদারকে) বিশ্বাস করো, একসঙ্গে ত্রিভুবনে কাজ হচ্ছে। .... এবার চলে গেলেই হয়। ডঃ সেন :—নিজের কথা মিথ্যা করবেন না ; ২০ বছর থাকবেন, বলেছেন। দাদা : এ সম্বন্ধে তোমাকে পরে বলবো।

(সন্ধ্যায় শ্রীগোপী-নিলয়ে) [দাদা একবারও ডঃ সেনকে ডাকলেন না। তার অসদৃশ আচরণে আহত। মিসেস্ সেন দাদার কাছেই বসে। দাদা বলছেন :] অন্যের কথা বলে আমাকে **irritate** করা আমি পছন্দ করি না। আমি ননীকে বলে দিয়েছি, **you should not come.** ······ তৈলঙ্গ স্বামী শেষ দুই বছর খুব অসুখে ভোগেন। ······ হোটেলে থাকতে কি ভাল লাগে ?

২৪।১০।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [দাদা কাছে ডাকলেন ; গেলাম। দাদা অনেক কথা বলে বললেন :] তোমার কাছে এটা আশা করিনি ; সারা রাত ঘুমাতে পারি নি ; তোর জন্য অন্যকে বকেছি ; তোকে খুব ভালবাসি। লোকের কথা শুনে তোমার **principle** যদি তুমি ঠিক না রাখতে পারো, তবে তোমার আসা উচিত নয়। সন্তান সন্তানের মতো থাকবি। অমিতা ঠাকুরও— ভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। আজকেও—ভূতি ফোন করেছিল। এ আমল দেয়নি। ········· ২।৩ বছর পরে রূপ-সনাতন অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস নেন। নিত্যানন্দ গৌরকে তাঁর একটা ছবির কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, টোটা জগন্নাথইতো আছে। কী কষ্ট মহাপ্রভু সহ্য করেছেন! ········· মাদ্রাজে '৭৪ য়ে যাবার কথা ছিল। সেখানে পণ্ডিতেরা দুদিন আটকে দিল। শ্রীনিবাসম্ **submit** করার পর নীলকণ্ঠ বেঁকে বসলো। তাঁর সঙ্গে তখন শ্রীনিবাসমের বিতর্ক। তখন দাদা বললেন : তোমাদের কি সবাইকে পৃথক্ পৃথক্ বুঝাতে হবে ? তখন ব্যাঙ্গালোরের ব্যারিষ্টার মিঃ রাও দাদার **Philosophy** বললেন। তার পরে নীলকণ্ঠ ;

সঙ্গে সঙ্গে অনন্তকৃষ্ণ। ...... মহাপ্রভুসম্বন্ধে বলবো। ....
৩০ লাখ টাকায় সত্যনারায়ণ-ভবন হতে পারে। সেখানে প্রেস থাকবে, অফিস থাকবে। আমাদের সবাই free কাজ করবে। একজন whole time service দেবে ; তাকে একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হবে আজীবনের জন্য। অবশ্য টালিবালি করলে দেওয়া হবে না। আর জার্ণাল বের হবে। ...... কাল সাড়ে দশ পৌনে এগারোটার ভিতরে এখানে আসিস্ ; যতীনের বাড়ী যাবো।

২৫।১০।৭৩ (শ্রীযতীন ভট্টাচার্যের বাড়ী দাদা এলেন সত্য-নারায়ণ পূজা উপলক্ষে। ডঃ সেনকে দাদা ডাকলেন :) গুণী জ্ঞানী লোক বসুন। [কিছু পরে দাদা পূজার ঘরে মাইজীকে বসিয়ে দিলেন। মিনিট ২০।২৫ পরে মাইজীকে বাইরে নিয়ে এলেন। অভিজ্ঞতা এবং পূজার ঘরের পরিবেশ পূর্বের অভিজ্ঞতার মতেই অনেকটা। Levitation হয়েছিল।]

[বিকেলে দাদার নির্দেশে শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য উড়িষ্যা-ভ্রমণের ২।৩ টি কাহিনী বলা শুরু করলেন :] দাদা সাক্ষিগোপালে চন্দ্রমাধব মিশ্রের বাগান-বাড়ী গেলেন। একটা পুকুরের ঘাটলায় দাদা বসে ; মাছ ধরা হচ্ছে। দাদা হঠাৎ জলে একটু পা ডুবালেন ; সমস্ত পুকুরের জল অঙ্গগন্ধে ভরে গেল। চন্দ্রদা তখন চান করছিলেন ; জলে ডুব দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সর্বত্র দাদাকে দেখেন। চন্দ্রদার মা সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে দাদাকে দেখেন 'গোপাল' ; জড়িয়ে ধরেন ॥ পুরীর সমুদ্রতীরে প্রায় ২০০ গজ উপরে দাঁড়িয়ে ; হঠাৎ একটা ঢেউ এসে পা ধুইয়ে দিয়ে চলে গেল ॥ জগন্নাথ-মন্দিরে দাদার কপাল থেকে একটা রশ্মি বেরিয়ে জগন্নাথের ললাট-নির্গত

রশ্মির সঙ্গে মিলে চারিদিক্ আলোকিত করলো। এক তরুণ পাণ্ডা দাদাকে দেখলো 'মহাপ্রভু'। [মিসেস্ সেনকে নিয়ে দাদা গাড়ী করে শ্রীমিনতি-নিলয়ে গেলেন। পথে ওকে বললেন :] বেশি পড়ে মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে, **foot** হয়ে গেছে ; খুব **moralist** বাংলাদেশে ঐ রকম পণ্ডিত আর কে আছে? তুই ওকে শাসন করবি। [ডঃ সেনও ঐ বাড়ীতে গেল। অনেক কথা বলার পরে দাদা বললেন :] বাড়ীর কথাটা মনে রেখে সব করবি। দেহ দিয়ে আনন্দ করবি কি করে? দেহটা কি তোর? ······ রমার সাধনা বুদ্ধের সাধনার চেয়েও বড়ো ; জগতে তুলনা নাই। রমা জগতে অতুলনীয়া। অভিও অপূর্ব ; যতীনও। ······ আমি তো একটা ছাড়া আর কিছুই দেখিনা। ······ উনি ফিরে না এলে তো কাজ আরম্ভ হতে পারে না! আরও বেশ কিছু দিন থাকতে হবে ; বাড়ী ছেড়ে থাকতে কি ভালো লাগে? আর ভালো লাগেনা ; একঘেয়ে লাগছে। ······ দিলীপ চ্যাটার্জি আমেরিকায়। সেখানে দাদা উপস্থিত। সে প্রণাম করলো ; দাদা ওকে সন্দেশ খাওয়ালেন ; বললেন : পরীক্ষায় খুব ভাল ফল হবে। তারপরেই দাদা আর নেই।

২৬।১০।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—জড়টা অপ্রকাশ ; স্বরূপসত্তা নাই। যখন চিন্ময় সত্তা হোল, তখনি প্রকাশ। ········· আমার আনন্দটা কি রকম? ডঃ সেন :—অনাসক্ত। দাদা :—হ্যাঁ, অনাসক্ত হলে আসক্তিও রইলো। আমি আমাকেই ধরছি ; এখানে আসক্তি-অনাসক্তি কোনটাই নাই। আসক্তি-অনাসক্তিতেও উনি আছেন দ্রষ্টারূপে। সবাইকেই এখানে এসে

দাবানলে দগ্ধ হতে হবে। তার পরে মুক্তি, প্রাপ্তি উদ্ধার। কর্ত্তাই বাধক। ……… আমি ফুল ভালবাসি ; কিন্তু পাঁপড়ি ছিঁড়ি না।

২৭।১০।৭৩ **(দাদাজী-নিলয় ; সকাল)**. [বই ও জার্নাল প্রসঙ্গ। ১১টা নাগাদ দাদা বললেন :] আমেরিকায় তোর মেয়েকে দেখে এলাম ; দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে ; হেঁটে বেড়াচ্ছে ; রাত ৯-২৫ কি ১০-২৫ হবে। অপূর্ব ! সবার চেয়ে ভালো। আমেরিকা যেয়ে মেয়ের কাছে দুদিন থাকবেন ; মেয়ে যেন যত্ন করে।

(সন্ধ্যায় শ্রীগোপী-নিলয়ে) আগে সন্ন্যাসী, পরে ব্রহ্মচারী, পরে ব্রাহ্মণ। …… জনক সব সাধুকে টাকা অর্থাৎ গরু দিয়ে প্রণাম করতো। তারপরে গোবিন্দ এসে বললেন, কাদের প্রণাম করছো ? তারপরে এলেন অষ্টাবক্র ; পরাস্ত হলেন জনকের কাছে। জনকের তখন প্রাসাদ দগ্ধ হচ্ছে। জনক বললেন, তাতে আমার কি হচ্ছে ? তখন থেকে সাধুদের আর টাকা দিতেন না। ……… রাবণের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ করলেন হনূমান্ তার লেজ দিয়ে, অর্থাৎ নখ দিয়ে ; রাবণ মুহূর্ত্তে তা কেটে নিলেন। তার পরে লক্ষ্মণ এক মুহূর্ত্তে পরাভূত। তারপরে রাম ; তিনিও বিভীষিকা দেখলেন ; এক বছর যুদ্ধ চললো। রাবণ বললেন : আমি তোমাকে জানি ; কিন্তু, তুমি আমার সঙ্গে পেরে উঠবেনা। তোমাকে পাবার সহজ পথটা বাতলে দিলে আমাকে হারাতে পারবে। পথ বাতলাতে রামের একমাস কেটে গেল ; তারপরে রাবণ পরাস্ত হোল। ……… .. ১২ থেকে ২১ বছর পর্যন্ত কাশীতে ‘কিশোরী ভগবান্’ বলে এ

পরিচিত ছিল। ২৫।২৬ বছরে পাতালেশ্বরে মসজিদে থাকতেন। তখন একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে কাঠিয়া বাবা (সন্তদাস বাবাজী) যজ্ঞ করেছিলেন। দাদা গঙ্গায় স্নান করে উঠে সেই যজ্ঞাগ্নিতে প্রস্রাব করলেন ; কাঠিয়া বাবার জটা কেটে আহুতি দিলেন। তখন নাম হোল 'পাগলা বাবা'। ২৭।২৮ বছরে **off** হয়ে গেলেন। তারপরে ১৯৭০ য়ে আবার কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যান। .... কর্মে **concentration** যখন **full** হোল, তখনি দান হোল। [একটা শ্লোক বললেন ; 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' ব্যাখ্যা করে বললেন :] এটা বুঝা হলেই সমগ্র গীতা বুঝা হয়ে গেল। .... দেবতাদেরও এখানে না এসে মুক্তি নাই।

২৯।১০।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [উড়িষ্যার বলরাম মিশ্রেরা এবং সস্ত্রীক বি, বি, দাস উপস্থিত। দাদাকে উড়িষ্যায় যাবার আমন্ত্রণ।] দাদা :—আমার দেহের একটা আনন্দ আছে। সেই আনন্দটা না পেলে থাকতে পারবো না। তোদের মতো না হলেও এরও তো ইন্দ্রিয়াদি আছে। ...... মহাপ্রভুর উপরে কি অত্যাচার হয়েছিল ! তাতো এ ভোলে নি। এ কিন্তু ভয়ংকর **revengeful.** .... ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হচ্ছে ; খেলা করতে পাঠিয়েছেন। খেলা বন্ধ করে কি জপ-তপস্যা করবো ?

৩১।১০।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—হজরৎ মহম্মদ ২১ বছর বয়সে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতে আরম্ভ করেন। .... আদি-শংকর বুদ্ধের কিছু পরের। বৌদ্ধধর্ম যখন প্রতিষ্ঠিত হোল, তখনি শংকরের আবির্ভাব। তিনি গীতার কথা

জানতেন না ; গ্রন্থাদিও লেখেন নি। ...... প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিরা পাথর গলাতে চেয়েছিলেন ; তাকেই নাক-কাণ দিয়ে পরে সাজিয়েছে। তার থেকেই পাথর পূজার প্রচলন। আরে, তিনি তো পাথর হয়েই অন্তরে বসে আছেন। প্রেম ছাড়া তাঁকে গলাবি কি দিয়ে ?

২।১১।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা।) দাদা :—এখানে গ্যাবার্ডিনের স্যুট্ পরে এবেলা একটা গাড়ী, ওবেলা আরেকটা গাড়ী করে বেড়িয়েছি ; আর একই সময়ে কাশীতে একটা মসজিদে কাটিয়েছি বছরের পর বছর। ...... মহাপ্রভু প্রকাশে আসার আগে তর্ক-টর্ক করেছেন। .... এর ছলটাও সত্য। বুঝতে যাওয়াটাইতো অন্তরায় ; আবরণ এসে গেল।

৩।১১।৭৩ (শ্রীনিখিল দত্তরায়ের বাড়ী ; দুপুর) [ওখানে দাদার আনুগত্যে জনাকয়েকের মধ্যাহ্ন-ভোজন।] দাদা :—১৯২৮ থেকে একসঙ্গে কাশীতে সেই মসজিদে এবং কলকাতায়। কলকাতায় তখন রেডিয়োতে গান করেন, ট্যুইশানি করেন। আসেন, আবার চলে যান। ঊষাদি : ১৯৩৫য়ে আমি বিশুদ্ধানন্দের কাছে যাই। তখন দাদাকে কাশীতে দেখি। দাদা :—হ্যাঁ। কবিরাজ মশাই একদিন বিশুদ্ধানন্দকে বললেন : সতরঞ্চি কিনতে হবে ; টাকা চাই। কে একজন বললো : কেনা হয়ে গেছে। তখন বিশুদ্ধানন্দ বললেন : আচ্ছা, আমি টাকাটা জ্ঞানগঞ্জে পাঠিয়ে দি। এই বলে একটা খাম টেবিলের উপরে রাখলেন। কিছু পরে সেই খাম থেকে একটা গন্ধ বেরুলো। দাদাকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন : দেখবো শুনবো, বলবো না। তখন রাম ছিলেন ;

ওখানেই। বললেন : **magic** দেখলাম। কবিরাজ ক্ষুব্ধ। পরে একদিন মরা চড়ুই পাখী হাঁটানোর ঘটনা। দাদা বললো : **magic** দেখলাম। তুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। শেষে ১৯৭০য়ে মহানাম-প্রাপ্তি। ...... কেউ কিছু জানে না। সন্ন্যাসীগুলো তো সাক্ষাৎ কাল। ...... ১৯৯০-র মধ্যে এসব ধ্বংস হবার কথা ছিল। ডঃ সেন :—কি, বাংলা দেশ ? দাদা :—না, **whole world.** এক বিরাট্ বিশ্বযুদ্ধ হতো ; তাকে প্রেম দিয়ে, সত্য দিয়ে ঠেকানো হচ্ছে। এতো **hero ; best** অভিনয় করে যাচ্ছে। যখনি এই জগতের বিষয়ে আটকে যাচ্ছে, তখনি দেহ থেকে বেরিয়ে দেহটাকে দেখছে। এ জগতের এমনি আকর্ষণ যে ওঁরাও আটকে যান। তবে ওরা বিস্মরণ হন না। মহাপ্রভু প্রকাশের পূর্বে ছেলেবয়সে হয়তো কখনো বিস্মরণ-টনে ছিলেন। ওঁরা আস্বাদন করলেও আসক্ত হন না। কৃষ্ণ কংসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলো কেমন করে ? পূর্ণপরিবেষ্টিত ভক্তের সঙ্গে হতে পারে ; যেমন হিরণ্যাক্ষ ; সাংঘাতিক ব্যাপার। ...... এর কাছে আসা-যাওয়া আছে নাকি ? স্পদন থাকলে এক সেকেণ্ডে এ ধরে ফেলে। ...... তাঁকে নিয়েইতো জন্মেছি, তাঁকে নিয়েইতো কেওড়াতলায় যাবো ! .... উড়িষ্যায় এবারে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে,—দশভুজা, চতুর্ভুজ সব।

৪।১১।৭৩ (ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী ; বিকাল) দাদা :-১৯৪৮ '৪৯ সনে আনোয়ার শা রোডের বাড়ী আরম্ভ করি। '৪৯ য়ে চলে যাই ; ফিরে আসি ১৯৫৫ তে। .... 'যশো দেহি দ্বিষো জহি' বলে। শুধু দাও, দাও করে ; আসল অর্থ জানে না। 'দেহি' মানে 'দাহন' করো। ...... আনন্দ করবি

কি রে ? যার সত্তা কয়েক মিনিটের, তাই নিয়ে আনন্দ ? তবে মহানন্দ আস্বাদ করা যায় ; নিত্যকে নিয়ে অনিত্যকে দেখলে সে আনন্দ হয়।

৫।১১।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :— ১৯৪৬ থেকে '৪৯ এখানে ছিলাম ; '৪৯ য়ে চলে যান। ...... বিভূতিযোগ প্রয়োগ করে শ্বশুর-বাড়ীরলোককে বশ করে বৌদিকে বিয়ে করেন ; শুভরাত্রির দিন চলে যান। '৫৩ তে ফিরে আসেন ; '৫৪ তে চলে যান। '৫৭ তে ফিরে এসে মোটামুটি এখানেই আছেন। বৌদিকে বলেন : আমাকে বুঝবার চেষ্টা কোরো না ; আমি সব সময়েই কাছে থাকবো। ওঁর দেহটাতো আছে ; কিন্তু কোন দৈহিক সম্পর্ক নাই। প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা হয়েছে। ওঁকে কি সাধারণ মনে হয় ?

৭।১১।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—তেনজিং বা হিলারী এভারেষ্ট-শীর্ষে উঠেনি। .... কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রাম, সত্যনারায়ণ—ওরা সবাই একই বস্তু। কিন্তু, একেকটা স্তর ; তাই বুঝাবার জন্য ঐ সব নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ ভাব নিয়েই তাঁরা আসেন ; তার নীচে নামতে পারেন না ; অন্য ভাবও নিতে পারেন না।

৯।১১।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) (ডঃ সেনকে) দাদা :— তোদের পাড়াটা খুব খারাপ, না ? না হলে তোদের বাড়ীতে ২।৪ দিন থাকতাম। .... উনি ইচ্ছা করলে relief দিতে পারেন ; কিন্তু, প্রারব্ধ ভোগ করাই ভালো। দৃষ্টি রসাল না হলে চলবে কেমন করে ? .... রাবণ সীতাকে চুরি করলো, বা সীতা

ওখানেই। বললেনঃ magic দেখলাম। কবিরাজ ক্ষুব্ধ। পরে একদিন মরা চড়ুই পাখী হাঁটানোর ঘটনা। দাদা বললোঃ magic দেখলাম। দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। শেষে ১৯৭০য়ে মহানাম-প্রাপ্তি। ...... কেউ কিছু জানে না। সন্ন্যাসীগুলো তো সাক্ষাৎ কাল। ...... ১৯৯০-র মধ্যে এসব ধ্বংস হবার কথা ছিল। ডঃ সেন :—কি, বাংলা দেশ? দাদা :—না, whole world. এক বিরাট্ বিশ্বযুদ্ধ হতো; তাকে প্রেম দিয়ে, সত্য দিয়ে ঠেকানো হচ্ছে। এতো hero ; best অভিনয় করে যাচ্ছে। যখনি এই জগতের বিষয়ে আটকে যাচ্ছে, তখনি দেহ থেকে বেরিয়ে দেহটাকে দেখছে। এ জগতের এমনি আকর্ষণ যে ওঁরাও আটকে যান। তবে ওরা বিস্মরণ হন না। মহাপ্রভু প্রকাশের পূর্বে ছেলেবয়সে হয়তো কখনো বিস্মরণ-টনে ছিলেন। ওঁরা আস্বাদন করলেও আসক্ত হন না। কৃষ্ণ কংসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলো কেমন করে? পূর্ণপরিবেষ্টিত ভক্তের সঙ্গে হতে পারে; যেমন হিরণ্যাক্ষ; সাংঘাতিক ব্যাপার। ...... এর কাছে আসা-যাওয়া আছে নাকি? স্পন্দন থাকলে এক সেকেণ্ডে এ ধরে ফেলে। ...... তাঁকে নিয়েইতো জন্মেছি, তাঁকে নিয়েইতো কেওড়াতলায় যাবো! .... উড়িষ্যায় এবারে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে,—দশভুজা, চতুর্ভুজ সব।

৪।১১।৭৩ (ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী; বিকাল) দাদা:-১৯৪৮ '৪৯ সনে আনোয়ার শা রোডের বাড়ী আরম্ভ করি। '৪৯ য়ে চলে যাই; ফিরে আসি ১৯৫৫ তে। .... 'যশো দেহি দ্বিষো জহি' বলে। শুধু দাও, দাও করে; আসল অর্থ জানে না। 'দেহি' মানে 'দাহন' করো। ...... আনন্দ করবি

কি রে ? যার সত্তা কয়েক মিনিটের, তাই নিয়ে আনন্দ ? তবে মহানন্দ আস্বাদ করা যায় ; নিত্যকে নিয়ে অনিত্যকে দেখলে সে আনন্দ হয়।

৫।১১।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :— ১৯৪৬ থেকে '৪৯ এখানে ছিলাম ; '৪৯ য়ে চলে যান। ······ বিভূতিযোগ প্রয়োগ করে শ্বশুর-বাড়ীরলোককে বশ করে বৌদিকে বিয়ে করেন ; শুভরাত্রির দিন চলে যান। '৫৩ তে ফিরে আসেন ; '৫৪ তে চলে যান। '৫৭ তে ফিরে এসে মোটামুটি এখানেই আছেন। বৌদিকে বলেন : আমাকে বুঝবার চেষ্টা কোরো না ; আমি সব সময়েই কাছে থাকবো। ওঁর দেহটাতো আছে ; কিন্তু কোন দৈহিক সম্পর্ক নাই। প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা হয়েছে। ওঁকে কি সাধারণ মনে হয় ?

৭।১১।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—তেনজিং বা হিলারী এভারেষ্ট-শীর্ষে উঠেনি। ······· কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রাম, সত্যনারায়ণ—ওরা সবাই একই বস্তু। কিন্তু, একেকটা স্তর ; তাই বুঝাবার জন্ম ঐ সব নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ ভাব নিয়েই তাঁরা আসেন ; তার নীচে নামতে পারেন না ; অন্য ভাবও নিতে পারেন না।

৯।১১।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) (ডঃ সেনকে) দাদা :— তোদের পাড়াটা খুব খারাপ, না ? না হলে তোদের বাড়ীতে ২।৪ দিন থাকতাম। ······ উনি ইচ্ছা করলে relief দিতে পারেন ; কিন্তু, প্রারব্ধ ভোগ করাই ভালো। দৃষ্টি রসাল না হলে চলবে কেমন করে ? ······· রাবণ সীতাকে চুরি করলো, বা সীতা

স্বেচ্ছায় গেলো। তোরাই বলিস্, সব দেবতা সব গ্রহ তাঁর অধীনে। বৃহস্পতি, মঙ্গল প্রভৃতি সব গ্রহ যার অধীনে, তাঁর চরিত্র খারাপ হতে পারে? রাবণ মানে অহংকার; সে সীতার ভিতরে প্রবেশ করলো; তাই চুরি। তাই অহংকারের ফলে চেড়ীরূপ ইন্দ্রিয়ের উৎপাত শুরু হলো। যখন তদ্গতা হলেন, তখন রাম উদ্ধার করলেন। মহালক্ষ্মীও আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই রাবণ মহামানব। রাম ছাড়া কেউ তো তাঁকে বধ করতে পারলো না! লক্ষ্মণ ও তো অবতার! সেও নখের তুড়িতে উড়ে গেল। .... ১৯৪৬ য়ে লাখ কয়েক টাকা নিয়ে এখানে চলে এলো। এসে সোদপুরে পেট্রল পাম্পের কাছে ১৫ বিঘা জমি কিনলো। পরে ১৯৫০ য়ে আত্মীয়েরা কলকাতা এলে তাঁদের ঐ জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল। তাঁরা ন্যাংটা হয়ে এসেছিল। .... (ডঃ সেনকে)—উড়িষ্যা যাবার আগে তোর একটা লেখা দেবার কথা আছে। .... যারা তদ্গতা হয়ে থাকবে, এরকম দু একজন single মেয়ে-পুরুষের সত্যনারায়ণ-ভবনের উপরে থাকার ব্যবস্থা হবে।

১১।১১।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) (ডঃ সেনকে) দাদা :— কি রে, কাল খুন-টুন হয়নি? সবঠিক আছে? ....সবই মনের বিকার। .... বৌ অফিসে চাকরী করবে, এটা এ পছন্দ করে না। বড় জোর স্কুলে-কলেজে চাকরী করতে পারে। নিষ্কর্মা ছেলে ও চাকুরে মেয়ের বিয়েতে খুব শান্তি হয়; সামনেই দেখছি। ইণ্ডিয়ার সব সিষ্টেমেরই একটা অর্থ ছিল; আমরা ব্যাকরণে ভুল করছি। .... (মিসেস্ সেনকে ডঃ সেন সম্বন্ধে) ও শূয়োর, ওর বাপ শুয়োর! ডঃ সেন :- বাপ যে শুয়োর, সে সম্বন্ধে কোন

সন্দেহ নাই ; সাংঘাতিক শুয়োর ! (সবাই উপভোগ করলেন ।) দাদা :— হ্যাঁ ; উড়িষ্যার হোতাকে 'শুয়োর' বলায় সে বলেছিল, আমরা সব 'বরাহনন্দন' ! সুন্দর বলেছিল।

১২।১১ ৭৩ (তদেব) [আজ সুব্রত মুখার্জি সস্ত্রীক মহানাম পেলেন। প্রিয়দাস মুন্সীও আসেন] দাদা :— দাদাজী বারো জনকে নিয়ে চলে যেতে পারে। [সস্ত্রীক ডঃ বিভূতি সরকারের আগমন। তাঁকে দাদা বললেন :] যা খুশী বলতে পারো, লিখতে পারো, করতে পারো। এতো সাধু-সন্ত নয়। তাঁদের কথা একে বলার কি দরকার ? ...... । ভাবনগরে কি হয়েছে, জানিস্ ? গত শনিবার কিসমিস ভোগ দেওয়া হয়। দেখা যায়, একটিও নেই। খুঁজতে খুঁজতে সত্যনারায়ণের পটের পিছনে লাইন করে সাজানো দেখা যায়। আর রবিবার সব ভোগ অর্ধেক করে খাওয়া, দেখা যায়।

১৪।১১।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [**New york** য়ের **Prychical Research Society** র **Dr. Karlis Osis** এবং **Dr. Haroldson Computerised camera** ও **tape** নিয়ে হাজির। ওরা দাদার ফোটো নিল ; কিন্তু, উঠলো না। পরে **camera** এক প্রান্তের ঘরে রেখে সংলগ্ন টেপ প্রসারিত করতে করতে অন্য প্রান্তের একটি ঘরে উপবিষ্ট দাদাকে নানা বর্ণের জিনিষ দেখাতে লাগলো এবং সেটা কোন বর্ণ, তা দাদার মুখে শুনতে চাইলো। মুচকি হেসে দাদা সব বর্ণকেই 'সাদা' বললেন। ক্যামেরাতেও তাই উঠলো। ওরা মুগ্ধ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। তার পরে মহানাম পেলো এবং অঙ্গগন্ধে আকুল হোল।]

১৫।১১।৭৩ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা [আমেরিকান দুটি এসে গন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দাদা বললেন :] আমার ভেতরে একটা প্রদীপ আছে ; আর অনেকগুলি ধূপকাঠি আছে॥ ………… কাল খাওয়া প্রায় শেষ, এদেখলো, রাণার ছেলে কাঞ্চন সামনে দাঁড়িয়ে. অর্থাৎ মারা গেছে। আজ ফোন করে জানাগেল, শবদেহ আনা হচ্ছে। বৌ পাগল হয়ে যাবে। ………… (মিসেস্ সেনকে বাড়ী সম্বন্ধে শুধালেন।) ডঃ সেন :—ঝামেলা আছে। দাদা :—সে তো বদমাইসি করে রেখেছো ; তার ফল আমি ভুগবো ? (বদমাইসিটা কলের মিস্ত্রী গোড়াতেই করে রাখে ডঃ সেন বাড়ীতে আসার আগে। তা কিন্তু দাদাকে বলা হয়নি। এর আগেই একদিন নিজের থেকে বলেন, পাইপটা নিজের ঘর চায় নীচু করে দাও। সে আদেশ অবশ্য পালিত হয়নি।)

১৬।১১।৭৩ (দাজাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—গীতাটা কি ? নিত্যলীলা যখন প্রকাশ হোল, সেই প্রকাশটাই গীতা ! ……… বার বার মুহুর্মুহু প্রকৃতি থেকে ভূমায় যাতায়াত করা যায় না ; তাহলে শরীরটা থাকে না। প্রকৃতিতে যখন থাকেন, তখন মন থাকে। এর আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা এতো নীচে নাবতে পারেন নি। ভাবনগরের ব্যাপার দ্বাপরে একবার হয়েছিলো ; রামের সময়ে আধবার ; বামনের সময়েও হয়েছিল। এখন মুহুর্মুহু হচ্ছে।

৪।১২।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [দাদাজী ১৮ই নভেম্বর উড়িষ্যা যান। ১লা ডিসেম্বর রাত্রে ফেরেন।] [বিজু পট্টনায়ক ও হরেকৃষ্ণ মহতাবের প্রবন্ধ মানা পড়ে শুনালো। দাদা

ডঃ সেনকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একথা সেকথার পর হঠাৎ জড়িয়ে ধরে গালে গাল চেপে বললেন :] আমার ছেলে ! বাপ ! এই কাজগুলো করে দে ; আর ২২।২৩ তারিখের ভিতরে ২টো প্রবন্ধ লিখে দে ; যু, পি, নিয়ে যাবো। .... বিজু এখন দাদাকে 'কৃষ্ণ' বলছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মণ্টুমহারাজের সঙ্গে দাদার কৌতুককর অভিনয় ও শেষ পর্যন্ত মহানাম-প্রাপ্তি দেখে মহতাব চোখের জলে ভাসছেন ; মহাতাবের পৈতা তো আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ...... সত্যের প্রচারে যদি কাউকে দরকার হয়, তবে সত্যের প্রচারই ছেড়ে দেবে।

৫।১২।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—এর সম্বন্ধে ভাবাটাই অপরাধ। রাবণের মতো ঋষি ! সেও অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেলো। বেদবেদান্ত দিয়ে কি হবে ? তা দিয়ে কি তাঁকে বোঝা যায় ? একি intelligency-র ব্যাপার ? (ডঃ সেন ভাড়াটে চলে যাবার কথা বললো।) দাদা :—তাহলে ? এর ব্যাপার কেউ বোঝে ? তাহলে লেখাটি শেষ করোনি কেন ? ওটা বুঝি আমার বাবার শ্রাদ্ধ ! তাই লিখছো না ? Ego ত্যাগ কর্। ....(খুব বক্‌লেন ; পরেই আবার হাসিখুসী।) দেখছিস্, লণ্ডন থেকে একজন এই ফুল-হাতার সোয়েটারটা দিয়েছে। হাত বুলিয়ে দেখ্, কী মোলায়েম ! .. .... গুরুবাদ ! বলবে কৃষ্ণেরও গুরু ছিল ; রামেরও গুরু ছিল। ব্যাস ! সেতো আচার্য ! যদি প্রশ্ন করি কোন্ ব্যাস, তবে জনক-জানকী পার পাবে না। ...... গুহ্য কথা কাউকে বলতে হয় না। (হৃদয় দেখিয়ে) এখানে আঘাত লাগে। .... দুজন একে না

জেনে দেখেছেন : একজন স্বপ্নে ; অন্য জন ঘুম ভেঙ্গে। একজন 'রাম রামায় নমঃ' নাম পেয়েছেন, যা দাদা কোন কোন ভাগ্যবানকে দিয়েছেন।

৭।১২।৭৩ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—রাম, কৃষ্ণের গুরু ছিল নাকি? আচার্য ছিল, তোরা যেমন আচার্য, যাকে জানকীবল্লভ বলছে 'গুরু'। দেহটাকে পূজা করা,—এতো জড়বাদ! কোন মানুষ বোঝে কিনা, বুঝতে পারছি না।

১০।১২।৭৩ (শ্রীগোপী-নিলয় ; সন্ধ্যা) (ডঃ সেন কালো কোট পরে গেল।) দাদা :—ওকালতি করে নাকি? আমাকে ধরিয়ে দিবি নাকি? কাল পেছনে পেছনে ঘুরছে। তোদেরও দুর্ভোগ দাদাকে নিয়ে। [এ কথা অনেক দিন ধরে অনেকবার বলেছেন, বিশেষতঃ এই বাড়ীতে বসে।] [একদিন গৃহকর্ত্রী সবিতাদি রেগে দাদাকে বলেন : আমার কাজ আছে। না খেটে খেতে পারবো না। আপনার পাগলের দল নিয়ে একটা আশ্রম খুলুন। আমাকে রেহাই দিন। দাদা মুচকি মুচকি হাসছিলেন। পরে বললেন, তথাস্তু। আজ রাত্রে দাদার এখানে থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাড়ী চলে গেলেন।]

ডঃ সেন :— দাদা! ১২ই ডিসেম্বর, বুধবার গীতাজয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রীবিষ্ণুপুরী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইনি কাশীর জয়েন্দ্রপুরী এবং গুজরাটের কৃষ্ণানন্দজীর শিষ্য। যাবো কি? দাদা :—না বলে দে ; তুই যেতে পারবি না, আর তোর গলাও বন্ধ থাকবে।

১১।১২।৭৩ [১৯৭১ য়ে বোম্বেতে শ্রীঅভি ভট্টাচার্যকে দাদা একান্তে বলেন : এবারে বাঁকা পথে যেতে হবে ; না হলে সত্যের প্রচারে দেরী হয়ে যাবে। আমার বিরুদ্ধে একটা কেস্ করাবো ; এমন কি **transportation for life** দিতে চাইবে। শেষে দেখবে, সব ফাঁকা ; কোন কেস্ই নেই। ইতি মধ্যে এর নাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে ; কেস্ চলাকালীন বহুলোক এসে মহানাম নেবে ॥ অভিদা এটা টেপ করে রাখেন। শচীন রায় চৌধুরী প্রমুখ চক্রান্তকারীরাও তখন ঐ বাড়ীতে চক্রান্তের জাল বুনছিল। তাদের চক্রান্তের কিছু কথাবার্তাও অভিদা টেপ করে রাখেন, যা পরে কোর্টে বাজিয়ে শোনানো হয়। যাই হোক্ সেই দুঃসময় বা মহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হোল গতকাল নিশীথরাত্রে।]

[আজ ১১ই ডিসেম্বর সকাল ৫টায় ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি এসে ডঃ সেনকে ডেকে জাগালেন। বললেন, দাদা **arrested**. কাল রাত দেড়টায় লালবাজার থেকে পুলিশ দাদার বাড়ী আসে। দাদা একেবারে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। প্রথম ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিলেন। সারা বাড়ী **search** চললো গন্ধ আর জাল নোটের জন্য। (জাল নোট কেন ? না হলে এতো সোনা-রূপোর লকেট, হার, ঘড়ি, পেন, হুইস্কি দেয় কেমন করে ? একটা **after-shave lotion**, যা অভিদা দেন, আর এক তাড়া বিভিন্ন লোকের সই করা **blank** কাগজসহ দাদাকে লালবাজারে নিয়ে গেছে রাত ৩৷৹ টায়। শুনে ডঃ সেন প্রস্তুত হয়ে ডঃ ব্যানার্জি, ডঃ করুণা রায় ও শ্রীশৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে লালবাজারে গেল। সেখানে আগেই সর্বশ্রী অনিমেষদা, গোপীদা, ডঃ মধুদা, ভিভ্রাদা,

জ্ঞানদা ও কামদার-তনয় দয়ালাল উকিলসহ উপস্থিত হয়েছেন। কিছু আগে অনিমেষদারা দাদার সঙ্গে দেখা করেছিলেন; তাঁরা দেখেন, দাদার চোখে জল। কিছু পরে **interrogation** য়ের জন্য দাদাকে **Asstt. Commissioner** য়ের ঘরে নিয়ে গেল। দাদা কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। পুলিসের বিনয় ব্যানার্জি: কথা বলছেন না যে? দাদা:—কী বলবো? ব্যানার্জি:—তা হলে কি শক্ দেবো? দাদা:—তোমাদের অসীম ক্ষমতা! ব্যানার্জি রেগে যা-তা বলতে লাগলো। ইতিমধ্যে একটা ফোন এলো; পি, কে, রায় ফোন ধরেই 'স্যার্ স্যার্' বলতে লাগলো এবং ব্যানার্জিকে শান্ত হতে বললো।

সবাই আলিপুর পুলিস কোর্টে গেল। সেখানে দাদাকে আনা হোল প্রায় ৩টায়; সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে **lock-up** য়ে রাখা হোল। পরে কোর্টে কেস্ উঠলো। দাদার পক্ষে জুনিয়র উকিল ভূপতিবাবু। উকিল মিঃ ঢলের প্রচেষ্টায় সিনিয়র হিসাবে শ্রীসত্যেন চ্যাটার্জিকে পাওয়া গেল। তিনি কিছুই জানেন না কেস্ সম্বন্ধে; তবু **argue** করলেন। জাঁদরেল পি, পি, মুখ খিস্তি করে দাদাকে জঘন্য অপমান করলেন। বললেন, এতে **Transportation for life** হতে পারে; কাজেই **bail** হবে না! দাদা ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দাদাকে **Jail custody** তে রাখার রায় দেওয়া হোল। দাদাকে **Presidency jail** য়ে নিয়ে গেল।

এর পর থেকে দাদার পক্ষে দয়ালাল এবং অনিমেষদার মুখ্য ভূমিকা; সঙ্গে ভূপতি বাবু ও মিঃ ঢল। **Sessions** য়ে আপীল করার জন্য মিঃ ঢল হাতে লিখে জাজ্মেন্টের কপি আনলেন; কিন্তু,

তাতে কাজ হোল না। কাজেই শুক্রবার sessions য়ে আপীলের শুনানি হোল। দাদার পক্ষে ছিলেন হাইকোর্টের উকিল শ্রীনলিনী ব্যানার্জি। হাইকোর্টে অনেকেই দাদার অঙ্গগন্ধ পেলেন। Conditional bail হোল; বাড়ীতে internment. শুক্রবারই ভূপতি বাবু bail order বের করে বিকেল ৩টা নাগাদ দাদানুরাগীদের সঙ্গে জেল-গেটে হাজির। Release হয়ে গেল; কিন্তু দাদাবেরুচ্ছেন না। জেলের জনৈক কর্মচারী ডঃ সেনের ছাত্র। সে ডঃ সেনকে ভিতরে দাদার কাছে নিয়ে গেল। দাদা তখন ভিতরে নানা জনের সঙ্গে গল্পে মত্ত। কিছু পরে দাদা সই করে বেরিয়ে এলেন এবং বাড়ী চলে গেলেন। ইত্যবসরে ডঃ সেন ছাত্রটি ও অন্যদের কাছ থেকে দাদার জেল-বাসের কাহিনী মোটামুটি শুনলো। দাদাকে পৃথক্ ভালো সেল্ দিতে চেয়েছিল; কিন্তু, উনি রাজী হন নি। কয়েদীরা সব কাড়াকাড়ি করে দাদার সেবা করেছে,—গা হাত-পা টিপেছে, তেল মাখিয়েছে। জেলার, ডেপুটি ও জেল সুপার ঘরে বসে থেকে দাদার তীব্র অঙ্গগন্ধ পেয়েছেন এবং দাদাকে দেখতেও পেয়েছেন। সবাই মহানাম পেয়েছেন; কয়েদীরা, ৫।৭ জন নক্শালও; সব শুদ্ধ প্রায় ৩০ জন। পরের রবিবারের পরের রবিবার সুপার প্রভৃতি দাদার বাড়ী এসে সত্যনারায়ণ-পট নিয়ে যান।

এদিকে সরকারপক্ষ আপীল করলো বেঞ্চের কাছে: জাষ্টিসেস্ তালুকদার ও ব্যানার্জি। সারা হাইকোর্টে লোকে লোকারণ্য; সব ব্যারিষ্টার, উকিলের ভীড় ঐ ঘরে। অনেকেই গন্ধ পেলেন। দুই জজই অনেক কথা বললেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত bail নাকচ

হোল না। ইতি মধ্যে ননী পাল্কীওয়ালা ছুবার ছুটে এলেন কলকাতায়। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল ; বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মহানাম পেলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী **confinement** রদ করার জন্য হাইকোর্টে আপিল করা হোল। সরকার-পক্ষ **investigation** য়ের জন্য ৭ দিন সময় চাইলো। অতএব, ৮ই আবার কেস। এর মধ্যে ৩ বার **investigation** য়ে এলো পি, কে, রায়। নানা অপমান-কর প্রশ্ন করে ; মানা বোস, গীতা দাশগুপ্তা, মিনতি দে সম্বন্ধেও। অনিমেষদা ও গীতাদিকে লালবাজারে ডেকে নিয়ে জেরা করে। দাদা মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন—মানুষী লীলা! একদিন শচীন সম্বন্ধে বলেন :], একবার ভাবলো না ; একটি মাত্র মেয়ে! (অনেক দিন বলেন :) এ রকম আরো অনেক কেস্ হতে পারে। কিন্তু, একে গুলি করে না মারা পর্যন্ত এ কাজ করে যাবে। যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়, ততক্ষণ কেউ কিছু করতে পারবে না। তবে এবারে হয়তো সে রকম হবে না। (ডঃ সেনের প্রশ্নের উত্তরে) তদ্‌গত ভক্তকে গুলি করে মারতে পারে না। কিন্তু, এর কথা আলাদা। সত্যনারায়ণ সর্বভূতস্থিতং কিন্তু, সর্বত্র স্বপ্রকাশ নন।

৫।২।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—২১ বছর বয়সে হজরৎ রসুল ইমামের সঙ্গে পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৭ বছর বয়সে, যখন দাদা গায়ক, আবার বঙ্ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। .... ১৪।১৫ শত বছর আগে সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষার জন্য লোপ পেয়েছিল।

৮।২।৭৪ (তদেব) [আজ দাদার উপর থেকে **cenfinement** তুলে নেওয়া হোল হাইকোর্টে ; **unconditional bail** হোল। সরকার-পক্ষ প্রয়োজন হলে জজকোর্টে আবেদন করে দাদার **specimen signature** নিতে পারে। দাদা ব্যারিষ্টার অমিতাভ গুহের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরে অনিমেষদার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।]

৯।২।৭৪ (১৬ লেক টেরেসে ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিতাভ গুহের বাড়ী ; সন্ধ্যা) [এখানে সত্যনারায়ণ পূজা হোল। পূজার ঘরে বসেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর অভিজ্ঞতা হোল :] সাদা জ্যোতি তাঁর এক পাশ থেকে তাঁকে ভেদ করে অন্য পাশে চলে গেল। নানা গন্ধের মাতন ; মাথায় যেন আতর বৃষ্টি হোল। ঘর জল-প্লাবিত ; নারকেলের জল ক্ষীর হোল।

১০।২।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) [মিঃ ও মিসেস্ গুহ উপস্থিত। মিসেস্ বললেন :] দাদা যখন পূজার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলেন, তখন আমি চোখ বুজে শুভ্র জ্যোতি দেখতে পাই॥ মিস্ মানা বোস :—আজ প্রত্যূষে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর এক অধ্যাপক একটি মন্দিরে যান ; সেখানে দেবীর আবির্ভাব হয় সশরীরে। উনি শুধালেন : সত্যসাঁই কে ? দেবী :—মহাদেবের বর পেয়েছেন। অধ্যাপক :—দাদাজী কে ? দেবী :—উনি স্বয়ম্। অধ্যাপক :—তবে **arrested** হলেন কেন ? দেবী :—২ বছর পরে জানতে পারবে। দাদাজী সম্বন্ধে আর প্রশ্ন কোরো না।

১২।২।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) (দাদা মানাকে নিয়ে রাত পৌনে দশ নাগাদ ব্যারিষ্টার গুহের বাড়ী থেকে এলেন। শুনেই

ডঃ সেন নিজেকে ঘোমটা দিয়ে আড়াল করলো ; কারণ, রাত অনেক হয়েছে। বৌদি দাদাকে বললেন :] ঐ তো ননীদা ! দাদা :—শুয়ার ! তোমাকে মারবো। (উপরে নিয়ে গেলেন।) বড় কর্ত্তা **discharge** করার চেষ্টা করছেন। .... গুহের বাবা-মা ঠাকুরের কাছে নাম পান। আজ মা দাদার মধ্যে রামকে, নারায়ণকে দেখে কেঁদে আকুল। লীলামা নাম করে ওঁকে সুস্থ করান। ও সত্যিই রামকে দেখলো। ...... এই তো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। (বৌদি লিলি, পঞ্চানন ও সরোজের কথা বল-লেন। বললেন :) নারায়ণ নাকি খুব রোগা হয়ে গেছে। শচীন নাকি সরোজকে শাসিয়েছে, তুমি বেকায়দা করলে তোমার বিরুদ্ধে কেস্ করবো। কারণ, সরোজ নাকি পুলিশকে বলেছে, দাদা মহামানব ; আর লিলির বিরুদ্ধে কিছু বললে সহ্য করবো না। কারণ, লিলি তাঁর স্বামীকে বলেছে, আমি সত্য কথা বলবো। তাতে তোমার ভগ্নীপতির (সরোজ) হাতকড়া পড়লেও আমি থামবো না। শচীন ছাড়া অন্য কেউ নাকি **statement submit** করেনি। আর জানকী বলেছে, দাদাজী **cheat.**

১৪।২।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [গুহেরা আছেন, আর বলরাম মিশ্র। বোম্বে থেকে অভিদাও জাস্টিস্ কান্টাওয়ালা ফোন করেন ; মাদ্রাজ থেকে নরসিংহম্ ; আমেদাবাদ থেকে ডঃ আর্ এল্ দত্ত এবং আরেকজন।] বলরামদা : ২।৩ মাস ধরে দেবীর আবির্ভাব হচ্ছে সশরীরে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন, আবার মন্দিরে ঢুকে মিলিয়ে যান। ওরা **picnic** য়ে গিয়েছিল। সাঁই শিবশক্তি পেয়েছে ; দাদা অলৌকিকজন্মা। ১৪।১৫ বছর পরে নোতুন যুগ আরম্ভ হবে।

১৯।২।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল). দাদা :— শুয়ার ! তোমাকে আমি মারবো। ডঃ সেন :—মারার আর কি বাকী আছে, দাদা ? …… মহাপ্রভু ফাল্গুনে উৎসব করেন ; রামও করেন ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও ফাল্গুনে হয়। ফাল্গুনে ভাবনগরে উৎসব হবে ; সবাই কে যেতে হবে। ভাবনগরের নাম বরাবরই এইরূপ ছিল। ……… 1966 য়ের 12th February শ্বশুর মারা গেলে এ বাঁচিয়ে দেয়। [কামদারের সঙ্গে ঠাকুর ঘরে বসে কথা বললেন। পরে বেরিয়ে এসে বললেন :] সব settled হয়ে গেল। এখানে সত্যনারায়ণ-ভবন হবে, প্রেস হবে, জার্ণাল হবে। হেড অফিস ভাবনগরে। কোন কমিটি থাকবে না ; বোর্ড অব ট্রাষ্টিস্ থাকবে। ……… 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি' ॥

২৭।২।৭৪ (শ্রীমতী লীনা মিত্রের বাড়ী শ্রাদ্ধবাসরে ; সকাল) [ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ছিলেন। মিসেস্ সেন দাদাকে দেখে বলে উঠলেন : ওরে বাপ্স্ ! এযে অপূর্ব মহাপ্রভুর মূর্ত্তি !] [শাস্ত্রীজী মিত্রবাড়ী এসেই দাদাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেল :] এতোদিনে আনন্দ পেলাম। [তাঁকে গলায় কে মালা দিল। উনি বললেন :] কোথায় মালা দিতে হয়, জানো না? [মালাটি দাদার গলায় দিলেন। দাদা চলে যাবার আগে মিঃ মিত্রের মাথায় হাত রেখে বললেন :] কিছু চিন্তা নেই ; শিবকে রেখে গেলাম। (দাদা জয়দেব দত্তের বাড়ী গেলেন ; অন্য অনেকেই অনু যাত্রিক।) দাদা যাদের realisation নাই, সে সব লোক দিয়া দরকার নাই। [বোম্বের সেই ফটোটির কথা উঠলো, যার তলায় ফুটে উঠেছে, 'Iam in you

you are in me ; do not forget that we canat be separated ?] দাদা ঃ—লেখাটা কিন্তু ফোটোর সঙ্গে উঠেছে ; অথচ ওটা লিখে দেওয়া হয় নি। ডঃ সেন :—ফোটোটা খুবই ভালো হয়েছে ; কিন্তু background টা ভালো হয় নি। জয়দেবদা :—মানাদি background য়ে আছেন, তাই ননীদা ঐ কথা বলেছেন। দাদা :—হ্যাঁ, ছায়াসীতা। ………… ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সাংঘাতিক সব ঘটনা ঘটবে। …… এ ১৯৪৮-৪৯ য়ে পাকিস্থান থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আনে। ৮৮ হাজার টাকা income tax য়ের চিঠি আসে ঐ টাকার উপর। জিতেন মৈত্র উকিল। পরে দেখা গেল, কোন record নেই। ……… জিতেনের স্ত্রীর গলব্লাডারে ষ্টোন। দাদা চরণ জল দিলেন খেতে ও মালিশ করতে। দিন দুই পরে জিতেন রাত্রে এসে হাজির। স্ত্রীর অসহ্য যন্ত্রণা, মুমূর্ষু অবস্থা। কুমারকান্তিরা বলেছেন, কালই অপারেশন করতে হবে। দাদা বললেন, একদিন দেরীকরলে হয় না ? চরণ-জল তিনবার করে খেতে ও মালিশ করতে বোলো। পরের দিন সকালে জিতেন জানালো, স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ ; যন্ত্রণা নেই। পরে এক্স্-রে করে কোন ষ্টোন পাওয়া গেল না ॥ জাষ্টিস্ পি, বি, মুখার্জির বাড়ীতে ঠাকুর ঘরে ঢুকছি। মিসেস্ বললেন, গঙ্গাজল চাই ? দাদা :—গঙ্গাজল কি ? গঙ্গাজল আবার কোথায় পাবে ? দেখবে গঙ্গাজল ? হঠাৎ ফ্লোরে জলপ্রবাহ। বললাম, শীগ্‌গির বোতলে তুলে রাখো ; না হলে এক্ষুনি চলে যাবে। তাই করা হোল। পরে দেখা গেল, কোথ'ও কোন জল নাই ; বোতলে কিন্তু আছে। একদিন পি, বি-র সিগারেট নাই,—imported সিগারেট। দাদা :—লণ্ডন কতদূর ? পি, বি :—৫ হাজার মাইল। দাদা :—

সে তো অনেক দূর ! মুহূর্ত্তমধ্যে দু প্যাকেট imforted সিগারেট দাদা শূন্যে হাত দিয়ে আনলেন। একবার মিসেস্ বিলাতে না ফ্রান্সে। পি, বি, কে জিজ্ঞেস করায় সে বললো, হয়তো আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম, না, সে তো য়ুরোপে একটা জায়গায় ওভারকোট জড়িয়ে শুয়ে আছে ; অসুস্থ। ফোন করে জানা গেল, তাই ঠিক ॥ এসব কিছুই না, অন্য কেউ পারবে কি ? পারলেও ২।৪ বারের বেশি নয়।

১।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয়, সকাল) [অভিদা আছেন] দাদা : ফাঁকে না পড়ি,—এই চিন্তাটাই চিন্তামণি। তাই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ. এর মতে। তাঁকে ভুলেইতো অভাবে পড়লাম। ……জীব এই দেহ নিয়ে যেতে পারেনা ? ডঃ সেন :—কোন কোন জীব পারে। ……… কাল একটি বিবাহিতা অপূর্ব সুন্দরী তরুণী এসেছিল। সে তার অত্যন্ত brilliant কিছুটা বয়স্ক স্বামীকে divorce করেছে। জেদী ২৫।২৬ বছরের মেয়ে। স্বামীকে পায়ে ধরাতো, মারতো, বের করে দিত। ………… । মেয়েটি বললো, সে বহুদিন থেকে—প্রায় ১ বছর—দাদার কথা শুনেছে, দাদার বই পড়েছে। বললাম, আমাকে বিয়ে কর্ ; আমাকে আবার divorce করবি না তো ? এ স্বামী, বাবা-মা, আবার ছেলে। মেয়েটি নাম চাইলো। বললাম, এখন নয়। বললো, তবে রবিবার আসি ? বললাম, না, আমি তোমাকে জানাবো। মেয়েটি বললো : আমাদের বাড়ী যেতে হবে বাবা-মাকে দেখতে। বললাম, সে তো ভবিতব্যের কথা। তবে তোমাকে আমি টানবো। (দাদা ছেলেটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন)। ডঃ সেন :—এ ক্ষেত্রে

adjustment করা যায় বোধ হয়। দাদা :—আমি adjust করে দেবো। .... তোমার উপকার করার অধিকার নাই; অপকারও করতে যেওনা।

৩।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সকাল) দাদা :—দুজন অপরিচিত লোক এসেছিল; তারানাকি দাদাকে স্বয়ং ভাবে। দুই একটা কথা বলে তাড়িয়ে দিলাম। কিরে, ঠিক করিনি? (ডঃ সেন নিরুত্তর।) লোক এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে; এটা ভালো লাগে না। Intellectual জন কয়েক ছাড়া রোজ রোজ আসার দরকার নাই। একদিন সপ্তাহে সবার জন্য রাখা যেতে পারে।

৪।৩।৭৪ (তদেব) [অভিদা tape চালালেন; 'নিতাই গৌর সীতানাথ', 'ধীরে সমীরে,' 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি দাদার গান হোল।] দাদা :—আগে কি বিয়ে ছিল? ২ কোটি বছরের কথা এ জানে। লোক যখন বেড়ে গেল, তখন সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য বিয়ের প্রচলন হোল। একটা বেটা আর একটা বেটীর কি চরিত্র খারাপ হতে পারে? কুন্তী ৫।৬ টা বিয়ে করেছিল; একটা থাকতে আরেকটা নয়। সে তো মহামানবী! চরিত্র মানে দৃষ্টিভঙ্গী। রমাকে কানে কানে কি বললেন।) রমা : বেশি ভালবাসা দেখাতে হবে না।

(সন্ধ্যায় দাদালয়ে) দাদা :—কাল্লুদার ফোন করে জানিয়েছেন, গতকাল সত্যনারায়ণ ভোগ সবই গ্রহণ করেছেন; খুব অল্প বাকী ছিল। ওদের ক্ষোভ ছিল, এক রবিবার সত্যনারায়ণ কিছু গ্রহণ

করেননি। তাই ওরা উপোসী ছিলেন। এ বললো, সত্যনারায়ণ খুব জেদী ; একাদশীর দিন উনি দুধ ও কাচাকলা সিদ্ধ ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। ………… আনন্দময়ীর কাছ থেকে স্বামী পূর্ণানন্দ এসে একে বললেন, মা আপনাকে পেলে খুব খুসী হবেন। উনি তো জগদম্বা। ৩ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত নাম দেবেন ; তার পরে মৌন। বললাম : হ্যাঁ, জগদম্বা তো বটেই। যেতে বলছো ? এতো **bail** য়ে আছে ; কাজেই মৌনই থাকতে হয়। এতো কোথাও যায় না ; আর ভীড় ভালো লাগে না। চলে গেল। …… এক করা যায়, মাইকে নাম দেওয়া। সেটা এখনো উচিত হবে না ; **time-factor** আছে তো ! আনন্দময়ীও এই নামই দেন। (ঠাকুরের কথা। কিছু পরে আনমনা ও নীরব।)

৮।৩।৭৪ (ঐ) দাদা :—একি ধর্ম প্রচার করতে এসেছে ? ধর্ম-টর্ম এ জানে না। 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' মানে কি ? ধর্মের গ্লানি মানে ধর্মের নামে ব্যবসা, অহংস্বামিত্ব। 'সাধু' মানে সরল লোক, যারা তাঁকে চায়। 'বিনাশ' মানে মুখোশ খুলে দেওয়া। (আগে একদিন অন্য ব্যাখ্যা করেন।) ……… ১৯৮০ থেকে ৯০ পর্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি। …… (মিসেস্ সেনকে) শয়তান ! দুচক্ষে দেখতে পারি না। ……… যারা দলাদলি করছে, তাদের চলে যেতে হবে। এয়ার্-পোর্টের সব কথা এ জানে। বৌদি : রমাকেই চলে যেতে হবে। …… (মানাকে খুব বকাবকি করায়) মানা : এ রকম হলে আমি আর আসবো না। …… বৌদি :— যে এই পরিবারের প্রারব্ধ ভাগ করে নিতে পারবে না, তাকে চলে যেতে

হবে। ······ 'দাদাজী' নামটা কি এমনি? কোন মানে নেই? কৃষ্ণও তো এটা বলেছিলেন! সখ'-টখা বাজে; ওসব তোদের বানানো।

১১।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—এ কিন্তু কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, রামের থেকে আলাদা। ········· (মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ) কাজীর বাড়ী কীর্ত্তন করতে করতে সে যায় নি। ও দলে সে ছিল না। সে কি revolutionary? ভাবে কখনো হাত তুলে নাচতে পারেন? ভক্তরা তা জানে কি? তিনি এরকম কথা বলতে পারতেন না? তখন তো স্বপ্রকাশ। আগে হয়তো পারতেন। তখন সারা ভারতে ৩ কোটির মতো লোক ছিল। ········· তাঁকে তো সিংহাসনে বসিয়েই রেখেছি; দেহটাইতো সিংহাসন। তাঁকেই তো সিংহাসনে বসাবো। মালা আবার কিরে? মালা তো সব সময়ে ভিতরে ঘুরছে। আমি বলি, তুমি জপ করো, আমি শুনি। ········· প্রশান্ত মুখার্জির বাঁজা আমগাছ থেকে একবার হাত দিয়ে প্রচুর আম পাড়ি; সে কাহিনী জানিস্? ডঃ সেন :—না। দাদা : মানা-গীতার কাছ থেকে জেনে নিস্। ········· ১৯২৩ সনে কবিরাজ মশাইকে এ বলেছিল, এ ওকালতি করে; ওকালতিই-তো করে, কি বলিস্? ডঃ সেন : অর্থাৎ বিচার নয়, তাইতো? দাদা : হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস্। ········· আজ জিতেনের (মৈত্র) বাড়ী যাই। ছেলে—dentist-বলে, আমার chamber য়ে একবার চলুন। বললাম, এই তো হয়ে এলাম; গিয়ে দেখো। গিয়ে দেখলো, chamber গন্ধে ভর্ত্তি। (গীতা দাশগুপ্তার প্রশংসা) ১৯৭০ থেকে আজ পর্যন্ত দুবেলা কামাই নাই। মানা

খুব বুদ্ধিমতী। (রমার কথা শ্রীসুনীল ব্যানার্জি বললেন। দাদা সমর্থনের সুরে বললেন :) ওঐরকমই ; একেবারে নিষ্ক্রিয়। (কাশীতে পাগলাবাবা রূপে থাকা প্রসঙ্গে) তখন দাঁড়ি ছিল ; একটা গামছা পরে থাকতো। Public য়ের সঙ্গে যখন যোগাযোগ হবে, তখন গৃহস্থ হোল ; না হলে তারা ভাববে, তাঁকে পাবার জন্য এরকম সংসাজতে হয়। এখানে গাড়ী করে রেডিয়োষ্টেশনে যেতো গান করতে, আবার একটা টিনের স্যুট্‌কেস নিয়ে থার্ডক্লাসে চলে যেতো। এখানে একরকম, বাইরে অন্য রকম। ...... অনেকদিন আগের কথা। এ তখন খুব ছোট। এর বাড়ীর কাছে মেহারের কালীবাড়ী। সেখানে সন্তদাস যজ্ঞ করছেন। কাছেই যজ্ঞ করছেন ওর (মিসেস্ জিতেন মৈত্র) গুরু হংস মহারাজ (?) এ গিয়ে সন্তদাসের জটাটা নাড়া দিয়ে বললো, এসব কি করছো? .... মিসেস্ পি, বি, মুখার্জির গুরু এসেছেন। দাদাকে ওঁরা নিয়ে গেলেন। বললাম, গুরুজী! হাম্‌কো মন্ত্র দিজিয়ে। গুরুজী কৌটো থেকে এলাচ খেলেন, দাদাকেও দিলেন। দাদা এলাচটা ওর মুখে দিলেন ; সন্দেশ হয়ে গেল। গুরুজী : আপ তো বিভূতিবান্ হ্যায়। দাদা হাত নাড়া দিয়ে এক সাদা এলাচ দিলেন। মিসেস্ বেগতিক দেখে দাদাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মিসেস্ যখন জার্মাণীতে (ফ্রান্সে নয়) অসুস্থ, তখন দাদা তাঁকে দেখে পি, বি-কে বলেন। .... এর ভয়-ডর কিছু নাই। কারণ, এতো কিছু করেনা ; এর তো কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁর কাজ ; করলো, ভালো ; না করলো, চুক্যা গেল। আমার ঠেকাটা কিসের? তবে কাজ হয়ে গেছে। এখন একে জেলে দিক্, আটকে রাখুক্, ফাঁসী দিক্—কিছু ক্ষতি নাই। এ কিন্তু

ভয়ংকর fast ; কাজ আরম্ভ হলে চট্‌করে শেষ করে ফেলেন। ……… তিনিতো স্বভাব। অভাব দিয়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (নিতাই-গৌরের হাততোলা মূর্ত্তি সম্বন্ধে) তা হবে কেমন করে? তবে একদিক্ থেকে হতে পারে। গৌর অবতারী, নিতাই অবতার। অবতারীতো নামের ভিতর দিয়ে অবতারকে জড়িয়েই আছেন।

১২।৩।৭৪ (তদেব ; সকাল) [দুদিন মানা (হেনা বোস) আসে নি। আজ ঘরে ঢুকতেই দাদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন :] কেউ যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪৭ ঘণ্টাই ঘুমায়, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম? মানা :—চা আনবো? দাদা :—গীতাও নাই, রমাও নাই ; কে চা করবে? (মানা চা করে আনলো। চা দেখে দাদা বললেন :) এতে তোর আর তোর বাবার গায়ের রং আর চরিত্র একত্র দেখছি (?)। কেউ যদি মনে করে, তাকে না হলে আমার চলবে না, তাহলে তাকে চলে যেতে হবে। আমার কারুর দরকার নাই। [সুমতি বেণ দাদার বাড়ীতে air conditioning plant বসাবার প্রস্তাব দিয়েছেন ; তা নিয়ে একটু হাল্কা ধরণের আলোচনা হোল। তার পরেই দাদা বললেন :] তবে plant বসাবো,— ভবনে। সেখানে হেমাঙ্গিনী দেবীর (মানা) প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই হোল। …… ………

আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই।—একটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ডঃ সেন :—নিস্তরঙ্গ অবস্থা। দাদা :—না, হোল না। ডঃ সেন :—আত্মবিশ্রান্তি। (দাদা নীরব।) …… ১৯৩৮।৩৯ য়ে ডঃ সাহার স্ত্রী কত রকম রান্না করে খাইয়েছে,— বাংলাদেশের

রান্না। ওদের বাড়ীতে অনেক দিন ১০টা-৪টা পর্যন্ত গানের আসর চলতো। (বাটানগরের দীনেশ চক্রবর্ত্তী):—আপনার কি ঘুম আছে? অনেক দিন বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা উঁকি মেরে দেখেছে, একটি ছোট ছেলে নাগড়া পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মেয়ে এক দিন পূজার ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখে, কে যেন ঘর পুঁছছে। অনেক বার চেষ্টা করে দরজা খুলে দেখলো, ভিতরে কেউ নেই। [ভাবনগরের গত রবিবারের কাহিনী দাদা আজ বললেন:] কামদারের পুত্রবধূ দরজা খুলে দেখেন, দাদা খাচ্ছেন। খাওয়া শেষে তাঁকে একটা চুমো দিয়ে অন্তর্ধান। .... এখন আর কোথাও যাওয়া-টাওয়া নাই। দেখবি, আগের মতো শরীর হয়ে যাবে। হিরণ্যকশিপুরা রয়েছে; আবার যুবক হতে হবে। .... (শচীন রায়চৌধুরী সম্বন্ধে) ও বেচারী নিমিত্তের ভাগী হোল; **will** টা **rejected** হয়ে পড়ে ছিল। অন্য শক্তির চাপে ওকে এটা করতে হোল।

১৩।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সন্ধ্যা) [নানা বৈষয়িকও অন্যজাতীয় আলোচনার পরে দাদা বললেন:] জগৎটা নিরানন্দ জেনে যে কাজ করতে পারে, সে আনন্দ পায়। এলাম প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁকে পেতে। এসে ভুলে গেলাম। (সুনীলদাকে) শিবনাথ শাস্ত্রী! সুনীলদা:—গৌরাঙ্গদার (চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট?) শ্বাসে শ্বাসে নাম হচ্ছে।

১৭।৩।৭৪ (তদেব; সকাল) বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল:- নাম করতে করতে একেক সময়ে মনে হয়, কাজকর্ম ভালো লাগে না। এটা কি তামসিকতা? দাদা:— যদি এটা অন্য কারুর

সামনে না হয়, তাহলে তামসিকতা নয়। এটা ভাবান্তর; একেই বলে গায়ত্রী। শান্ত, শূন্য অবস্থা থেকে এসেছি ; এসেছি প্রেমটা কি, তাই জানার জন্য। ...... নবীগোপালের খুব টাকার গরম হয়েছে। যাদবপুরের পরমহংস আশ্রমের গোপাল মহারাজ !

১৮।৩।৭৪ (ঐ সন্ধ্যা) ৯ই এপ্রিলের পর পিতাজী একে বোম্বে যেতে বলছেন। যেতে পারি। ...... ননী ! কথা আছে। বিভূতি **P. G.** তে ; **Oxygen** দিচ্ছে। এ বারে হয়ে গেল !

২০।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [মধুশ্রী গুহের সঙ্গে এক মহিলা যান। তাঁর প্রশ্ন :] পথনির্দেশক চাইতো ! দাদা :— **Existence** টাইতো পথ ! ...... সাধু-সন্ন্যাসীরাও এরকম দিনের পর দিন এলে টিকতে পারবে না। .... (বীরেন সিমলাইকে) তুই আমাকে বাঁচালি ; আজ আমার গঙ্গাস্নান হোল ; দেখ্। বুক ও পা দেখালেন।) (বৃষ্টি হচ্ছে।) এখানে বৃষ্টিটা কমিয়ে অন্য জায়গায় করা যায় না ? (সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হোল।) (একটু পরেই লোড্-শেডিং হোল।) (দাদা বৌদিকে ডাকলেন। বৌদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।) আলো (বৌদির ডাক-নাম), এসো ! (বৌদি এসে সংকোচের সঙ্গে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে লাইট এলো। দাদা মৃদু হাসছেন।) .... জে, টি দেশাইয়ের বাড়ী ভূতের উপদ্রব ; **Safe vauht** যে টাকা রাখেন, তা উবে যায়। একদিন ১০০ টাকার একটা নোট গেল। বললাম, আজ রেখে দেখো, তবে ১০০০।১৫০০ টাকা রেখো ! রাখলো। সেই থেকে আর টাকা যাচ্ছে না। .... (কামদারকে) আভি মাইজিকা পাশ হোকে আয়া। টাইম দেখো। কামদার : ৯ বাজে।

২১।৩।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) (পিতাজীকে) দাদা :- যো লোক সমঝ্‌তা বিলকুল সব ওহি হ্যায়, ও কেইসে গুরু সাজেগা ? গত হাজার বছর ধরে এই গুরুবাদ চলছে। ...... বিভূতি একটু ভালো, ডাক্তার বলেছে। অক্সিজেন সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ যাত্রা হয়ে গেল। .... ভাবনগরের ব্যাপারটা কি ? ডঃ সেন :—প্রকাশে আছেন। দাদা :—এরকম প্রকাশ ইতিহাসে আছে ? ৬ মাস, ১ বছর, ২ বছর ধরে এখানে সত্যনারায়ণ-ভবন, প্রেস, জার্ণাল হোক্ (কামদারকে বললেন)।

২২।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [রাত ৭-৫৫ মিনিটে দাদা বললেন :] বিভূতি চলে যাচ্ছে। [ঠাকুর-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। মিনিট দুই পরে বেরিয়ে এসে বললেন :] বিভূতি চলে গেল। [বৌদি, মঞ্জুদি, গীতাদি, আইভি, সুনীলদা জ্ঞানদা ও ডঃ সেন বিভূতিদাকে শেষ দেখা দেখতে গেলেন। কী প্রশান্ত, জ্যোতিষ্মান্, অপূর্ব সুন্দর মুখ ! যেন মুখাবয়বের প্রতি অণুতে আনন্দ-সাগরের হিল্লোল বইছে। জীবনের কোন পর্বেই এই অশীতিপর বৃদ্ধকে এতো সৌম্য-সুন্দর দেখা যায় নি, এ নিশ্চিত। বৌদি রেণুদির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। জ্ঞানদা ওখানে বললেন :] দাদা ৩-৫০ য়ে বলেন, বিভূতি চলে যাচ্ছে। তখনি কাঁচা দাঁত তোলা স্থির করলেন। কিন্তু dentist এর কাছে যেতে দেরী হয়ে গেল। তখন বিভূতিদা half dead. তবু বললেন, দেখি দাঁতটা দিয়ে যদি প্রকৃতিকে খুসী করা যায়।

২৩।৩।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) কাঁচা দাঁত তোলার

পরেও দাদা ভালোই আছেন। বললেন :] শেষ কালে 'দাদা, দাদা' বলে চলে গেল। অভিকে বললাম, বিভূতিকে দেখবি নাকি? একটা প্রক্রিয়া করতে ঠাকুরঘরে গেলাম। পরে ভাবলাম, বছর দুই বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু, তাতে liability বেড়ে যাবে; ওদের কষ্ট হবে, আর আমাকেই টানতে হবে। তাই তুলে নিলাম। আর কষ্টও পাচ্ছিল! (?) বাসনা-মুক্ত হলেই হয়ে গেল। ইচ্ছাটা মহান্ ইচ্ছা হলেইতো সব হয়ে গেল। সত্যেনদা :—৮ টার ৫ মিনিট আগে চলে যান। [দাদা অভিদাও আইভিকে নিয়ে বিভূতিদার বাড়ী গেলেন। ফিরলেন প্রায় ১১ টায়।] জীব কি কিছু করতে পারে? সত্যেনদা :—বোম্বের ডাক্তাররা বললেন, আমার খুব খারাপজাতীয় ক্যান্সার হয়েছে; কোন আশা নেই। অভিদা দাদাকে জানালেন। দাদা বললেন, ৫।৭ মিনিট ঘুমিয়ে নি। পরে বললেন, কিছুই হয়নি; কয়েক দিনের মধ্যেই এখানে আসবে। তাই হলো। আমিও এখানে চলে এলাম।

২।৩।৭৪ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা :—দেহটাকে যিনি ধারণ করে আছেন, তিনিইতো বিয়ে করেছেন। এ ছাড়া বিয়ের কি মানে হতে পারে, এজানে না। একটা দেহ কি আরেকটা দেহকে বিয়ে করতে পারে? মন্ত্র পড়ে একজনের হাত আরেক জনের হাতে তুলে দেবার অধিকার কারো আছে কি? আদি যুগে কি বিয়ে ছিল? এ গুলো discipline রাখার জন্য হয়েছে। কেউ কিচ্ছু জানেনা। মৃত্যুর পরে কি দেখা দিতে পারে? একমাত্র উনি দেখতে পান। মৃত্যুটাই শান্তি। মহাসমুদ্রে মিশে যায়। খাওয়া-দাওয়া, ভাবনা-চিন্তা কিছু নাই। খেতে হলে তো দেহ চাই। রেণুকে বলেছি, বেশি অনুষ্ঠান করতে যাস্‌না। একটু পূজা, আর

কিছু গুরুভাইকে বলবি ; মন্ত্র-টন্ত্রের দরকার নাই। রেণু বললো, না, উনি বলে গেছেন, দাদা শ্রাদ্ধ করবেন। বললাম, তা হলে ঠিক আছে। ডঃ সেন : আমি এটাই চাইছিলাম। ভাবছিলাম ৫০০ বছর আগের অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষের কথা। বিগ্রহ গোপীনাথ তাঁর শ্রাদ্ধ করেন। পিণ্ড দেন। .... (গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে) ....যিনি স্বয়ং, যিনিঅনন্ত, তিনি পিতার জন্য গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেবেন ? অসুরকে ? ডঃ সেন : মানুষী লীলা ! দাদা :— তিনি কি কোন সংস্কারে বন্দী থাকতে পারেন ? (?) ডঃ সেন : তাহলে কি তিনি গয়া যান নি ? দাদা : ঈশ্বরপুরী কাণে মন্ত্র দিল, এই সব ! (?) আবার কেশব-ভারতী ! কেশব কে ? যিনি ভিতরে আছেন। পুরী হোল দেহ। সেখানে যে ঈশ্বর থাকেন। ভারতী মানেও তাই। .... মঃ মঃ শ্রীনিবাসম্‌কে বলি, ত্রেতাযুগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। তুমি জানো না, আমি জানি। ....
অর্জুনকে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন। পরে অর্জুন বললো, ম্যাজিক ; আমি যুদ্ধ করবো না। কৃষ্ণ বললেন : হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমাদের মিত্ররাজ্য আক্রমণ করেছে, সেটাতো ঠেকাতে হবে,—এই বলে রাশিয়ার বর্ডারে নিয়ে গেলেন। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সবাই মিলে প্রথম দিনেই অভিমন্যুকে বধ করলো। এটা অকাল-বোধন ! ফিরে এসে অর্জুন ভংয়কর রেগে গেল। কৃষ্ণ এইভাবে তাঁর ego টাকে বাড়িয়ে দিলেন : আমি অর্জুন, আমার ছেলেকে ইত্যাদি। যুদ্ধশেষে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন : নচ্ছার (?) কৃষ্ণ আমাকে দিয়েই সব আত্মীয় বধ করালো ! কিছু দিন পরে কৃষ্ণ এলো। অর্জুন অভিযোগ করলেন কৃষ্ণ বললেন, আমি অনুতপ্ত। এবার শেষ যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। (?) কিন্তু, তার আগে

একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। অর্জুন বললো, তুমি কি বলছো? পৃথিবী এখন বীরশূন্য। পাণ্ডবের অশ্ব শুনলেই সবাই ছেড়ে দেবে। তখন কৃষ্ণ গোপনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন। যজ্ঞ হোল। একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বধ করালেন; পরে বাঁচিয়ে দিলেন। অর্জুন বললো, আমার শিক্ষা হয়েছে। হয়েছিল কিনা কে জানে! ডঃ সেন: অর্জুনকে তো নর-ঋষির অবতার বলে। দাদা: সে অন্যদিক্ থেকে। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১১শে বিভূতিযোগ ইত্যাদি শেষ করে অষ্টাদশে বললেন: "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"॥ তারপরেই বললেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য·····।" ············ (ডঃ মরিয়ম্ প্রসঙ্গে) তাঁর নিয়ন্ত্রণ ভাঙবে কেমন করে? একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তরে যাবে কেমন করে? মাঝে বাধা আছে; তাকে 'সবলক' (স্বর্লোক?) বলে। ········· (দেশের দুর্গতি সম্বন্ধে) আরো ১০।১৫ বছর পরে দেখিস্। কী অবস্থা হয়!

২৭।৩৭৪ (তদেব) দাদা:— ······· ভবঘুরে। ঘূর্ণিবায়ুর মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরে নাম ভিক্ষা করছে। ······· মহাশান্তিসমুদ্র থেকে এলাম; সেখানে শান্তিও নাই, অশান্তিও নাই। ············ সত্তাটাকে জড়িয়ে ধরে দেহটাকে touch না করে। ········· দান করবে কেমন করে? তুমি ভাবছো, ভিখারীকে দান করছো। তার প্রারব্ধ দূর করতে পারো কি? কেবল এইটাকে (দেহটা) দান করতে পারো। জীব কি দান করতে পারে? ········· যতীনদা: দাদা ১৯৬৯ য়ে বলেছেন, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আছি। পরে একদিন বলেন, আমাকে আরো কিছুদিন রেখে দিতে পারবি না? একদিন বলেন, দেহটা একদিন অথর্ব, জবুথবু হয়ে যাবে; তখন শুধু তিনিই

থাকবেন। একদিন বোম্বেতে বলেন, চল্, তুজনে চলে যাই। .... সব সময়েই একজন না একজন থাকেন।

২৮।৩।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) দাদা :— ননীদা ! সারাজগতে একটাইতো ভাষা ছিল ; তাহলে সৃষ্টিতত্ত্বটা .... (বাধা পড়লো একজন ঘরে ঢোকায়। আর বললেন না।) ...... জগৎটাইতো একটা সমাজ। ...... আমি নাম করছি, এটা বলাও মস্ত অপরাধ। নাম করলে প্রারব্ধ কেটে যায়। ব্যাথা-বেদনা সবই থাকে ; কিন্তু তার বোধ থাকে না। .... পুণ্যামে আলুয়ালিয়াকো লে জায়েগা, আউর বেত মারেগা। ও অলস হ্যায় ; কাম তো করনেই হোগা। ...... আমরা সবই দেখছি ; কিন্তু, কিছুই দেখছি না, মনটা এতোই চঞ্চল। ...... আস্তে আস্তে সবাইকে ছেড়ে দেবো ; মিনুরা, মানারা, গীতারা, ঊষারা, ননীরা আর তোমরা (ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি) থাকবে।

১।৪।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—জীব কি আরেকটা জীবের সঙ্গে প্রেম করতে পারে ? মূল জীবটাকে ধরলে পারে। কিরে, ভুল বললাম নাকি ? তিনিওতো জীব ! জ্ঞাণী গুণী লোক কি বলছেন ? ডঃ সেন : না, ভুল বলেন নি। ভাগবতে আছে, 'স এব জীবো বিবরপ্রসুতিঃ' ইত্যাদি। ...... যে ঘরে এসেছি, তার সঙ্গে একটু adjust করে চলতে হবে ; এটাই পরে পতিব্রতা ধর্ম ইত্যাদি হোল। পণ্ডিতেরা আবার অন্য রকম ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন। একটা শৃঙ্খলা চাই। দেহটাইতো একটা প্রারব্ধ। আমরা অহং দিয়ে প্রারব্ধটাকে বাড়াই। একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ধৈর্যটাই তপস্যা। ...... কবিরাজ মশাইকে

এ বলে, কিশোরী ভগবান্। পাগলাবাবার নাম যুগলকিশোর রায়চৌধুরী। পরে দাদা প্রচার করেন, দাদাজীর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নাই। ওঁরা মারা গেছেন। না হলে লোকে ভাবতো, হিমালয় থেকে সাংঘাতিক তপস্যা করে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়ে এসেছে। ········ বিভূতির শ্রাদ্ধে ১০টায় যাবো। গঙ্গাকে আমন্ত্রণ করবো ; উনি কৃপা করে এলেইতো হয়ে গেল। (ডঃ সেনকে) সোজা য়ুনিভার্সিটি থেকে আসছিস্? কিছু খাস্ না ? (কেউ কেউ দাদার নাম করে বিভিন্ন অজুহাতে অন্যের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে শুনে) সবাইকে তাড়িয়ে দেবো ? এটা কি ব্যবসার জায়গা ? সুনীলদা :—১৯৪৯ য়ে জিতেনদার (মৈত্র) তিন ছেলের কলেরা হয়। দাদা জল sip করতে দেন ; তাতেই ভালো হয়। জনৈক ব্যক্তি : একজন medical representative য়ের Cancer ধরা পড়লো। দাদা বললেন, ডাক্তারদের ৭ দিন অপেক্ষা করতে বলো। ৭ দিন পরে দেখা গেল, ওটা গ্ল্যাণ্ড ফোলা, Cancer নয়। ········ ননীদাতো সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে রেডি হয়ে আছে ! (ডঃ সেনের মনে সন্দেহ জেগেছিল বিশেষ কারণে।)

২।৪।৭৪ (তদেব ; সকাল) [দাদা কামদারকে নিয়ে ঠাকুর-ঘরে। দাদা বললেন :] ননী আসছে। (মিনিট ২ পরে ননী এলো।) কানে মন্ত্র দেওয়া গুরুগিরি কবে থেকে ? শংকর কি দিত ? বুদ্ধ ? এটা তান্ত্রিকদের ব্যাপার। মহাপ্রভুর সময়ে শিথিল হয়েছিল। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই অবস্থা হয়েছে। ········ (ননীগোপালদা সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীকে) বেশি করে খেতে বোলো ; সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ না থাকলে এবারেই হয়ে

গেছিলো। ২০।২১ টা ইন্‌জেকশন দিলেই ভালো হয়ে যাবে। খুব খারাপ রোগ হয়েছে; এ জানে। এ-ই মধুকে (ডাক্তার) বলেছে। জীব তো কথা শোনে না।

(সন্ধ্যায়) ১৯৫০।৫১ তে আন্দামানে কামদার ৭২• স্কোয়ার মিটার জায়গা ২• হাজার টাকায় কিনেছিল। পরে সেটা গভমেণ্ট নেয়। টাকার জন্য কেসে কামদার হাইকোর্টে হেরে যায়। দাদা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে বলেন ১৯৭২ য়ে। গত মার্চ মাসে রায় বেরোয়, কামদার ১ কোটি টাকা পাবে। ছেলে-মেয়েদের ২॥• লাখ করে ভাগ করে দিতে বলি। কিন্তু কামদার চ্যারিটিতে দাদাকে দিতে চায়। এ কিন্তু রাজী নয়। ····· এর কিন্তু আগে ফোন ছিল। একজনের বাবা মুমূর্ষু; রাত ২ টোয় সে চরণ-জল চাইলো। দিতে হোল রিসিভারের ভিতর দিয়ে যেভাবে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ফোন ছেড়ে দেন। ············ অনেক সময়েই দুটো অমিয় রায়চৌধুরীকে দেখি; এই একটা, আর ঐ আরেকটা। একটা দ্রষ্টা। এটাই সেটা। ········ (রমার প্রশংসা) দাদা ছাড়া কিছু জানো না। উচ্ছ্বাস নাই। কোটি জন্ম জপ-তপস্যা করেও ওরকমটি হওয়া যায় না! গোপবালা আর কাকে বলে? ··········· বিভূতিকে এখানে এনে খাওয়াতে পারে।

৩।৪।৭৪ [বিভূতিদার বাড়ী। আজ তাঁর শ্রাদ্ধ। দাদা ১০ টায় এসে ছেলেকে নিয়ে পূজা করান। বিভূতিদা একটা লুচি ও অর্ধেক পটল-ভাজাখান। পায়েসে এবং আরো একটা খাবারে আঙ্গুলের ছাপ ছিল। ফ্লোরে জল ছিল এবং ঘর গন্ধে মম করছিল। দাদা সোয়া এগারোটায় চলে যান। অভিদাকে বলেন:] ওর

খাবার তৃষ্ণা আছে। তাই আবার আসতে হবে। নাম হবে অন্নদা রায়। বছর ৩০ থাকবে ; কিছু লিখবে।

[রাত্রে ৮ টায় ডঃ সেন দাদালয়ে। তার দাঁতে ব্যথা। এদিকে দাদা জিতেন মৈত্রের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ৮।।০ টার পরে সেন-দম্পতি যখন গোপনে দাদাকে প্রণাম করে চলে যাবার উপক্রম করেছে, তখন গীতাদি মিসেস্ সেনকে আটকে দাদাকে খবর দিলো। ডাক পড়লো। তাই উপরে যেতে হোল। দাঁতের ব্যথা শুনে একটা ওষুধ দিয়ে বললেন :] এটা শোবার আগে লাগিও। ডঃ সেন : যদি জ্বালা-পোড়া হয়। দাদা : পোড়ে পুড়বে ; আমি তো পোড়ার জন্যই দিয়েছি! ডঃ সেন : এ কী ব্যথাটা **feel** করছি না তো ! দাদা : ম্যাজিক। কিন্তু, ওটা লাগাস্। ········ রবিবার থেকে কাউকে উপরে উঠতে দেবো না। কাল ইন্‌কাম্-ট্যাক্সের ছুজন লোক এসে বিরক্ত করেছে। পরে তারা অনিমেষ, হৃষিকেশ ও গীতাকে বিরক্ত করেছে। সি, বি, আইর কে একজন সুধীর ব্যানার্জি লাখ কয়েক টাকা মেরেছিল। তার সঙ্গে দাদার চেহারার সাদৃশ্য আছে, এই অজুহাতে সেণ্টার থেকে দাদাকে অ্যারেষ্ট করার **fermission** নিয়েছে। জিতেনদা : সুধীর ব্যানার্জিকে আমি চিনি। চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই।

৪।৪।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [প্রোফেসর দিলীপ চ্যাটার্জির আমেরিকা থেকে চিঠি মানা বোস পড়ে শোনাল :] দাদা সম্বন্ধে এক সুধী-সম্মেলনে বক্তৃতা করতে হোল। ৮ই মার্চ প্রাতরাশের পরে দাদাকে দেখতে পেয়েছি, কথা বলেছি, প্রণাম করে পায়ে চুমো খেয়েছি। দাদাও আমাকে চুমো দিয়েছেন।।

(অরবিন্দভাই উপস্থিত ভাবনগর থেকে। বললো :) মাতাজী কাল দাদাকে দেখেছেন। .... কর্মজগৎটা প্রাণস্বরূপ। যেই **tune** ঠিক হয়ে গেল, অমনি উনি সেখানে উপস্থিত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে কামদারের তুলনা নাই। ওর হাতে উনি খান। অবশ্য বিদুর ও অপূর্ব। তখন ও ছিল। কিন্তু, ওর তুলনা নাই। এটা কলিকালেই সম্ভব! .... পাঁচটাকে নিমন্ত্রণ করে আনলাম। তাদের একটু একটু দিতে হবে। তাহলেই **they will help to get Him.** সৃষ্টিতত্ত্বটা কেউ জানেনা। ...... জীব বুঝতেই পারছে না। তাঁকে বাদ দিয়া আর কেউ কি শুরু হতে পারে ?প্রেম হতে হলে আমি-তুমি চাই। মনটাই প্রকৃতি ; সেটাই নারী। ...... [আপন-জনের কথা।) বিভূতির মেয়ে এসেছিল। হাসছে ; ১০ দিন না যেতে যেতেই ভুলে গেছে। কাউকে দোষ দিচ্ছি না ; এটাই স্বভাব।

৭।৪।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) [রবিবার ; অজস্র লোকের ভীড়। দাদাও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন :] কেউ কিচ্ছু বোঝে না ; কিচ্ছু দেখতে পায় না। **Realisation** য়ের বিষয় কি আলোচনা করা যায় ? করতে গেলেই চলে যেতে হবে। বৃন্দাবন কাকে বলে, কেউ জানে কি ? (কামদারকে) তুম্ তো দেখা, এই এক অমিয় রায়চৌধুরী, ঐ আরেক অমিয় রায়-চৌধুরী। এ নিষ্ক্রিয়,...এ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। এক কোটি বছরেও এরকম প্রকাশ হয় নাই। এটা এই কলিতেই হচ্ছে। জনক কি এরকম পেয়েছে ? আর এ ? তুমি খাও, আর খাচ্ছে ! ঘটনা ঘটছে ; তাঁর ইচ্ছায় ঘটছে। এর **credit** ও নাই, **discredit** ও

নাই। এ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—দেহটা নয়। ...... সত্যকে প্রকাশ করতে কাউকে দরকার হয় কি? World মে সব দেশমে ইন্‌কা palace হ্যায়; এ একঠো দুঠো তিনঠো চারঠো কাঁহে লেগা? (দয়ালালকে) শুয়ার্! তুম্‌কো হাম মারেগা। ...... (কামদারকে) তুমি এলে বলে আজ এতো চীৎকার করলাম। ...... হাজার বছর ধরে এই গুরুগিরি চলছে। ...... ভাগ্য কাকে বলে! সেই ইষ্ট বেঙ্গল এখানো আছে। কিন্তু, হিন্দুরা চলে এসেছে; এখন সব কিছুর অভাব। হিন্দুরা মুসলমানদের উপর সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল; তারই ফলে বিতাড়ন। ...... (জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা।) এখন কি ১৯৭৬ হয়েছে? হয়তো চিনি আর নুণের একদাম হয়ে যাবে।
শ্রীঅমিয় মজুমদার:—(লোড-শেডিং প্রসঙ্গে) মশায় বড়ো কষ্ট হয়!
দাদা:—(মানার দিকে তাকিয়ে) যারা যোগনিদ্রায় থাকে, তাদের কষ্ট হয় না।

১২।৪।৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সন্ধ্যা) দাদা:—এ নিজের কথা বলতে পারে। ৮০০০ মাইল ৭ ঘণ্টায় গিয়েছিল,—আমেরিকার শেষ প্রান্তে। কোন কিছুই নোতুন নয়; সবই ছিল। জীব ভুলে যায়; কিন্তু, মনে করাও যায়। জীব গাঢ় নিদ্রার মধ্যে তাঁকে পাচ্ছে; কিন্তু, বোঝে না ...... নিষ্কাম কর্মইতো আমরা করছি। তার আগে-পরে কামনা-বাসনা।

১৫।৪।৭৪ (তদেব; সকাল) দাদা:—এ পথে পথে নাম ভিক্ষা করবে; ইমারতের দরকার কি? গত রবিবার বাচ্চারা সত্যনারায়ণ ভবনে ভোগ দেয়: তিন খানা রুটি উপর উপর রাখা,

ভাত, নানা ব্যঞ্জন। পরে দেখা যায়, উপরের রুটিটি সরিয়ে মাঝের রুটিটি খেয়েছে; ভাতও খেয়েছে। মাঝের রুটিটা নরম ছিল। ······· এতো মায়াকা আঁখমে দেখতা। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এইছে ঘুমতে ঘুমন্তে এই কলিমে পূর্ণকুম্ভ হুয়া। নাম ছাড়া পথ কৈ? এতো তাঁর দালালও নয়। ········· ভবনের জমি দেখা হয়েছে··········রোডে। ১৫০×১০০ ফুট একটা হল হবে এক-তলায়; দোতলায় প্রেস, অফিস আর কিছু ফ্ল্যাট হবে। এখন আর কারো বাড়ী যাওয়া-টাওয়া নয়। প্রয়োজনে কয়েক দিন গিয়েছিলেন। রবিবার তো বাড়ীতেই থাকি।

১৭।৪।৭৪ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা:—লিলির শ্বশুর চলে গেল। যাবে কোথায়? গীতা! ফোন করে জেনে নে। (ফোন করার পরে) গীতাদি:—৩-২৫ য়ে মারা গেছেন। খুব নামকীর্তন হয়েছিল। ······ ১৯৪৭ য়ে তারাক্ষ্যাপা এর বাড়ী এসেছিল! ········· (কামদারকে) এ ভণ্ড থা; তোমারা সঙ্গমে সাধু বন্ গিয়া। এ সাচ্ বাত হ্যায়; আগারি ঝাপসা থা, তোম open কর্ দিয়া। যুগ যুগকা প্রতিশ্রুতি থা। অনন্ত কুম্ভ তো ইধার হ্যায়। ······ গীতাদি: আজ দাদা গোপালদার বাড়ী যান বিকাল ৫ টায়। তখন লোড-শেডিং। কিন্তু, দাদার মাথার উপরের ফ্যান্‌টা চলছে; আর সত্যনারায়ণের পট থেকে তীব্র গন্ধ বেরিয়েছে।

১৮।৪।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) (ডঃ সেন সম্বন্ধে) দাদা:— ছেলে মহাপণ্ডিত! এম্, এ, ডি, লিট্। সে ভাবছে, বাবাটা বোকা, কিছু বোঝে না। [লিলিকে ফোন করে] শ্রাদ্ধের

নিয়ম-কানুন নিয়ে ঝামেলা করতে যাস্ নে। স্বামী যা চায়, তাই হোক্। এর মধ্যে একদিন আসিস্ (ফোন রেখে) বেগমদের সঙ্গে না থেকে পারে? আগে হয়তো এদেরই গোপবালা বলতো। .... [কলকাতায় সত্যনারায়ণ-ভবন করা সম্বন্ধে] কামদার **family**-র বাইরে কাউকে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-য়ে রাখা ঠিক হবে না। কারণ, এ চলে গেলেই হয়তো আবার কেস্ হবে, কী বলিস্? ডঃ সেন: হ্যাঁ। .... মানা বোস:—প্রোফেসর দিলীপ চ্যাটার্জি দাদাকে চিঠিতে লিখেছে: রাত ১২৷৷০ টা পর্যন্ত পড়েছি ও কাল পরীক্ষা। **nervous** হয়ে কান্না শুরু করেছি, অমনি দাদার আবির্ভাব। দাদা:—চ্যাটার্জি **100**%. সং।

১৯৷৪৷৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সন্ধ্যা) মানা বোস: ডঃ টিকাদার মহানাম পেলেন; তারপরে বাড়ী এসে শোনেন, দাদা এসে তাঁর স্ত্রীকে **Kiss** করে গেছেন। চারিদিকে অঙ্গগন্ধ ছড়িয়ে আছে। ডঃ টিকাদার পুনায় নিজের বাড়ীতে বাথ-রুমে যাবেন! দাদা সেখানে গিয়ে বললেন, "কিছু পরে যাও"। কিছু পরে গিয়ে দেখে, একটা বিষধর সর্প জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ...... এলাম দুদিনের জন্য; চরিত্রই যদি ঠিক না রইলো, তবে আর কি হবে? এই সন্ন্যাস, এই ব্রহ্মচর্য কেউ বুঝলো না। সর্বধর্ম-সমন্বয় হবে এই রূপের ভিতর দিয়ে; তাই উনি (ঠাকুর) আবার এসেছেন। ...... সত্যনারায়ণের পট কৈবল্যধাম থেকে আনা নয়। ...... দেহটা মনোমন্দির হয়ে আছে; প্রাণ-মন্দির হচ্ছে কৈ? ...... রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দাদার একবার রেডিয়ো প্রোগ্রাম হোল। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির পর দাদা হাসি চাপতে পারছে না! গান কববে কি?

রংমহলেও একবার হয়েছিল : রবীন্দ্রনাথ, ভাদুরী, কাজী ও দুর্গাদাস সহ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে দাদা কলকাতায়ই ছিলেন। ঐ ঝামেলার ভিতর যান নি।

২৫।৪।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [লোড-শেডিং সম্বন্ধে] দাদা :—আরো বেড়ে যাবে। একসঙ্গে ৫।৭ দিনও চলতে পারে। ক্যান্সারে ধরেছে ; কালে ধরেছে ; এবার আর দেখতে হবে না। ঘুণে ধরেছে। সব সমান হয়ে যাবে। ইষ্ট বেঙ্গলে কেউ ভাবতে পেরে,ছ, হিন্দুরা এ ভাবে চলে আসবে ? কী দাপট ছিল ! মুসলমানরা দেখলেই 'আব্বাদীন, আব্বাদান' বলতো। তারই প্রায়শ্চিত্ত হোল। .... ছিনতাই, ডাকাতি সাংঘাতিক বেড়ে যাবে। যাদের চরিত্র নাই, তারা রক্ষা পাবে কী ভাবে ? যারা সত্যে আশ্রিত, উনিই তাদের রক্ষা করবেন। কি রকম দিন আসছে, ননী ? ডঃ সেন : 'শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়োদিবসা পৃথিবী গতযৌবনা।'

২৮।৪।৭৪ (শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী ; সন্ধ্যা) [দাদার সঙ্গে ডঃ সেন এই বাড়ীতে গেল। লোড়-শেডিং চল্‌ছিল ; ফোনও বিকল। দাদা উঠানে পা দিতেই ফোন সচল হোল। ঘরে গেলেন ; ফ্যান চলা শুরু করলো। পরে দাদা আলো নিয়ে কিছুক্ষণ তামাসা করলেন। 'জ্বলুক্‌' বলায় আলো জ্বললো, 'নিভুক' বলায় নিভে গেল। এই রকম তিন চার বার আলো এলো, গেল। শেষে দাদা স্থির হয়ে বসায় আলো জ্বলে উঠলো। কিছু পরে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন সমস্ত এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত। চলে আসার আগে আঙ্গুল নাড়িয়ে সত্যনারায়ণ পটকে গন্ধে আমোদিত এবং চন্দন চর্চিত করে এলেন।]

২৯।৪।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) গীতাদি :—দাদার বাড়ীর পিছনের ননীবাবুকে ঠাকুর বলেন : আমি আবার আইমু কলেবর পাল্টাইয়া। (দাদাকে) ননীবাবু : ঠাকুরের কথা বুঝি না। দাদা তখন বলেন : বোঝার দরকার কি ? কথাগুলো স্মরণ করলেই হোল। ব্যাখার দরকার কি ? (গীতাদির কথা শুনে) দাদা :—কখন কি বলেছে ! তার পর আর জানে না। পরেরটা শ্রীগুরু নিত্যানন্দ। ······ ভবিষ্যৎ জানার দরকার কি ? কর্ম কারো। এসেছি তাঁকে সাজাতে। তাঁকে সাজালেইতো নিজেকে সাজানো হোল ! ভূতটাকে সাজাই কেমন করে ? ········· Discussion করতে গেলেই তার হয়ে গেল। ······ দেহের সঙ্গে কি প্রেম করা যায় ? ······ সন্ন্যাসী বল্, যোগী বল্, একমাত্র তিনিই। হিমালয়ে যেয়ে কি হবে ? সংসেজে কি তাঁকে পাওয়া যাবে ? ফ্যানের শব্দেও নাম হচ্ছে। চোখটা তাঁকে দেখার জন্য ; কাণটাও তাই, নাকটাও তাই। জীব অন্ধ। ············ (কামদারের ফোন) আর কাউকে ভালো লাগছে না। গত রবিবার ভাবনগরে ঠাকুর দেড়খানা লুচি, বাঁধাকফির তরকারী আর পুরো এক গ্লাস জল খেয়েছেন ! ছোলার ডালে একটা অঙ্গুল ডুবিয়ে স্বাদ নিয়েছেন। ········· অভাবের সঙ্গে কি মিলন হতে পারে ? দুজনেই অভাব হলে কিছুটা হতে পারে।

৩০।৪।৭৪ (তদেব) দাদা :—কি ননী সেন ! মানুষকে বিশ্বাস করা যায় ? লোক শুধু অসুখ আর চাকরীর ব্যাপার নিয়ে আসে। এখানে আদান-প্রদান নাই। ········· এখন শুধু বেড়াতে যাবো ; আর কারো বাড়ী নয়। (অভিদা এলেন। তাঁকে দাদা :) একসঙ্গেই যাবো ; কোথায় যাবো, কাউকে বলবো না।

২।৫।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) দাদা ঃ—কাল সকালে বহু লোক গিয়েছিল। ওখানে ট্রাফিক্ জ্যাম হয়। তাই সত্যনারায়ণ রুংতার গাড়ীতে বেরিয়ে যাই রাত ১০ টায় আসবো বলে। সত্যের প্রচারে কি **lecture** লাগে ? আমেরিকা যাবো, কিন্তু কোন **lecture** দেওয়া হবে না। সত্যকে দর্শন করলেই হয়ে গেল। ······ জীব কি কথা শোনে ? ভাবে এটা বোকা, একটা **illiterate**। কিন্তু, ও না জানলে চৌদ্দ ভুবনে কেউ জানে না। যদ্দিন আছিস্, জার্ণাল নিয়ে থাক্। এর কি কোন আকর্ষণ আছে ? আবাহন-বিসর্জন নাই, দেওয়া-নেওয়া নাই। ছেলে কি কথা শোনে। আপন হবে কেমন করে ? মনটাতো আছে ! ······ এবার শ্রীহরি বলে যাত্রা করলেই হয় ; অনেক দিন তো হয়ে গেল। যতীনদা :—আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি। মালিক তৈরী হলেই তার পিছন যেতে পারি।

৩।৫।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) [যদুবংশ ধ্বংসের ব্যাখ্যা করলেন :] যদুকুল কি ? 'যো দিদ্দাত্রায়ং ন নিমিত্তং নিত্যং দেশদ্রোহী আত্মান্-লোকায় স্বরূপায়'। ······ পিতা-পুত্র এর কাছে এলো। পিতা কি বলছিল, হঠাৎ ছেলে বললো : বোকার মতো কথা বোলোনা ॥ বললাম : তুমি আর এখানে এসো না। ছেলে : আমাকে ক্ষমা করুন। বললাম : আমার বাবারও সাধ্য নাই। যার কাছে অপরাধ করেছো, সেই বাবার কাছে ক্ষমা চাও। তিনি ক্ষমা করতে পারেন। ····· মৃত্যুর পরে ইচ্ছাটা থাকে ; তাই ফিরে আসে। ······ গীতা ও রমা অপূর্ব। রমা ছাড়া অন্যের রান্না খেলে শরীর খারাপ হয়। মানাও ভালো ; তবে **ego** আছে ; সুনীলটা পাগলের মতো ; এটা (যতীনদা) নারদ।

অনিমেষরা family টাই ভালো। ও শিশুর মতো। ……… যা একব'র ছেড়ে দিল, তা আর নয়। অবশ্য মহাপ্রভুর মতো নয়। ……… কবিরাজকে বলেছিলাম, দেহধারী কৃষ্ণকে চিরযুবা মনে করছো নাকি? যে কৃষ্ণ অন্তরে, যিনি অনন্ত, তিনিই চিরযুবা। …… কবিরাজ ও গৌরী দাদার আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীর তাৎপর্য বোঝে।

৫।৫।৭৪ (তদেব) দাদা :—ভূমা থেকে এখানে এলাম; ভূমার জন্য নয়, বৃন্দাবনের জন্য। জগৎটাই বৃন্দাবন। অনন্ত সমুদ্র থেকে নিস্তরঙ্গ অবস্থায় একটা ধাক্কা লাগলো; তাই সৃষ্টি। দেখি তুমি বড়ো, না তোমার মায়াটা বড়ো! …… আমি আর তুমি যেখানে, সেখানে তো একটি ব্যক্তিবিশেষ আসলো, দেহটা এলো। সেখানে প্রেম কোথায়? দেহটাতো মিথ্যা। কিন্তু সেই অনন্তের প্রেমে যখন ডুবে যায়, তখন এই দেহটাই সত্য হয়ে যায়। এই দেহটাতো একটা খণ্ড; কিন্তু, এই খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে দেখলে তখনি প্রেম। … এ আগে সারারাত মদ খেতো, আর ভূমায় ডুবে থাকতো। সেখানে তো দ্রষ্টা নেই। তার পরে সেখান থেকে যখন নাবতো, তখন সেখানকার সৌন্দর্যের কথা ভেবে কাঁদতো। [হঠাৎ সান্যালদির আনিরাজ লাহিড়ী মশাইয়ের নাতবৌ আবেশ হোল। মাঝে মাঝেই হয়। তিনি বলতে লাগলেন :] তোমরা সাদা কালো নিয়ে দেহের সৌন্দর্য দেখো। নাম করো, শব্দই ব্রহ্ম। নাম করতে করতে যখন মন প্রাণে মিশে যাবে, ইন্দ্রিয় প্রাণে মিশে যাবে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সুন্দর হবে। ইন্দ্রিয় সুন্দর হলেই দেহ সুন্দর হবে। অমিয়কে যারা যাচাই করতে চায়, তাদের

আমি দেখে নেবো (?) অমিয় আমার সন্তান, আমি অমিয়ের মা ; আমি কালী, আমিই কৃষ্ণ। যেখানে হরি নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই। অমিয়ের দেহটা তাঁরই সৃষ্টি। [বলতে বলতে মাথা নীচু হয়ে গেল ; দাদা ধরতে বললেন। কিছু পরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। আবার অস্ফুট কিছু বলে দুহাত সামনে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে পড়ে গেলেন। অনেক পরে শরীরে একটা খিঁচুনী দিয়ে 'জয় রাম' আরো কি সব বলে ধীরে উঠে বসলেন। দাদা এক বৃদ্ধকে বললেন :] কি রে, শুনলি ?

১১।৫।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) [প্রথমে উপরে বসে বীরেন সিমলাইয়ের সঙ্গে কথা। পরে সবাইকে উপরে ডাকলেন। কেস্ নিয়ে কথা :] ঠাকুর অযাচিত কৃপা করেছেন। সব ঠাট্টা ইয়ার্কি দিতে আসতো,—যেন মানুষে মানুষে আলাপ হচ্ছে ! কাল আসবিতো ? (বীরেনদাকে) জানকী কি কেস্ withdrow করেছে ? আসামীটাকে একদিন নিয়ে আসিস্ না ! একটা defamation কেস্ করলে এক লাখ টাকা ! একটাকে আটকে দিতে পারলে কি হবে তুই জানিস্ না

১২।৫।৭৪ (তদেব ; সকাল) দাদা :—কেউ কিচ্ছু জানে না। তেরোটি ভুবন আছে : ত্র্যাম্বুর (ত্র্যাম্বুক ?), নায়নম্,"" ...... । তেরোটি বা ১৪টি ভুবন আছে। প্রতি ভুবনে শত শত পৃথিবী আছে। এক ভুবন থেকে আরেক ভুবনে যাবে কেমন করে ? (শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তীকে শ্রীনিবাসম্-প্রাপ্ত সংস্কৃত শ্লোক তিনটি আবৃত্তি করে শোনালো ডঃ সেন ব্যাখ্যাসহ।)

১৩।৫।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) দাদা :—এ ছেলেবয়সে কিশোরী ভগবান্ রূপে হিমালয়ের গুহা থেকে টেনে বের করে

১৬০০ সাধুকে convert করে। জ্ঞানগঞ্জেও যান ; মহাতপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বয়স ৫০০ বছর। ওদের কোন গতি নাই। ৪০০ বছরের কিছু সাধুও দেখেছি। এর লালবাজারে একটা বাড়ী ছিল। বার্ড এণ্ড কোং-এর ১৭৫টি শাখা (godown) পূর্ব্ববঙ্গে ছিল ; মালিক দাদারা। ১৯৭০ (?) সনে দাদা নারায়ণের সোনার সিংহাসন ও অলংকার নিয়ে আসেন মোট ২১শ ভরি ; ৫৫।৫৬ হাজার টাকায় সেটা বিক্রী করা হয়। আনোয়ার শা রোডে ৮০০০ টাকায় ২ বিঘা কেনেন। পশ্চিমে ৪ কাঠা, উত্তরে কিছু কাঠা বিক্রী করেন। পূবে শ্বশুরকে দেন। কলকাতায় এসে পূরো তিন বছর শুধু ঠাকুরঘরে মদ নিয়ে, রেসের মাঠে, বেশ্যালয়ে। রেস্ নিজে খেলিনি, খেলিয়েছি। বেশ্যালয়ে কি করেছি, তোরা বুঝবিও না, বিশ্বাসও করবি না। ঠাকুর ও বেশ্যালয়ে যান। ছেড়ে দে ও সব। কারণ, তোদের তো চোখ নাই, দৃষ্টটাই নাই! তোরা বিয়ে কর্, সাদী কর, ফুর্তি কর্, আনন্দ কর্। শুধু মনে রাখিস্, গার্ডিয়ান্‌টি সঙ্গে আছে। অভিদাকে বোম্বেতে সাধু আর্টিষ্ট বলে। ওর সঙ্গে টালিবালি করলে চলবে না ; প্রকৃতি ছাড়বে না। .... সকালে মাইজি এসে কেঁদে বলেন, তোমাকে ভাবনগরে সব জায়গায় দেখছি। তুমি হাঁটছো, বস্‌ছো খাচ্ছো। ..... পি, বি-কে বলি : যিনি ভিতরে প্রকাশে আছেন, তিনিইতো সদ্‌গুরু। .... মণিপুর জঙ্গলে দুটো বাঘ দেখিয়ে একজন বললো : যেয়ো না, খেয়ে ফেলবে। বললাম : আমি কোন দিন বাঘ খাইনি ; বাঘও আমাকে খাবে না, এই বলে হাত তুললাম। বাঘ দুটি বসে পড়লো। চলে গেলাম।

১৪।৫।৭৪ (তদেব ; সকাল) দাদা :-দুই ভদ্র মহিলা এলেন,

আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারা চলে গেলে আমার ঘুম ভাঙলো। এটা কি ব্যাপার? ডঃ সেন : অবাঞ্ছিতের আগমনে অনীপ্সিতের উন্মেষ। (দাদা হাসলেন।) [লক্ষ্ণৌর ডাঃ সাধন বোসকে] ননী মানে অনির্বচনীয়। কৃষ্ণ মাখন খেতেন; মাখনটা খুব slippy. তাকে কি জোর করে ধরে রাখা যায়! ডঃ সেন, গৌরীর বন্ধু! (ডঃ সেন অন্তরে বেপমান।) ডাঃ বোস :— লক্ষ্ণৌতে দাদা বলেন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট্‌দের একেকটা ট্রেন ছেড়ে দাও। ইন্‌কাম্ ট্যাকস্‌ 50°/. য়ের বেশি কোরো না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে॥ ······ ভারত বলতে গোটা বিশ্বকে বুঝাতো। একেকটা ভুবনে (৭) সপ্তদ্বীপ আছে। একেকটা সূর্যের আওতায় সপ্তদ্বীপ। সারা পৃথিবীটা একটা দ্বীপইতো। ······ এখন শুধু জার্ণাল। ······ কারুর চরিত্র নাই। চরিত্র কাকে বলে? মদ খেলে, বদমাইসি করলে কি চরিত্র থাকে না? চরিত্র থাকা চাই। মানুষকে কেন জ্ঞানবান্ বলে? ফাক্কায় আসছি, আবার ফাক্কায় চলে যাচ্ছি। কাণে মন্ত্র দিয়ে কি দীক্ষা হয়? দীক্ষা মানে কি? ········ দর্শন কি কাণ দিয়া হয়? আবার একেক জনকে একেক মন্ত্র দেওয়া হয়!

১৯।৫।৭৪ (ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী; সারাদিন) দাদা :— জীব কখনো আপন হতে পারে? ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র কেউ? ···· ····· · আস্‌লেই যেতে হবে; আবার আসতে হবে। শত্রু হোক্, মিত্র হোক্, মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার হবেই। ············ ········এ অনন্ত নাগিনী নিয়ে এসেছে; এর চোখের সামনে ইচ্ছা হলে কেউ ১ মিনিট টিক্‌তে পারবে না। অনন্ত নাগের কাছে

কৈলাস-পতি শিব-টিব……………। ……　অভি demand call করেছে মিনুর বাড়ী, একটু পরেই এখানে call করবে। (কিছু পরে call এলো, কথা শেষে) এই আরেকটি দুর্লভ ব্যক্তি। 'দোস্ত'য়ে পার্ট করছে; ওর dialogue এক, বলছে অন্য যা ভিতর থেকে দাদা বলতে বলছেন। ও আমারও (বিরতি।) প্রণম্য। ওর সঙ্গে টালিবালি চলবে না। ২৪ ঘণ্টাই এক দেখছে। যাদের সঙ্গে নিয়ে আসে, তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। এ প্রেম না করে থাকতে পারে না। এ দেখছে আধারটা। বৃদ্ধের কি রস থাকতে পারে না? শিশুর কি রস থাকতে পারে না? একে ভালো বাস্‌লেই হয়ে গেল। সত্য কথা বললে, এ ব্রজ পর্যন্তও নাবতে পারে না। …… অতীতের কথা, আর ভবিষ্যৎ পুরাণ। তাই মহামহোপাধ্যায় শ্রীনিবাসম্‌ শিশুর মতো হয়ে গেল। (অভিদার ফোন প্রসঙ্গে) যে বলবে, তার full concentration হলেই এ তা জানতে পারে। কিন্তু, এর বক্তব্য সে জানবে কেমন করে? করুণাদা:— সে জানবে না কেন? দাদা:—ননী! বুঝিয়ে বল্‌। ডঃ সেন:— তাজ্জব ব্যাপার! জাগতিক ক্ষেত্রেও দুটো মানুষের কি সমান ক্ষমতা থাকে? এক্ষেত্রে তার মনটা তার বক্তব্যে বন্দী হয়ে আছে; সে অন্যের বক্তব্য, বিশেষ করে দাদার বক্তব্য, জানবে কেমন করে? তার মনটা কি বিশ্বব্যাপ্ত? ………………… এ ঘর খুলে রেখে কখনো শুতে পারে না। প্রায়ই দেখে দুটো; একটা আরেকটার দিকে চেয়ে হাসছে। এটা এদের দরকার। প্রকৃতির তো একটা influence আছে! ……… হিমালয়ে সব সাধু-সন্ন্যাসীরা যোগনিদ্রার নামে বসে বসে ঘুমায়। (জনৈক সম্বন্ধে)

এ রকম বাংলাদেশে খুব বিরল ; জাগতিক দিক্ থেকে বল্‌ছি। (বর্ত্তমান জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে) এটা কৃষ্ণের বাঁশীর পূর্ব-রাগিণী। ...... (ভারতের আণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে) এ অনেক আগেই তৈরী হয়ে ছিল। আরো অনেক কিছু আছে। চীন একটা দরিদ্র দেশ! ক্রুশ্চেভের সময়ে কোসিজিন্ প্রভৃতি বিরোধীরা চীনকে তিনটি বোমা দিয়েছিল। ...... পতঞ্জলি **frustration** থেকে ঐ (যোগসূত্র) লিখেছিল ১৫০ বছর বয়সে(?)। ১৫০ বছর সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল। ওটা তাঁর কাব্য, রবীন্দ্র নাথের মতো। ...... ৫০০ বছর আগে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। দেখলেন, ভয়ংকর তর্ক করতে হয় ; ফিরে এলেন। তাই এবার সবাইকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গেলেন ; এইসব দরোয়ান গুলিকে (যতীনদাকে দেখিয়ে) নয়। এরা তো সব বাইরে ছিল ; ঘরে ঢুকতে পারে নি। ...... করুণাদা :—(বলরাম সম্বন্ধে) লাঙ্গলটা কেন? ডঃ সেন :—সংকর্ষণ-শক্তি ; তাই লাঙ্গল। দাদা :—বলরামতো! ওটাই তাঁর বাহন। কৃষ্ণের বড় ভাই তো! আমি যদি বলি, বল আর রাম, তবে? ডঃ সেন :—তা হলে তো সবটাই হয়ে গেল! (না বুঝে বললো।) .... 'দ্বাপরেই দাদা' বলা হয়েছিল।

২২।৫।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—কোই এইছে শোকে ঘুমাতা, কোই এইছে বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে ঘুমাতা ; বল্‌তা, যোগ-ধ্যান। ....(বালযোগেশ্বরের বিবাহ প্রসঙ্গে) দেনা তোমকো শোধ করনেই পড়েগা। ....যব্ এইঠোভি চলা যায়েগা, তব্ রুপিয়া, ঘর-বাড়ী দেকে কেয়া হোগা? বিল্ডিং খায়েগা?

(রাত্রে ডঃ সেন ঊষাদির বাড়ী গেল। সেখানে দাদা মিনুদির বাড়ী থেকে ফোন করলে ঊষাদি ডঃ সেনের কথা বলেন। কিছু পরে আবার ফোন। ঊষাদি ডঃ সেনকে দিলেন। গম্ভীর গলায় দাদা :) হ্যালো। ডঃ সেন—হ্যালো। দাদা :—আপনি কে? ডঃ সেন : রামানন্দ স্বামী। দাদা :—শুয়ার! আধ ঘণ্টা ধরে আমার কুৎসা করছো; ভাবছো, এ কিছু জানে না! (মিনুদির সঙ্গে একটু কথা বলে) কাল কি করবি? ডঃ সেন : সকালে যেতে পারি। দাদা :—বিকালে? ডঃ সেন : তা হলে বিকালে যাবো। দাদা :—সকালে আসবি না? ডঃ সেন : ঠিক আছে; তা হলে দুবেলাই যাবো।

২৩।৫।৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সকাল) দাদা :—জানিস্ তো, এর শ্বশুর 1966 য়ের 12th February মারা যান। তখন এ গিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। সেই থেকে দাদাকে 'নারায়ণ' বলে ডাকতেন এবং প্রণাম করতেন। ডঃ সেন— হ্যাঁ, শুনেছি। দাদা :— কার কাছে? ডঃ সেন : বৌদি, সুনীলদা এবং আরো অনেকের কাছে। .... হৃষিকেশে হংস মহারাজের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি হরীতকী, কিস্‌মিস্ ও এলাচ দিলেন। একেও দিতে গেলে এ বাঁহাতে মহানাম দেখালেন। কারণ, ডান হাত তাঁর প্রসাদ নিতে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর আর দেওয়া হোল না। লুটিয়ে পড়লো। .... mature করতে তো হবে! ও একা এসে কি করবে? ও একা তো dummy. জনা দুইকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। তখন সুদর্শন প্রয়োগ হবে; সাধু-সন্ন্যাসীরা ১ সেকেণ্ডে কাৎ হবে (?)।

(রাত্রে) হামকো মিল গিয়া, এত্না অহং রাখ্ দাও। ...... বিষ্ণুপুরাণটা কি ? (ডঃ সেন বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বললো) এসব গল্প বলে মনে হয় না ? একটা ইচ্ছা, তাই প্রকাশ। নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করছেন ; নিজেই নিজেকে আস্বাদন করছেন !

৩০।৫।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) [মানার প্রশংসা।] দাদা :—মেয়েটা বড় ভালো ; একদিন না দেখলেই আধ-পাগলা হয়ে যায়। ...... মন্ত্রটা ত্যাগ, শূন্য। কোন individual party এখানে নাই। ...... মনটা যখন তদ্‌গতা হোল, তখনি রাধাভাব। দুইটা আমি : একটা যিনি ভিতরে আছেন ; আরেকটা মন। ...... শ্রীজয়দেব দত্ত : গত শনিবার ছেলে খুব অসুস্থ। আমি নাম করে যাচ্ছি ; রাত তখন ১২॥০ টা। চোখ বোজা অবস্থায় হঠাৎ দেখি, দাদা কোঁচাহাতে ঘরে ঢুকে ছেলের pulse দেখছেন। চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু ছেলে সুস্থ হোল, জল চরণজল হয়ে গেল। .... মহাপ্রভু যখন এলেন, তার পরে কি আর কলি থাকতে পারে ?

৩১।৫।৭৪ (তদেব) দাদা :—বিশ্বযুদ্ধ হবে না ; কিন্তু, প্রচুর লোকক্ষয় হবে। ডঃ সেন :—পুণাতে ১৯শে মে কে, ডি শাস্ত্রী নবার্ণ মন্ত্র পড়ে নাকি আগুন জ্বালিয়েছেন। বোধ হয়, মন্ত্রের vibration য়ে আগুন জ্বলে উঠে। তাই না ? (মুচ্‌কি হেসে) দাদা :—পুণা তো যাচ্ছি ; দেখা যাবে ; এর সামনে পারলে হয়। ...... (সারা ভারত রেলওয়ে ষ্ট্রাইক্ সম্বন্ধে) এর ধারণা, বহু লোককে মেরে ফেলবে !

৫।৬।৭৪ (তদেব) দাদা :—চোষাচুষি। রাধাটা ছিল না ;

হোল। মনটাই রাধা হোল। বৃন্দাবনটা কি বাইরে? ওটা দেহতত্ত্ব। ...... আসক্তিযুক্ত হয়েই কাজ শুরু করতে হয়। যখন শুরু হোল, তখন অনাসক্ত! .... (স্বপনকে) নিজের সত্তাটা বজায় রাখবি। .... লুকোচুরি খেলা। কেউ কিচ্ছু জানেনা, বোঝে না। (দুই করতল উপরে নীচে রেখে) রাধাকৃষ্ণ মিলিত হোল। তখন সে মূর্চ্ছিত। আস্বাদন চলছে; যেই জ্ঞান হোল, অমনি সরে গেল। ...... এর ভূত ভবিষ্যৎ নাই। ...... (ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জিকে) তুই **retire** করলে পরে তুই বন্ধু একসঙ্গে থাকবো ৮০ বছর পর্যন্ত। তুই ঠাকুরের গানে সুর দিবি।

৬।৬।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয়; সন্ধ্যা) [মিঃ দত্তকে] দাদা :— তুমি সংসার অবহেলা করে **criminal offence** করেছো। দেহটাকে কি ভালোবাসা যায়? আধারসত্তাটাকে করা যায়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম কর্, ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রেম কর; অভিনয়টা ভালো করে কর্। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে যাবার মানে কি? কেউ কিছু বোঝে না। হিমালয় পাহাড় দিয়ে বুঝি স্বর্গে যাওয়া যায়? আপনজনকে নিয়ে কর্ম পথে এগিয়ে চলো; পিছনে ফিরে তাকাবে না। যে নারায়ণী সেনাকে চাইবে, তার অবস্থা কৌরবদের মতো। .... (জনৈক মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে) যাওয়া-আসা আছে নাকি? চলে গেলে দেখছি কেমন করে? আমাদের দেখাটাই ভুল। আসলে কিছুই দেখছিনা। [যিনি অখণ্ড, তাঁকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি। .... প্রকৃতির নিয়মে সব চলছে; 'যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ'।

৭।৬।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) [ডঃ পাণ্ডা ও বলরাম মিশ্রেরা উপস্থিত।] দাদা :—মহাপ্রভুও ঢাকা দক্ষিণের লোক। তাঁর বাবার বাবা বলরাম মিশ্র। ডঃ সেন :—উপেন্দ্র মিশ্রই কি বলরাম মিশ্র? ওঁরা তো পূর্বে উড়িষ্যার যাজপুরে ছিলেন। দাদা :—সেতো ১৫০ বছর আগের ব্যাপার। নিমাই মিশ্রও উড়িয়া ছিলেন। ……… common sense দিয়েই বোঝা যায়, রূপ-সনাতনের মতো powerful লোক তাঁকে suppart করলে সে নির্বাসিত হতে পারে? পরে ওরা অনুতপ্ত হোল। শ্রীজীব ওদের গোস্বামী বানালেন।

৮।৬।৭৪ (তদেব) দাদা :—আমিটাই কাল। আমি থাকলে তিনি থাকবে কেমন করে? …. … … মহামণ্ডলেশ্বর কি? কৈবল্য-নাথ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও উপরে। 'সত্রী '। উড়িষ্যায় যাবো একা ; সত্যের জন্য কাউকে দরকার নাই। বোম্বেতে রান্না করার জন্য একজন যাবে ; না হলে তো মরে যাবো। আর যতীন? বাঁধাছাঁদার জন্য, আর relaxotion য়ের জন্য। পরে হয়তো তাও বাদ দিয়ে দেবে। (বলরাম মিশ্রকে) উড়িষ্যায় মজুমদারকে নিয়ে যাস্ ; রুংতাও যেতে পারে, ননী সেনও যেতে পারে ; Alone. আর আইভি যাবে। এর কাউকেই দরকার নাই। Lecture দিয়ে, লিখে যারা সত্যকে প্রচার করছে, ভাবছে, তাদের চলে যেতে হবে। তাই মাদ্রাজে লেকচার দেওয়া হয় নি……… ..এবার এসে যা দেখা হোল, তা আগে কোন দিন দেখা হয় নি। বলরাম মিশ্র :—রাম সাঁইবাবা উড়িষ্যায় আসেন ; সিরদি সাঁইয়ের শিষ্য। দাদা :—তাঁর তো কোন শিষ্য নাই। তিনি তো ৮০ বছর আগে

মারা যান। তাহলে ওর ১৫০ বছর হবে। চিন্তামণি মহাপাত্র :—রামানন্দ রায় খণ্ডায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। দাদা :—তোরা ভাবিস্, বাঙ্গালী।

২৭।৬।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [দাদা উড়িষ্যা থেকে বোম্বে, ভাবনগর যান। পরে বোম্বে ফিরে এসে আজ ফোন করে ডঃ সেনকে দিতে বলেন। কিন্তু, সে তখনো আসেনি। কীর্ত্তন-শেষে পিতাজী ভাবনগরে এবারের পূজার বিবরণ দিলেন।] মাইজি ভিতরের ঘরে বসেন ; আমি বাইরের ঘরে। দাদাজী আগেই বলেন, সুদামা এসে বিরক্ত করবেন। তাই হলো। সুদামা এসে আমার হাঁটুতে **scratch** করতে লাগলেন। আমি সন্ধ্যামুদ্রা করে মহানাম করতে লাগলাম। কিছু পরে ওটা থেমে গেল। তার পরে কে পিছন থেকে সামনে এলো ; তারপরেই ভোগ খাবার শব্দ শুনলাম। এদিকে পা অবশ বোধ করলাম। পেছনটা সুগন্ধ জলে ভেসে গেল। পরে **whistling sound**,—যেন আমাকে কেউ ভাবছে। তারপরেই কে ঘন্টা বাজিয়ে আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে আমাকে আরতি করতে লাগলো। আমি নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। আরেকদিন আইস্-ক্রীম ভোগ দিতে গিয়ে দেখি, **already statue**-র মুখে আইস্-ক্রীমের দাগ, গায়ে গন্ধজল, কাপড় ভেজা। দাদাজী বলেছেন : পোরবন্দর সুদামার স্থান নয়। [পরে দাদা আবার ফোন করলেন। অনেকেই কথা বললেন ; দাদা না বললেও ফোন্‌টা ডঃ সেনকে দেওয়া হোল।] দাদা :—**Philosophy of Dadaji** নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে কামদারের সঙ্গে পাঠিয়েছে। ডঃ সেন :— আচ্ছা প্রণাম। [কামদারজী আরো

বলেন :] শ্মশ্রুমণ্ডিত এক সাধু মহানাম পেয়ে বিহ্বল হয়ে যান ; তারপর থেকে প্রতিদিন আসেন। এক ইরাণী এক লাখ টাকা দিয়ে দাদাকে প্রণাম করেন। দাদা বলেন : আমার এক পার্টনার আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে তো নিতে পারি না। এই বলে আমাকে ডাকলেন। আমি ওকে বুঝিয়ে টাকাটা ফেরৎ দিলাম।। পিতাজী :— দাদাজী অবতার হায়।

৩।৭।৭৪ ['The Philosophy of Dadaji' প্রবন্ধটা গীতাদিকে দিয়ে ডঃ সেন গেল শ্রীশৈলেন চৌধুরীর বাড়ী। কারণ, দাদা তাঁকে জানিয়েছেন, আজ তিনি ওঁর বাড়ীতে ফোন করবেন রাত ৯৷।৽।১৽ টায়। ওখানে ৯ টায় নাম গান শেষ হোল। ৯৷৽ নাগাদ প্রসাদ-গ্রহণ শেষ। ১৽ টা নাগাদ কলকাতা টেলিফোনের অফিসার শ্রীগোপাল ব্যানার্জি জানালেন, বোম্বের লাইন খারাপ ; আজ ফোন হবে না। ওখানে ডঃ ডি, এম, সাহা ছিলেন। তিনি দাদার কথা বলতে শুরু করলেন : ২৭নং অশ্বিনী দত্ত রোডে আমি ২৭ বছর ছিলাম। দাদা ঐ বাড়ীতে ৩ বছর ছিলেন। ট্রামের টিকিট ১০০ করে বাণ্ডিল করে স্যুটকেসে রাখতেন ; আর রাত ৮৷৽ থেকে ১টা।২টা পর্যন্ত একনাগাড়ে গান করতেন। সাইরেনের শব্দ হলেই খাটের তলায় ঢুকতেন ; কারুর নিষেধ শুনতেন না ।। আরেক ভদ্রলোক বললেন : শিল্পী সংঘের সেক্রেটারী দাদার সঙ্গে দেখা করলে দাদা বলেন : তুমি বড়, না আমি বড়। সেক্রেটারী : বোধ হয় আপনি বড়। দাদা : তোমার বয়স কত ? সেঃ ৭৫। দাদা :—তাহলে আমি বড়। সেঃ—কাশীতে অপূর্ব সুন্দর এক তরুণ সাধু দেখেছিলাম ; রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করতেন,

আর এক কলসী জল নিয়ে যেতেন। দাদা ঃ—হ্যাঁ, কিশোরী ভগবান্। তিনি এখন নেই। (একটু থেমে) তুমি তাঁকে দেখবে ? তা হলে এসো, এই বলে ঠাকুরঘরে নিয়ে যান। তারপর থেকে ভদ্রলোক নির্বাক। কিছু পরে তিনি মহানাম পান। ……… নিখিল দত্ত রায় ঃ—(ডঃ সেন সম্বন্ধে) ননীদা প্রথম দিকে দাদার সঙ্গে আলোচনা করে বেরিয়ে গেলেই দাদা বলতেন ঃ ধাঁধাঁ আছে ; বাজিয়ে নিতে চায় ; ভালো, ভালো।

১৮।৭৭।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [গতকাল দাদা কলকাতা ফিরেছেন। দাদা ডঃ সেনের সামনে ডেকে বসালেন টেপ্ শুনাতে ; বোধ হয়, মিঃ ননী পাল্কীওয়ালার ভাষণ। তারপরে হোল নোতুন সুরে শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের 'রামৈব শরণম্' গান।] দাদা ঃ—বোম্বেতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। একজনকে বললাম, তুমি তাকালেই বৃষ্টি থামবে, আবার চোখ ফেরালেই বৃষ্টি হবে। এই রকম বার কয়েক হোল। চারিদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি ; কিন্তু দাদা যেখানে, সেখানে মোটেই বৃষ্টি নাই। কামদাররা বৃষ্টির জন্য আসতেই পারলো না। ……… বোম্বেতে এই রকম কেস্ ঘটলে আধ-ঘণ্টায় **dismissed** হোত। …… তোর সেই আগুন-জ্বালানো শাস্ত্রী এর সামনে আগুন জ্বালাতে পারে নি ; মহানাম পেয়েছে। …… মিঃ দত্ত ঃ—গতকাল দাদা সকাল ১১ টায় আমাদের বাড়ী যান। আমি ছিলাম না ; শিবাণী দেখেছে। (কিন্তু, দাদা গত-কাল সকাল ১১ টায়ই পৌঁছান।)

১৯।৭।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা—আমি গুরু, ভগবান্ হলে তোরাও তো গুরু, ভগবান্। আমার ভিতরে যেটা

নড়ছে চড়ছে, তোদের ভিতরে ওতো সেটাই আছে। .... একজন বললেন : অমুক বলেছে, দাদাজী ভণ্ড। দাদা:—ভণ্ডইতো! আমরা সবাইতো ভণ্ডামি করতে এসেছি; এটা নিয়ে এসেছি। একে বাদ দিয়া কিন্তু পথ নাই; এটার কাছে আসতেই হবে। .... (ডঃ সেনকে) তোর লেখাটা শুনে ডঃ নায়েক স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি আরো ছোট লেখা চেয়েছিলাম। জার্ণালে অত বড়ো লেখা দেওয়া যায় না। নায়েকের লেখা **Dadaji,—the supreme Scientist** ডঃ সেনকে পড়তে দিলেন।)

২১।৭।৭৪ **(তদেব ; সকাল) দাদা :-মুক্তানন্দ (?) বললেন :** ভগবান্ কপিল ॥ ভগবান্ কপিল কি গুরুবাদ মেনেছেন? তিনি ভগবান্ মেনেছেন, আবার মানেন [নিও, লোকে বুঝবে না বলে। (বলরাম মিশ্রের মা বলেন :) একবার **chicago** যান না? দাদাঃ—চিকাগো যাবো। [[ডঃ] সেনকে এগিয়ে বসতে বলে কপিল-প্রসঙ্গ তুললেন।] ডঃ সেন :—কপিল ঈশ্বর মানতেন না। বলতেন, ঈশ্বর যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। দাদা :—তাহলেইতো তিনি গুরু মানতেন না। ডঃ সেন :—বহুদিনের অন্ধকার কেটে গেল। দাদা :—তোর জন্য আমি সোয়ানয়টা পর্যন্ত উপরে বসেছিলাম; তুই এলি না। আরেক দিন আসিস্। ডঃ সেন :—কাল সকাল ৯ টায় আসবো। দাদা :—তুই আটটায় ও আসতে পারিস্।

২২।৭।৭৪ **(তদেব) দাদা :-তোর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।** আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা; এখানেই দু তিনটা **world**

আছে। এখানে একটা **wave**, ওখানে আরেকটা **wave** দ্বারকা, পোরবন্দর সমুদ্র প্রভৃতি ছিল। ভাবনগর ইত্যাদি ছিল একটা দ্বীপের মতো ; তারই রাজা ছিলেন সুদামা। সুদামা কি কৃষ্ণ থেকে আলাদা ? কামদারের পাশের আসনে সুদামা এসে বসেছিলেন, আরেক পাশে সত্যনারায়ণ। ...... 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'— একবার আমাকে স্মরণ করলেই হোল, কৃষ্ণ বলেন। মাইজী জানিয়েছেন : বোম্বের সত্যনারায়ণের পট থেকে অজস্র ধারে মধু ঝরছে দাদা চলে আসার পর থেকে। ননী ! ব্যাপারটা কি ? থাকতে হয়নি, চলে আসার পরে হচ্ছে। (কামদার কী যেন বললেন। তাই ডঃ সেন নীরব।) কামদার :—পোরবন্দরে প্রতি শনিবার ভোগ দেওয়া হয়। দাদা :—জার্ণালে প্রতি সংখ্যায় ভাবনগরের কথা বেরুবে। তোকে ভাবনগরের কথা লিখতে হবে। যে উদ্দেশ্যে এসেছিস্, সে উদ্দেশ্য পালন কর্। .... ।

২৩।৭।৭৪ (তদেব) দাদা :— যতোই রকেট ছুঁড়ুক, কিছুটা দূর যেয়ে আর যেতে পারে না। ৫০।৬০ হাজার মাইল উপরে গেলেই একটা **force** সব কিছু ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু, সেটা অতিক্রম করে তার উপরটা **touch** করলেই আটকে থাকে। জড় দেহ নিয়ে কেউ ওটা ভেদ করতে পারে না। আর গতি নাই ; ও **layer** টা কেউ ভেদ করতে পারে না। যোগীও পারে না। একমাত্র সমভাব থাকলে পারে। ডঃ সাহা :- **Earth** য়ের **atmosphere** ৫০,০০০ মাইল পর্যন্ত। .... (দিন-রাত হওয়া সম্বন্ধে) একটা ম্যাচ্-বক্সের মতো পৃথিবী, আর সারা ঘর-সমান সূর্য উপরে। কাছেই পৃথিবী যেভাবেই ঘুরুক্, আলো সব

জায়গায়ই পড়বে। ডঃ সাহা ঃ- নীচে অন্ধকার থাকবে। দাদা ঃ— না, নীচ কোনটা ? নীচটাইতো উপর। ওখানে জল। পর পর ১৪টি ভুবন আছে ; আর একটা সূর্য। সূর্যটা কি গরম মনে হয় ? ডঃ সাহা ঃ—সূর্যের আলো তো ঐ **layer** ভেদ করে আসতে পাবে ! দাদা ঃ—সূর্যের আলো তো প্রশান্ত মহাসাগরের তলায়ও আছে। মাছেরা সেই আলোতে দেখে ; উপরে তুললে দেখতে পায় না। মানুষও জলের ভিতরে দেখতে পায় না। ঐ **layer** টা যদি ভেদ করতে পারে, তাহলে তো মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে ! দেহটা আর বুড়ো হবে না ! বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে ; কিন্তু, এখনও **imperfect.** রাবণের মতো ঋষি, বৈজ্ঞানিক শেষে না পেরে রাক্ষস হয়ে গেল। কতরকমের বিমান ছিল ঃ ১৪ রকমের। আম্বা, দামোদর ইত্যাদি। পুষ্পক-বিমানে একসঙ্গে ৫০ হাজার লোক বসতে পারতো। ...... নাম পেলেই শ্রীযুক্ত হয় !

২৪।৭।৭৪ **(তদেব)** [বাটার দীনেশ চক্রবর্তী এলেন। তাঁর বাড়ীতে ১৯৭২ য়ের ফেব্রুয়ারীতে যে **উৎসব হয়েছিল, তার বিবরণ** দিতে বললেন দাদা।] দীনেশদা ঃ—২৪শে ফেব্রুয়ারী বাটা যাওয়া স্থির হলো। দাদার নির্দেশানুযায়ী সব কিছু করতে হবে ; না হলে দাদা যাবেন না। ১ বস্তা চাল আর কিছু ডাল কেনা হোল। ৩০।৩২ জনের ব্যবস্থা। তাতে ৩০০ লোককে খিচুরী খাওয়ানো হোল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হোল, ৪২টা রসগোল্লা আনা হয়। ১৭৭ জনকে দেওয়ার পরে ১৩টা উদ্বৃত্ত ছিলো। ডঃ সেন ঃ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ৪টা রসগোল্লা খাই ; আমার আশপাশের ২।৩ জন ২টো করে খান, এটা আমার মনে আছে। ....

চিন্তামণি মহাপাত্র :--কিশোরী ভগবান্ হরিদ্বারে অর্ধকুম্ভে প্রেসিডেন্ট হন ; মধ্যপ্রদেশে ওঁকে গোরুর গাড়ীতে চলা-ফেরা করতে দেখেছি। (দাদা হাসছেন। দাদাই কাশীতে কিশোরী ভগবান্ নামে পরিচিত ছিলেন।)

[১১টা নাগাদ দাদা শ্রীশৈলেন চৌধুরীর বাড়ী গেলেন তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে। সত্যনারায়ণ পটের সামনে সব খাবার সাজিয়ে দেওয়া হোল ; আর মায়ের একটা ফোটো রাখা হোল। দাদা শ্রীচৌধুরীকে পূজার ঘরে বসিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে শোবার ঘরে বসলেন। কিছু পরেই দাদা বললেন : ওর মা এসে গেছে ; খাচ্ছে। পরে দেখাগেল, কিছুটা খিচুরী, পটল-ভাজা, ২।১টা ব্যঞ্জন ও ভাত খেয়েছেন ; পাত্রের পাশেও স্পষ্ট আঙ্গুলের ছাপ। শ্রীচৌধুরী চোখ বুজে পূজার ঘরে ছিলেন। প্রথমে **gust of aroma** ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে গিয়ে ওকে **encircle** করলো। এটা উগ্র ধূপের গন্ধের মতো। পরে দাদার অঙ্গগন্ধ ; তার পরে আরেক রকম গন্ধ। পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ ; পরে সামনে খস্‌খস্ শব্দ। একটু ভয়ের ভাব জাগলো ; শুরু হোল ঘাড়ে **burning sensation.** পরে মাথায় কয়েক ফোঁটা জল পড়লো ; স্বস্তি এলো। পেছনে **sprinkling.** ঘর জলে ভর্তি ; কয়েক সেকেণ্ডের জন্য **flash of light** আগে বা পরে একটা নীল **halo.** রাত্রে ঠাকুরের পট থেকে মধুর নির্ঝর। (পূজার ঘরের এরূপ নিপুণ বর্ণনা আর কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি, হার্ভে ফ্রীম্যান্ ছাড়া।)] দাদা :—এটা কেন হয় ? প্রকাশ হলেই জল পড়ে। ওটা গন্ধ নয় (?), ওখানকার **atmosphere**-ই ঐ রকম।

……… হাঁটছি, চলছি, কথা বলছি,—শ্রীহরির গহ্বরে থেকে, গর্ভে থেকে বলছি। ……… মোহের যাদের অন্ত নাই, তারাই মোহান্ত। ঠিক আছে, নিজেকে সাজা, নিজের ফটো দে পূজা করতে। কিন্তু, এখানেই "ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপো নিরাশ্রয়ঃ।" তা করছে কৈ? "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মনাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।" পড়া জ্ঞান দিয়ে মহাজ্ঞনে পৌঁছাবে কেমন করে? [রাত ৯টায় দাদা বাসায় ফিরলেন।]

২৫।৭।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) দাদা তৃতীয় শংকর বদরিকায় মঠ করেন। …… মানখানেকের মধ্যে (পরে ?) আবার কারা আসে, দেখ্না! …… গৌরাঙ্গ কি সাধু-সন্ন্যাসীকে **convert** করেছিলেন? ডা: সেন :—কিছু কিছু করেছিলেন ; যেমন, কাশীতে প্রকাশানন্দ। দাদা :-সেইজন্যইতো **six months' rigorous imprisonmet** হয়েছিল! অবশ্য ২০।২২ দিন পরে সে কাজীকে বলে বেরিয়ে পড়ে।

২৮।৭.৭৪ (দাদজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—কাল এ ৪ জায়গায় ছিল। বাড়ীতে ননীগোপালের সঙ্গে কথা বলছিলাম ; তখনি মেমে-র (মিনুদি) বাড়ীতে, গোপাল ব্যানার্জির কাছে আর কালো মাণিকের (মিসেস্ সেন) কাছে গড়িয়াহাটে রাস্তায়। ডঃ সেন :—হ্যাঁ, দাদা! কাল ও সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ ৪১ নং বাসে ফেরার পথে ভাবছে, যাই বৌদির কাছে ; যেয়ে বলি, কাল কচুরশাক রান্না করে আনবো ; দাদার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। যেমনি ভাবা, অমনি দেখলো, দাদা বিবেকানন্দ বস্ত্রালয়ের কাছ দিয়ে ঘাড় নীচু করে কোচা হাতে যাচ্ছেন।

চারিদিকে জনসমুদ্র ; কিন্তু দাদা যেখান দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আর কেউ নেই। ঘাড়টা অপূর্ব গৌরবর্ণ, বাবরি চুল, কোঁচানো ধুতি এবং হাফ কুর্তা। একেবারে সাক্ষাৎ দাদা। অঙ্গগন্ধও পেলো। দাদা :— কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়। ডঃ সেন :— আর অভাগা 'শুয়ার' ডাকে হৃদয় জুড়ায়! দাদা :—শুয়ার্। ...... মধ্যমা থেকে মন্ত্র হতে পারে না। .... বিভূতি মরে যেয়েও বদমাইসি করছে।

১।৮।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [কয়েকজন জজের সঙ্গে দাদা ভিতরের ঘরে বসে কথা বলছিলেন। ৮টা ন্যাগাদ বাইরে এলেন।] দাদা : ননী সেন, ননীগোপাল ব্যানার্জি ! সামনে আসুন্। জ্ঞানী গুণী লোক ! কী যেন বলে ? গুণিজন-সংবর্ধনা। তোরা কি গুণিজন-সংবর্ধনা করছস্ ? (একটু থেমে আবার) গুণিজন-সংবর্ধনা। .... চারিটি এর হাতে আছে। কোটি বছর পরে হলেও এর কাছে আসতে হবে। **Flood** হয়ে যাক্ ; তারপরে চাবিটি আটকে দিয়ে যাবে। এ কিন্তু কৃষ্ণ নয় ; এ কোন বাধ্যবাধকতার ভিতরে থাকতে পারে না। এর কোন ভক্ত নাই ; এ নিজেই ভক্ত হতে চায়। [**youth Times** য়ে খুশবন্ত সিংয়ের লেখা সম্বন্ধে **'Dadaji is an arresting personality'**— তিনটি চিঠি পড়া হোল।] কি ! কাজ হয়ে গেছে তো ! এখানকার নচ্ছারগুলি ছাড়া আর সবাই বোঝে। এর পরে সমস্ত **world** তোমাদের ছি ছি করবে, গালাগাল দেবে। এই ব্যাপারটা কেন হোল, এখন বুঝতে পারছিস্ ? আজ সকালে ওয়াঞ্চু এর বাড়ীতে আসেন। বলেন, তোমাকে সাধারণ লোক বুঝবে না। ১১ই

আগষ্ট স্ত্রীকে নিয়ে আবার আসবেন। মিঃ মজুমদার :—গুরুজী দাদাকে **supreme** বলেছেন। এখন গুরুজীর সংঘ 'দাদা নারায়ণ' গান করে। দাদা :—ননী ব্যানার্জি বলে বেড়াচ্ছে, সে এখন দেখতে খুব সুন্দর।

৩।৮।৭৪ (শ্রীজিতেন মৈত্রের ৬৩বি, চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়ী ; সন্ধ্যা) [এখানে সত্যনারায়ণ পূজা হোল। বহুলোকের সমাবেশ হয়। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীও কিছুক্ষণ ছিলেন। টেপে হেমন্তের 'রামৈব শরণম্' লতার 'হরেকৃষ্ণ' হোল।) দাদা :— জিতেন ! এদিকে আয়, ননী, তুই ওকে শ্রীনিবাসমের শ্লোক তিনটি বল্। [ডঃ সেন শ্লোক তিনটি বলার পরে দাদা জিতেনদাকে নিয়ে পূজার ঘরে গেলেন। মিনিট ১০ পরে দাদা বেরিয়ে এলেন। আধঘন্টা পরে জিতেনদা বেরিয়ে এলেন।] দাদা :—জিতেন ! তোর **experience** বল্। জিতেনদা :—কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে মাথায় জল পড়তে লাগলো। ঘর গন্ধে আমোদিত। শব্দ শুনেছি ; চোখবোঝা অবস্থায় জ্যোতি দেখেছি, ঘিয়ের প্রদীপ থেকে **radiant flash of light** দেখি। **vibration feel** করেছি ; **levitation** হয়। মাঝে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষের দিকে কোন বোধ ছিল না। 'সত্যনারায়ণ' লেখা এক বিরাট, নানা বর্ণের সন্দেশ ঠাকুরের কাছে দেখতে পাই। আর কি বলবো ? "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাক্তনুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" সুনীলদা :—জিতেনদাকে পূজায় বসাবার সময়ে দাদা উলঙ্গ হয়ে যান। কারণ **body**টা **transformed** হয়ে যায়, আগুন ধরে যেতে পারে। ......

দাদা ঃ—ননী ! জিতেনের **experience** ব্যাখ্যা কর্। ডঃ সেন ঃ একি আমার পক্ষে করা সম্ভব ?

৫৮।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সন্ধ্যা) দাদা :—ঠাকুর, যিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এ জগতে বাসই করতেন না, তাঁকেও হাজতে পুরলো। মহাপ্রভুও কয়েক বার। [সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।] দাদা :—তোরা অনেক অনেক উপরে, **a few of us** অনেক উপরে।

৬৮।৭৪ (তদেব ; সকাল) দাদা ঃ—গানটা যখন নিজে নিজেকে শুনায়, তখন সেটা সুরব্রহ্ম ; ওটাই যজ্ঞ। পড়তে পড়তে যখন পড়ায় নিমজ্জিত হয়ে গেল, তখন ওটা যজ্ঞ হোল। ...... নেশাটা অন্যকে ভাগ দিলে আর নেশা থাকে না। ...... শিব নারদাদি রাসে ঢুকতে পারলো না। ওটা কি আর কেউ করতে পারে ? ...... 'মেয়ে' মানে কি এইগুলা (মহিলাদের দেখিয়ে) .... মানার মামীমারা বাড়ী তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গয়লানী দুধ দিতে এসে কড়া নেড়েছে। ভিতর থেকে বালক-কণ্ঠে উত্তর, বাড়ীতে কেউ নেই। গয়লানী বললো, দুধ নেবেনা ? বালক ঃ—কী জানি ? হঠাৎ গয়লানীর নজরে পড়লো তালা। সে পাশের মাদ্রাজী ভাড়াটেকে ডেকে আনলো। তারা ও ঐ কথা শুনে চমকে উঠলো। এরকম হয় তো ! দীনেশ চক্রবর্তী : বাটাতে আরেক বাড়ীতেও পায়ের ছাপ পড়েছে। ...... নামে রুচি নাই, ভালো লাগে না। কিন্তু নাম করতে করতে যখন রুচি আসবে, তখন অভাব দূর হবে।

৮।৮।৭৪ (তদেব) দাদা :—মুক্তি আর আনন্দ কিন্তু এক

নয়। এখানে আসছি আনন্দের জন্য, ভূমার জন্য নয়; মুক্তির জন্যও নয়। আসছি ব্রজের জন্য। বৃন্দাবন কাকে বলে, কেউ জানেনা। আমিই স্ত্রী, আমিই স্বামী, আমিই পুত্র-কন্যা; আবার আমিই আমি। মাটির তাল,—একটা সিগারেটের বাক্স কি আরেকটা সিগারেটের বাক্সের সঙ্গে প্রেম করতে প্যারে? (শিশুকে দেখিয়ে) জন্মে হয়তো এই রকম; কিন্তু, ultimately তো বেঁকে যেতে হবে! তাহলে ultimate টাকেই সত্য বলে ধরি না কেন? তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ, আগম-নিগম দিয়া কাকে পাবে? আগে উপায় ছিল না। এ সব তো মনের আওতায়। এ সব দিয়া ভূত-প্রেতকে পাওয়া যায়। সাধু মানে তো সৎ অর্থাৎ যে সত্যকে পেয়েছে। তাহলে এই পুরুষ, এই মেয়েছেলে,—এসব বলে কেমন করে? যে বলে আমি সত্যকে প্রচার করছি, তাকে অনন্ত কোটি নরক-বাস করতে হবে। গীতায় আছে, "যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"। কাজেই যে বলে, আমি গুরু, সে গীতা ভাগবত মানে না। ...... আজ তিন জন জজ আসেন। পায়ে হাত দিয়া একজন বলেন: এ কী সুদর্শন দেখছি। .... লীলামায়ের সঙ্গে ফোনে অনেকক্ষণ কথা হোল।

৯।৮।৭৪ (তদেব; সন্ধ্যা) দাদা:—বিভূতি খুব শান্তিতে আছে। ...... বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস সব যুগেই আছে। কপিল নিজেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না; আর প্রশ্ন কেন? উপযাচক হয়ে কিছু করতে যেওনা; কারণ, action-reaction আছে। লাবরা-খিচুরী ভোগ দেওয়ার অর্থ হোল, ইন্দ্রিয়াদি সব একত্র করে দান করা। ...... শ্রীঅনিল ব্যানার্জি:—দাদা!

আত্মা-পরমাত্মার মিলনই যোগ? তাহলে মনটাই আত্মা হোল, —জীবাত্মা।

১১।৮।৭৪ (তদেব ; সকাল) [কাল পালদার বাড়ী পূজা হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ডঃ সেন বাড়ী খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়। পূজার ঘরে ছিলেন জিতেনদা, পাল-জননী ও পাল-গিন্নী মীরাদি। দাদা অন্য ঘরে বসে ছিলেন। মীরাদি দেখলেন, দরজা খুলে কে বেরিয়ে গেল। পূজারঘরের বাইরেও জ্যোতি দেখা যায়। ভেতরে গন্ধের ও জলের প্লাবন। মীরাদি চলার শব্দ, খাবার সপ্ সপ্ শব্দ শুনতে পান। খাবারের পাত্রে দাগ ছিল। ঘরের মেঝেতে পায়ের ছাপ মুদ্রিত হয়ে যায়। এদিকে ঐ সময়েই অনিমেষালয়ে ভোগের জায়গায় মধু-র আলপনা হয়ে যায় ; চন্দনের গন্ধ ছড়ায়। দাদা এক সময়ে বলেন, ননী এলো না কেন? ওখানে বোধ হয় খুব বৃষ্টি হচ্ছে।] [সকালে তিনটি সাধু আসেন। পরে আসেন ছুটি রজনীশ-শিষ্য। তাঁরা এবং জিতেনদার ভায়রা সস্ত্রীক মহানাম পান।] বিয়ে-সাদী করতেই হবে। মনে যদি একটুও আকাঙ্খা থাকে, তাহলে চলবে না। .... বলতে গেলেই দ্বন্দ্ব এলো ; দ্বন্দ্ব এলেই সরে যেতে হবে। ...... (রজনীশ সম্বন্ধে) good scholar. (ডঃ সেন যখন চলে যাবার উপক্রম করেছে, তখন দাদা বললেন :) ননীদাতো কাল শান্তিদির ভোগ দেওয়া ভালো ভালো অনেক জিনিষ খেয়েছে! ডঃ সেন :—গেলাম, খেলাম, permission নিয়ে চলে এলাম। আপনি না বুঝলে আর কি করা যাবে! তাহলে দাঁড়াচ্ছে, "কুর্বন্নপি হি কর্মাণি-নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" ॥ দাদা :—দেখ, শুয়ারটা কি বলে।

১২।৮।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) দাদা :—সত্যবান্‌কে সাপে কেটেছিল, বলে। ওঁর paralysis য়ের মতো হয়েছিল। সাবিত্রী সেবা করতে করতে যখন সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য হোল, তখন সত্যবান্ ভালো হলেন। (বেহুলা—) লখীন্দর, সাবিত্রী-সত্যবান্, রাম-সীতা, কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির প্রেমের উদাহরণ দেয়। .... উদাসী মন যখন গান করে, তখন তার সুর বোঝার অধিকার কারো নাই। ওখানে সুর-বেসুরো কিছু নাই। আহত-অনাহত, এসব ভাষাই **defective.** প্রেম যেখানে, সেখানে গান আছে। যেখানে গান নাই, তা প্রেমাতীত ॥ অনিলদা :—আনন্দ চাইতো ? দাদা :—চাওয়া আবার কি ? তিনি তো সব কিছু দিয়েই দিয়েছেন। এমন কি তাঁকে চাওয়াটাও ঠিক নয়। আনন্দ না হলে প্রকাশ হবে কি করে ? সৃষ্টিতত্ত্ব সব ফাঁস করে দিয়েছেন। কাজ শেষ না হলে তিনি এইরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেন ? এখন আর প্রেম-ট্রেম নয় ; লীলাতো সব হয়ে গেছে। এখন এ ১০০ বছর ও থাকতে পারে, চলে যেতেও পারে। এ কিন্তু সব সময়ে জেগে থাকে ; এর ঘুম নাই। তবে অনেক নীচে নেমে আছে ; তবু সব জানে। .... (ডঃ সেনকে) একটা জার্মাণ ভাষায় চিঠি এসেছে। জানিস্ কি ? ডঃ সেন :—না, দাদা ! ...... স্বার্থের জন্য স্ত্রী স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখে। এর প্রেম নিষ্ক্রিয়ও নয়। সাধুরা অনেক সময়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। ...... বেটারা ধনটাকে বাঁধে। কেন, এগুলা (চোখ, কাণ ইত্যাদি) কি ? ...... দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে ভীষ্ম কর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে পায়চারী করছিলেন, তখন দেখলেন, কৃষ্ণ দায়িত্ব নিলেন ; তাই তিনি কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন। তখন তো সবাই ক্লীব হয়ে গেছিলো।

১৩।৮।৭৪ (তদেব ; সকাল) দাদা :—গুহ্যতত্ত্ব বলি শোন্। গ্রাম যুনিয়ন, শহর সব জায়গায় চাবিকাঠি দেওয়া আছে, নিয়ন্ত্রণে আছে। কখন কখন একজন আরেকজনের কাছে গাঁজা খেতে যায় ; তখন এক জায়গারটা আরেক জায়গায় চেপে যায় ;- মানুষের মতো ভুল হয়। উনি তা ঠিক করে দেন। .... উপপতির কাছে এসে টানা-হেঁচড়া করছি ; উনি কোন দোষ, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম ধরেন না। কিন্তু, প্রকৃতি বলে : তুমি এখানকার নিয়ম তছ্‌নছ্‌ করেছো ; তাই তাকে টেনে আনে, ভোগ করায়। শান্তি কেউ চায় না ; অশান্তিই চায়। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে শান্তি নাই। তাঁকে চাই, একথাও বলবো না। তিনিতো আমিই। .... বহু বছর হয়ে গেল, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি ; এবার বাড়ীর দিকে এক পা বাড়িয়ে রাখা ভালো। মা তো চাবিকাঠি আটকেই রেখেছেন। আমরা সব সময়ে উল্টো ঘুরাচ্ছি তিনিই বঁড়শী দিয়ে একটা একটা করে মাছ তোলেন। (জনৈক ব্যক্তিকে) এ কিন্তু সব সময়ে সব কিছু জানে,- সব কিছু দেখতে পায়—এটা জানো তো ? তিন ব্রাহ্মণ এগিয়ে বসো। [ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি, ডঃ সেন ও ধীরেন সাহা এ গিয়ে বসলেন।] ও এলে কিছু বলি ; কারণ, ওতো পড়াশুনা কিছু করেছে ! পড়া বিদ্যা আর অপড়া বিদ্যার মধ্যে difference ধরতে পারে। আর সাধক তো ! কামনা-বাসনা থাকলে কি প্রেম হয় ? ...... জিতেনদা :— আমার বুঝ্‌ হয়ে গেছে। আমি বুঝেছি, আর আসতে হবে না। এখন ইচ্ছা হলে আসবো ; কে কি বলছে না বলছে, আমার দেখার দরকার নাই। দাদা :—ঠিক বলেছিস্। তখন তাঁর ইচ্ছাটাই তোর ইচ্ছা। ডঃ সাহা :—কোন্‌টা করণীয়, কোন্‌টা নয়, বুঝবো

কেমন করে? দাদা ঃ—তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। মানুষের আশা-আকাঙ্খার আর শেষ নাই। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম মোহ ও স্বার্থ। বুড়ো বয়সে একটু হতে পারে।

(রাত্রে) [জিতেনদা ডঃ সেনকে উপরে ডেকে নিয়ে গেলেন দাদার কাছে। সেখানে **Director of Public Prosecution.** শ্রীবারীণ ঘোষ সস্ত্রীক সকন্যা উপস্থিত। তাঁকে পুরীর ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের কাহিনী ও শ্রীনিবাসমের তিনটি সংস্কৃত শ্লোক ডঃ সেন বললো। দাদা মহেশযোগী ও বদ্ধপদ্মাসনের কথা বললেন। আরো বললেন :] যোগীর গুরু আত্মারাম পরমহংস দিনের পর দিন এখানে এর কাছে এসে চুপ করে বসে থাকতো। দেবাদিদেব মহাদেব ও বদ্ধপদ্মাসন **demonstrate** করতে পারেন না। এই দেখো এর বদ্ধপদ্মাসনের ফটো (ফটোটা দেখালেন।) এখন পাল্টা জখম হয়েছে ; এখন আর এ আসন করে না। আর ওটার দরকার নাই। গৃহস্থ হবার আগে হয়তো দরকার ছিল,—সাধুদের পর্যুদস্ত করার জন্য। ওসব দিয়ে কৃষ্ণভক্তির কাছেও পৌঁছানো যায় না ; তবে শরীরটাকে ঠিক রাখা যায়। [ঘোষ-কন্যাকে একটি আপেল দিলেন। ঘোষকে ঠাকুরঘরে ডেকে নিয়ে ব্যালকনী থেকে রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে বিরাট একটা আনারস এনে দিলেন। তারপরে দাদা সবাইকে নিয়ে নীচে গেলেন।] সাধুরা জপ-তপস্যা করে অভাব জন্মায়। অভাবেরও একটা ন্যাস আছে। কিন্তু, সেটা সন্ন্যাস নয়। অতিথিদের যদি একটু একটু করে দেয়, তাহলে তারা তদ্‌গত হয়ে তাঁকে পেতে সাহায্য করে। ········· দেবতাদের **instrument** করে রেখেছেন ; তুমি এই করো, তুমি এই করো ইত্যাদি।

তাঁরাও আস্বাদন করতে পারে না। কিন্তু, এই জড়টা আস্বাদন করতে পারে। ……… 1919 য়ে এদের বাড়ীতে বাইরের ঘরে মুরগী রান্না হয়। ফলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। 1922 য়ে দাদা বাড়ী ছেড়ে চলে যায়; আবার 1926 য়ে ফেরে। দাদা বলি নিষেধ করেছে বলে বাবাকে জ্যাঠা পৃথক করে দিতে চান। পরে জ্যাঠামশাই ও পুরুতঠাকুরের স্বপ্ন দেখার ফলে বলি নিষেধ হয়; পৃথক্ করাও হয় না। সেদিন ভোরেই (স্বপ্নদর্শনের পরের দিন) দাদা উধাও; অষ্টমীর দিন আসেন। …… এখানে আরো জগৎ আছে, এ‍ী জীব বুঝতেই পারে না। …… আদি সংস্কৃত এখনকার সংস্কৃতের মতো ছিল না।) ৫০ টা ভাষা মিলিয়ে যেমন বাংলা ভাষা। ……… "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"—এর মতে তিনিই জ্ঞানবান্ হয়ে আসে। …… এ পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি।

১৬৷৮৷৭৪ (তদেব ; সকাল) বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল :— কখনো কখনো নাম করতে ভালো লাগে না। দাদা :—করবে না; জোর করে করবে না। Ego টা দিয়েছেন রসাস্বাদনের জন্য; ওটা সত্য। যখন স্বভাব হোল, তখন Ego রইলো না। মনটা যেদিকে যেতে চাচ্ছে, যাক্‌না; স্বভাবে থাকো। সবই খাবি, দাবি, করবি, কিন্তু তোকে কেউ খাবে না। মদ খাবি গাঁজা খাবি, বেশ্যাবাড়ী যাবি, যা। কিন্তু, ওরা যেন তোকে না খায়। চোখ, কান, নাক, মুখ কারুরই নাই। চোখ থাকলে শুধু তাঁকেই দেখতাম, কান থাকলে তাঁকেই শুনতাম, নাক দিয়ে তাঁর গন্ধ নিতাম, আর মুখ দিয়ে তাঁর কথা বলতাম। (জিতেনদার প্রশ্নের উত্তরে দাদা :) এ যে পথে

যায়, সে পথে সবাই উদ্ধার হয়ে যায়। ...... (মাদ্রাজের সোমেশ্বর বললেন :) সাঁইবাবা বলেছেন, **We are one family ; he is my elder brother.**

১৭।৮।৭৪ (তদেব) [ডঃ সেনকে] দাদা :—করলার রস খাস্? না, ছেড়ে দিয়েছিস্? ডঃ সেন খাই ; একবার। দাদা :— না, দুবার খাস্। মাকড়্সা জাল তৈরী করছে। এ যে সবচেয়ে বড় ডাক্তার, বুঝিস্? ডঃ সেন :—দুবার খেতে হলে তো রাত্রে খেতে হয়। দাদা :— তাই খাবি। ন' হলে প্রস্রাব **examine** করা ; অন্য ওষুধ দেবো। ডাঃ সেন :—"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তুক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত কৃষ্ণগাথাঃ"। দাদা :— বিটলেমি ছাড়্। রোগ হলে টেরটা পেতে। ...... প্রেম কি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা যায়? শরীরও জানেনা, কি হচ্ছে। .... কাল বিকালে ভারতের **3rd man** চ্যবন দেখা করেন। আজ বিকালে **2nd man** জগজীবন রামের দেখা করার কথা। কিন্তু ওর তো জ্বর হয়েছে, আসতে পারবে কি? .... সাধন-ভজন কার জন্য করবো? জলের মধ্যে আছি। উপরে জল, নীচে জল, চারিপাশে জল। সেই জলের জন্য সাধন করতে হয়? আপন-জন, যিনি সঙ্গে আছেন, তার জন্য সাধন-ভজন নাই। সাধন-ভজন জাগতিক ব্যাপারের জন্য,—সঙ্গীত শেখার জন্য, পড়াশুনার জন্য। এখানে সাধন-ভজন দরকার। ভূতপ্রেতের জন্য সাধন-ভজন দরকার। .... ডঃ সেন :—যারা মহানাম পেয়েছে, তাদের ক্যান্সার হলে ক্ষতি কি? দাদা :—না, আস্বাদনটা তাহলে করতে পারলো না। (গীতাদি চলে যাবার সময়ে তাঁকে বললেন :) তুই ওদের গাড়ীতে গেলি না

কেন ? শরীর খারাপ ; তুই মারা গেলে চলবে কেমন করে ? আর সব তো চলে গেছে। তোর ৬০ বছর, আমার ৩০ বছর।

১৮।৮।৭৪ (তদেব) [আজ এক রজনীশ-শিষ্য আসেন ; ডজন খানেক আরো সাধু আসেন।] দাদা :—বোম্বেতে কামদার-দের ছুটো সত্যনারায়ণ পট থেকে এবং শিবলিঙ্গ থেকে গঙ্গা ঝরছে। ডঃ সেন :—অখণ্ড জ্ঞানরূপিণী গঙ্গা প্রকাশ পেয়েছে। দাদা :—তাহলেই অহং লোপ পেয়েছে। না বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়্। উনি তো সিংহাসনে আছেনই।

১৯।৮।৭৪ (তদেব) দাদা :—কাল ৭ আর ৪ আর ১, মোট ১২ জন মহাত্মা এসেছিলেন। বললাম, যাও, বিয়ে-সাদী করে কর্ম করো যেয়ে। ওরা বললো, এইটা ভণ্ড—এ রকম কথা কারুর কাছে আগে শুনিনি। গুরুর পদসেবা আর ভিক্ষা করেছি ; কিন্তু, আজ পর্যন্ত কিছু পাই নি। আজ পেলাম। [বহু লোক আসায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন। একটি লোক ২টি মহিলা নিয়ে ঢোকার পরে মুখবিকৃতি করলেন।] যারা চাওয়া-পাওয়ার জন্য আসে, তাদের আসার কোন দরকার নাই। না হলে এ off হয়ে যাবে। দেখছিস্ না ! বীরেন তো আসে না ; বীরেন পরম বৈষ্ণব। আমি এটা চাই না ; বেশির ভাগ লোক স্বার্থ নিয়ে আসে। একজনের ক্যান্সার ভালো হয়ে গেল। তারপরে আরেক জনের ভালো না হলেই সে বাইরে যেয়ে নানা কথা বলবে। কিছু না, তাতেই কেস হয়ে গেল। এ তো বার বার বলছে, এ সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী নয় ; এ কিছু দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। এ রকম হলে এ off

হয়ে যাবে। .... মাদ্রাজে দাদা মেয়েদের চুমো দিচ্ছেন। শ্রীনিবাসম্ বললেন :— কৃষ্ণ আর শুকদেবকে দেখছি।

২২৷৮৷৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [শ্রীজগজীবন রামের পত্নী ও পুত্র এবং এল্, এন্ মিশ্রের পত্নী আসেন। মহানাম পান। দাদা মিশ্র পত্নীকে বলেন :] তোমার বুকে একটা **pain** হয় ; **X-ray** করে জানিও। (শ্রীকামদারের ফোন :) দাদাজী ! ভাবনগর ও পোরবন্দরের ঠাকুর এতো এতো ভোগ নিয়েছেন। শুনে সাধু-সন্ন্যাসীরা বলছেন, দাদাজী **supreme.** [দাদা ডঃ সেনকে ফোনটা দিলেন। কামদারজী তাঁর বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেন।] (অভিদার ফোন এলো। বললেন :) সাউথ আফ্রিকার কেনিয়াতে কাগজে দাদাজীর কথা বেরিয়েছে। ডঃ ও মিস্ পতঞ্জলি শেঠীকে ফোন করে জানিয়েছেন, সে বিপদে পড়ে দাদাজীকে স্মরণ করে ; অমনি **aroma** পায় ; এর অর্থ সে বোঝে নি। পরে স্বপ্নে দেখে, দাদা বলছেন, **Dont nervous Stay here.** রোগইতো কবচ। আসলাম তাঁকে সাজাতে ; কিন্তু সাজালাম নিজেকে। নিজেকে সাজাবার জ্বালা এখন ভুগছি। এই জগতে এলাম। আমিটা পুরোপুরি শূন্য হলে তো রসাস্বাদন হবে না ; 'আমি' না থাকলে তো ক্লীব হয়ে যাবো ! তাতে এ জগতেরও হবো না, সে জগতেরও না। [ডঃ সেন তার **urinereport** দাদাকে দেখালো। দাদা বললেন :] ঠিক আছে ; ভয়ের কিছু নাই। শ্রীঅমিয় মজুমদার :—ননীদার কিছু হবে না। দাদা :— শান্তিদিতে কেবল ননীদার কথা বলে ; শান্তিদিতো ননীদার পাণ্ডিত্যের **publicity** করে বেড়াচ্ছে কাগজে কাগজে। [লীলামার সঙ্গে দাদা ফোনে কথা বললেন। উনি দুই দাদার কথা বললেন।]

২৫।৮।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :—ক্ষেত্র তো আছেই। তাতে উনি প্রকাশ হলেই সেটা ধর্মক্ষেত্র হোল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র হোল মনটা। ৫ টা ইন্দ্রিয় ৫ রকম দেখাচ্ছে ; তাই সে কিছুই দেখাছে না, অন্ধ। সে বলছে, ওসব তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাইনা। ওটা বিবেককে (সঞ্জয়), conscience কে শুনাও। কিন্তু, ৫টি ইন্দ্রিয় যখন এক হয়ে গেল, অমৃত হোল, তখন সে ও তাদের সঙ্গে এক হোল, অমৃত হোল। তাই 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান'। তখন তাঁর দিব্যদৃষ্টি হোল। এই অমৃতটাই আমরা বুঝি না। ·········' এই রকম জাতিভেদ কিন্তু কোন যুগে ছিল না। বর্ণবিভাগ হয় কাজের সুবিধার জন্য। তার প্রায় ১৫০০ বছর পরে এই জাতিভেদ। দ্রোণ কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল ; ভীষ্মও ; যুধিষ্ঠিরও। কিন্তু, অর্জুন নয়। তিনি নিজেকেই অর্জুন করলেন। দুর্যোধনকেও তিনি ভালবাসতেন ; না হলে তাঁকে রাজসূয়ে উপহারাগারের charge দেন ! যার যেখানে যোগ্যতা, সেটা তিনি জানতেন। ভীষ্ম বিয়ে করেন নি, বলে। আসলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রসাদ করে নিয়েছিলেন। সেখানে করা, না করা দুইই সমান। ········· ···বেঁচে থাকা পর্যন্ত 'আমি' বলবেন কেমন করে ? [আসামপ্রবাসী এক বাঙ্গালী তর্ক করছিলেন। তিনি অর্জুনদাস কাঠিয়াবাবার শিষ্য। শেষ পর্যন্ত মহানাম পেলেন।] পতিসেবাই ছিল নারীদের একমাত্র ধর্ম। এই পতিইতো সেই পতি হয়ে যাবে।

২৯।৮।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [শ্রীগৌরাঙ্গ বসু আসেন। দাদা অনেককে মহানাম দেন।] দাদা :—ননীদার কি জামা ছিঁড়ে গেছে ? শুনলাম, প্রোফেসরদের ঠ্যাঙ্গাছে। ······

ধ্বনি নিয়ে এলাম। 'আমি', 'আমি' করে ধ্বনিটাকে misuse করছি। .... শ্রাদ্ধ করে কাকে উদ্ধার করবি? যিনি অনন্ত, তাঁকে? এতো বড়ো দুঃসাহস! আর তো রইলো মনটা। সে প্রারব্ধ নিয়ে গেছে; প্রারব্ধ নিয়ে আবার আসবে। তাকে কে উদ্ধার করবে? উনি পারেন। ব্রহ্মাকে দিয়ে সৃষ্টি করিয়ে ওকে আনতে হয়। এটা সেই যুগ, যে যুগে জন্মাতে পারলেই হয়ে গেল। সব ভগবান্ হয়ে বসে আছে। আদি বা তৃতীয় শংকর হোক, সেইতো এই সব মঠ, আশ্রম সৃষ্টি করলো। ১০০০।১২০০ বছর আগে থেকেই এর সূচনা। ...... এক সাধু আসেন। তিনি পা ছুঁইয়ে জল শিষ্যদের খেতে দেন। গোলাপ গান্ধাফুল হোল দেখে তিনি দাদার কাছে শিখতে চাইলেন। ...... আচার্য কথাটা ছিল; ব্যাস প্রভৃতি আচার্য ছিল। মানার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে) মানাতো আজকাল দুই এক জায়গায় শ্লোক-স্টোক বলছে।

৩১।৮।৭৪ (দাদাজী-নিলয়; সকাল) [ডঃ সেন ১১টা নাগাদ গেল।] দাদা:—ননীদার এখন আসার সময় হোল! সাধু-সন্ন্যাসীরা লক্ষ বছর তপস্যা করেও এ ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গ করতে পারবে না। [মনোমোহন সাধুর কথা] একা বসে কাঁদছে আরবলছে, তুই বললি কেন (উৎসব করতে)? লাঠিহাতে নিকষ-কালো জনাসাতেক এসে বললো: খাবার এসেছে; নদীতে। ভক্তের ভগবান্। ভগবান্ ওখানে উপস্থিত ছিলেন। না হলে ওখানে যাওয়াতো ঠিক ছিল না। মা, জেঠীমাও বীরেন (?) রায়চৌধুরীকে নিয়ে দাদা সেখানে সকালে যান। বসন্ত সাধুও

ছিলেন। [মধুদা বাবা মারা যাবার তার যখন পান, তখন তারা খেতে যাবেন। ছুটে এসে দাদাকে বল্লেন: মাংসাদি রান্না ফেলে দি? দাদা বললেন:] কিছু ফেলতে হবে না। ঐ গুলিই খাও। তুমি না খেলে তার উপকার কি অপকার কিছু হবে কি? .... মহাপ্রভুকে ডুবার জেলে দেয়। দ্বিতীয় বার তিনি বলেন: আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এদেশে থাকবো না। ...... রাণী রাসমণি রূপে-গুণে সমান ছিলেন। লাঠি হাতে থাকতো। সুন্দরী ছিলেন রাণী ভবানী। ...... ননীগোপালের বাড়ী একদিন যাবো। রমা বলে: ও আমার চেয়েও ৩০ বছরের বড়ো ওকে ভেড়া করে রেখেছি। সব বাড়ী, জমি আমার নামে আছে। শুধু ব্যাংকে ১০০০।২০০০ টাকা আছে। ওটা নিয়ে নিতে পারলেই হোল, যাতে গোলমাল না করতে পারে। .... এই রকম ৩।৪ জন নিয়েই থাকতে ভালো লাগে; বেশি লোক ভাল লাগে না। (মিসেস্ সেনের দিকে তাকিয়ে) মাগীগুলোও না। [ডঃ সেনের বুকে হঠাৎ গন্ধ দিলেন।] (মানাকে লক্ষ্য করে) ও তো বেটার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে।

১।৯।৭৪ (তদেব) [শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে 'নানক' শব্দের অর্থ নিয়ে কথা হচ্ছে।] দাদা:—'নক' মানে 'না'। অতুলদা:—'নাক' মানে স্বর্গ। (দাদা বাধা পেয়ে থেমে গেলন, মনে হোল।) [এক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী দাদাকে ২৫০০০ টাকার তোড়া দিয়ে প্রণাম করলেন। দাদা এটা ফেরৎ দিয়ে ওকে একটা লকেট দিলেন।] চরিত্র আবার কি? দেহতত্ত্ব? দেহটাতো কেওড়াতলায় যাবে। তবে মনে দাগ কাটলে প্রারব্ধের ফলে আবার

আসতে হবে। চরিত্রটি ঠিক রাখতে হবে। ……… সাংখ্য রচনা করে কপিল বললেন (এ কিছুই হয়নি। …… ভেক নেওয়াটাইতো অভাব। ও দিয়ে কি তাঁকে পাওয়া যায় ? ……… …… …… …(উঠে যাবার সময়ে) কালোমাণিক ! তুই মর্। না, কালোমাণিককে একটু আদর করে দি। (দাদা ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। তারপরে 'ননী, আসি' বলে গাড়ী করে চলে গেলেন।)

২।৯।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) [মিঃ এম্, এল দত্ত নাম পেলেন। কানাডার ডেভিসের চিঠি এলো। তিনি দাদাকে 'মহাত্মা' বলেছেন।] পূর্ণিমা আবার কি ? উনি তো সব সময়েই পূর্ণকুম্ভ। কোন দিন কি এই রকম হয়েছে ? আগে ২১ বার এক-আধটু হয়েছে। জয়দেবের সময়ে কয়েক সেকেণ্ড। [কপিল ও সাংখ্যের কথা আজও বললেন। গীতাদি কালো মাণিককে চরণ জলের বোতল দিল।] দাদা :—ওটা কার ? [ওটা নিয়ে হাত ডুবিয়ে অন্যগন্ধ করে কালোমাণিককে ও শ্রীশৈলেন চৌধুরীকে শুঁকতে দিলেন। ডঃ সেনের বুকে গন্ধ দিলেন।] আমার জন্ম থেকেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। পাঁচ রকম দেখছি, অর্থাৎ কিছুই দেখছি না।

৭।৯।৭৪ (তদেব ; সকাল) দাদা :— কালের মধ্যে কি বিয়ে হতে পারে ? বিয়েটা কি ভূত ভবিষ্যতের মধ্যে হতে পারে ? স্মরণ হলেইতো গীতার কথা এসে গেল। তাও নয়। আমার **existence** টাই তুমি, এই ভাবনা। ……… **1942** য়ে এসে বৌদির বাবাকে বললাম, আপনার কয় মেয়ে, কয় ছেলে ? বড় মেয়েকে দেখি ? উনি বললেন, বড় মেয়েতো আপনার কাছে গান

দেখে। তখন বললাম, 'খুকী! একটা গান করোতো! গান করলো। তার পরে এ বললো: ওকে আমি বিয়ে করবো। তারপরে 1946 য়ে এসে বললাম, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বিয়ে করবো। উনি বললেন: জ্যৈষ্ঠ মাসে বড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয় না। বললাম, মুখ দিয়ে যখন একবার বেরিয়ে গেছে, না হলে আর হবে না। বিয়ে হলো। শুভরাত্রির দিন এ একটা স্যুট্‌কেস নিয়ে চলে গেল; ৫ বছর পরে ফিরে এলো। .... (ডঃ সাহাকে দেখিয়ে) এর সঙ্গে আগের সম্পর্ক না থাকলে এতোদিন এর বাড়ীতে থাকি? এ তখনি খুব ভালো বাসতো,—গানের জন্য আর রূপের জন্য। ওর স্ত্রী কিন্তু কিছুটা। এখন সে পুরোপুরি ভালো-বাসে .... বাড়ীর extension করতে একলাখ টাকা খরচ হয়ে গেল! [এই ব্যাপারে দুজন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেন। পরে শ্রীমতী রমা লাহিড়ী এলে বললেন:] ওর কি দোষ? ও কি করবে? .... ননী, চল্। [দাদার সঙ্গে ট্যাকসি করে অতীন যান, মানা, গীতাদি ও ডঃ সেন মিনুদির বাড়ী] শান্তিকে নিয়ে এলে পারতি। [সজিত রায়কে ফোন করে আনালেন।] ঊষাকে ফোন করে বলি, শান্তিকে নিয়ে চলে আসুক্। (মানা এসে বললো:) মিনুদি মাকে ফোন করতে বলেছেন। [শ্রাদ্ধ নিয়ে আলোচনা। আজ ডাঃ মধুসূদন দে-র বাবার, অর্থাৎ মিনুদির শ্বশুরের শ্রাদ্ধ হোল। দাদা বাইরের ঘরে বসে। ঠাকুরঘরে কেউ ছিল না। ঘর গন্ধে ভরে গিয়েছিল। ভোগ গৃহীত হয়েছে কিনা, বোঝা গেল না। কুয়াসাচ্ছন্ন পরিবেশ ও মেঝেতে জল ছিল। মধুদা বাইরে বারান্দায় বসে ছিলেন। তাঁর কাপড়ে কোমরের দুপাশে সিঁদুরের প্রলেপ দেখা যায়। এটা অভিনব।] ....

অভি-র টাকা যে নেবে, তার হয়ে যাবে। ওতো আমিই, আমার থেকে আলাদা নয়। তাইতো কামদারকে বললাম : ও কথা বলো না। আমি অভিদার বাড়ী থাকবো। ...... বিভূতি একেবারে মিশে গেছে। ...... এ:ারে উৎসবে বেশি লোক বলা হবে না। ...... সরোজ, পঞ্চানন প্রভৃতি ডঃ কে, এস্, চৌধুরীর **through** তে আবার দাদার কাছে আসতে চায়। আম 'না' বলে দিয়েছি। এ পেছন ফিরে তাকাতে শেখেনি। ...... গোপীনাথ কবিরাজের তুলনা হয় না। ও রকম ৫০০০০ বছরের আসেনি।

১২।৯।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [দাদা অবিরাম কথা বলে যাচ্ছেন, শ্রাদ্ধ, মন্ত্র, গুরুবাদ ইত্যাদি নিয়ে।] এই সব পীঠ কি ছিল নাকি ? শাক্যসিংহ কি গয়ায় আসেন ? তিনি নেপাল থেকে চীন ও জাপানের কিছুটা যান। ... . তৃতীয় বুদ্ধ মণিপুর হয়ে বর্মায়। তারপরে শংকর। ২য় শংকর কেদারনাথ স্থাপন করেন লিঙ্গ বসিয়ে। .... কৃষ্ণ অর্জুনকে গিয়ে বাংলা-দেশে আসেন। কিছু দিন পরেই বলনে : অর্জুন। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। ...... মহাপ্রভু, যাঁকে এখানে ২।৩ বার জেলে দেওয়া হয়েছিল, তিনিও এই বাংলাদেশে আসেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছিল। সত্যে যখন কালিমা (তা / কা) ভুল শ্রীহরি করলেন, তখন অংকিত হয়ে গেল। মহাপ্রভুকে ছেঁকা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলি, আর এখন তোরাই মহাপ্রভু, মহাপ্রভু করছিস্! আর বলছিস্ কাকে ? একে ? [সমস্ত দেহে গন্ধাপ্লুত অরুণিমার অপূর্ব সঞ্চার। মনে হোল, যেন বড় ব্যথা লাগছে বাঙ্গালীর কপটতায়।] যাঁরা এলো, তাঁদের কেউ চিনতে পাললো না ; আর নিজেদের

'ভগবান্' বলে বেড়াচ্ছে। ...... কৃষ্ণ কি 'সখা' বলতে পারে? তাহলে তো নিজেকে 'ভগবান্' বলা হোল। 'সখা' মানে তো ভক্ত! কৃষ্ণ কিন্তু 'দাদা' বলেছিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। কিন্তু, দেখলেন, অর্জুন কর্মচ্যুত হয়ে যাবে। তাই বললেন, ও সব **hypnotism.** তখন দেড়লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়া যাত্রা। কৌরবেরা ঢোল পিটিয়ে জানালো: কালি প্রাতে যুদ্ধ। দ্রোণ ব্যূহ রচনা করলেন; অভিমন্যুবধ হোল। .... সুবুদ্ধি রায় ছিল ২৪ পরগণার রাজা। ব্রাহ্মণেরা তপ্ত ঘৃত পান করেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গলায় কলসী বেঁধে, আর সন্ন্যাসীরা তাদের আরব্ধ যজ্ঞের আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিতে বললেন। মহাপ্রভু বললেন, একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হবে। জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনামে ··· ···· যায়। [আজ কথা শুনতে শুনতে বার বার অপার্থিব সৌন্দর্য, মাধুর্য, অঙ্গে অঙ্গে 'থির বিজুরী'-র হিল্লোল, তীব্র সুগন্ধের প্লাবন, এবং দুই চোখের তারুণ্য, লাবণ্য ও কারুণ্য ধারায় আপ্লুত হয়ে মনে হচ্ছিল: জগতে জামাই এসেছে, অগণিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম জামাতা। এর আগে জামাই হয়ে আসেন ব্রজের গোবিন্দ, দ্বারকার কৃষ্ণ ও নিমাই। কিন্তু,এ অনন্য।] ·· ···· (দাদা অন্য ঘর থেকে এলেন।) আমি এতোক্ষণ এখানে ছিলাম না; তাইতো শ্যামলকে দরকার। শ্যামল সেন! চৌধুরী! পূজা কি রকম হবে? শ্রীশ্যামল চৌধুরী: দাদা-দিদিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে। ········ যুদ্ধটা অন্তর্যুদ্ধ, না বহির্যুদ্ধ? বাইরের যুদ্ধ হলে তো নভেল-যাত্রা হোত। কিন্তু, গল্পের ভিতর দিয়ে আসল বস্তুটি বোঝানো হয়েছে। তাইতো শেষে 'হৃদ্দেশেঽর্জুন' বললেন।

তাহলে অর্জুন কে? গীতা বুঝতে যেওনা, শুধু পড়ে যাও। গীতা একমাত্র তিনি বোঝেন।

১০।৯।৭৪ (দাদাজ-নিলয় ; সকাল) [ডাঃ অঞ্জলি মুখার্জি ও কাজী সব্যসাচী আসেন। কাজী মহানাম পান এবং নিজের আবৃত্তি টেপ্ করান। ওকে দাদা একটা লকেট ও 'দাদাজী প্রসঙ্গে' এক কপি দেন।] দাদা :—উনি আছেন ; তাই দেহটা সৎ হয়ে গেল ; দেহটা গঙ্গা, মন্দির হোলো ; তীর্থ হোলো। কর্তৃত্ব করে যে কাজ করছি, তাওতো গুরুগিরি করছি। এটা সদ্‌গুরু ; ওটাওতো সদ্‌গুরু। ………… কালও এদের (ভগবান্‌দের) ভয় পায়। কারণ, কাল নিজের পরিক্রমার মধ্যে কাজ করে নেয়। এরা কিছু কিছু সিদ্ধি পায়,—অল্প, ক্ষণস্থায়ী। …… (ডঃ সেনকে) ও, তুই বস্। কালোমানিকতো আসবে। [১২॥০ টায় ডঃ সেন উঠে পড়লো। মিসেস্ সেন এলেন দেড়টায় দাদার রান্না নিয়ে। দাদা আগেই কোন রকমে খেয়ে নিয়েছেন বৌদির ২।১ টা রান্না পদ দিয়ে। ঘুম থেকে উঠে দাদা মানাকে শুধান : আমার জন্য কি গরুর মাংস রান্না করে এনেছে?]

১৬।৯।৭৪ (তদেব) দাদা :—এই রবিবার ভাবনগরে কি হয়েছে জানিস্? মাইজি শনিবার ভাবলেন, দাদা পায়েস ভাল বাসেন ; তাই ক্ষীর করে গন্ধ চাল, মিষ্টি দিয়ে পায়েস করবেন। রাত্রে দেখেন, সত্যনারায়ণ দাদার রূপে এসে বলছেন, চিনি খেতে বড় কষ্ট হয়। তাই চিনি ছাড়া করা হোল। দেখা গেল, পায়েসের অর্ধেক খেয়েছেন, অন্য জিনিষও কিছু কিছু। পোরবন্দরে কিন্তু সচিনি পায়েস touch করেন নি। অন্য জিনিষ খেয়েছেন।

একজন লোক যদি সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে, আরেক জন যদি ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করে, দুজনের মধ্যে কে বড় ? প্রথম জন পরে হয়তো একটু হুইস্কি খেলো, একটু enjoy করলো। তবুসেই বড়ো। আমাদের চরিত্রই ঠিক নাই। এই দৈহিক চরিত্রের কথা বলছি না। এটা তো চলে যাবে ! এটার আবার চরিত্র কি ! এই cheat করা.......... ।

১৭।৯।৭৪ (তদেব ; সন্ধ্যা) [আপনজন সম্বন্ধে আলোচনা।] দাদা :— এক বছর আগে বলেছিলাম। এই এইমাত্র হোল। [ডঃ ব্যানার্জির জ্যেষ্ঠপুত্র সম্বন্ধে] থিসিস্ জমা দিয়েছে ; শীগ্‌গির ডক্টর হচ্ছে। মায়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার একটা সই নিয়ে বাবাকে বড়লোক করার চেষ্টা তাঁর অজ্ঞাতসারে। পরে চিঠি এলো, ২৬ না ৩৬ হাজার পাওনা ; বাড়ী বিক্রী করতে হবে। ছেলে বললো : টাকা খরচ হয়ে গেছে। পরে অবশ্য একটা টাকা পেয়ে গেল। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী ! বলে, আমার প্রারব্ধ। ডঃ সেন : আমরা সবাইইতো আপনার প্রারব্ধ ! দাদা :—সেটা কে বোঝে ?

১৮।৯।৭৪ (তদেব) দাদা :—১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সাংঘাতিক সময়। ১৯৩১ সালেই কবিরাজ মশাইকে একথা বলা হয়। এ রকম একটা প্রলয়ের পরে শত পাঁচ বছর লোক শুধু কোন রকমে খেয়ে বেঁচে থাকে। তারপর শত তিন বছরে সভ্যতার বিকাশ। আরো ৩।৪ শ বছর পরে বুদ্ধ। এবারে যা অবস্থা হবে, একসঙ্গে পাশাপাশি সব মরে যাবে। সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি, নাম নিয়ে থাক্। ...... তিনি না এলে কি এটা আসতে পারে ?

১৯।৯।৭৪ (তদেব) দাদা :—বোম্বে থেকে পিতাজী-মাতাজী ফোন করে বললেন: ওখানে ঘর গন্ধে ভরে গেছে। ঠাকুর ও দাদার ফটো থেকে মধু ঝরছে। ...... মহাদেবের নাকি জটা ছিল। তা হলে জটার বোঝা বয়ে বেড়াতো? না অন্য কিছু করতো? ভদ্রলোক সংসারী ছিলেন। একবার নয়, অনেক বার বিয়ে করেন। জটাটা কি? জট, আটকে রাখা। আগের ওঁরা অচৈতন্য ছিলেন। এ বদমাইস; এ সজ্ঞানে এসেছে। তাই সাধু-সন্ন্যাসীদের বুঝবার চেষ্টা করছে। কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছিল; এখন যা হচ্ছে তা তার চেয়ে অনেক উঁচু ব্যাপার। কারণ. এখানে **space** নাই। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে বললেন: একী! আপনার এই অবস্থা! মহাপ্রভু; কোথায় এসেছি. বুঝছেন না! এই জন্যই এখানে এসেছি। .... গণেশের নাকি হাতীর মত কি ছিল! বেটারা কিছুই বোঝে না। গীতায় কি একটা শ্লোক আছে না? ''সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্'' ॥ (অর্থাৎ এরই **symbol** হোল গণেশ।)

২০।৯।৭৪ (তদেব) দাদা :—এলাম দেবলোক, গন্ধর্বলোক থেকে। যখনি আশা করলাম, তখনি দৈত্য-কারাগারে পড়লাম। ...... জাগতিক দিক্ থেকে নিরানন্দ গোবিন্দ; আসলে কিন্তু মহানন্দ। ...... মহাপ্রয়োজনে লক্ষ্মণকেও বর্জন করলেন। লক্ষ্মণের **ego** এসে গিয়েছিল. সীতার ও তাই। ...... এখন এখানে সাবধান হতে হবে। না হলে কি এখনো লাবড়া-খিচুরী চলবে? (শচীন রায়চৌধুরী সম্বন্ধে) একবার উড়িষ্যায় নিয়ে গেলাম না। কেঁদে ভাসিয়ে দিল। ...... ঔরংজীবের মতো লোক মুসলমান-সমাজে আর হয় নি। সে সিংহাসন চায় নি।

যখন দেখলো, শাজাহানের ১৭ মাসেও paralysis সারলো না, ভাইরা সব হাজার হাজার মেয়ে-মানুষ আর মদে ডুবে আছে, তখন তিনি দেশের কল্যাণের জন্য রাজত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর চরিত্র ছিল একেবারে নিখুঁত। তাঁর একটা সংস্কার ছিল, সে সাত্ত্বিক আহার করতো। মাছ, মাংস, ডিম খেতো না। স্বপাকে খেতো। সে এক আল্লা ছাড়া আর কিছু মানতো না। মন্দির যেমন ভেঙ্গেছিল, মসজিদও ভেঙ্গে ছিল। [ঔরংজীবের আরবী বাণী আবৃত্তি করলেন।] ……… [আপনজনে কথা প্রসঙ্গে জিতেনদা, গোপালদা, সুনীলদা, জ্ঞানদা ও ডঃ সেনের কথা। তার পরে বৌদির কথা।] জীব কি এতো সহ্য করতে পারে ? সে supreme ; সে সব কিছু জানে, তার কথায় কোন lapse নাই। [শ্রীঅরুণ চ্যাটার্জির গান হোল এখানে কি সুখ আছে ? কেবল ওঁকে নিয়ে আছি, এই ভাবনায় সুখ আছে।

২৩।৯।৭৪ (তদেব) দাদা ঃ– পাকিস্থান কেন আক্রমণ করবে ? বাংলাদেশ কি ওদের পক্ষে যাবে ? একটা সমুদ্রের মধ্যে যদি দ্বীপ থাকে, সে কিছু করতে পারে কি ? [পরে কি বললেন. মনে হোল, লাহোর ছাড়া পাকিস্থান সব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ঠিক বোঝা গেল না।] একটা plane যখন উড়ছে, তখন তাকে কি ধরে নাবানো যায় ? দেখ, সামনের যুদ্ধে আবার কি হয় ! World য়ের দুটো শক্তির যে কোন একটা শক্তি যদি এখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, তবে তাকে শেষ করতে করতে নিজেও শেষ হয়ে যাবে।

২৪।৯।৭৪ (তদেব) [দলত্যাগী অনেকে উৎসবে যোগ দেবার আর্জি জানিয়েছে বিভিন্ন লোকের দ্বারা। দাদার অসম্মতি।]

দাদা ঃ— "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপস্যসি" ॥, তখনি মিলন হবে। গীতার অর্থ কেউ বোঝে না। গীতা হোল ধ্যান ; গীতার মানে স্থিতি, ধৈর্য, সংযম। প্রথম শ্লোক না বুঝলে শেষের শ্লোকও 'সর্বধর্মান্' বুঝবে না। "পরিত্রাণায় সাধূনাম্"—আমি তুমি ; আমিই আমাকে উদ্ধার করছি। পবিত্র হতে হবে ; মনটা গঙ্গা না হলে হবে না। জীবের **ego** এসে যায় ; সে কী করে সত্য প্রচার করবে ? মনটা যা কিছু করছে, সবই মিথ্যা। এ ২৪ ঘন্টার ২০ ঘন্টাই সে হয়ে থাকে। ...... জীবকে বললে সে তো শোনে না। একটু ধৈর্য, একটু সংযম। ...... কর্তৃত্ব করে কি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করা যায় ?

২৫।৯।৭৪ (তদেব) দাদা জ্ঞানদাকে রোববার গোমো যেতে নিষেধ করেন ; সোমবার যেতে বলেন। কিন্তু জ্ঞানদাকে রোববারই যেতে হয়। ফলে ভয়াবহ **accident** হয়। মাথা, মুখ, চোখ জখম হয়েছে ; দুটো আঙ্গুল প্রায় **crushed.** সব প্ল্যাষ্টার করা। আজই খবর পাওয়া গেল। অনিল মৈত্রের কাহিনী বললেন। অমিতাভ গুহ ও মধুশ্রী আসেন। দাদা ওদের বলেন :] মহাকারণে এ তোমাদের বাড়ী এসেছে। প্রতি শনি ও রবিবার যেতাম। (ওরা চলে গেলে) তখনি ওদের অন্য আড্ডা থাকতো। তাই ওরা অন্যদিন আসতে বলতো। তখন এ বললো : তাহলে উনি আর যাবেন না। এখন ওরা আবার একে যেতে বলছে। তাতে এ বলেছে, এ আর যাবে না। তোমরা আসতে পারো। ...... বাপ্পা সম্বন্ধে অনিমেষ বলেছিল, ভর্তি তো হোল ; পাশ করতে পারবে না। তখন এ বলে, তাহলে তোমার এর উপরে বিশ্বাস নাই। তাহলে আসা উচিত নয়। আজ

পাশ করেছে জেনে ও শ্যামবাজারে এর কাছে এসে হাজির। খুব বকলাম। বললাম : বোধ হয় তোমাকে ছাড়তে হবে। তুমি জাগতিক সৎলোক হতে পারো ; কিন্তু তোমার নিষ্ঠা নাই। এ দেখছে. তোমাকে হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। কাল আসছে। ইনি যেখানে, সেখানে কাল নাই। কাল যেখানে আছে, উনি সেখানে নাই। আমি রিন্‌কে বলে দিয়েছি। ······ আমি লক্ষ্মণকে বধ করবো, এই ভেবে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করতে গেল ; তাতে যজ্ঞেশ্বর থাকেন কেমন করে ?

২৭।৯।৭৪ (তদেব) এলাম কেন ? ফাক্কার মধ্যে এলাম। ··········কর্ত্তৃত্ব না ছাড়লে কিছু হবে না। মাধবদার শ্বশুর :— আলুয়ালিয়ার (জ্ঞানদা) গত রবিবার (২২।৯) accident হয়। তাহলে গত মঙ্গলবার (২৪।৯) তাঁকে ১১টায় এসে আপনার পা টিপতে দেখলাম কেমন করে ? দাদা :—দুটোই সত্য। [যতীনদা এই জাতীয় কয়েকটা কাহিনী বললেন।] একটা সময় আসে, তখন উনি কাজ ছাড়িয়ে দেন, অথচ কাজ করতেই এসেছি। যত্যার জীবনে তাই ঘটেছে। ······ প্রকৃতিটা তো ছিল না ; উনি করলেন।

২৯।৯।৭৪ (তদেব) দাদা :—আওরংজেব কোন মসজিদেও ঢুকতেন না। ······ অন্ধকূপ হত্যা ইংরেজরা করে সিরাজের নামে চাপিয়েছিল। [Chester Bowles য়ের কথা।] ········· রূপের বড় ভাইয়ের ছেলে শ্রীজীব হয়তো 'প্রভু-ট্রভু' বলেছিল (মহাপ্রভুকে)। মুষ্টিমেয় যে কয়জন দেখেছিল, তাদের তো লিখতে দিল না। কবিরাজমশাই মহাপ্রভু-প্রসঙ্গ তুললে এ বলে : আমাকে

তো মহাপ্রভু কেউ বলে নি ; এ ওসব শোনেনি। চৈতন্যকে ও চিনি না। কবিরাজ বললেন, নিমাই পণ্ডিতকে চেনো না ? দাদা বললেন : হ্যাঁ, তাকে চিনি। শচীমা বললেন : নিমাই ! আমাদের কুলগুরু আছেন। নিমাই : আমি ও দীক্ষা নিয়েছি ; ঈশ্বরপুরীর কাছে। মা ৮০ বছরের বুড়োটাকে (অদ্বৈত) বললেন, ''' ''' । উনিকে 'আমি' বলা যায় না ? ...... স্বভাবে চলে যাওয়াই ভালো। পুকুরের মাছ একটা একটা করে সব তুলতেই হবে। ও শালা সৃষ্টি করেই বিপদে পড়ে গেছে।

১।১০।৭৪ (বাটানগর ঘোষালালয় ; সন্ধ্যা) [বিরাট্ প্যাণ্ডাল হয়েছে। দাদা সেখানেই সোফায় বসে। কলকাতা থেকে বহুজনের সমাগম হয়েছে। স্থানীয় লোকও প্রচুর। অরুণ চ্যাটার্জির গান হোল। তার পরে দাদা ঘরের ভিতরে গেলেন। ডঃ সেনের ডাক পড়লা। দাদা বলা শুরু করলেন :] দাদা :- প্রকৃতির ভিতরে না এসে আস্বাদন হয় না। অমনি struggle শুরু হোল। তাই "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"। পাণ্ডব কারা ? ধর্ম, গদাধর, ... । তাঁরা পঞ্চামৃত, পঞ্চ প্রদীপ হয়ে বুকের চারি পাশে আছে। তখন দ্রষ্টা একমাত্র সঞ্জয়-বিবেক।

২।১০।৭৪ (তদেব) [অজস্র কথা বলেন। বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ করা যায় নি। অবশ্য এটা প্রায় প্রতি দিন সম্বন্ধেই কম বেশি প্রযোজ্য।] সাহিত্যিকেরা বলে, রাধা কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়ো। আসলে কৃষ্ণই রাধা হলেন। কিন্তু, রাধা কৃষ্ণাতীত অবস্থা। (ডঃ সেনের প্রশ্নের উত্তরে) বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা নয় ; কিন্তু, ঐ রকমই। নন্দ-যশোদা আর শচী-জগন্নাথ ঠিক এক নয়। .... (ডঃ সেনের প্রশ্ন) .... কেউ কিছু জানে না।

এ নিজে সেখানে উপস্থিত থাকে। যমদূত বিষ্ণুদূত কারো সাধ্য নাই কাছে যায়। ……… তোরা তো কেউ কিছু বুঝিস্ না, ও পণ্ডিত লোক ; ও বুঝবে। ডঃ সেন :—কবিরাজ মশাইকে বছর দশেক রেখে তাঁকে দিয়ে দাদার philosophy ইংরেজী ও সংস্কৃতে লেখালে সব চেয়ে ভালো হোত। দাদা :—ঠিক আছে ; তাই হবে,—সংস্কৃত আর বাংলায়। [দাদা দুপুরে খেয়ে ডঃ সেনকে ডেকে বললেন :] যা এখানে বসে (দাদার পাতে) খেয়ে নে। [ডঃ সেন খাচ্ছে ; সামনে বিছানায় অর্ধশায়িত দাদা বললেন :] কবিরাজ মশাই জীবিত থাকতে তাঁর লেখা ছাপা যাবে না। তুই ইংরাজীতে ও সংস্কৃতে ওর মতো করে লেখ্ ; সেটা ওকে দিয়ে সই করিয়ে নেব। [বিকালে ফেরার সময়ে মিনুদির বাড়ী হয়ে দাদার বাড়ী। মিনুদির বাড়ীতে দাদা ডঃ সেনকে বললেন :] গোবিন্দের সামনে একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন বলবি না।

৩।১০।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) দাদা :— বাংলাদেশেই ওরা সব জন্মেছেন। ১০ হাজার বছরমনে আছে। [ভুল খবর দেওয়ায় দাদা রেগে গিয়ে সুনীলদাকে পেছনে বসতে বললেন।] ডঃ সেন : ওঁর কি মনে আছে ? দাদা : এটা ঠিক বলেছিস্, অপূর্ব বলেছিস্।

৪।১০।৭৪ (দাদাজী-নিলয় ; সকাল) দাদা :— কৃষ্ণ আর দুর্যোধন hero. দুর্যোধন সজ্ঞানে কৃষ্ণকে জেনেই পরীক্ষা করতে গিয়েছিল, বন্দী করেছিল। সবাই লক্ষ্মণের মাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় ? ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে গিয়েই

অন্ধ হয়েছিল। .... ঠাকুর বলেন, আপনে সাবধান। এ বললো, তুমিইতো আসছো, সবাইকে নিয়ে আছে।

৫।১০।৭৪ (তদেব) দাদা :—এর মতে কীর্ত্তন ও একটা **formality.** নাম তখনি হয়, যখন নিজে করে না। [পুত্র-কথা।] পুত্র প্রসাদ দিচ্ছে। রিচি রোড থেকে যাদবপুর পর্যন্ত শনির দশা চলছে,—২৬ বছর।

৭।১০।৭৪ (তদেব) দাদা :—এ ভণ্ড লম্পট বদমাইস্ জোচ্চোর হতে পারে ; উনি পূর্ণ ; পূর্ণের ও উপরে। ...... ঠাকুর একবার সরায় দুর্গাপূজা করেন। নিত্যানন্দ দুর্গাপূজা করবেন কেমন করে ? তখন দুর্গাপূজা দিল না। পূজা কোন যুগে ছিল কি ? এই ১৬।১৭ শ বছর আগে কিছুটা আরম্ভ হয়। তার পরেই মহম্মদ এসে বাধা দেন। তার পরে শংকর এটা আবার বাড়িয়ে তোলে। চৌধুরীদা :—৩০শে সেপ্টেম্বর দাদা হঠাৎ বললেন : এই মুহূর্তে অনেক দূর থেকে ঘুরে আসা যায় না ? ঐ দিনই আমার ভাই মালদহে সত্যনারায়ণ করে। ঘর গন্ধে ও জলে ভর্ত্তি ; জল চরণ-জল হয়। চারিদিকে লোড্-শেডিং চলছিল। ওর বাসায় ১০ মিনিট বন্ধ থেকে সারারাত জ্বলেছে।

১০।১০।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; সন্ধ্যা) [ডঃ সেনকে] দাদা :—কুলি মজুর খেটে এসেছে ; সামনে বসেন। ব্রাহ্মণকে যজন, যাজন, পূজা করতে কে বলেছে ? ব্রাহ্মণ হোল এক উদ্দেশ্যে ; আমরা তাকে অন্য কাজে লাগালাম। ব্রাহ্মণ হয়েছিল শিক্ষা দেবার জন্য ; আচার্য হবার জন্য। 'যমং পরা দৃষ্টা দত্তা ঋষীণাম্'। আবার

একটা সাধু সম্মেলন ডাক্ ; উৎসবের পরে। এবারে শুধু বসে থাকবে, আর সব ঘটে যাবে। ...... এর বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ সকালে ব্রহ্মচারী ও গুরুজীর দল 'রাম নারায়ণ' গান করতে করতে যায়। একে খুসী করতে চায়। ওতে কি হবে ? ওটাও বাইরের। তবে নামকে অবজ্ঞা করতে পারি না। ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট্ তো নয়। শংকর কি নিজেকে গুরু বলেছে ? শংকরইতো পাইনটা মারলো ; কয়েকটা মঠ করলো আর কিছুটা পূজা। এই দেহটাই যখন আমার নয়, তখন আপনজন আবার হবে কেমন করে ? মানুষগুলা কিছু কি দেখছে, শুনছে, গন্ধ নিচ্ছে ? সব অসভ্য।

১১।১০।৭৪ (তদেব) (ডঃ সেনকে) দাদা :—চুল কাটছেন নাকি ? আমিও চুল কাটুম্ পূজা আসছে ; মেয়েরা আছে। [ডঃ সেন কি অপ্রতিভ হোল ?] কলির জীব একটা ডাক দিতে পারলেই হোল।

[দাদার শরীর খারাপ ; মাথা ঘুরছে। ডঃ মুখার্জি দেখে বললেন, পেটে গ্যাস্ হয়েছে। সুনীলদা বললেম, নিশ্চয় ননীগোপালদার শরীর খারাপ হয়েছে ; তাই দাদা টেনে নিয়েছেন। আরো বলেন, O.C. মাধবদার ছেলের যেদিন accident হয়, সেদিন ওকে নার্সিং হোমে দিয়ে তারা দাদার কাছে যায় রাত ১০৷৷০ টায়। ডাক্তার জবাব দিয়েছে। দাদা অনেক পরে নেবে বল্লেন, পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল ; তাই নাবতে পারেন নি। ছেলেটি পরে সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরে।]

প্রহ্লাদকে নারদ নবপত্রে দীক্ষা দিলেম। দিক্ষা মানে দর্শণ। নবপত্র মানে তখনকার কাগজ। মহানাম ফুটে উঠলো, পরে আবার

মিলিয়ে গেল। ………… 'কৃপা হি কেবলম্' বলে। এসবই বাহ্য। কৃপা আবার কি? তাঁকে নিয়েইতো আছি। পণ্ডিতদের কাছে শেখা বুলির আচরণ। কিংকর হবে কেন? তিনিইতো আমি।

১৪।১০।৭৪ (দাদা-নিলয়; রাত্রি) দাদা :—সাধু-সম্মেলনে (৩০শে অক্টোবর) দাদা যাবেন না। এ গুলা কি সাধু, না ভূত? সন্ন্যাস কোথায়? ধর্লাম কি যে ছাড়বো? জীব উৎসব করে কী করে? একটা বই লিখে ফেল্, অনেক কথা তো শুন্লি।

১৫।১০।৭৪ (তদেব; সকাল) [নানা আলোচনার পরে দাদা ১২॥০ টায় শ্রীঅনিমেষালয়ে গেলেন। ডঃ সেন প্রভৃতি সমবেত অনেকে কিছু পরে সেখানে উপস্থিত। আরো অনেকে আগেই এসেছেন। দাদা মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে শ্রীঅনিমেষ-নন্দন বাপ্পাকে পূজার ঘরে বসিয়ে বাইরের ঘরে এলেন। সেখানে ২৫।৩০ জন অভ্যাগতের সমাগম। দাদা মিনিট দুই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থেকে ডঃ সেন ও ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জিকে পূজার ঘরে যেতে বললেন। সেখানে দেখা গেল, ঘর গন্ধমদির। মেঝেতে গন্ধজল; দেয়ালেও। বাপ্পার গেঞ্জির পিছনে মধু-র ছাপ, কাপড় ভিজা। বললো, ওর মাথায় জল পড়েছে; পিঠে কে যেন হাত দিয়েছিল। ওর অবস্থা বিহ্বল। ভোগের সামগ্রীর মধ্যে পায়েসে আঙ্গুলের গভীর দাগ, পোলাউয়ে লম্বা আঙ্গুলের টান, আর একটা বেগুনভাজা ছেঁড়া। পরে সকলের প্রসাদ-সেবন।] [বিকাল ৫টা নাগাদ ডঃ সেনকে ডাকলেন। তার হাতে কবিরাজ মশাইয়ের 'বিজিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি দেখে বললেন :] এসব আবার কী! আমি যখন বলতাম, তখন

কবিরাজ মশাই মেনে নিতেন। ডঃ সেন :—যে যত বড়ো পণ্ডিত, তার তত বেশি সংস্কার। [দাদা জ্ঞানগঞ্জের কথা— **hypnotism** ইত্যাদি শিখায়, ভূতুড়ে জায়গা ইত্যাদি বললেন। পরে ডঃ সেন বাইরের ঘরে গেল।] [অনেক পরে বাইরের ঘরে এসে দাদা বলতে লাগলেন :] উনি তরঙ্গ অবস্থায় আছেন ; তাই আমরাও তরঙ্গে আছি। উনি নিস্তরঙ্গ হলেই মৃত্যু। **Class III** থেকে **V** য়ে, আবার **V** থেকে **VII** য়ে ডবল প্রোমোশন পান। কুষ্মাণ্ড পড়ে শব্দ করে, না শব্দ করে পড়ে, এই নিয়ে দাদা নোতুন ব্যাখ্যা করেন **Class III** তে পড়ার সময়ে **IV** য়ে মেঘনাদবধের 'এতোক্ষণে অরিন্দম কহিল বিষাদে' ইত্যাদির নোতুন ব্যাখ্যা করেন। .... বঙ্গ ভট্টাচার্যকে দাদা বলেন : দুর্গা পূজাটা কবে ছিল ? কোন্ রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করেছিল ? চণ্ডীর সঙ্গে দুর্গার কি সম্পর্ক ?

বঙ্গ :—তুমি এসব কার কাছে জানলে ? দাদা :—অন্যের কাছে শুনে বা পড়ে এ জানে না। মাষ্টার মশাইরা মারতে এলে এ বলতো :—পরীক্ষার ফল দেখে বিচার করবেন। বঙ্গ ভট্টাচার্য এর কথা শুনে অবাক্। পরের দিন বললেন : আমি এ বাড়ীতে পূজা করবো না ; আমার ভাইপো করবে। কেন করবেন না, কাউকে বলেন নি। উনি সপ্ততীর্থ—ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ এবং বাংলা-দেশের একজন সেরা পণ্ডিত ছিলেন। বলতেন :—তুমি তো পড়া-শুনা করলে না। তোমার অদ্ভুত মেধা। এখানে আদ্য, মধ্য, উপাধি পড়ো। .... কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ খালি হোল। এ ডঃ নাথের সঙ্গে দেখা করলো। নাথ :—আপনি কোত্থেকে এম্, এ পাশ করেছেন? দাদা :—

বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি থেকে। কবিরাজমশাইয়ের ছাত্র। নাথ 'মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্' ব্যাখ্যা করতে বললেন প্রার্থীদের। দাদা নোতুন ব্যাখ্যা করলেন। সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়া থেকে, মধুকৈটভ থেকে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। নাথ appointment letter দিলেন। মাকে দেখিয়ে এ বললো : তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করলাম। সবাই পড়াশুনা করে পাশ করে অধ্যাপক হয়। এ না পড়েই অধ্যাপক হোল। তিন মাস পরে বেনারস থেকে কবিরাজমশাইর প্যাডে পদত্যাগ পত্র পাঠালো। তোদের সংস্কৃত আর মাদ্রাজী সংস্কৃত (অর্থাৎ তামিল ?) মিলিয়ে আগের সংস্কৃত ছিল। এখন কার মতো নয়। ············ প্রেম ছাড়া পথ নাই, নাম ছাড়া গতি নাই। সবটাইতো তিনি ; তিনিই তিনি ময়। ধ্যানটা কি ? ········· 'অনাশ্রিত : কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণ চাক্রিয়ঃ ॥' আসক্ত হয়েই কর্ম করতে হয়। নিয়ন্ত্রণটা মেনে চলতে হবে। উনি পাঠিয়ে দিলেন একটা বাড়ীতে। এইটার (দেহটার) কথা বলছি ! সেটার নিয়ম মেনে চলতে হবে। সবটা তাঁকে ধরে দিলেই তো হোল। তোমাকে নিয়েইতো আছি। [ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জিকে খুব বকাবকি করে বললেন :] এ সবাইকে ভালোবাসে, তারা বাসে কিনা জানে না। এর ইচ্ছা, ও আরো কিছু দিন থাকুক্। তোরা না চাইলে আর কি হবে ? ওকে শিশুর মতো শাসন করতে হবে, মারতে হবে। [কনিষ্ঠা—অনামিকা মুদ্রিত অবস্থায় প্রসারিত করতল দেখিয়ে দাদা কি যেন বলতে চাইলেন, ডঃ সেন বুঝলো না।] ······ ৫০০ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। ········· শিশুপাল-বধটা কি ? রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে ; মস্তানরা এসে কৃষ্ণকে বললো :

আপনি ঠিক বলছেন না। তখন কৃষ্ণের কথায় তাদের leader এসে মাথানত করলো ; তাই শিশুপাল বধ।

১৬৷১০৷৭৪ (তদেব ; রাত্রি) [দাদা প্রায় রাত ৮৷৷০ টায় বাসায় এলেন ; এসেই নীচের হলঘরে। সেখানে তখন ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জি, ডঃ করুণা রায়, যতীনদা, শ্রীঅনিল ব্যানার্জি, সস্ত্রীক ডঃ সেন, মঞ্জু ভাণ প্রভৃতি উপস্থিত। হরি ভাণ ও চিত্রা ভাঁণ পরে আসেন। দাদা খাটে বসে বলতে আরম্ভ করলেন :] 'ধর্মক্ষেত্রে' কথাটার অর্থই কোন জ্ঞানী গুণী বোঝে না। সাধুসন্তুতো কিছুই বোঝে না। উনি পাচ্ছেন, তাই 'ধর্মক্ষেত্র' ওটাকে গৃহযুদ্ধই ধর্ না ; তাই কুরুপাণ্ডব দিয়ে বুঝানো হোল। .... মহাপ্রভু কিছুদিন বৃন্দাবনে ছিলেন ; মাঝে মাঝে নাম করতেন। বললেন, যেখানে নাম, সেখানেইতো বৃন্দাবন। সেই থেকে শুরু হোল, এটা অমুক বন, ওটা ওমুক বন ইত্যাদি। আজ সকালে একজন ৮৪ ক্রোশ বৃন্দাবনের কথা বললো। আরে, বৃন্দাবন কি একটা individual palace ? সে তো অনন্ত। ক্রোশ মানে আঙ্গুল ; দেহটা সাড়ে তিন হাত। .... [আপনজনের কথা। যতীনদার ছেলে কাণ পুড়ে গেছে। সেই সম্বন্ধে বললেন :] ওর আশা ছেড়ে দাও ; ও টাকাও আর পাবে না। তুমি টাকা দিয়েছো ; কাজেই তোমাকে ভুগতে হবে। What right you have to misuse ? এর কি ভূত, ভবিষ্যৎ আছে ? সব বর্ত্তমান। কে প্রেম করছে, এ সব জানে। একজনের কথা বলে সবাইকে সাবধান করা হচ্ছে। [ডঃ সেনের ভ্রাতৃপ্রীতির কথাও বললেন। পরে বললেন :] তুই একবার কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যাস্। উনি 'ধর্মক্ষেত্রে কুরু-

ক্ষেত্রে'-র ৩২ টা ভাগ দেখিয়েছেন। বেশি পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেবল জ্ঞানগঞ্জের কথা বলতো।

১৭।১০।৭৪ (তদেব) [আজ বিকেল ৪॥০ টায় রাসবিহারী এভিন্যুতে ত্রিকোণ পার্কের উল্টোদিকে শ্রীজয়দেব দত্তের ফটোগ্রাফিক ষ্টুডিয়ো দাদা উদ্বোধন করেন। দাদা স্বপ্নে ওকে card দিয়ে বলেন: সত্যনারায়ণের কাছে নাম চা। তখন 'স্বয়ংবর' নামটা card য়ে ফুটে উঠলো। অকল্পিত নাম—গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। ওখান থেকে ডঃ সেন দাদালয়ে গেল সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ। দাদার কথা শুরু হোল কিছু পরেই।] 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা; পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥' 'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥' কৃষ্ণ নিজেকে কখনো ভগবান্ বলেন নি; যখন তিনি বলেছেন, তখন তিনি বিষ্ণু, তোদের ভাষায়। নিমাই পণ্ডিত খুব বাবু ছিলেন,—তখনকার রীতি অনুযায়ী। তবে তিলক-টিলক কাটেন নি, গেরুয়া-নেংটি পরেন নি। ওসব ১০০।২০০ বছর পরের তৈরী। যে নিমাইর দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তাঁর সম্বন্ধে দুই একজন ভক্ত লিখতে গিয়েছিল। তখন উনি বল্লেন: তাহলে কুকুর হয়ে জন্মাবে। উনি নিজে একটা বই লিখে ছিঁড়ে ফেলে দেন। তবে রূপ-সনাতনের কথা এ জানে না। তারা নবাবের তাঁবেদার ছিল। তোরা অর্থসচিবাদি বানিয়েছিস। তারা নবাবকে বললো: এ কাফের। হিন্দুদের বিদ্রোহী করছে, আর মুসলমানদের হিন্দু করতে চাইছে। তখন তাঁকে মেরে ফেলার জন্য জগাই-মাধাইকে লাগানো

হোল,—জগদানন্দ, মাধবানন্দ। তা হোল না। নবাব তাঁকে দেখে থমকে গেলেন, তবু বললেন : আমার রাজ্যের বাইরে তুমি যে কোন জায়গায় থাকতে পারো। বাণিজ্য-সচিব আর অর্থ-সচিব যার সহায়, তার **transpartation for life** হতে পারে ? দুবার **conviction** হয়েছিল, ২।৩ বার বন্দী করেছিল। তাঁকে ঢিল কাদা মেরে তাড়িয়েছিল। উনি চলে যাবার অনেক পরে তাদের অনেকে বললো : দেখেও চিনতে পারেন নি ? তখন তারা বৃন্দাবনে গিয়ে এখানে একটা চালা করলো, সেখানে একটা চালা করলো,—যেখানে যেখানে মহাপ্রভু ছিলেন। বৃন্দাবনটা কোথায় ছিল ? মথুরাটা অবশ্য ঠিক ছিল। তারা জপ-তপস্যা করলো কবে ? তারা বই লিখলো কবে ? তাদের এক বড় ভাই ছিল। তার ছেলে শ্রীজীব কিছু লিখেছিল। উনি বলেন, "মায়া-অংশে কহে তারে নিমিত্ত কারণ। দেহ নহে, যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥" আর ওরা বলে, "দণ্ডচক্রাদি ঘটের কারণ।" তোমরা ওদের গোস্বামী বানিয়েছ। তাদের ডাকলেই রাধাকৃষ্ণ একেবারে কোলে এসে বসবে। ডঃ সেন :—সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে ঠাকুর রূপমঞ্জরী ও রতি-মঞ্জরীকে নমস্কার করেছেন। দাদা :—রতিমঞ্জরী কে ? প্রেমের পরে যে রতি, তাই। আর অরূপটাই রূপ হোল। তাঁদের তো আমিও প্রণাম করি। আবার বিষ্ণুশর্মা বিষ্ণুপ্রিয়া—আস্বাদন চলছে। নিত্যানন্দ কে ? নিতাই যিনি আনন্দ করছেন। অদ্বৈতাচার্য অনেকটা কবিরাজ মশাইয়ের মতো। বলতেন : ওঁর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। তার পরেই ভাবতো, এতো আমার ছাত্র। তবে ভালোবাসতো। ……… মঙ্গলবার অনিমেষের বাড়ী যখন পূজা হয়, তখন ভাবনগরে, বোম্বেতে নায়েকের বাড়ীতে এবং অভির

বাড়ীতেও পূজা হয়। [ডঃ সেনকে ঠাট্টা] জ্ঞানী-গুণী লোক। (অভিদাকে ফোন করে) ননীদা শুধু ইংরাজী আর সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন; এমন সংস্কৃত বলছেন যে··· ·····। কপিল সাংখ্য রচনা করলো আমি বললাম: কপিল! এ কী করেছো! তখন কপিল সাংখ্য ত্যাগ করে মুনি হলেন।

১৮।১০।৭৪ [গত মঙ্গলবার শ্রীবলরাম মিশ্র সপরিবারে লণ্ডন থেকে ফেরার পথে **air-port** যে দেখেন; **Pass port** নেই। পরমার্ত্তিতে দাদাকে স্মরণ; দাদার আবির্ভাব কয়েক সেকেণ্ডের জন্য; অঙ্গগন্ধের সঞ্চার। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে ওদের **Passport** করে দেন। আজ তাঁরা সকালে এসে দাদাকে প্রণাম করে গেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, বলরাম-জায়া বাসন্তীই সেই বাসন্তী, যাঁর সম্বন্ধে দাদা বলেছিলেন: উড়িষ্যা এসেছি বাসন্তীর জন্য। ডঃ সেন সন্ধ্যায় দাদালয়ে গেল। দাদা প্রায় পৌনে ৯ যে বাসায় ফেরেন। এসেই কথা বলা শুরু:] দেখ্, ক্ষণে ক্ষণে আমি অনন্ত চক্র দেখছি। এটা কিরে? মেঘ দেখলেই নাকি মহাপ্রভু কাঁদতেন, সমুদ্র দেখলে ঝাপিয়ে পড়তেন! এসব কি? উনি যে মহাপ্রভুকে চেনেন, সে এরকম করতে পারে না। তিনিতো সর্ব-ভূতেই তাঁকে দেখবেন; শুধু মেঘ বা সমুদ্র কেন? তাহলেতো অমাবস্যা দেখলেও কাঁদবেন! যিনি স্বয়ং, তিনি এখান থেকে চলে যাবার জন্য কাঁদেন, **adjust** করতে পারেন না। ············ বামনকে বামনীরা খুব ভালবাসে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কি আলাদা থাকতে পারে? ব্রাহ্মণী কে? রাধারাণী ছাড়া কি কেউ ব্রাহ্মণী হতে পারে? ········· অনন্তের রূপটাই নীল; তাতে যে রূপই

দেওয়া হোক্ না কেন, নীল দেখাবে। ……… কলিযুগে এ **steady.** শুয়ারদের বুঝতে হলে আরেকটা শুয়ার চাই। শুয়ারদের দলপতিদের স্বার্থ নাই।

২০।১০।৭৪ (দাদালয় ; পূর্বাহ্ন) [ব্রহ্মসূত্র নিয়ে আলোচনা।] তুমি-আমি, আমি-তুমি। এখানে এসে তাঁকে, সুত্রটাকে ধরে রইলাম। যোগসূত্রটা রইলো। 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপস্যসি ॥' ……… তোমরাইতো বলো, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥'

২১।১০।৭৪ (দাদা-নিলয় ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সুদর্শনম্, ডাঃ বোস, ডাঃ ভদ্র, ডাঃ সাবিত্রী রায়, সপত্নীক কামদারজী এবং আরো অনেকে উপস্থিত। দাদা ১০ টায় নীচে নাবলেন। নেবেই বলতে লাগলেন :] সকালে এক পরিচিত ভূতসিদ্ধাই এসেছিল। বছর দুই আগে সে একে চেলা করতে চেয়েছিল। এ তাকে তখন বলে, ভূতের কারবার ছেড়ে নাম করো ; না হলে বিপদ্। তাই আর আসেনি। আজ এলো বিপদে পড়ে। বললো : ভূতের সাহায্যে ১৭ হাজার টাকা পেয়ে বাড়ীতে **locker** য়ে রাখি। আজ দেখি, সে টাকা নাই। এ বললো : তোমাকে তো এ সম্বন্ধে বলেছিলাম ; তুমি শুনলে না। এর পরে এতো উৎপাত করবে যে বাড়ীতে টিকতে পারবে না। আচ্ছা, এক কাজ করো। এর নাম করে ১০ টা ১০ টাকার নোট **locker** য়ে রেখে দেখো, নেয় কিনা। ও কথা শুনবে না। সাংঘাতিক বিপদে পড়ে ও একে ওর বাড়ী নিয়ে যাবে ; তখন কাঁধের ভূত ছেড়ে যাবে। মানুষ তো কথা শোনে না ; অথচ

মানুষ মানে জ্ঞানবান্। ...... যজ্ঞটা কি ? মন হচ্ছে **King of the body** ; ক্রোধটা তার আগুন ; সে আগুন জ্বালাতে হবে ; **force** দিয়ে নয়, প্রেম চাই। প্রেম হলেই যজ্ঞ হোল, যজ্ঞ হলেই দান হোল ; দান হলেই তপস্যা ও হোল। [মানা বোস কি যেন দাদাকে বললো।] দাদা :—ইন্দিরা গান্ধী আসবে ! তাহলেই পাইনটা মারবে। এ দিকে **case** চলছে। .... (কামদারজীকে) ইধার আউর ভি **world** হ্যায়। ইস্ লিয়ে বারবার বোলতা, এসব জায়গামে ঘুম্‌তা। (ডাঃ বিনায়ক রায় কার্সিয়াং থেকে আসবেন আজই। দাদা তাঁর স্ত্রী ডাঃ সাবিত্রী রায়কে কে বললেন :) কার্সিয়াং কেতনা দূর ? না, **Dr. Roy** তো রওনা হয়নি ; দুজনের সঙ্গে কথা বলছে। (ডঃ সেন প্রস্থানোদ্যত।) দাদা :— বিকালে আসবি তো ? কালোমানিক আসবে ? (ডাঃ বোসকে) ও চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি আমাকে সরিয়ে এখানে বোসতে পারে ! কামদারজী :—আপ্‌কা আশীর্বাদসে হোগা। দাদা :—কোন্ আশীর্বাদ করেগা ? কামদারজী—আপ্‌কী কৃপাসে হোগা। দাদা :—কৃপা ! কৃপাতো সাথমে লে আয়া।

(রাতে সোয়া ৮ নাগাদ ডঃ সেন দাদালয়ে। মাইজী (কামদার-পত্নী) ও অভি ভট্টাচার্য উপস্থিত। অভিদা দাদার কিছু কিছু অলৌকিক প্রকাশের কথা বললেন :) একদিন সকালে দেখি, সারা বাড়ীতে পাউডার ছড়ানো। আরকদিন দেখি, চারিদিকে সিগারেটের ছাই। একদিন দেখি, পর পর ৫টা দেশলাই কাঠি পড়ে আছে। আরেকদিন দেখি, আলমারি থেকে সব **cassette**, কাগজপত্র ইত্যাদি সব ঘরে ছড়ানো। ঘড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না ;

পরে ওটা একটা কাগজের তলায় দেখলাম; অথচ একটু আগে ওখানে কোন কাগজ বা ঘড়ি ছিল না একদিন চারটে চিঠি লিখে টেবিলে রেখে দিয়েছি। পরের দিন দেখি, দুটো চিঠি নেই। পরে সে দুটে' একটা বইয়ের ভিতরে পাই। রুবিদি বাগানে গোলাপফুল তুলতে যাচ্ছেন। দাদা তাঁর ভিতরে বললেন, আমার গোলাপ তুলো না। পরে দেখেন, সেই গোলাপ মাটিতে পড়ে আছে। একদিন লাউ কেটে দেখেন, রক্ত পড়ছে। একদিন মাছ ভাজছেন, দাদা বললেন, আমাকে ভাজছেন। ডঃ ললিত পণ্ডিতের মা দিল্লীতে মারা গেছেন। ডঃ পণ্ডিত এবং তাঁর সাংবাদিক বড়ো ভাই বোম্বে থেকে দিল্লী গিয়ে যাতে মায়ের শেষ কৃত্যে অংশ নিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে মৃতদেহ পরের দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত রেখে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু, পণ্ডিত ট্রেনের টিকিট পেলেন না; প্লেনের টিকেট ও না পেয়ে আমাকে বললো। আমি **plane** টিকেটের ব্যবস্থা করলাম ফোন করে। ওরা **aerodrome** য়ে গিয়ে টিকেট পেয়ে **plane** য়ে উঠলো। **Plane**-টা জয়পুর হয়ে দিল্লী পৌঁছাবে বিকেল ৪ টায়। কাজেই ওরা ধরে নিল, মাকে দেখতে পাবে না। **Plane take off** করার কিছু পরে হঠাৎ **announce** করা হোল, এটা **direct** দিল্লী যাবে। দিল্লী পৌঁছালো ৩৷৷০ টায়; ওরা মাকে দেখতে পেলো। **Plane** দিল্লী থেকে জয়পুরে গেল। জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রীদেবী সেই **plane** য়ে ছিলেন। তিনি **formal complaint** করেন। **Enquiry** করে কারণটা জানা যায় নি। একমাস পরে **enquiry** করেও কারণ জানতে পারি নি। **Air officer** বলে, কারণটা ঠিক করা যায় নি। দাদা:—অভ্যার মাথাভাই খারাপ হৈয়া গ্যাছে। এ সব কী ভূতুরে ব্যাপার! কি

বলেন ডঃ সেন, জ্ঞানী-গুণী লোক! ডঃ সেন :—হ্যাঁ, ভূতুড়ে তো বটেই! তবে সে ভূতটা ভূমার, না ভূমির, তাই ভাবছি। দাদা :— শুয়ার! তদ্গতা হলে এ রকম ঘটে।

২৩।১০।৭৪ (সোমনাথ হল ; কেয়াতলা লেন) [১৯৭৪ সাল থেকে বার্ষিক মহোৎসব ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা সোমনাথ হলে হতে শুরু হয়। তদুপলক্ষ্যে উড়িষ্যা থেকে বহু ভক্ত-সমাগম হয়েছে। বিহার, য়ু-পি, গুজরাট, বোম্বে, মদ্রাজ থেকেও অনেক ভক্ত এসেছেন। এসেছেন বাটানগর থেকে শ্রীদীনেশ চক্রবর্ত্তি-প্রমুখ জনা ৪০ একনিষ্ঠ ভক্ত। কলকাতার উপকণ্ঠ হাওড়া প্রভৃতি এবং বর্ধমান থেকেও কিছু ভক্ত এসেছেন। সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য দাদা সকাল ৫টা নাগাদ এলেন। ৫।০ টায় বাল্যভোগ দেওয়া হোল। তারপরে ৬৷৷০ নাগাদ দাদা চলে গেলেন। দাদা আবার সোমনাথ হলে এলেন দশটা নাগাদ। আজ মহোৎসব ; পূজা হবে দুপুরে। আজ পূজার ঘরে বসবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। উনি এলেন প্রায় পৌনে বারোটায়। জাষ্টিস্ এস্, কে, রায়ের সঙ্গে উনি কিছুক্ষণ কথা বললেন। পরে দাদা ওঁকে পূজার ঘরে নিয়ে মহানাম দিলেন এবং পূজায় বসিয়ে দিয়ে নিজে হলে চলে এলেন। ১২৷৷০ টা নাগাদ দাদা পূজার ঘরের দরজা খুলে ওঁকে বের করে নিয়ে এলেন। তখন পূজার ঘর জল-প্লাবিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন, অঙ্গগন্ধের উৎসার, সত্যনারায়ণ পট থেকে মধু-র নির্ঝর। জল চরণ-জল এবং দুধ ক্ষীর হয়ে গেছে। শ্রীজগজীবনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চন্দন গড়িয়ে পড়ছে। চোখ খোলা অবস্থায় উনি মাথায় জল পড়া এবং জ্যোতির ঝলক দেখেছেন। দাদা শূন্য

থেকে ওঁকে একটা সোনার লকেট দিয়েছেন। পূজার ঘরে উনি একটা লিখিত **massage** ও পেয়েছেন। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। দাদা ওঁকে নিয়ে দোতলায় নিজের বিশ্রামের ঘরে গেলেন।]

[সন্ধ্যা ৫॥ টায় দাদা আবার সোমনাথ হলে এলেন। বহিরাগতদের সঙ্গে দাদার ঘনিষ্ঠ আলোচনা হচ্ছে। তা দেখে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে ৫০০ বছর আগের কথা, যখন মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে সমাগত গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গের ভক্তদের আদর-আপ্যায়ন করতেন। এখন যেটা হচ্ছে, তা উল্টোরথের পালা। যাই হোক্ আলাপ-আলোচনার পরে শ্রীঅরুণ চ্যাটার্জী গানের টেপ বাজানো হয়। পরে দাদার নির্দেশে **Orisra** র **P. S. C.**-র **Chairman** শ্রীচিন্তামণি মহাপাত্র, কামদারজী, অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চ্যাটার্জি, ডঃ এম্, এন্, শুক্ল, শ্রীচন্দ্রমাধব মিশ্র. ডঃ সেন ও **West Bengal** য়ের **Director Public Prosecutior** শ্রীবারীণ ঘোষ দাদার জীবনদৃষ্টি এবং স্ব স্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন। রাত ৯॥০ টায় দাদা বাসায় চলে গেলেন।]

২৪।১০।৭৪ (সোমনাথ হল) [আজ বার্ষিক শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা। পূজা হবে রাত্রে। কিন্তু, পূর্বাহ্নে ও দাদার সান্নিধ্যে প্রচুর জন-সমাগম। দাদা কামদারজীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন :] যজ্ঞটা কি ? এই আঁখ জ্বালানেকা লিয়ে। ········ ১২ বরষ আসন-প্র্যাণায়াম কিয়া **body** কে নিয়ে, উন্‌কে লিয়ে নেহি। এক সিদ্ধিমাতা থা ; ৯৫ বরষ ওমর থা ; বহুত জপ-তপস্যা কিয়া। লাহিড়ীমশাইকা স্ত্রী এত্‌না ঘোমটা দেকে গঙ্গাস্নানমে যাতা ; ১০৫

বরষ ওমর থা। হাম তো একরোজ এইছে ঘোমটা তুল্ দিয়া ; বোলা, তোম তো বহুত খুপসুরৎ হ্যায় ! আদমী লোক বোলা, কিস্কা জেনানা নেহি জানতা ; একদম খতম কর্ দেনা। উন্কা বড় লেড়কা কা ওমর ৮৪ বরষ থা। ও উন্কা লেড়কা, উন্কা নাতি সব নাম লে লিয়া। যজ্ঞ লেকে আয়া। .... (কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলছেন :) কৃষ্ণ মণিপুর যাকে এক লেড়কাকো বোলা ঃ যব অর্জুন তোমরা মাতাকো কুলটা বোলেগা, তব্ এই বাণ ছোড়েগা। হাম্ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ হায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, অশ্বমেধযজ্ঞ, মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়া ইস্কা দুস্রা অর্থ হ্যায়, সাংঘাতিক অর্থ হ্যায়।

[পূর্বাহ্নে **sitting** শেষে দাদা মিনুদিকে (ডাঃ মধুসূদন দে-র স্ত্রী মিনতি দে) নিয়ে বাসায় গেলেন। মিনুদি দাদাকে রান্না করে খাওয়ালেন ; পরে দাদার নির্দেশে নিজেও খেলেন। একটু পরেই মিনুদির পেটে ব্যথা শুরু হয়। মধুদা তারাতাড়ি তাঁকে বাড়ী নিয়ে যান। ২।।০ টা নাগান মিনুদির **seuere stroke** হয়। ডাঃ মধুদা হতাশ হয়ে অনিমেষদাকে ফোন করে বললেন, মিনুদি চলে যাচ্ছে। চারিদিক্ **waterlogged.** কোন ডাক্তার আসতে চাইছে না। ডাঃ সুনীল সেন ফোনে **Instruction** দিয়েছেন ; **P. K. Sen** ও আসতে চাইছেন না। অনিমেষদা অগত্যা তাড়াতাড়ি সোমনাথ হল থেকে ডঃ সমীরণ মুখার্জিকে (**general physician**) নিয়ে সেখানে গেলেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। মধুদা বার বার দাদাকে ফোন করে যাচ্ছেন। কিন্তু, দাদা বিশ্রামের অজুহাতে এড়িয়ে যাচ্ছেন। দাদার বিকেলে ৫টা নাগাদ সোমনাথ হলে যাবার

কথা পূজার ব্যবস্থা করতে। তাই দাদাকে সোমনাথ হলে নিয়ে যাবার জন্য পুত্র অরবিন্দ, ভাইকে নিয়ে কামদারজী ৪টা নাগাদ দাদার বাড়ীতে উপস্থিত। দাদা কামদারজীর সঙ্গে আলাপরত। মধুদা বার বার দাদাকে ফোন করছেন। দাদা বাহ্যতঃ নিশ্চল, নির্বিকার। দাদা :—কটা বাজে? কামদারজী : ৪টা বাজে। দাদাজী! চলিয়ে না; মিনুদি তো বহুত পিয়ারী হ্যায়, আপ্‌কা; উন্‌কো বাঁচা দিজিয়ে। দাদা :—আভি নেহি। প্রেমে আনত একটি বিকচ পুষ্প ঘড়ির তালে তালে দিনাবসানের বেদিতলে লুটিয়ে পড়ার মহারাসে চলেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু, দাদা নিরুত্তাপ। অনেক, অনেক সময় কেটে যাবার পরে হঠাৎ দাদা উচ্চকিত হয়ে শুধালেন: কটা বাজে? কামদারজী: ৫ বাজ্‌কে ২৫ মিনিট। আবার কটা বাজে? উত্তর :—৫ বাজ্‌কে ৫০ মিনিট। দাদাজী! আভি চলিয়ে না! মিনুদিতো আপ্‌কা কলিজা হ্যায়। উত্তর মেলে না। কিছু পরে আবার, কটা বাজে? কামদারজী :—৬ বাজে। দাদা :—আভি চলিয়ে। ৭-৩০ বাজে সোমনাথ হল যায়েগা। চেতনার তিমির-তীর্থে যাত্রা শুরু হোল। পথে ডাঃ পি, পি, কে, সেনের সঙ্গে দেখা উনি রোগিণীকে দেখে ফিরছিলেন বললেন, **B P. record** করা যাচ্ছে না; **pulse** পাওয়া যাচ্ছে না; কোমর অবধি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; নাকের ডগা নীল। **Complete heart block, infraction of anteriar and hosteriar walls.** কাজেই কোন আশা দেখছি না। বড় জোর আধ ঘণ্টা। **Injection** দিতে দিচ্ছে না, ওষুধ খাচ্ছে না। শুধু দাদাকে একবার দেখে চলে যেতে চাইছে! দাদা সেখানে পৌঁছে মিনুদিকে একনজর দেখে উপস্থিত ডাক্তারদের মিনুদির অবস্থা

শুধালেন। তাঁরা বললেন, B. P. record করা যাচ্ছে না। উপরেরটা 56 ; নীচটা record করা যাচ্ছে না। দাদা মিনুদিকে একবার touch করে বললেন, এবার দেখোতো! দেখা গেল, pressure 65/40. দাদা তখন ডাক্তারদের ঘরের বাইরে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মিনিট ২ পরে ডাক্তারদের ভিতরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন। পরীক্ষা করে তাঁরা সবিস্ময়ে বললেন, 90/60. দাদা :—কত হলে বেশ ভালো হবে? উত্তর ঃ— 115/80. তখন দাদা ওদের বের করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। ৫ মিনিট পরে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলো, B. P. সত্যিই 115/80 হয়েছে। আবার ওদের বাইরে যেতে হোল এবং দাদা দরজা বন্ধ করলেন। ২ মিনিট পরে খুলে বললেন, এবারে দেখো। দেখা গেল, B. P. 125/90 হয়েছে। তখন দাদা বললেন : আজ পূজার দিনে ও চলে যাবে? বাঙ্গালীদের মধ্যে তো ঐ একটা! মিনুদির বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ঃ মেমে! একটা মা চলে গেছে। তুমিও চলে গেলে চলবে কেমন করে? ৫।৭ বছরতো থাকতে হবে! ডাক্তারদের বললেন : এবার তোমরা চিকিৎসা করো। তখন injection দেওয়া হোল।]

[রাত ৭॥০ টায় দাদা সোমনাথ হলে এলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ, বিশেষতঃ বাহিরাগতদের, সঙ্গে দাদা নানা বিষয় আলোচনা করছেন; বিস্রম্ভালাপও চলছে। পূজা আরম্ভ হতে প্রায় রাত ৮॥০ টা। কামদারজীকে পূজার ঘরে বসিয়ে দেবার আগে কীর্ত্তন বন্ধ করতে বললেন। অহংকারের কসরৎ হচ্ছিল। পরে সমবেত সবাইকে সাধারণ ঢংয়ে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি কীর্ত্তন করতে বলে দাদা

উপরে চলে গেলেন। রাত ৯টা নাগাদ দাদা কামদারজীকে পূজার ঘর থেকে হলঘরে নিয়ে এলেন জনারণ্যের মাঝে। তখন কামদারজী তাঁর পূজার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন :– **Gust of wind.** বাঁদিকে জোর করে দরজা খোলার শব্দ। (ঐ দরজাটি সব সময়ে তালা দেওয়া থাকে।) কেউ ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে ; পরে ঝর্ণা-ধারার মতো গঙ্গাজল পড়া ; অষ্টসখী বেষ্টন করে নাচছে আর আরতি করছে ; পরে তীব্র জ্যোতির ঝলক ; সত্যনারায়ণ-পটে মধু ঝরছে ; ১৬ টাকায় যে আমটা কিনে ভোগ দেওয়া হয়েছিল, সেটা মুখ দিয়ে কামড়ে খোসা-ছাড়ানো অবস্থায় ঠাকুরের আসনে পড়ে আছে ; সব ভোগ থেকেই প্রচুর খাওয়া ; ঠাকুরের মুখ থেকে সিন্নীর ধারা দেখা যাচ্ছে ; মধু-র ধারা এবং তারকাকৃতি মধুবিন্দু পটে বিকীর্ণ ; ঘর গন্ধমদির। রমা মুখার্জি কীর্ত্তনের সময়ে কীর্ত্তনরতা মিনুদিকে সারাক্ষণ দেখতে পায় ঐ জনতার মধ্যে। দাদার নির্দেশে রমা ও অরবিন্দ ভাই সোয়া কিলো কাঁকরোল কিনতে বাজারে যায়। (সত্যনারায়ণ পূজাটা সিন্নীর পূজা সোয়ার পূজা। এতে ৫ ইন্দ্রিয় একত্র করে নিবেদন করতে হয়। ৫ ইন্দ্রিয়=সোয়া, ১।• ।) কিন্তু, বিক্রেতা দেড় কিলোর কম দেবে না। বাধ্য হয়ে দেড় কিলোই কিনতে হোল। রমার মন খুব খারাপ, সাশংক। হঠাৎ একটি লোকের ধাক্কায় অরবিন্দ ভাইয়ের হাত থেকে ১টা পড়ে গেল ; সোয়া কিলো কাঁকরোলই হোল। ডাঃ মুখার্জি বললেন, মিনুদির অবস্থা দেখে দাদার চোখে জল এসে গিয়েছিল। দাদা তখন স্বগত ভাবে বললেন, না, জল এলে তো মন এসে যাবে ! তাহলে তো বাঁচানো যাবে না !] (ঠাট্টাচ্ছলে চিন্তামণিদা, দয়ানিধি হোতাদা প্রভৃতিকে দাদা বললেন :–) এখানে এই ভাবে আসে।

উড়িষ্যা যাবার পথে চিৎপুর থেকে জটা-টটা কিনে ওখানে যেয়ে গুরু হয়ে বসবে। .... 'স্বয়ং স্বয়ংবরো যজ্ঞেশ্বরঃ'। কিছু কিছু **fixed deposit** দিয়ে রাখলে তার **interest** য়েই পরমানন্দধামে যাওয়া যায়। স্মরণটাই **fixed deposit.** 'গোবিন্দদায়কমাত্মস্বরূপমাত্মা'। ...... 'ন তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ অহং তমাত্মস্তুতঃ।' 'মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ। মনশ্চ নির্মণীভূত্বা ন পুণ্যৈন' চ পাতকৈঃ॥' .... (অশ্বমেধযজ্ঞ প্রসঙ্গে) অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললো, 'দাদাজী! এখন তো পৃথিবী বীরহারা'।

২৬।১০।৭৪ [সকালে দাদা যখন চা খাচ্ছেন, তখন হঠাৎ বললেন, বুকটা ব্যথা করছে কেন? মিনুদির বাড়ী ট্যাক্সি করে গেলেন। মিনুদির তখন বুকে **pain** হচ্ছিল। অথচ কাল **E.C.G.** করে পরশুর **severe attack** য়ের কোন লক্ষণই পাওয়া যায় নি। কিছু পরে দাদা চলে এলেন; আবার দুপুরে গেলেন; আবার বিকালে গেলেন। ৬॥০ টার কিছু পরে ওখান থেকে গেলেন সুনীলদার বাড়ী যেখানে উড়িষ্যার চিন্তামণিদা-প্রমুখ ১৭ জন আছেন। ওঁদের সঙ্গে নানা আলোচনা করে দাদা রাত ৯টা নাগাদ বাসায় ফিরলেন।]

২৭।১০।৭৪ (দাদানিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদাঃ—তোরা নাকি মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিস্! ভণ্ডামি আর কত দেখ্‌বো! ছাগলের দল কিছুতেই বোঝে না যে আমরা যদি প্রাণ দিতে পারি, তাহলে সে তো আমাদের হাতের পুতুল, ভূত-প্রেত হবে। ভগবান্ হবে কেমন করে? বেটারা! দেখতে চাস্ কী ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে? নিয়ে আয়, যে কোন মূর্ত্তি; এ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেবে। কিন্তু,

তোরা রাখতে পারবি কি ? ……… পুরাণের ভস্মাসুরের কাহিনী জানো তো ? শিবের বর পেয়ে ভস্মাসুর সেটা শিবের উপরেই পরখ করতে গেল। মহামায়ার মোহে পড়ে শেষপর্যন্ত নিজেই ভস্ম। তাৎপর্য বুঝলি কি ? কিরে, ননী ? ডঃ সেন :—আমরা যা কিছু দান পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে, সে সব অহংকার বশে কর্তৃত্ব করে তাঁরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছি, তাঁর সিংহাসন দখল করতে চাইছি। ফলে প্রারব্ধের জালে আরো বেশি করে বন্দী হচ্ছি, নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলছি। দাদা :—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস্। ……… তখন বাবা নেই। ৯ বছরে বাড়ী ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে এ চলে যায় ; ১১ বছরে ফেরে। তখন আবার বঙ্গঠাকুরের সঙ্গে দুর্গাপূজা নিয়ে আলোচনা হয়। ……… উৎসব হলে যেত আছে, সবার আসতে হবে। ডঃ সেন :—Human form যে ? দাদা :—কখনো কখনো human form যে ও। ……… ১০০০ বছর আগের ভাগবত, আর এখনকার ভাগবত কি এক ? [উৎসবে শুক্রবার ঊষাদি দাদাকে বলেন, মাংস কম পড়বে। দাদা তখন একটু মাংস খেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এক বালতি মাংস বেঁচে গেল।]

[রাত্রে ৮টা নাগাদ ডঃ সেন দাদালয়ে। দাদা অনেক পরে নীচে নাবেন।] দাদা :—একদিন বেদব্যাস উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করছেন, (কথাটা প্রসঙ্গান্তরে চাপা পড়লো)। মহাভারত আদি। ধৃতরাষ্ট্র, যিনি রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছেন, অর্থাৎ মন ; সেই রাজা। প্রাণরূপ কৃষ্ণ কাছেই আছেন। কিন্তু, তাঁকে সে দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দ্রিয়গুলি একটু চেষ্টা করলে মনটা পড়ে যায়। তখন মানুষ

জ্ঞানবান্ হয়; জ্ঞানবান্ হলেই মহাজ্ঞানের সঙ্গে **contact** হয়। তখন এই মায়ার চোখ দিয়েই দেখা যায়। ...... নিষ্ঠা মানে **blind faith.** ভালো ও বুঝতে যাবো না, মন্দ ও বুঝতে যাবো না। এখানে মন, বুদ্ধি কিছুই নাই! .... জগজীবন যখন **Govt. House** য়ে **meeting** করছিলেন, তখন সমস্ত ঘর গন্ধে ভর্ত্তি ছিল। পূজার পরে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চন্দনের ধারা ছিল। .... একটা বিরাট আশা নিয়ে আসা; কিন্তু, এসেই কামনায় পড়ে .... । ....

চার পাঁচশ হাজার ছহাজার ছহাজার মাইল দূরে দেখা যায় না? এই জগতের এমনই মজা, এক জায়গায় বসে যে কোন জায়গা দেখা যায়। এখানে এমন একটা **neutral force** আছে .... । .... লোকের দৌরাত্ম্যের আর শেষ নাই। (শ্রীবারীণ ঘোষ সম্বন্ধে) খুব বড় **post**; এখানে এসে হয়তো এই রকম ছ্যাবলা হয়ে গেছে। .... এখানেই বলা হয়েছে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।' (প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা যায়নি।)

২৯।১০।৭৪ (দাদা-নিলয়; রাত্রি) [ডঃ সেন ৮ টা ৫ য়ে দাদালয়ে। দাদা মিনুদির বাড়ী থেকে ৮-৫০ য়ে আসেন তাঁকে ভাত-মুরগী খাইয়ে। দাদা সকালে গিয়ে মিনুদিকে ছবেলাই ভাত-মুরগী দিতে বলেন। স্বামী ডাঃ মধুসূদন দে-র আপত্তি। তিনি ডাঃ সুনীল সেনকে এ বিষয়ে ফোন করায় তিনি ঘোর আপত্তি করলেন। তখন দাদা বল্‌লেন, হয় মুরগী খাবে, না হয় দাদা চলে যাবে। সব দায়িত্ব তোমাদের। তখন মিনুদি বল্‌লেন: দাদা আমাকে ভালো করেছেন; দাদার কথাই শুনবো। আমার খুব

খিদে পেয়েছে। তখন ভাত-মুরগীই খাওয়ানো হয়।] দাদা :— রাত্রে আবার ভাত-মুরগী খাইয়ে এলাম। না হলে বড় বড় ডাক্তাররা এই বোকাটার কথা শুনবে না! এ ডাক্তারী ও জানে, ভূত-ভবিষ্যৎ ও জানে। ·· ·· ····· জগজীবন সেদিন প্রায় ৩টা পর্যন্ত ছিলেন। দাদার মুখের প্রসাদ চাইলেন। পোলাউ ইত্যাদি সব আনা হোল। দাদা সব একসঙ্গে মেখে এক গ্রাস ওঁর মুখে দিয়ে বললেন, হোল তো। তারপরে ও খানেই পুরো খেলেন। দিল্লী যাবার কথা বললেন। ভালো বাংলা বলেন। বলেন, আমি শুধু তোমাকে চাই।

৩১।১০।৭৪ (অনিমেবালয় ; রাত্রি) [প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রেই এখানে দাদার আলোচনার আসর বসে। ডঃ সেন ওখানে ৮-১৫ য়ে হাজির। দাদা খুব গম্ভীর। পরে মিনুদির কথা নিজে কিছু বলে ডাঃ সমীরণ মুখার্জিকে বলতে বললেন।) ডাঃ মুখার্জি : যখন **B. P.** প্রথম **record** করা গেল, তখন **siastole** ছিল **56** ; **diastole** উঠে নি। ·········· সুনীল সেন এখন বলছেন, দাদাজী যা বলবেন, তাই করতে হবে। ············· দাদা :— এই সুনীলের বাবা উত্তরকাশীতে থাকতেন। তাঁর কথায় এ ৯ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যে হিমালয়ে এক মহাযোগীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। ১৮ মাইল পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছালাম। বার কয়েক হোঁচট খেতে হয় ; পা ফুলে ঢোল। স্থানীয় লোকেরা আর এগুতে নিষেধ করলো পাহাড়ী ভাষায়। পথে হিংস্র জন্তু আছে ; কাজেই তাদের ডেরায় যেতে বললো। দাদা শুনলেন না। একটু পরে একটা গাছতলায় গেলাম বিশ্রামের জন্য ; কিছু ক্ষণের

মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়্লাম। ঘুমের ভিতরে দেখি, একটা কুটীরের মধ্যে শুয়ে আছি ; এক মহিলা পায়ে কেরোসিন তেল মালিশ করছেন এবং সেক দিচ্ছেন। তারপরে উনি বরিশালের বালাম চালের ভাত, সিম দিয়ে কই মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। প্যান্ট পরে গেছিলাম। উনি একটা ধুতি, একটা গেঞ্জি, একটা জামা ও একটা গামছা দিলেন। সকালে উঠে দেখি, সেই গাছতলায় পড়ে আছি ; ধুতি, জামা ইত্যাদি কিন্তু আছে। .... এ রামকে বলতো, আমার মিথ্যা বলতে ভালো লাগে। রাম বললেন, আপনের মিথ্যা-ভাই সত্য হইবো। .... একজনকে নাম করতে বলায় সে একে বললো, পারবো না। তখন বলি, তাহলে উদারায় 'গুরু, গুরু' করবে। তাও পারবে না বলায় বললাম, এই না পারাটাই স্মরণ কোরো। মূর্ত্তিপূজা বুদ্ধের আগে ছিল না। 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ'—এখানেই গুরুবাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। .... (রুবিদিকে দেখিয়ে) তোরা রাধাভাব-টাব বলিস্। এটা কি ?

১।১১।৭৪ (দাদা-নিলয় ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন ১১ টা নাগাদ দাদালয়ে। উড়িষ্যা **group** উপস্থিত। আগে বহু আলোচনা হয়ে গেছে।] দাদা :—উত্তরমেরুটা স্থল ; তার উপরে বরফের স্তূপ। কাজেই **submarine** ওখান দিয়ে যেতে পারে না। [বিরুদ্ধ পক্ষের নানা ষড়্যন্ত্রের ইঙ্গিত। হয়তো **politics** করে ইত্যাদি।] সকালে সাধুদের **politics** য়ের বিরুদ্ধে **precution** নেবার কথা বলি। কিন্তু, তা স্বভাব নয়। .... (ডঃ সেনকে) কালোমাণিক আসে নি ? শরীর ভালো আছে তো ? **O.C.**-র

(মাধবদা) বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজার দিন ভোগের উপরে দুই পায়ের ছাপ পড়ে। ননীগোপাল, সুনীল, অনিমেষ এবং আরো অনেকের বাড়ীতে পূজা হয়ে গেছে। ……… আমি তো মূর্ত্তিটূর্ত্তি দেখতে পাইনা।

(রাত্রে ৮টা নাগাদ ডাঃ সেন দাদালয়ে। দাদা শ্রীহরি ভাণের সঙ্গে কথা বলছিলেন।] দাদা :—ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী নাম পেলেন। গচ্ছিত জিনিষ দেওয়া হোল। এতে কারুর কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই। (উড়িষ্যাবাসীদের সম্বন্ধে) ওরা কি মানুষ? শ্রীদয়ানিধি হোতা :—না, শুয়ার। দাদা :—হ্যাঁ, শুয়ার শুয়ারের কাছে থাকবে; বরাহনন্দন! কী সুন্দর বলেছিল (হোতা)! … ননী সেন তো আমাকে **Politicion** করছেন! [সেন **precaution** নেবার কথা বলেছিল। দাদা তখন বলেন :—অভাব দিয়ে অভাব দূর করবো? স্বভাব দিয়ে করতে হবে। এ সব সময়ে স্বভাবে থাকবে। অনেক লোক দুরভিসন্ধি নিয়ে আসে। তাই বলে কি লোক-জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্ত্তা বন্ধ করবো? সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে থাকাই এর স্বভাব। তোমার কথাটা তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝতে, তুমি একে গুহাবাসী সন্ন্যাসী বানাতে চাইছো।] যতীনদা :—রমা ও আরো একজন অল্পায়ু দাদার মতে। গতবার বোম্বেতে উনি রমাকে ও আমাকে বলেছেন, তোরা দীর্ঘজীবীহ। এখন বেশ চালিয়ে যাচ্ছি। …… দাদা :—আমরা বড় ভাইকে (দুঃখ) চাই, ছোট ভাইকে নয়।

২।১১।৭৪ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) [দাদা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। মানা চা এনে দিল।] দাদা :—বংশের ধারা চায়ে

গড়িয়ে পড়ছে। (স্ত্রী রমাদি সম্বন্ধে ননীগোপালদাকে) ত্রিশূল নিয়ে যিনি থাকেন, তিনি তো ঠিক আছেন! তিনিইতো ১২ আনা করেন। আমিটা ....সর্বনাশা, কীর্ত্তিনাশা তাঁকে সাজানো কত সুন্দর! আমরা মিথ্যাকে আস্বাদন করছি; কারণ, আমরা যা দেখছি, তা মিথ্যা। [ননীগোপালদার বাড়ীতে দাদা ৮।১০ জন সঙ্গিসহ সোমবার যাবেন। তাই ননীগোপালকে বললেন:] ননীশালাকে বলিস্। শালা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত! ...... ঝড়-ঝাপটাতো আসবেই। তা সহ্য করতে হবে।

৪।১১।৭৪ (শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জির বাড়ী; পূর্বাহ্ন) [সস্ত্রীক ডঃ সেন ঠিক বারোটায় গোপালদার বাড়ী। দাদা ৬ মিনিট আগে আসেন। গীতাদি ও মানা কিছু পরে। আইভিসহ বৌদি, সস্ত্রীক বারীণ ঘোষ, ডঃ ধীরেন সাহা এবং সত্যেনদা-রুবিদি ছিলেন।] দাদা:—সাধুসন্তোষ সব মনের তারনায় ঘুরছে। প্রাণের কোন তাড়না নাই; সে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। ১৯৩৮-৩৯ য়ে ডঃ সাহার বাড়ীতে দাদার সঙ্গে জগদীশ ঘোষ দেখা করেন কবিরাজমশাইয়ের কথায়। 'বহুনাং জন্মনামন্তে' আলোচনা হয় তাঁর সঙ্গে। অনির্বাণ ও অনিলবরণ দাদার সঙ্গে দেখা করেন তখন 'মামেকংশরণংব্রজ' ও গুরুবাদ নিয়ে আলোচনা। এ বলেঃ বক্তা কে? ভগবানুবাচ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। তোমরাই বলো, তাঁকে ব্যাধে বাণ মারলো অথবা stab করলো। সে যাই হোক্; তাহলে ঐ দেহটা কি ভগবান্? আবার তোমরাই বলো, তিনি নিত্যকিশোর ইত্যাদি। ....'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' যিনি সর্বভূতে ভূতস্থিত, তিনি সুদর্শন চক্র

দিয়ে সব বধ করলেন ? [নবমীর দিন, অর্থাৎ সত্যনারায়ণ পূজার দিন দুপুরে দাদার অনিমেষদার বাড়ী খাবার কথা ছিল। কিন্তু, সকালে না করে দেন। মিনুদিকে বলেন : আজ তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে।] দাদা :—এই ব্যবস্থা না হলে সোমনাথ হলে যেতো ; হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতো, হোতো আর মরে যেতো ; তাই ঠিক ছিল। তাহলে কিছুতেই বাঁচানো যেতো না। (ডাঃ) সমীরণ (মুখার্জি) বলে, ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জি ডাক্তারদের বলেছেন, ওষুধ দিয়ে কি হবে ? ঐ চরণজল দাও ; আর ঘুমের ওষুধ, মাথা-ধরার ওষুধ এই সব দিতে পারো। এখনো বুঝতে পারছো না ?

(ত্রিশের) বৈকুণ্ঠসাধুকে ব্রহ্মচারী বলা যায়। খাচ্ছে, দাচ্ছে, সব কিছু করছে ; কিন্তু, তাঁকে নিয়ে। এই তো ব্রহ্মচারী, যথাকাল।

(বিকেল ৫ টায়) 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। যুগে যুগে তার রস আস্বাদন করতে হয় ; তাহলেই ইন্দ্রিয়ের পরিত্রান হয়, তৃপ্তি হয়। .... গীতা তো উপনিষদ্ ; আর এখান-সেখান থেকে আরো কিছু শ্লোক নেওয়া হয়েছে। এতো শ্লোক তো ছিল না ! শ্রীধর থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত কত টীকা-টিপ্পনীই না হয়েছে ! আসলে 'গীতাধ্যানপরায়ণাঃ'। গীতাটাধ্যান ; মুখস্থ করে, পড়ে কি হবে ? গীতার অর্থ কেবল গীতেশ্বর যজ্ঞেশ্বরই করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ; তাকে জন্মান্ধই হতে হবে। কারণ, সে কত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে ! তার দৃষ্টি আছে ; কিন্তু, সে দেখবে না ; সে বুঝবে

না ; বুঝতে চায় না। তাই বলে, ওসব **conscience** কে দেখাও। ধৃতরাষ্ট্র এলো ; তাই গোবিন্দও এলেন। তাই ধর্মক্ষেত্র হোল। দুই ভাইয়ের মতো। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে দেখলো না। তাই ধর্মক্ষেত্র আর রইলো না ; কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। সব জীবই ধৃতরাষ্ট্র। .... শংকর জগৎটাকে মিথ্যা বললো। সত্য না হলে আস্বাদন হবে কেমন করে ? তাঁকে সব ছেড়ে দাও, তাঁকে সব কাজ করতে দাও। তাহলেই **tuning** হয়ে যাবে। .... আজ মিন্টুদির বাড়ী যেতেই হবে। [দাদা ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে পংকজ চ্যাটার্জি নামে এক কালীভক্ত মাতাল হঠাৎ দাদাকে জড়িয়ে ধরে বললো : দাদা! আশীর্বাদ করো, আর যেন জন্ম না হয়। হাতে তার জলন্ত সিগারেট। দাদা তার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে। তার পরে লোকটি 'জয় পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম' ইত্যাদি গান করতে থাকে ; অথচ লোকটি সর্বদা কালীকীর্ত্তণ করে।]

৫।১১।৭৪ (দাদা-নিলয় ; রাত্রি) [রাত ৮॥০ টায় ডঃ সেন সস্ত্রীক হাজির। ওখানে যতীনদা, শ্রীজ্ঞান আলুয়ালিয়া, সত্যেনদা, মাধবদা, অসিত চ্যাটার্জি-পত্নী লিপিকা, ডাঃ সাবিত্রী রায় প্রভৃতি ছিলেন।] দাদা :—(বড়ো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক) একজন লোক এক কোটি। কালী পূজায় (অর্থাৎ যতীনদার গৃহে সত্যনারায়ণ পূজায়) যোগেশ ব্যানার্জি, অমল চক্রবর্ত্তী, অমিয় মুখার্জি, যাকে পাবো, বসিয়ে দেবো। .... মাধবের স্ত্রী একে **gesus christ** রূপে দেখে। কিরে, কিছু বললি নাকি ? ডঃ সেন :—

শুনে ভালো লাগলো না। ········· ওঁনারা যখন আসেন, তখন সবাইকে নিয়ে আসেন। ওঁনারা যখন আসেন, তখন অনেক কিছু automatic হয়। ·········তুষ্‌মণ হলে পরে জপ-তপস্যা, তোষামোদের দরকার হতে পারে। আপনজন হলে ওসব কেন লাগবে? ······ আজ হনুমান্ প্রসাদ সিং এসেছিল। বললাম, কেন এসেছো, জানি। ৫ হাজার, ১০ হাজার, ২০ হাজার দিতে হবে; guarantee দেবো না। এই ভাবে ভাগিয়ে দিলাম। নামকীর্ত্তনটাও অহমিকা আড়ম্বর। তবে একটা কিছু তো রাখতে হবে। এতো ফটো-টটো দেখতে পায় না। তিনিই সব যজ্ঞের ভোক্তা। কি রে, যতীনের বাড়ী যাবি তো? সব তাড়িয়ে দিলাম; যত টালিবালি নিয়ে আসে।

৬।১১।৭৪ (দাদা-নিলয়; পূর্বাহ্ন) দাদা:—ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা কি beautiful! অপূর্ব! ······ তোর বৌদিরা তো ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। তাই ওঁদের কথা ভেবে সত্যনারায়ণের পট রাখা হোল। না হলে এতো ফটো-টটো কিছুই দেখতে পায় না। ········· শ্রীগুরুচরণ! সে তো ভিতরে আছে। চরণটা কি? ভূমা, শূন্য, zero. মাথা আর পায়ের মধ্যে কোন difference আছে নাকি? ········· উপরে জল, নীচে জল; তার মধ্যে চলা-ফেরা করছি। ········· Training যা নেবার, চোখ উল্টানো-টুল্টানো, জন্মের আগে নিয়েছে। এখন শুধু আচরণ,—কর্ম, ধর্ম দেখানো হচ্ছে। না হলে সময়ে কুলোবে কেন? ··········· অধ্যয়ন করে কি হবে? ধ্যান করতে

হবে ; অর্থাৎ ধারণ বা স্মরণ। এ তো দেখে, উনি কথা বলছেন,— শুধু পটের সামনে নয়। উনি ভিতরে প্রকাশে আছেন এইটুকু সূক্ষ্ম হয়ে নাম রূপে। তিনিই গুরু। তাই বলে এই দেহটাকে পূজা করবি ? এই **building** টাকে কি পূজা করবি ? এটাও উনি ; কিন্তু, আর সবাই ওতো তাই। উনি আছেন বলে জড়টা সত্য হয়ে গেল। আকার-ইকার না হলে লোকের ভালো লাগে না। .... কামদার বোম্বে থেকে জানিয়েছে : যা সব ঘটছে, লোকে বিশ্বাস করবে না। প্রতিদিনের ঘটনা একটা মহাভারত। খেতে দিয়েছি ; মনে মনে ভাবছি, তুমি সব সময়ে তো সঙ্গে আছো ! তাহলে আমার ইচ্ছাটা পূর্ণ করো না ! এই ভেবে সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা ও চোখ বন্ধ করলাম। ঘর গন্ধে ভর্ত্তি হয়ে গেল। দেখা গেল, কিছু কিছু খেয়েছেন। .... প্রকৃতির লীলা দেখছি, প্রকৃতির রস আস্বাদন করছি।

(রাত ৮টা) দাদা :—কালীপূজার পর নোতুন বছর আরম্ভ হোত। .... গৌতম নিজে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলেন। তিনি 'বুদ্ধ' হন নি। বুদ্ধ মানে শূন্য। পরে জাপানে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ার কাছে, বর্মায় অনেক 'বুদ্ধ' হোল। বুদ্ধ ২৫০০/২৬০০ বছর আগের। বুদ্ধের যে মূর্ত্তি দেখা যায়, গৌতম কখনো ওরকম করেন নি ; গেরুয়া-টেরুয়া পরেন নি। প্রায় ৫০০ শংকর হয়নি ? শ্রীহরি ভাণ : এর পরে দাদার ফটো পূজা হবে। দাদা :— বোধ হয় বেশ কিছু দিন হবে না। .... অশোক কলিঙ্গের হত্যাকাণ্ডের পর **transformed** হোল। তখন কলিঙ্গে

80,90 % লোক ন্যাংটা ছিল। সূর্যের উপাসনা করতো। .... দুর্গা তো সেদিনের ; চণ্ডী অবশ্য ছিল।

৭।১১।৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) [ডঃ সেনকে] দাদা :- তুই যা বলেছিস্ তাই ঠিক হোল ; অনেক লোক হবে। .... পিতাজী (কামদারজী) ১২ তারিখে আসবেন। দয়ালালকে (কামদার-পুত্র) ফোন করে আসতে বললেন। অভিদা ফোন করে বললেন : আমি একটা মালা নিয়ে পিতাজীর বাড়ী (বোম্বের) যাই। সত্যনারায়ণকে মালাটা পরিয়ে দিতেই পট থেকে অজস্র মধু-বর্ষণ শুরু হয়।] দাদা :—লীলা মা ফোন করেন। ওঁকে দিয়ে আরেকটা কবিতা লিখিয়ে নেওয়া হয়। .... শাক্যসিংহ বলেন : 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। বুদ্ধ কি ? বুঝ-অবুঝের অতীত ! .... 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'—এটা কে করতে পারে ? উনিই সন্ন্যাসী, উনিই ব্রহ্মচারী। ধ্যানযোগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটা কি ? 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যংকর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥' উনি বললেন, আমার বাড়ীতে থেকে আমাকে বুঝতে পারবে না। আমার আরেকটা বাড়ী আছে ; সেখানে গেলে বুঝবে। .... যোগেশ ব্যানার্জি বা অমল চক্রবর্তীকে যতীনের বাড়ীর পূজায় বসাতে চাই। তাহলেই হয়ে গেল। আর দরকার কি ? off হয়ে যাবে। .... শ্রীনিবাসনের শ্লোক গুলি ('সপ্তশাস্ত্রপায়োধি-' ইত্যাদি ৩টি) বল্ ; আমার শুনতে বড়ো ভালো লাগে। [ডঃ সেন শ্লোকগুলি বললো।] .... যোগেশ ব্যানার্জি মধুকে

বলেছেন : আপনি কি মনে করেন, ওষুধে রোগী ভালো হয়েছে ? ……….. ওঁর (ইন্দিরাজী) তো আসার কথা ছিল ! দেরাদুনে চলে গেল ; এটা কিন্তু ঠিক ছিল না। —চক্রবর্ত্তী বলেছেন, **February**-র মধ্যে **case** তুলে নেবেন। একে বোকা বানাতে চায় ! এ যে সব জানে, সেটাই বোঝে না। কেন দেরাদুনে চলে গেল ? এমনি ? …………….. (মিসেস্ সেনকে) তুই কি ঘুমাচ্ছিস্ নাকি ? তাহলে কাছে এসে খাটের পাশে শুয়ে থাক্। এই ভাবেইতো থাকতে হবে !

৮।১১।৭৪ (দাদা-নিলয় ; রাত্রি) [ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী-সস্ত্রীক সকন্যাজামাতা আসেন। তাঁকে চরণজল করে দেওয়া হয়।] (ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে) দাদা :—তোমাকেই পূজায় বসতে হবে ; কাপড় পরে এসো। [এর আগে প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি শ্রীজিতেন মৈত্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ডঃ সেনের সঙ্গে কোন কথা হোল না।]

৯।১১।৭৪ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [অধ্যাপক সুনীল দাসকে নিয়ে ডঃ সেন ১১-২০ তে দাদালয়ে। সুনীলকে কাছে ডেকে যতীনদার বাড়ী যেতে বললেন। সুনীল ডঃ সেনের বাড়ী খাবে শুনে বললেন :] সে কি ! এ কে তো একদিনও খেতে বলে না ! [গোপালদাকে ডঃ সেন একটু আগে বলে, আপনি যখন পূজোর ঘর থেকে পূজান্তে বেরিয়ে আসেন, তখন ঘাড়ে-মাথায় অলৌকিক চন্দনলিপ্ত আপনাকে উৎসর্গের পাঁঠার মতো দেখায়। এই কথাটা ডঃ সেন গোপালদার বিবৃতি বলে দাদাকে জানায় ঠাট্টাচ্ছলে] দাদা :-ঐ কথা যে বলে, সে তো কখনো পূজায় বসতে পারবে না।

তাকে চলে যেতে হবে। [বসাবো, বসাবো করেও দাদা কখনো ডঃ সেনকে পুজায় বসান নি। আর ১৯৮২ থেকে দাদাকে ছেড়ে সে আমেরিকায় চলে এসেছে। কাজেই ননীসেন দল-ছুটের দলে নয় কি? তবে ব্রহ্মবাক্য আর দাদার অনাসক্ত প্রেমের লড়াইয়ের ফলে চলে গিয়েও সে চলে যায় নি। যা খুশী করার অধিকার যে দাদার আছে, তাই স্পষ্ট প্রমাণ হোল।

১০।১১।৭৪ (তদেব) [ডঃ সেনকে সামনে বসতে বলে মিঃ সিন্‌হাকে (সিন্ধিয়া?) বললেন:] ডঃ সেনকে চেনো তো? মস্ত বড়ো ডাক্তার! (কিছুক্ষণ সেনকে নিয়ে ঠাট্টা চললো।) ...... পূজা তো অষ্টপ্রহরই হচ্ছে। তাঁর সজাগে থাকাটাই পুজা। তোদের ভাষায় বলছি। পূজা আবার কি হবে? .... [গুরুবাদ নিয়ে কথা] হাজার বছর ধরে কারুর মগজে ঢুকলো না, আমার পরে আমি অমুককে গুরু করলাম কি করে—আমার ছেলেকে, অথবা শিষ্যকে। [O.C. মাধবদা ডঃ সেনকে বললেন, গতকাল দাদার বাসায় সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আমার সামনে। আর কেউ ছিল না একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া। তাঁকেই ওটা দেখানো হয়। তিনি বলেছেন, ত্রিভুবনে কেউ কিছু আপনার করতে পারবে না। ব্যক্তিটির নাম এখন বলতে দাদা নিষেধ করেছেন।

১৩।১১।৭৪ (যতীনালয়) [আজ যতীনদার বাড়ী সত্যনারায়ণ পূজা। দাদা বেশ কিছুক্ষণ আগে ডঃ সেনকে শুধান, কিরে, যতীনের বাড়ী যাবি তো? ডঃ সেন ভেবে পেলো না, না

যাবার কি কারণ থাকতে পারে। বিশেষতঃ, সে অত্যন্ত ভোজন-রসিক এবং যতীনদাও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু, আজ সে বুঝলো। কয়েকদিন থেকেই পারিবারিক ব্যাপারে সে এক আত্মীয়-বাড়ী যাতায়াত করছিল। আজ ও সেখানে যেতে হয়। সেখান থেকে যতীনদার বাড়ী সস্ত্রীক পৌনে একটায়। হয়তো পরম দয়ালু দাদা ননী সেনের জন্যই পূজায় দেরী করিয়ে দিয়েছেন। তখন নাম কীর্ত্তন চলছে; পূজার ঘরে ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী; দাদা বাইরের ঘরে সোফায় বসে। কিছু পরে ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে পূজার ঘর থেকে বের করে আনেন।] দাদা :—অমল এবারে তোমার **experience** বলো। ডাঃ চক্রবর্ত্তী :—দাদাজী আসনে বসিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী একত্র করে চোখ বুজে নাম করে যাচ্ছি। কিন্তু পরেই মাথায় ও শরীরে সুগন্ধ জলবৃষ্টি হতে লাগলো; তার পরে তীব্র সুগন্ধ পেলাম। **Flashes of light** দেখলাম চোখ বুজেই। মনে হোল যেন আমাকে ঘিরে নূপুর ধ্বনি হচ্ছে। এক সময়ে খুব **heavy feel** করছিলাম। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুই করতল যুক্ত হয়ে গেল সত্যনারায়ণের ঢংয়ে; আর মাথা ধীরে ধীরে নীচু হতে হতে যুক্ত করতলে আটকে গেল। পটে মধু ঝরছিল। আমায় কপালের একপাসে ও কোচায় এখনো মধু লেগে রয়েছে। এর কোন কিছুই **science** দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় বলে আমি মনে করি না। [পরে ডাঃ চক্রবর্ত্তী **message** রূপে পেলেন ৩ পৃষ্ঠাব্যাপী **typescript** যাতে নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে। দাদা শূন্য থেকে ওঁর মেয়েকে একটা সোনার লকেট দিলেন।]

১৪.১১ ৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) দাদা :— এতো বড় বড় সব **intellectual** কেউ কি বুঝেছে ? দামোদর, মুরারি ? …[পিতাজী **Muslim invasion**-এর কথা বললেন]। দাদা :— মুসলমানদের তো আমিই ডেকে এনেছি। চারিদিকে সব প্রতিমা পূজা হচ্ছিল ; এখানে এই রকম একটা (হাত দিয়ে দেখিয়ে), ওখানে এইরকম একটা ; আরেক জায়গায় আরেক রকম। ৫৯১-য়ে ; হ্যাঁ ওঁর জন্ম তো ৫৭০-রে। ৫৯১-য়ের **January**-তে মহম্মদ বললেন, এসব কি হচ্ছে ? তিনি বললেন :—আল্-লা ; প্রাণটাকেই বললেন। …… এটা যে কলিযুগ ; সবাই একেকটা মহিষাসুর। …… দেওয়ালিটা কিন্তু মহালক্ষ্মী পূজা। …… দেহটা সত্য না হলে গুরু সেখানে আসেন কেমন করে ? …… পিতাজী :—মায়ার আবরণ দূর করতে তো জপ-তপস্যা দরকার (হিন্দীতে বলেন)। দাদা :— মায়াটাই তো কৃপা। মায়া না থাকলে আস্বাদন হয় না। আস্বাদন যখন পূর্ণ হবে, তখন মায়ার আবরণ আপনা থেকে দূর হবে। তার আগে শত চেষ্টায়ও মায়া দূর হবে না। [আজ সবাইকে একটা করে সরবতী লেবু দেওয়া হোল। 'দাদা দিয়েছেন' বললো গীতাদি। শ্রীকল্যাণ দে জানালেন, সেদিন পূজায় ডাঃ চক্রবর্তীর **levitation** হয়, কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পান। **Massage** যখন পান, তখন পিতাজী ভিতরে কাছে বসে কাগজ যোগান দিচ্ছিলেন। অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়েছিলেন ; পিতাজী টেনে তুলেন। উনি পুরে **Medical College**-য়ে গিয়ে সব ডাক্তারদের বলেছেন, মিনুদিকে বাঁচানোর ব্যাপারের চেয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা উচ্চস্তরের। ডাক্তাররা দাদার কাছে আসতে চাইলে উনি বলেছেন,

দাদাকে না বলে নিতে পারি না। দাদা বলেন : আর ওসব দিয়ে কি হবে? **Top** তো হয়ে গেল]।

১৫.১১.৭৪ **(দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন)** [আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই ভাইফোঁটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল]। জনৈক অধ্যাপকঃ বীজ-মন্ত্র কি ? দাদা :— মহানামটাইতো বীজ। ওটা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। আজ একজন কাপড়ে মহানাম পেলেন। আর বেশি দিন এখানে থাকার ইচ্ছা নাই। ······ গতকাল সকালে ডাঃ সুনীল সেন প্রভৃতি মহানাম পান। সুনীল সেন বলেন, আমি কালীভক্ত ; আপনিই আমার কালী। [বাটার শ্রীদীনেশ চক্রবর্তীর মেয়ে স্বপ্না আজ দাদাকে বলে : ঠাকুর পট থেকে অজস্র ধারায় মধু ঝরছে ; নীচের দিকে বিন্দুর মতো লেগে থাকছে। মাথার উপরে মধু-র অর্ধচন্দ্র, আর গলায় মধু-র মালা হয়েছে]। দাদা :- প্রকাশ হলেই এরকম হয়। ······ আনন্দ করবি ; কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। রাগ করবি ; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওটাকে ভিতরে ঢুকতে দিবি না। ভিতরে ঢুকলেই শয়তান হয়ে গেলি।

(রাত্রে) আমেরিকায় এরকম (প্রকাশ) হতে পারে না? কানাডায়? এরকম দ্বাপরে একবার হয়েছিল। কিন্তু, দু-মিনিটেই মরে গেল ; শিশুপালকে কৃষ্ণ বসিয়েছিলেন। কিন্তু, রাখতে পারলেন না। পণ্ডিতেরা বলে, ১০১টা অপরাধ করলে কৃষ্ণ তাকে বধ করবে বলে পিসীকে বলেন। রাজসূয় যজ্ঞ আর হোল না।··· মহাপ্রভুও সংস্কারের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। কিন্তু, তাঁর কথা কেউ শোনে নি। ঠাকুর তো কথাই বলতেন না। এর মতো **direct** কেউ **attack** করেনি। ········ যতীনের বাড়ীর উদ্বৃত্ত চাল-ডাল

জ্ঞানের বাড়ী যাবে। (সুনীলদাকে) তোর বাড়ীতে তো উদ্বৃত্ত আছে। তোর বাড়ীতে তো বারো মাসই অতিথি আছে। [ডঃ সেনের মেয়ের সমবয়সী ননদ মারা গেছে; বৌদি দাদাকে বলেন]। দাদা :— যদি এখানে আসতো, তাহলে মেয়েটা মারা যেতো না, আর একটা বাচ্চা হোত। [ডাক্তাররা বলেছিলেন, কোন দিন বাচ্চা হবে না। কিন্তু মেয়ের চিঠিতে ডঃ সেন পরে জানলো, ননদ **pregnant** ছিল। ওর বাবা-মাও জানতেন না]।

২০.১১.৭৪ (তদেব ; রাত্রি) [ডঃ সেন ১৬, ১৭, ১৮ তারিখে দাদালয়ে যায়নি ; ১৯শে গিয়ে কিছু পরেই না বলে চলে এসেছে। অনিলদা বললেন ; দাদা খুব রেগে গেছেন। বলেছেন : মোহান্ত মহারাজ কোথায় গেছেন ? **O. C.** মাধবদা বললেন, আজ সকালে না যাওয়ায় আরো রেগে গেছেন। ডঃ সেন : হয়তো তাই হাবাকে (শ্রীশৈলেন চৌধুরীর ছেলে) দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন]। [ডঃ সেন গলায় চাদর জড়িয়ে বসে আছে। দাদা অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন : ননীদার কি শরীর খারাপ ? শীত করছে ? মাথা ঘুরে পড়ে-টরে গেছেন নাকি ? দেখতে পায়নি ? ডঃ সেন :—আপনার কি হজম হচ্ছে না ? দাদা :—শুয়ার কোথাকার ! তুমি তো তাই চাও ! কেন আমাকে কি পোলাউ-কালিয়া খাইয়েছো ? ডঃ সেন : ক্ষ্যামতা দিয়েছেন কি ? দাদা :— নচ্ছার প্রোফেসর ! ....
[বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ সাত্ত্বিক আহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন]। দাদা :— ওসব দিয়ে কী হবে ? যা দেখছো চারিদিকে, সবই মানুষের ভোগের জন্য। তোমার রুচি অনুযায়ী তুমি খাবে সংস্কারে বন্দী না হয়ে। দেখ, দুর্বাসা শুধু দুধ খেত ; সেতো ২৪ ঘণ্টাই রেগে

থাকতো। আর বিশ্বামিত্র মাছ, মাংস সব খেত; কিন্তু ঐ রকম **balanced** কে ছিল? ..... অর্জুন সমাজ, রাষ্ট্র; আবার অর্জুন **conscience.** যখন দৃষ্টি খুললো, তখন প্রকৃতি নাই। দাদা: গীতা কবেকার? ডঃ সেন: এই বাইশ তেইশশ বছর আগেকার হবে। ...... **No body is intellectual** ...... এই জন্যেই **intellectual** চাই, আর **absolute lay.** তখন মুনি হোল, অর্থাৎ **intellectual.** (মিসেস্ ভাণকে) **Paragon of beauty.** (মিসেস্ পণ্ডিতকে) অপূর্ব !

২১.১১.৭৪ (তদেব; পূর্বাহ্ন) তুই বিশ্বাস কর্, বহু হাজার বছরেও এরকম পাল্লায় পড়ি নাই। তাজ্জব কারবার সব। .... ক্ষণে ক্ষণে অখণ্ড দেখছি। অখণ্ড হয়ে আসা, অখণ্ড হয়ে যাওয়া। খণ্ডকে ভালবাসা যায়? খণ্ডকে অখণ্ড করে দেখলে ভালবাসা যায়। (ডঃ সেনকে) কম্বলটা কৈ? (অর্থাৎ গতকালের গলায়-জড়ানো চাদরটা)। তোর **office** আছে? স্নান করে এসেছিস্? রোজ স্নান করিস্? স্নান না করলে খারাপ লাগে? ও কেমন আছে? ইন্‌জেকসন নিচ্ছে? এই সপ্তাহে? [কী অনির্বচনীয় ভালবাসা! এটা কিন্তু সবার প্রতি স্বত উৎসারিত। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে বাণী। প্রেমই বাণী হয়ে নির্ঝরিত হচ্ছে, আর বাণী প্রেমের কুলায় প্রত্যাশী। নয়ন ভরা জল আর আঁচল ভরা ফুল একাকার হয়ে গেছে। ভূমা আর ভূমির এই যুগনদ্ধ রূপ অকল্পনীয়।]

২২.১১.৭৪ (তদেব) দাদা:— ননীদার বৌ কেমন আছে? ডঃ সেন: আপনার বৌ, বলুন। [কিছুক্ষণ ঠাট্টা করে সামনে

বসতে বললেন খাটের পাশে। দেখে, দাদা হাতের চেটো ঘষছেন। বললেন :] নে, হাত পাত্ ; কেউ যেন দেখতে পায় না ! সব বড় বড় **scientist** ! [ডঃ সেন ওটা নিয়ে পকেটে রাখলো।] দাদা : এই **injection**-টা দিস্। ডঃ সেন :—এর পরে কি আর **injection** দিতে হবে ? আরেকটা দেবার কথা ছিল। দাদা :—ওটা বের করতো ! কী **injection** দেয় ? বানান করতো ! ······তোর **satisfaction**-য়ের জন্য **durabolin**-ই হয়ে গেল। বাজারে সব ভেজালের কারবার ; তাই এটা করতে হোল। ······[মানা ডঃ সত্যেন বোস, ডঃ রমেশ মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে দাদার সাক্ষাতের কাহিনী বললো :] একজনকে দাদা একটা বিরাট আপেল দিলেন ; অত বড়ো আপেল সচরাচর দেখা যায় না। একটা আমের চারা লাগিয়ে সত্যেন বোসকে দিয়ে বললেন : বাড়ী নিয়ে যাও ; দেখবে, বিকেলে আম হবে। আত্মীয়-স্বজনকে দিও। বিকেলে সত্যিই সুপক্ক আম হোল। ডঃ সত্যেন বোস দাদাকে 'তথাগত' বলেন।]

(রাত্রে ৮।৹-টায়) [দাদা নিজের শাম্ভবী মুদ্রাসহ বদ্ধ-পদ্মাসনের ফোটো দেখালেন। অনেকে তাতে দাদার চার হাত দেখতে পেলেন। ডঃ সেন কিন্তু স্পষ্টতঃ তিন হাত দেখলো।] দাদা :—দেখা যাচ্ছে, সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে কিন্তু পেছনের দিকে। জীবদেহে এ কেউ করতে পারবে না। কিন্তুঃ, এহো বাহ্য। [ডঃ পণ্ডিত দাদার ইচ্ছায় বার বার প্রচণ্ড বৃষ্টি বন্ধ হবার স্বকীয় অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। মিঃ দত্ত বাটানগরে ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হবার কাহিনী বললেন। ······মিসেস্

সেন উপরে গেছে বলায় দাদা :] উপরে কেন গেছে ? উপরে যেতে তো নিষেধ করেছি। গীতাকে ডাক্তো! ডঃ সেন :— বৌদির সঙ্গে বোধহয় গল্প করছে। [মিসেস্ সেন দাদার সামনে এসে বসলো।] দাদা :—এতো জাগতিক প্রেম! ডঃ সেন :— বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুশর্মাকে একসঙ্গে পাওয়া তো ভালোই। দাদা :— হ্যাঁ, ঠাকুর এই কথা বলতেন। ……যখন তুমি আমি এক হয়ে গেল, তখন সিন্নী।

২৩.১১.৭৪ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) [১১টা নাগাদ ডঃ সেন গেল। কাসি হচ্ছিল ; ডেকে সামনে বসিয়ে গলায় আঙুল বুলিয়ে দিলেন। কাসি বন্ধ হোল।] দাদা :—এখানে আসাটাকে প্রাচীন ভাষায় বলে 'অষ্টযাম'। ……কামনা-বাসনার বেগ যে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে পারে, তাকে বলে মৃতদেহ ; ভাবদেহও বলতে পারিস্। ডঃ সেন :—পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই অষ্টপাশই অষ্টযাম। (দাদার মৌন সম্মতি ?) ……মহম্মদ বললেন, আল্লা, অর্থাৎ প্রাণ, আত্মা। পরে খোদা টোদা বলে তাকে বিকৃত করা হোল। [পদ্মপুরাণের কাহিনীতে চাঁদ সদাগর বাঁ হাতে মনসাকে পূজা দিচ্ছেন।] দাদা :—ডান আর বাঁ হাতে কিছু পার্থক্য আছে কি ?……

তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্। তোদের কিছু করতে হবে না ; শুধু কাজ করে যা। তোদের উদ্ধার **guaranteed.** প্রোফেসর দিলীপ চ্যাটার্জি :—দাদা কাল বলেছেন, ২০০২ বছর আগে গীতা **message**-য়ের মতো প্রকাশ পায়।……দাদা :— ননীগোপালের এই একাদশ পক্ষ। তাই ভয়ে জু-জু হয়ে থাকে। ডঃ সেন :—

আমাদের সবারইতো একাদশ পক্ষ। মনটাইতো একাদশ পক্ষ। দাদা :—তুই শাল্লা শুয়ার!

২৫.১১ ৭৪ (তদেব ; রাত্রি) [ডঃ সেনকে লক্ষ্য করে দাদা :] জ্ঞানী-গুণী লোক এসেছেন! সামনে বস্। আচ্ছা, দেহের temperature বা pressure-য়ের fluctuation কেউ করতে পারে কি? [ডঃ সেন গৌড়ীয় মঠের ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কথা বললো।] দাদা :—ওটা উল্টো। ওটা যে কেউ করতে পারে। কিন্তু এটা যোগী-টোগী কেউ পারে না; কোন দেহধারী জীব করতে পারে না। **He can create crares of Yogis in a second.** [কাল রাত্রে দাদাকে পরীক্ষা করতে ডাঃ অমল চক্রবর্তী, ডাঃ ডি. কে. রায়, ডাঃ সুনীল সেন এবং ডাঃ দুলাল রায়চৌধুরী আসেন। ডাঃ রায়চৌধুরী তিনবার দাদার pressure নিয়ে দেখেন, ৩০০/১০০। Prescription করতে যাচ্ছেন, তখন দাদার কথায় আবার pressure নিয়ে দেখেন, ১২০/৮০। সবাই স্তম্ভিত। তাই দাদা আজ পূর্বোক্ত কথা বলেন।] ………(সাম্প্রতিক গুরুগিরি এবং ধর্ম নিয়ে ব্যবসা সম্পর্কে) দ্বাপরে এরকম ছিল না। বুদ্ধ, মহাবীরের সময়েও ছিল না। এই ১০০০ বছর থেকে এসব হচ্ছে।

[রাত্রে দাদা এক গুরুভাইয়ের বাড়ী যান। তার ছেলে আমেরিকায় থাকে। সম্প্রতি বিরাট চাকরী পেয়েছে। বাপ-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। ছেলের জন্য তিনটি সুন্দরী পাত্রী ওঁরা দেখেছেন। দাদা তাঁদের সম্বন্ধ করতে নিষেধ করলেন ; মাসে ২০০।৩০০ টাকা পাঠালেই খুশী থাকতে বললেন। মা রেগে

অন্য ঘরে চলে গেল। দাদা বাবাকে বললেন, ছেলে চিঠি post করেছে ; ৩।৪।৫ দিনের মধ্যে জানতে পারবে কি লিখেছে। তারপরে বাসায় ফেরেন।]

(হরিভানকে) দাদা :—এর সম্বন্ধে নিষ্ঠা ছেড়ে দিলে ভগবদ্ভক্তি রক্ষা করতে পারবে না। [লোকটি সত্যনারায়ণ ছেড়ে —সাঁইকে ধরেছে।] ······ দেহের রূপটা কি ? রূপ গদাধর, ভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন ; সবটা নিয়ে নাম। ······ এখন আর কারুর কিছু বলার অধিকার নাই। বলতে গেলেই চলে যেতে হবে। ······[অবাঞ্ছিতজনের ঠাট্টা ইয়ার্কি করায় ক্ষুব্ধ দাদা :] কার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, কিছুই বোঝে না। দুই একজন ভক্ত নিয়া থাকবো। এই ভণ্ডকে বাদ দিয়া জগতের চলবে না।

২৭.১১.৭৪ (তদেব ; রাত্রি) দাদা :—ইয়াসিনের সুপারিশে পি. বি. মুখার্জি প্রথম আসেন। তিনি বলেন : আপনাকে আমি চিনি। ১৯৩৮-য়ে হৃষীকেশে হাফ্-লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা কম্বল আপনাকে দেখেছি। এ অস্বীকার করলো। ডঃ সত্যেন ঘোসকে একটা বাটিতে মাটি ভরে তোদের দাদা বলে : কি আছে ? 'কিছু না' বলায় হাত নেড়ে বলে : দেখতো এবার ! দেখলেন, একটি অঙ্কুর। এ বললো : বাড়ী নিয়ে যাও ; রাত্রে আপেল হবে ও পাকবে। কেটে কেটে খাবে। [মিসেস্ সেন বললো :] আজ আপনাকে অপূর্বরূপে দেখেছি খুব ভোরে—কপালে ছোট ছোট চন্দনের টিপ্। দাদা : একে তো অনেকে ঐভাবে সাজায়। [মাধব পাগলা কেদারনাথ গিয়ে কেদারনাথকে দেখার বাসনা।

দাদা তখন কাশীতে পাতালেশ্বরের এক মসজিদে। মাধব পাগলা দাদার দেওয়া মুড়ি খাচ্ছেন।] দাদা :—মাধব চলে যাবে। কেদারনাথ! তুমি যদি থাকো, তবে ওর কাছে একবার এসো সঙ্গে সঙ্গে একটি কালো লোক—ঠোঁট সাদা—গান করতে করতে এলো। সে মুড়ি খেতে চাইলো। মাধব দ্বিধাভরে উচ্ছিষ্ট মুড়ি দিল! মুড়ি মুখে দিতে দিতে সে মিলিয়ে গেল। এ বললো : কেদারনাথকে দেখলে? ······ কবিরাজ মশাই বলতেন : পথি নারী বিবর্জিতা। সে নারীটা কে? লক্ষ্য স্থির রেখে পথ চলতে হবে। নারী মানে মন। সেখানে মনের ক্রিয়া থাকলে ভ্রষ্ট হতে হবে। ······ভেতর থেকে চেতনা না জাগলে কিছু হবে না। বাবাকে বারোদীর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে এ বলে : ওসব দিয়ে কিছু হবে না। শুধু নাম করতে হবে।

২৮.১১.৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) দাদা : কোন যুগে এ রকম ঘটনা (ভাবনগর ও পোরবন্দরে যা ঘটেছে) ঘটেছে কি? কোন যুগে এ রকম বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেছে কি? হাসি-তামাসার কথা ছেড়েই দিলাম। কারুর চরিত্রই নাই। আজ এক কথা, কাল আবার উল্টো কথা। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, তোমার কোন কথারই দাম নাই ; সব মনের বিটলামি। কাজেই তোমার বুঝ-অবুঝ দুই-ই সমান। বুঝ-অবুঝের অতীত হয়ে যা।

১.১২.৭৪ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন ১১।০ টায়। বোম্বাইয়ের শিল্পপতি শ্রীহরিপদ রায়ের বড়ো ভাই শ্রীকালিপদ রায় তাঁর ভাইঝি, প্রয়াত ডঃ শিশির চ্যাটার্জির স্ত্রী, মিসেস্ চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসেন। মিসেস্ চ্যাটার্জি কালীদার বাড়ীতে

দাদার একটা ফটো দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তাই দাদার অনুমতি নিয়ে তাঁকে কালীদা সঙ্গে নিয়ে আসেন গত বৃহস্পতিবার। আজ আবার সঙ্গে আনেন। দাদা ওঁর সঙ্গে অনেক কথা বললেন এবং ওঁর নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন, ওঁকে 'সখী' বলে আদর করলেন। কিছু পরে ডাঃ মধুসূদন দে ডাঃ দুলাল রায়চৌধুরীকে নিয়ে এসে ভিতরের ঘরে বসালেন। দাদা তখন ওঁর কাছে এলেন। কিছু পরে দাদা আবার বাইরের ঘরে রবিবাসরীয় সমাবেশে এসে বসলেন।] দাদা :—ডাঃ রায়চৌধুরীর বুকের উপরে একেকটা কাগজ রাখছেন, আর খট্ খট্ করে শব্দ হয়ে **type** হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তিনপাতা **type** হয়ে গেল, পরে ৪র্থ পাতা কপালে রাখতে বললাম। তাতে রায়চৌধুরীর সই ডাইনে ও বাঁয়ে কয়েকটা ডিগ্রী ফুটে উঠলো। মানা এতোক্ষণ এটাই পড়ে শোনাচ্ছিল। (ডাঃ রায়চৌধুরী হতবাক্ হয়ে সম্মুখে উপবিষ্ট)। (স্মিতহাস্যে দাদা :) এর একটা প্রেস আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা মহাভারতটা **type** করে দিতে পারে। (একটু থেমে ডঃ ননী-গোপাল ব্যানার্জির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ও ননী! গোপাল ব্যানার্জী এই কায়দাটা না জানলে আশ্রম চালাবে কেমন করে? (শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী তাঁর বই, **Dadaji Movement**, প্রেসে দেবার অনুমতি চাইলেন। দাদা অনুমতি দিলেন।)…… এই যে সব নাম-টাম দেওয়া হয়, ওসব প্রকৃতির রসতারতম্য। কেউ দুর্গাপূজা, কেউ কালীপূজা, কেউ শনিপূজা করে আনন্দ পায়। এগুলো সংস্কারের আনন্দ। অনুভূতি তো সংস্কারের ব্যাপার। ……মনটাকে জোর করে বাঁধবার চেষ্টা করবে না; তাহলে তার সৈন্য-সামন্ত ইন্দ্রিয়াদি আক্রমণ করবে।

২.১২.৭৪ (তদেব ; রাত্রি) [রাত ৮॥• টায় ডঃ সেনের প্রবেশ ও দ্বারপার্শ্বে উপবেশন]। দাদা :—সন্ন্যাসীটা কোথায় ? [এটা সর্বজ্ঞের কটাক্ষ।] এতো আরামের চাকরী আর কি আছে ? ……তুই হাঁপানির রোগী ; তুই ভিতরে এখানে এসে বস্। **Dr. Radhakrishnan**-য়ের **speech** য়ে দু জায়গায় **repitition** আছে। বোধ হয়, চোখে দেখার অসুবিধার জন্য। ……[মানা বললো : মাধবদার শ্বশুর বাড়ীতে সব ঘরে ছোট ছোট পায়ের ছাপ পড়েছে। ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জী গতকাল নাম পেয়েছেন। তাঁর পুরোনো ঘড়িটা নোতুন হয়ে গেছে ; তারপরে সেই **West End** ঘড়িটা **Jeep** ঘড়ি হয়ে গেল ; অবশেষে হোল **made in universe**' ; নীচে 'সত্যনারায়ণ' লেখা। দাদাকে দেখলেন, ছোট শিশু ; তাঁর পায়ের ছাপ সারা ঘরে। পরে আবার দাদাকে চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখলেন,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।]

৩.১২.৭৪ (তদেব) দাদা :—সিদ্ধার্থ রাজা ছিল। ২৭।২২ বছর বয়সে সে……। সে হোল গৌতম। সে বুদ্ধস্থ হয়ে বললো : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সে গৃহত্যাগ করলো করে ? সে কি গাছতলায় ছিল নাকি ? শাক্য সিংহ তাঁর দেখাশুনা করতো। পরে তিনি ধর্ম প্রচার করেন। তারপরে সব বুদ্ধ হয়ে গেল। [ডঃ ননীগোপাল ব্যানার্জির স্ত্রী রমাদি ও পুত্র খোকা এলো]। দাদা :—বেটা কেমন আছে ? দেখি **prescription**, হ্যাঁ, টেরামাইসিন্ তো খাবেই ; আরো দুটো ওষুধ খেতে হবে। দেখ, ওষুধগুলো ভিতরের ঘরে খাটের উপরে আছে। নিয়ে আয়। এ রকম সাধারণতঃ ঘটে না। দাদা সামনের দিকে হাতটাকে একটু

দোলা দিয়ে ওষুধ দেন রোগী বা তার আত্মীয়ের হাতে। অবশ্য ডঃ সেন একদিন এইভাবে দাদার কাছ থেকে একগাদা **antibiotic** ওষুধ পেয়েছিল প্রচণ্ড কাসির জন্য। তা প্লাস্টিকের ব্যাগে আনতে হয়েছিল।]

৫.১২.৭৪ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) দাদা :—'প্রারব্ধকর্মণাং গীতাধ্যানপরায়ণাঃ।' ধ্যান কি ? শরণাগতি। (মিসেস্ সেনকে) ওতো আর ধৃতরাষ্ট্র নয় ! সব সময়েই তো সঙ্গে আছেন। ...... (লীলামাকে) এই তো শেষ জন্ম ; আর তো আসতে হবে না। কাজেই প্রারব্ধ একটু ভোগ করতে হবে। ......ডাঃ রায়-চৌধুরী নিজের প্যাডের কাগজ বের করেছিলেন ; তাই বুকে রাখায় **typed** হয়ে যায়। উনি টাইতে মহানাম পান। ......গীতা পড়াটাও অপরাধ। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নামের দাস হয়ে থাক্।

৬.১২.৭৪ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) মানা : গৌতমের (ডাঃ সমীরণ মুখার্জীর পুত্র) বন্ধু নাম নেবে। দাদা : গৌতমের আবার বন্ধু আছে নাকি এ ছাড়া ? ......গৌতম বুদ্ধস্থ হোল। বুদ্ধ মানে শূন্য। যশোধরা অর্থাৎ যশের ধারা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ডাক্তার। [ননীগোপালদার রোজই ৯৯° জ্বর থাকে। শুনে দাদা :] এতো ভালো নয়। ওকে কত নিষেধ করেছি ! জীব কি কথা শোনে ! ওযে **extension**-য়ে আছে, ও তা জানে না। ......কাশীতে কবিরাজ মশাইয়ের সামনে তোদের দাদা এবং আরো অনেকে। একজন উঠে যাবার চেষ্টা করছে। দাদা বার বার নিষেধ করছে। তিন চার বার এই রকম করার পর এক সন্ন্যাসী (লোকটির আত্মীয়) রাগ করে দাদাকে অনেক কথা বললেন।

দাদা বললেন : ও এখন গেলে মারা যাবে। সন্ন্যাসী : আমরাও হিমালয়ে বহু বছর তপস্যা করেছি। লোকটি গেল, নিজের ঘরের দরজা খুললো, আর সঙ্গে সঙ্গে সাপে ছোবল দিল ; ও মারা গেল। দাদা লুকিয়ে রইলেন। দু-দিন পরে সন্ন্যাসী দাদার পায়ে ধরে বাঁচিয়ে দেবার প্রার্থনা জানালো। দাদা বললেন : এখন আর কিছু হবে না। ……(ডঃ সাহাকে) নিগ্রো ব্রহ্মচারী ! …… শচীন **income tax office** থেকে চিঠি দেওয়ালো। ৬৮০০০ টাকা পাওনা ১৯৪৩।৪৪ থেকে। ভাগ্যিস্ রসিদ আছে ; না হলে বিপদ্ হোত। এই রসিদগুলির বিরাট্ ফাইল আলমারিতে ছিল। আগে ২।৩ বার শচীনকে দেবার জন্য আলমারিতে খোঁজ করি ; কিন্তু পাইনি যদিও ফাইলটা বিরাট্। ……আমি তাঁকে নিয়ে এলাম। আমি এলাম বলে তিনি এলেন। ……ননীদা ! চুল কেটেছেন ! আমিও কাট্‌মু ; সুন্দরীরা রয়েছেন !

৯.১২.৭৪ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) দাদা :—ননী ! আজ য়ুনিভার্সিটি যাবি না। (সর্বজ্ঞ দাদা ওখানকার পরিস্থিতি জেনেছেন)। এখানে আসাটাই ওষুধ নয় ? একেক বারের **touch**-য়ে প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে যায়।……উষাদির মেয়ের শাশুড়ীকে ভূতে গলা টিপে ধরে। এ বলে : তুমি স্নান করো না। রোজ ভালো করে স্নান করবে, আর যা পেয়েছো, তা ৫০১ বার করে জপ করবে। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। সংস্কারে সব অন্ধ হয়ে আছে। এরকম না বললে কথা শুনবে না। [গীতাদি বললেন : বিজয়দার ভাইঝি লন্ডন যাবার সময়ে বললো : আর তো দেখা হবে না। দাদা বললেন : দেখা হলে চিনতে পারবিতো ? কিছুদিন আগে ওর

লন্ডনের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ হোলা। দাদা স্বপ্নে ওকে বললেন : দেখা হলে চিনতে পারবি তো ? পরের দিন ভোরে ওর ডাক্তার স্বামীর কাছে একজন লুঙ্গিপরা লোক এসে বললো : ভয়ংকর **pain** হচ্ছে ; একটা ওষুধ দাও তো ! ডাক্তার : আপনি বাঙ্গালী ? আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে ? লোকটি : তোমার বৌকে চিনি। সে হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। আমি আনোয়ার শা রোডে থাকি। ডাক্তার বোধ হয় চা করতে বলতে ভিতরে গেলেন। চেম্বারে ফিরে এসে দেখেন, লোকটি নেই। শুনে মেয়েটির কী কান্না !....
[মামাকে ঘুম নিয়ে ঠাট্টা]। কোথায় লাগে কুম্ভকর্ণ ! আজ খেয়েদেয়ে ঘুম দিয়ে তিন দিনের সকালে উঠে বলবে : মা, শীগ্‌গির খেতে দাও। খেয়ে আবার ঘুম ! ধর্, ধর্ গীতা ! আইবুড়ো মেয়ে ঘুমে ঢুলে পড়লে কী যেন দোষ হয় !·····[মামা বললো : রবিবার বিরাজদা মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে কলকাতার বাইরে যাবার অনুমতি চাইলেন দাদার কাছে। জ্ঞানদা বাসে করে কোথায় যাবার অনুমতি চাইলেন। দুজনকেই দাদা যেতে নিষেধ করলেন কিন্তু ওঁরা কথা শুনলেন না ; দুজনেই গেলেন। বিরাজদা খাটা পায়খানা থেকে নাবার সময়ে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। জ্ঞানদার বাসে প্রচণ্ড **accident** হোল ; জ্ঞানদা 'দাদা' বলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন ; শরীর ক্ষতবিক্ষত ; কিন্তু বেঁচে গেলেন। কাল দূরে সরে গেল]। ডঃ ধীরেন সাহা : বছরে একদিনও একটু গন্ধ পেলে আনন্দ পেতাম। দাদা : আয়, পায়ের গন্ধ শোঁক্। ডঃ সাহা :— অপূর্ব, প্রাণ ভরে গেল।

১০.১২.৭৪। (তদেব ; রাত্রি) দাদা :— গুপ্তকাশী, উত্তরকাশী,

নন্দনকানন, কেদার, বদরী—এসব ১২।১৩ বছরে শেষ। ৪।৫ বছর ধরে ওসব চষে ফেলেছি। উত্তর কাশীতে সুনীলের বাবার সঙ্গে দেখা হয় ; পরে আবার কাশীতে। কাশীতে কালী গুহ তাঁর বাড়ীতে একে সিগারেটের ছাই ফেলার পৃথক **ash tray** দেয় এ কিন্তু গুহের-টাতেই ছাই ফেলতে লাগলো। উনি রুষ্ট হয়ে বললেন : একী করলেন :। এ-বললো : এ যোগীদের এইভাবে পরীক্ষা করে। পরে কালীগুহ কবিরাজ মশাইকে বলেন : উনি সাংঘাতিক। কবিরাজ মশাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে তৈলঙ্গস্বামীর জলে ভাসার কথা বলেন। এ বলে : এতো অভাব ! উনি তখন বলেন : তুমি কে ? এ হেসে বলে : পরে তুমি যখন এর বাড়ী যাবে, তখন জানতে পারবে। এটা বোধ হয় ১৯৫৭-র কথা। পরে উনি এসে এর বাড়ীতে ঠাকুরঘরে থাকেন। সারারাত নানা দেবদেবী দেখেন ; শেষে দেখেন সত্যনারায়ণ।······১৭ বছর বয়সে এ অমরনাথ যায়। ······মানা : সেদিন **O. C.** মাধবদার বাড়ী যাবার সময়ে দাদা বলেন : এইতো যাচ্ছে ; আবার পূজা কেন ? দাদা পূজা করেননি। বিকালে বাথ্-রুমে যাবার সময়ে দাদা ঠাকুরঘরে উঁকি মারেন। সন্ধ্যায় দাদা ঠাকুরঘর দেখতে বলেন। সকলে দেখে, ঠাকুরঘরে অপূর্ব সুগন্ধ ; জল চরণজল হয়েছে, আর মেঝেতে এখানে-সেখানে জল। [**O. C.**-র শ্বশুর সঙ্গে সঙ্গে বলেন :] ওগুলো জল নয়, পাদপদ্ম। আমি হাত বুলিয়ে জল পাইনি। পায়ের গোড়ালির ছাপ পেয়েছি। দাদাকেও একথা বলেছি। দাদা :—কাল সকালে দেখিস্তো ! [সকালে দেখা গেল, শিশুর ২৫।৩০ টি পায়ের ছাপ। [শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া আজ ৩-১০য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করেন]।

দাদা ঃ এবারে সব দেখে-শুনে বোকা হয়ে গেল ; এর আগে কখনো এরকম বোকা হয়নি। দ্বাপরে পাবনায় বাসুদেব নিজেকে ভগবান্ বলতো, পায়ে তুলসী দিয়ে রাখতো। আসামে ছিল নরক। কিন্তু এরকম গুরুগিরি ছিল না। (ডাঃ সমীরণ মুখার্জীকে) কিরে, খবর কি ? তোরা তো হাত ছোঁয়ালেই রুগী ভালো হয়ে যায়! ডাঃ মুখার্জী ঃ—দাদা! ডাক্তারদের ডাক আছে, তার ছিঁড়ে গেছে। [শ্রীমতী চিত্রাভান ডুবোতল জল আনেন চরণজল করে দেবার জন্য। দাদা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। নানা কথা আলোচনার পরে ওঁকে বললেন :] এর এসব ভালো লাগে না। তবে তুমি যখন এনেছো, নিয়ে এসো।

১১.১২.৭৪ (তদেব) [ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী এবং ডাঃ দুলাল রায়চৌধুরী বসে আছেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ছেলে নাম পেলো। তাঁর স্ত্রী পেলেন একটা সোনার লকেট। ডাঃ রায়চৌধুরীর দুই মেয়েও লকেট পেলো।] দাদা ঃ—গৌতমের পর শাক্য সিংহ। বুদ্ধ কে জানি না। বাংলাদেশে এক বুদ্ধদেব বসু আছে ; সে কি ? গৌতম বললেন : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। [**Dr. Osis** মহানাম পেলেন। দাদার স্পর্শে তাঁর ঘড়ি পাল্টে গেল ; তাতে **'made in universe'** লেখা ফুটে উঠলো। [শ্রীবারীণ ঘোষ আসেন। **Rolls Print**-য়ের মিঃ ভার্গবের স্ত্রী আসেন। আগামীকাল য়ুনিভার্সিটি যাবার অনুমতি পায় ডঃ সেন।]

১২.১২.৭৪ (তদেব) [অভিদা বোম্বে থেকে এবং মিঃ মজ্‌মুদার পুনে থেকে ফোন করেন।] (ডঃ সেনকে) কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে যাবি না। আলোচনা করাটাও অপরাধ।

[সর্বজ্ঞ দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনার কথা জানতে পেরেছেন।] কাঠ বাইড়াইয়া (অর্থাৎ মালা জপ করে) কিছু হবে না। প্রেম না হলে নিষ্ঠা হয় না ; প্রেমিক না হলে থাকতে পারে না। [সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী আলোচনা করলেন।] ······এই ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫ (১৯৬৭ ?) এ পি. বি. মুখার্জীর বাড়ী যায়।

১৫.১২.৭৪ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ণ) [ডঃ সেনকে সামনে বসতে বলে দাদা :] পণ্ডিত এসেছেন ! মনটা নাশ হতে শুরু করলে দ্বিজত্ব ; তখন ব্রজলীলার শুরু। মনটা প্রায় নাশ হলে বিপ্রত্ব ; তখন ব্রজলীলা। তারপরে ভাবান্তর অর্থাৎ পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। এটা কৈবল্য। তারপরে একেবারে শুকিয়ে গেলে ব্রাহ্মণত্ব। তখন তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। তাহলে ব্রাহ্মণ হোল কেমন করে ? ······(উপবীত প্রসঙ্গে) মনু বলেছেন, পৈতাটা এমনি রেখে দিতে হয়। যজ্ঞের সময়ে ধারণ করতে হয়।

১৬.১২.৭৪ (তদেব ; রাত্রি) দাদা :—কেউ কিছু বোঝে না। গুরু হয় কেমন করে ? আর জঘন্য সংস্কারে সব অন্ধ। —আনন্দের আশ্রমে ঢুকছেন, জুতা পায়ে ও হাতে চামড়ার ব্যাণ্ডের ঘড়ি। ঢুকতে দেবে না। দাদা গায়ের চামড়া দেখিয়ে বললেন : এটা কি ? এটা তাজা, নোংরা, ওগুলো শুকনো, পরিষ্কার। শেষ পর্যন্ত ঢুকতে দিল। ······সন্ধ্যাবেলা ওয়াঞ্চু আসেন। [পৌনে দশটায় উঠতে বললেন। ডঃ সেন নীচে নাবলো। আবার ডাক। সেন উপরে গেল। দাদা বৌদিকে বললেন : ওকে মালাটা দাও. —এলাচের মালা। সেন : ঠাকুরের গলায় দেবো। দাদা :—

না, খেয়ে ফেলবি ; ১০ টাকার এলাচ। সর্বজ্ঞ দাদা ! মিসেস্ সেন বৌদিকে ১০ টাকা দিয়েছিল। তাতে ডঃ সেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই এই জাগতিক প্রতিদান। ডঃ সেনের ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ১০ টাকা হারাম হয়ে গেছে।] [জয়রাম এলো। দাদা :] বিক্রী কেমন ? জয়রাম :—ভালো। দাদা :—সুনীলদা ? উত্তর :—ছিলেন। দাদা :—গোপীদা ? উত্তর :—ছিলেন। দাদা :—না, বেশ হাসিখুশী তো ? উত্তর :—হ্যাঁ। দাদা :—বাবা ! ঐ ঘরে আমার বিছানাটা করে দাও ; মশারিটাও করে দিও।

১৯ ১২.৭৪ (তদেব) দাদা :—ওঁরা সব মহাভাবে ছিলেন। ওঁরা এতো নীচে নামতে পারতেন না। এ কিন্তু নরকেও নামতে পারে, আবার একেবারে উপরেও উঠতে পারে। ······যখনি একটা যুগের পরে আরেকটা যুগ আসে, কলির পরে সত্য আসে, তখনি 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্'। খড়্গ হাতে নিচ্ছে মা। হয়তো বস্তির লোক এসে বলবে, আপনার এতগুলো রুমের দরকার নাই ; আমরা ছুটো রুমে থাকবো। [বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা প্রসঙ্গ।] [একজন আজ মহানাম পেলেন। যা কখনো বলেননি, তাঁকে দাদা তাই বললেন।] দাদা : বোম্বেতে অভিদার কাছে গিয়ে বোলো, সত্যনারায়ণ···দাদাজীর কাছে নাম পেয়েছি। ······শূন্যটা বুঝতে একটা শিলা বসিয়েছিল ; তাই ঠুঁটো জগন্নাথ। শিলা তো ভিতরে আছে।

২২.১২.৭৪ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [মানা বললো, বৃহস্পতিবার রাত ২টায় এক পুলিশ অফিসার দেখেন, দাদাজী আশীর্বাদের

ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে। স্ত্রী আলো জ্বালিয়ে দেখেন, মিলিয়ে যাচ্ছেন। ঘর গন্ধে ভরে গেছে। খাটের উপরে মস্ত বড়ো এক হুইস্কির বোতল, 'দাদাজী' লেখা।] (কামদারজীকে) দাদা :— ব্রজপ্রেম **copulation** : আতা হ্যায়, যাতা হ্যায়। সব স্থির হোতা, তব ব্রজাতীত। .... ভীষ্ম কৃষ্ণের গায়ে বাণ মারছেন, এখানে একটা, ওখানে একটা। এখান থেকে মাংস পড়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে। তখন কৃষ্ণ রথচক্র তুলে মারতে উদ্যত হলেন। ভীষ্ম বললেন : এবারে শেষ হয়েছে ; তোমার শিখণ্ডীকে দাঁড় করিয়ে আমাকে মারো। ভীষ্মই তো ভক্ত ; তাঁর কাছেই তো হারবেন। ওটা কি হার ? তিনি প্রকাশ না পেলে কি ভক্ত হতে পারে ? ভীষ্ম তাঁকে বুঝেছিলো ; তাই তাঁকে নিয়ে নিলেন। এসবের অর্থ সাংঘাতিক ; তোদের মতো করে বলছি। ... [অধ্যাপক দিলীপ চ্যাটার্জী বললেন, দাদা বলেছেন, ৪টা থেকে ৪.৪৫-য়ের মধ্যে জয়দ্রথ বধ।] গতকাল শিব (ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী) এসেছিল। বললো, তুমি মাঝে মাঝে বড়ো বিরক্ত করো। ......নেশা না হলে কি প্রেম হয় ?

২৪.১২.৭৪ (তদেব) দাদা :—২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিন হলে ১লা জানুয়ারী থেকে বছর আরম্ভ হয় কেমন করে ? যীশুর শেষ হয় কাশ্মীরে ; এক যোগীর কাছে যোগ শিক্ষা করেন ; সেখানেই শেষ হয় (কি বললেন ঠিক বুঝা গেল না)। ......অর্জুন দুর্যোধনের বেশে ভীষ্মের কাছ থেকে ৫টি বাণ নিয়ে নেন। কৃষ্ণ তখন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম ব্যাপারটা বুঝে কৃষ্ণকে বললেন ; ঠিক আছে, কাল যুদ্ধ হবে নরের সঙ্গে নারায়ণের ; তোমার শিখণ্ডীর

(অর্জুন) সঙ্গে এ যুদ্ধ করবে না। ······কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কেমন করে? কর্ণ তো দাতা! কৃষ্ণই ব্রাহ্মণ বেশে বৃষকেতুর মাংস খেতে চান।

২৫.১২.৭৪ (তদেব) দেখছি, সব চরণজল নিতে আসে। পুকুর পুকুর দিয়েও কুলাচ্ছে না। তাহলে একে কেউ চায় না! মানা :—বিভূতিদা ১০ বছর আগেই একথা বলেন। ডঃ সেন :—ঠগ, বাছতে গাঁ উজোর হয়ে যাবে। দাদা :—তাই ভালো। অনেকে ভাবে, এসব কিছু জানতে পারে না। এ যে সব জানে, সব বোঝে, এটা অনেকেই বোঝে না। ডঃ সেন :—এটা কি বিশেষ করে আমাকে বলছেন? দাদা :—হ্যাঁ, inner meaning তো অন্য কেউ বুঝবে না! তুই তো পণ্ডিত! না, তুই তা মনে করবি না। তুই তো শিক্ষিত ব্যক্তি, পড়াশুনা করেছিস্; তাই তোকে বলছি! ······চন্দ্রমাধব এটাকে খুব ভালবাসে। এইমাত্র চন্দ্রর কাছে হয়ে এলো; incident-টাও বলতে পারে। Time আর date লিখে রাখিস্। ফোন আসবে। ডঃ সেন :—Time ১১টা/ ১১টা ৫ মিনিট; date ২৫।১২।৭৪, বড়দিন। দাদা :—ঠিক আছে। ······পরশু অভির চিঠি এসেছে। লিখেছে, ওর কাছে ডঃ নায়েক একদিন ছুটে আসে; চোখে জল। বলে, স্ত্রী গ্যাসে রান্না করছেন; কে বললো গুজরাটীতে: সাবধান! শাড়ীতে আগুন লেগেছে। তারপরে আগুনটা নিজেই নিভিয়ে দিলেন। এ এখানে বসেই দোকানের কেনাবেচা দেখতে পায়। (মানাকে) এখন তো Gelusil খেতে হয়; যা নিয়ে আয়। (মানা চলে গেলে) এতো দেখছে, একজন ৫ টাকা পকেটে রেখেছে (আগে

একদিন)। এ মেয়ে বললো : কে কি করছে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তো। গোপী বললো : ওরা তো ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে! দাদা :—হ্যাঁ, ওরা ২০ বছর ধরে কাজ করছে! ওদের বলতে হবে বৈকি! চেয়ে নেয়, সে অন্য কথা। এই বলে এ ৫ টাকার জায়গায় ১০ টাকা দিল। এ আজ খেয়ে ১টায় দোকানে যাবে; রাত্রে অনেকক্ষণ থাকবে। এর duty তো করতে হবে! [অনিলদা ফেরার পথে বললেন : রবিবার দাদা বলেছেন, ৪.৪৫-য়ে জয়দ্রথ বধ। সীতা স্বর্ণমৃগ চাইলেন, পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হোল। সরমা হোল স্থির বুদ্ধি। আরো বলেন, ডঃ নায়েকের মতো একজন লোক তো এককোটি। ডঃ পণ্ডিত তো দাদার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে অগ্নিশর্মা হবে।]

২৬.১২.৭৪ (তদেব) দাদা :—উপবাস মানে কি? ডঃ সেন : তাঁকে নিয়ে বাস করা। দাদাঃ—না, আমি যোগের দিক্ থেকে বলছি। উপ মানে substitute. উপবাস মানে substitute হয়ে বাস করা। তার পরে ৮০/৮২ বছর হলে পতিব্রতাধর্ম পালন করতে পারে। সাবিত্রীর যখন অহং একেবারে চলে গেল, সব একাকার হোল, পূজা হোল, মহোৎসব হোল, সিন্নী হয়ে গেল, তখন সত্যবানকে পেলেন। তাই সাবিত্রীব্রত। সীতা মায়ার কবলে পড়ে সোনা দেখলো, অহংকার করলো, পাতিব্রত্য ধর্মচ্যুত হোল। তখন পূর্ণ অহংকার রাবণ এলো; আরেক অহংকার পাখীটাকে মারলো। সরমা conscience. আবার যখন রাম, রাম করলো, তখন রাম এসে উদ্ধার করলো।······ঋগ্বেদ দ্বাপরের আগের না?······আমরা সব শালা ধৃতরাষ্ট্র, অন্ধ।

২৮.১২.৭৪ (তদেব) (সৈয়দ ফিরোজ তাজ-উল-ইসলামকে দাদা :) তোমরা জল দেবার সময়ে কোরাণের যে মন্ত্র পাঠ করো,……(মন্ত্রটা পড়লেন), ওটাই গায়ত্রী মন্ত্র। ৫৭০-য়ে জন্মে ৫৯:-তে দেখলেন, এখানে বজ্রকে, ওখানে পাথরকে, সেখানে বাতাসকে, ওখানে আগুনকে, জলকে, গাছকে পূজা করছে। তাই তিনি **con-verted** হয়ে গেলেন। সনাতন ধর্ম থেকেই ইসলাম প্রচার করলেন।………নিমাই মিশ্র সুবুদ্ধি রায়কে বৃন্দাবনে বললেন : একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে॥ এটা তোমাদের দিক্ থেকে বলেছেন। বাকীটা তো **fixed deposit** হয়ে আছে। তাঁকে কোন ভক্ত প্রভু বা মহাপ্রভু বলেছে, এটা এর জানা নাই। .... দাদা ৭ বছর বয়সে চেরাগালির বাড়ী ভাত খেলেন ; বঙ্গঠাকুর বললেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দাদা পালালেন ডোমজুরি ইত্যাদি জায়গায়। ন-বছরে ফিরলেন দুর্গা পূজার আগে। বঙ্গ বললেন, মায়ের কাছে অঞ্জলি দিলেই প্রায়শ্চিত্ত হবে। সেবার অনেক বলি হবে। দাদা বঙ্গকে বলি বন্ধ করতে বললেন। বলি কাকে বলে ? বঙ্গঠাকুর সাংখ্যের কথা বললেন। দাদা বললেন; সাংখ্য তো **Back-dated** ! কপিল পাঁঠাটা করেছে। সে নিজেই বলেছে; আমি ভুল করেছি। এ-সব অনার্যরা করেছে (অর্থাৎ বলিপ্রথা)। ৪৷৫৷৬ হাজার বছর আগে বৈদিকযুগে ঋষিরা গরু খেতো। পরে পণ্ডিতেরা বললো, তাঁরা যজ্ঞে শুদ্ধ করে খেতেন। আরে, আগুনে দিলেই তো শুদ্ধ হয়ে গেল ! এই যে পা ফেলছি, হাত নাড়াচ্ছি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, কত প্রাণী মারা যাচ্ছে আর আমরা বাঁচছি। সমস্ত প্রকৃতিটাই আমাদের ভোগের জন্য।

(একটা মঠের ছাপানো প্রচার-পত্র পড়া হোল)। দাদা : তোদের আচরণে, কথাবার্ত্তায় এযে কত ব্যথা পায়, তা বুঝিস্ ? তাই ঢাকবার জন্য চুমো দেয়, জড়িয়ে ধরে, হাসি-ঠাট্টা করে। কোন যুগে যদি এলো-হেন জন জন্মে থাকে, যে এর ভুল বুঝিয়ে দিতে পারে, তা হলে তার কাছে মন্ত্র নেবে। [O. C. মাধবদার শ্বশুরের মা, ত্রিশের বৈকুণ্ঠসাধুর শিষ্যা,- দাদার কাছে আসেন। বাইরের ঘরেই নিজের ভিতরে দাদার দর্শন হয়। ভিতরে গিয়ে মহানাম পান, গঙ্গাধারা ঝরে পড়ে, দর্শন হয়। দাদা বললেন :] ওটা মহানাম নয় ; নিজের প্রকাশের স্বরূপটা দেখলে। ওটাই সব।......

এ সামনের সোমবার (কেসের দিন) কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, মঙ্গলবার করবে ; আবার বুধবার করবে না। গতকাল বোম্বের সত্যনারায়ণ ভবনে পূজা হয়। গন্ধে ভরে যায়, জল পড়ে, ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেন। ১১টা ট্রাংকল করে এর সঙ্গে অনেকেই কথা বলেন, জাষ্টিস্ কাণ্টাওয়ালা প্রভৃতি। (ডঃ সেনকে) তুই কি মনে করিস্ এই ব্যাপারের কথা এ আগে জানতো না ? তা হলে **Jaundice** নিয়া তাড়াতাড়ি দাক্ষিণাত্য **tour** শেষ করলো কেন ? (ননীগোপালদাকে) রমা আসেনি ? গোপাল-দা : ঝি-চাকর একদম নাই। দাদা : ঝি-চাকর তো আমরাই! আমরাইতো অভাবগ্রস্ত। দেশটা আরেকটু উন্নত হলে ঝি-চাকর এতো সহজে পেতে না।....সুবুদ্ধিকে একজন বললো : তুমি বৃন্দাবনে যাও ; সেখানে এক বড় পণ্ডিত আছেন। সুবুদ্ধি সেখানে গিয়ে দিন দুই দেখা করতে পারলেন না। পরে একদিন এই রকম বসে কথা বলছেন (নিমাই পণ্ডিত), দেখেন, কে বাইরে হাতজোড় করে

দাঁড়িয়ে আছে। রঘুনাথ দাসকে বললেন ওকে ডাকতে। সে এসে দূর থেকে প্রণাম করে বললো, আমার স্পর্শের অধিকার নাই। সেখানে যবন হরিদাসও ছিলেন।

২৯.১২.৭৪ (তদেব) [শ্রীহরিপদ রায় বোম্বে থেকে এসেছেন] হরিদা :—বোম্বেতে পূজায় ৫০০ লোক হয়েছিল। লেকচার দেন কাণ্টাওয়ালা, ডঃ শেঠনা, ডঃ দত্ত প্রভৃতি। দাদা : সব চরণজল চাইতে আসে ; এ সব বন্ধ করতে হবে। ডঃ সেন :- ক'জনকে তাড়াবেন ? কেউ চরণ জল চায়, কেউ বাণী চায়। বাণী না পেলে বিগড়ে যায়। দাদা : তাহলে কি মৌনী হয়ে থাকবো ?······· হজরৎ ৫৭০ সালে জন্মান। ১৭ বছরে দেখলেন, কেউ সূর্য, কেউ মেঘ, কেউ বজ্র উপাসনা করছে। তিনি **revolt** করলেন। ২১ বছর থেকে কিছু ধর্ম প্রচার করলেন। তিনি বললেন, আল্লা অর্থাৎ আত্মা। গায়ত্রী মন্ত্র কোরাণেও আছে ; কেবল ভাষাটা আলাদা।··· শ্রীযুক্ত হওয়া মানেই শরণাগত হওয়া।.... শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী : দাদা বলেন, ব্রজের পথে চলতে চলতে যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়, তখন হয় 'তথাগত'। ডঃ সত্যেন বোস আমাকে বলেন : তোমার বাড়ীর কাছে এক 'তথাগত' আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো। দাদা : হ্যাঁ, সত্যেন বোস একে 'তথাগত' বলতেন। [শ্রীশৈলেন চৌধুরীর ভাই বললেন : সন্তোষ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দাদা ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কালীঘাটে এক মেসে একই রুমে থাকতেন। মসলার ব্যবসা করতেন ; প্রায়ই **loss** খেতেন। **loss** হলেই তিনি তাস খেলতে বসতেন। তাতে হেরে গেলে রেগে যেতেন। হিসাব করতে পারতেন না ; রায়চৌধুরী করে দিতেন।

কিরকম বোকা বোকা ছিলেন! ননীগোপালদা ঐ মেসে মাঝে মাঝে যেতেন। মাঝে মাঝে টিনের স্যুটকেস নিয়ে কোথায় চলে যেতেন। দাদা শুনে হাসছেন।] দাদা :—ভূটান কি স্বাধীন? **India**-র মতো? নেপাল? বাংলাদেশের অবস্থা কি রকম? পাকিস্থান না বাংলাদেশ বেশি শক্তিশালী? কি তাজ্জব ব্যাপার আবার হয়, দেখ্।

৩১.১২.৭৪ (তদেব) [মিঃ চন্দ্রনারায়ণ সপ্রু ও ক্ষমা নেহরু আসেন।] দাদা :—ডঃ ওসিস্ ৬ তারিখে কলকাতা আসবেন। (ডঃ সেনকে) তুই থাকবি। ডঃ মেরিয়াম আসবেন ২৬ তারিখে। ...... [ক্রিকেট খেলা নিয়ে ঠাট্টা] বিশ্বনাথ মস্ত বড়ো **player**! মাদ্রাজেও ড্র-ট্র হবে; তারপরে পিটাবে বোম্বেতে। **Indian players! Demoralised** হলে......। **Nawab of Patoudi** আবার **player**! [গোপালদাকে মালা পরিয়ে দেন] (রাত্রে) [শ্রীসুনীল ব্যানার্জির **retarded** ছেলে আপন মনে আবোল-তাবোল বক্‌ছিল] দাদা : জীবের কী প্রারব্ধ! [ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা।] আলাউদ্দিন খাঁ তো কাঠিয়া বাপ! আলি আক্‌বর ভালো। ফয়েজ খাঁ অতুলনীয়। রাজপুত্রের মতো চেহারা; গলা অপূর্ব। রেডিওতে কিছুই বুঝা যায় না। আমি গান করছি ভাবলে গান করা যায় না; ভক্ত না হলে গান হয় না। ......১৯২৮-য়ে ননীগোপালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

২.১.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয়; রাত্রি) [ডঃ সেন ৮৷৹টায় এসে পেছনের ঘরে বসলো।] দাদা : ননীগোপাল সেনকে যেন দেখলাম! শুয়ার! সামনে এসে বস্। শনিবার কি তোর শ্রাদ্ধ আছে নাকি? কটায় যেতে হবে? ৩৷৹টায় আমি গাড়ী করে

পৌঁছে দেবো। ধীরেন সার বাড়ী যেতে হবে। অতুলানন্দ, ননীগোপাল, জ্ঞান আলুয়ালিয়া, দিলীপ চাটুজ্যে। মানা ও রমা তো যাবেই ; আরো অনেকে। পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া ভালো। শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে দরকার হবে। পণ্ডিতদের আমি বড়ো ভয় করি। .... আমি শ্রাদ্ধ করবো বললে কি শ্রাদ্ধ হবে? সব **program** ঠিক করে গেলে কাজ হবে না। তবে দেবতাদের কাজ আগের থেকেই **fixed** হয়ে থাকে। ......আমার, তোমার করছি ; আ-টা বাদ দে ; মা-র মানে প্রকৃতির। ......মানার ঘুমই হয় না। একবার ঘুমিয়ে ৬ মাস পরে উঠে গরম জলে স্নান করে। আরো একজন (মিসেস্ সেন) প্রায় সব সময়েই ঘুমায়। দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে দেয়াল নোংরা করছে ! [গোপালদাকে নিয়ে ঠাট্টা।] [অভিদা ও শ্রীহরিপদ রায়ের ফোন এলো বোম্বে থেকে। ভাবনগর সত্যনারায়ণ ভবনে কামদারজীর মাথার উপরে, মেঝেতে সুগন্ধি জলের ছড়াছড়ি, ভোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি তাঁরা জানালেন।] দাদা :—অভি ও কামদার ১৫।১৬ তারিখে আসছে। ...... এটা কি থাকবার জায়গা ? বাড়ী তো যেতে হবে,—বাপের কাছে। [একজন তাঁর ভগবদ্দর্শনের সাড়ম্বর বর্ণনা দিলেন। দাদার মতে, দর্শন ও বাহ্য। দাদা বললেন :] তোমার ভাগ্য ছিল, তুমি দেখলে ; এর ভাগ্য নাই, এ দেখতে পেলো না। এ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? ...... ২০।২৫ দিন আগে এ **O. C.** মাধবের ভাইয়ের সঙ্গে এক বিরাট লোকের বাড়ী যায়। সেই লোকটি বলে, তাঁর যোগী গুরু নাকি ২ মিনিটের মধ্যে আমেরিকা থেকে ঘড়ি এনে দিতে পারেন রসিদসহ। এ বললো, তুমি কি

দেখেছো ? তারপরে এ এক সেকেণ্ডে একটা ঘড়ি এনে তাঁকে পরতে দিল ; পরে ওটা touch করে ওটাকে পালটে দিল। শেষে বললো, এ রকম করার সাধ্য কারুর নাই। কিন্তু এহো বাহ্য। ······ সূর্যাস্তের আগে ঘরের দিকে ফেরো।

৪.১.৭৫ (দাদাজীর ভাইঝির বাড়ী ; পূর্বাহ্ণ) [সকাল ১০।০ টায় ডঃ সেন হাজির। দাদা বাইরের ঘরে বসে অতুলানন্দজী, অধ্যাপক দিলীপ চ্যাটার্জি প্রভৃতির সঙ্গে আলাপরত। বারান্দায় কীর্ত্তন হচ্ছে। একটু আগে দাদা বলছিলেন, ননী আসছে না ; এলেই আরম্ভ করা যায়। একটু পরেই ননীগোপালদা এলেন]। দাদা :—খোলসটা ছাড়িয়ে দিতে হবে।···জীবের কি রূপ আছে ? জীব তো আসলে অরূপ। সাংখ্যভাষ্যের দিক্ দিয়া দেখলে রূপান্তর হচ্ছে। যেটা চলে যাচ্ছে, ক্ষণিক, সেটা আছে বলি কেমন করে ?··· 'হংসং নারায়ণষ্ণৈব'। 'হংসং' মানে তন্ত্রের হংস নয়। অতুলদা :—সোঽহম্। [দাদা ৮৩ বছরের বৃদ্ধা ভাইঝিকে পূজার ঘরে বসিয়ে দিলেন স্বামীর শ্রাদ্ধের জন্য। তিনি দাদার করতলে মহানাম দেখলেন ও কাণে শুনলেন। শ্রাদ্ধের ঘরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পটের সামনে ৫টি পিণ্ড ও অন্যান্য ভোজ্যাদি দেওয়া হয়েছে। নারকেলের জল ও পানীয় জলও দেওয়া হয়েছে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। পূজার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাদা এসে বসলেন]। [কিছু পরেই কাঁধে ঝুলি ও বাঁহাতে একতারা নিয়ে এক ভিখারী এসে 'জয় দাদাজী' বলে বারান্দায় কীর্ত্তনিয়াদের কাছে বসলেন। তাঁর মসৃণ-চিক্কণ দেহ, অমলিন বেশভূষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্যে এমন এক আভিজাত্যের ছাপ আছে, যা ভিখারী-সমাজে একান্ত দুর্লভ।

সবার দৃষ্টি তাঁর উপরে নিবদ্ধ। দাদাজী মুচ্‌কি হেসে স্বগতভাবে বললেন, একজন এসে গেছে; আরো চারজন আসবে। হঠাৎ ভিখারীটি বারান্দা থেকে দাদার কাছে আসার উপক্রম করতেই কর্ত্তৃত্বাভিমানী ডঃ সেন তাঁকে বাধা দিয়ে বললো, ঐখানেই বসুন। এই অত্যন্ত অশোভন আচরণের জন্য দাদাজী নিশ্চয়ই খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। আলোচনা আর অগ্রসর হোল না। ডঃ সেনের বিজাতীয় আভিজাত্যের জগদ্দলে তা চাপা পড়লো।] [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দাদা পূজোর ঘরে গিয়ে ভাইঝিকে বের করে নিয়ে এলেন। তখন অশীতিপর বৃদ্ধা তাঁর পূজার অভিজ্ঞতা কোন রকমে বিবৃত করলেন :—] "আসনে বসে চোখ বুজে ওর দেওয়া নাম করছিলাম। কিছু পরেই চোখ বোজা অবস্থায় দেখি, উনি (স্বামী) এসে চারিপাশে ঘুরছেন; আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ছুঁতে পারছেন না। হঠাৎ দেখি, সত্যনারায়ণ হাত বাড়িয়ে আমাকে মাথায় আশীর্বাদ করছেন; তার উপরে আবার ওর (দাদার) হাতও আছে। তারপরে মাথায়, সারা গায়ে জল পড়তে লাগলো; পরে সত্যনারায়ণের পট থেকে জলের ধারা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। সারা ঘর গন্ধে ভরে গেল; দম বন্ধ হবার অবস্থা। তারপরেই দেখি, উনি (স্বামী) পিণ্ডগুলি থেকে একটু একটু খাচ্ছেন। আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাই বা ঘুমিয়ে পড়ি; ও আমাকে তুলে নিয়ে আসে।

[পরে সবাই পূজোর ঘরে গিয়ে দেখেন, ঘরে জলের স্রোত বইছে, আর গন্ধের প্লাবন। কয়েকটা পিণ্ডের উপরের অংশ ভেঙ্গে নেবার স্পষ্ট চিহ্ন; দুটি পিণ্ডে গভীর গর্ত্ত আঙ্গুল ঢুকানোর;

নারকেলের জল ক্ষীর হয়ে গেছে। সত্যনারায়ণের আসনে ১টা সন্দেশ পড়ে আছে ; আর কয়েকটা মেঝেতে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে।] যে নাতনীর বাবার শ্রাদ্ধ হোল, সেই নাতনীর স্বামীকে দাদা শুধালেন :)—তোমার বয়স কত্তো ? স্বামী—৬৩।৬৪ হবে। দাদা— তা হলে এর বয়স। ডঃ সেন :—এটা কি জাগতিক হিসাবে ? দাদা—হ্যাঁ, এটার (দেহ) কথা বলছি। না হলে তো এ সব সময়েই আছে। (নাতনীর স্বামীকে) ঐ ভিখারীকে একটা পিণ্ড দিয়ে দিও। আরো ৪জন ভিখারী আসবে ; তাদেরও সবাইকে একটা করে পিণ্ড দিও।

[এরপরে সবাই ভিখারী-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার প্রাসাদোপম বাড়ীতে গেলাম। ডঃ সাহা বললেন. তিনি ঐ অঞ্চলে দীর্ঘকাল আছেন ; কিন্তু ঐ রকম কোন ভিখারী তাঁর নজরে আগে পড়েনি। দাদা ডঃ সাহার বাড়ী গেলে তাঁকে যে খাটে বসানো হোল, ৪০ বছর আগে সেই খাটেই দাদা ডঃ সাহার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে ঘুমাতেন। ডঃ সাহার স্ত্রীকে দাদা পূজার ঘরে বসিয়ে দিলেন।] দাদা :—উনি যেখানে যান, সেখানে এটা যাবার আগেই যাওয়া হয়ে যায় ; না হলে একি আসতে পারে ? (একটু পরে তির্যক্ উর্ধ্ব দৃষ্টিতে ইতস্তত: তাকিয়ে ডঃ সাহাকে বললেন :—) তোমরা এতো ঠাকুর ও সাধু-সন্ন্যাসীর ফটো রেখেছো যে উনি এসে এসে ঘুরে যাচ্ছেন, ঢুকতে পারছেন না। ডঃ সাহা :—ঠিক আছে, ফটোগুলি গঙ্গায় বিসর্জন দেবো। দাদা :—তাহলে ঠিক আছে। (ভাইঝিকে ঘন্টা দেড়েক আগে পূজার ঘরে বসানো সম্পর্কে) ওকে অন্তর্গঙ্গা দিয়ে স্নান

করিয়ে নিলাম ; না হলে ওঘরে থাকবে কেমন করে? কোন সাধু-সন্ন্যাসী এক সেকেণ্ডও ওঘরে থাকতে পারবে না। ...... পিতা ধর্ম মাতা প্রকাশ। ...... যতক্ষণ উপপতিটি (স্বামী) আছেন, ততক্ষণ উনি আসেন কেমন করে? যতক্ষণ (স্ত্রীটি) আছেন, ততক্ষণ ব্রহ্মময়ী আসেন কেমন করে? ...... রসুল, ইমাম, ইব্রাহিম—এগুলো আরবী নয় ; এসব সনাতন ধর্ম থেকে এসেছে। সেই জন্য এ হিন্দু ধর্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্ম বলে না। ...... (ডঃ সাহাকে) মেয়ের বিয়ের চেষ্টা এখন কোরো না ; মাঝে মাঝে এর কাছে পাঠিও ; বুকে একটা ব্যথা আছে।

৫.১.৭৫ (দাদালয় ; পূর্বাহ্ন) (গতকালের ভিখারী প্রসঙ্গ উঠলো)। দাদা :—এই ভিখারীরা ইন্দ্রিয়। দেবতাদের এখানে আসার ক্ষমতা নাই। জাগতিক দেহধারী ওরা নয়। শ্রাদ্ধ করতে হলে ব্রহ্মাকে দিয়ে প্রেতের দেহটি তৈরী করিয়ে নিতে হয়। এটা স্থূল দেহ ; সূক্ষ্ম দেহ নয়। ডঃ সাহা :—ভিখারীটিকে যদি জড়িয়ে ধরি? দাদা—তাহলে ততক্ষণ থাকবে। (ডঃ সেনকে) তুই তান্ত্রিক সত্যকে, ঐ যে বসে আছে, চিনিস্ না? ও আগে কালীসাধক তান্ত্রিক ছিল। ত্রিগুণা সেন, চিত্ত রায় ওর কাছে যাতায়াত করতো। একবার উৎসবের চাল ডাল সহ পুলিস্ ওকে arrest করেছিল। একবার ১৯৬২-৬৩ সালে এ ওর কাছে যায় এবং নীচে বসে। ও একটা কাঠি বা গুলি ছুঁড়ে একটা গাছ ফেলে দিতে পারতো। খাটে বসে ও একে বললো, তোমাকে একটা জিনিষ শিখিয়ে দেবো। এ বললো, সেই জন্যই তো এসেছি। ও বললো, গাছটা ফেলে দেবো। এ বললো, বাঁচাতে পারবেন? এ ফেলতেও চায় না, বাঁচাতেও

চায় না। এর সামনে গাছ ফেলতে পারলো না ; পরে এসে মহানাম পেলো। এখন ও বলে, প্রথমের সারি, না শেষের সারি ? যারা সামনের সারিতে, তারা জোরে দৌড়িয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে ; আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি।……তোরা ইয়াসিনের কাহিনী জানিস্ ? রাজমিস্ত্রীর জোগালের কাজ করতো। তাকে এ বললো, উৎসবে তোমাকে ১১্ টাকা দিতে হবে। উৎসবের ৪ দিন আগে থেকে ওর রোজগার বন্ধ। উৎসবের আগের দিন শেষে নিরুপায় হয়ে স্ত্রীর রূপার গহনাদি এবং গাড়ু প্রভৃতি বিক্রির চেষ্টা করলো সামনের বাজারে। সেখানে ৯্ টাকা দিতে চায়। তখন গড়িয়াহাটা গেল। সেখানে ১০্ টাকা দিতে চায়। তখন হতাশ হয়ে স্থির করলো, লেকের জলে ডুবে মরবে। মার্কেট থেকে বেরিয়ে দেখে, এক দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধ পুরানো ঘটি-বাটী নিয়ে বসে ; সে ১০ টাকা বারো আনা দিতে চাইলো ; ও কেঁদে-কেঁটে ১১্ টাকা চাইলো। বৃদ্ধ তাই দিল। টাকা নিয়ে ইয়াসিন এর বাড়ী এলো। এ তাকে অনেক রাত অবধি আটকে রেখে ছাড়লো। বাড়ী গেলে ছেলে বললো : আব্বা ! সারাদিন খাওনি ; তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তুমি কাকে দিয়ে চাল, ডাল তরিতরকারি, তেল সব পাঠিয়ে দিলে ! ইলিশ মাছ আর সব রূপোর গয়না, গাড়ু ! নিলেই বা কেন, আর ফেরৎ দিলেই বা কেন ? ইয়াসিন্ শুনে সোজা এর কাছে হাজির ; দাদাকে দেখে তারপরে বাড়ী গেল। উৎসবে ১ম সারিতে ইয়াসিন্ প্রসাদ পেলো। অনেকের আপত্তি। এ তখন বললো, ও প্রসাদ না পেলে ভোগ হবে না।

(জনৈকের প্রশ্ন) :—গুরু নাইবা হোল, পথ-প্রদর্শক তো চাই ?

দাদা :—পথ-প্রদর্শক স্বীকার করলেই কর্মের দল স্বীকার করতে হয়।……হরিতকী দক্ষিণা দেয় ; হরিতকী নিতে পারলে কোটি টাকাও নেওয়া যায়। দক্ষিণা কি ? ভালবাসাটাই দক্ষিণা।…… … **Zero** হবার পরে মহাজ্ঞান।

৬.১.৭৫ **(** তদেব ; রাত্রি **)** [শ্রীঅনিল ব্যানার্জি দুই ছেলের পৈতা দাদাকে দিয়ে অলৌকিকভাবে দেওয়াতে চান। দাদাকে ১৫ তারিখে দেবার কথা বললেন। পরে কোন এক রবিবার দেবার কথা স্থির হোল।] দাদা :—পৈতোটা কি বাইরের ? পৈতো কি কেউ দিতে পারে তিনি ছাড়া ? এরা সত্যনারায়ণের থেকে পৈতো পাবে। …… কেউ মারা গেল। ১ মাস ২ মাস ১ বছর ২ বছর বা ২ দিন পরে হয়তো আবার জন্মালো। জন্মটাই কষ্টের, ঐ ১০ মাস সময় খুব কষ্টের। মৃত্যুটা কিছু না। ……একে শিখাবে, এ রকম কেউ আজ অবধি জন্মায়নি।

৭.১.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) দাদা :— আরে, ওর মামাতো চলে যাচ্ছে ! ওকে যেতে বলি। (একটু পরে) আর কিছুকাল যদি **protection** পায়, তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যাবে। গীতা ! পাশের বাড়ী গিয়ে ফোন করে খবর নে, আর ওদের যেতে বল্। (জানা গেল, চলে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু এখন কিছুটা ভালো।) দাদা :—ইচ্ছা হলেই সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে চলে যায়। তোরা বলিস্, এক সেকেণ্ড ; তাও নয়। ওকেও ভক্ত বলতে হবে। …… **(** তান্ত্রিক সত্যদার প্রসঙ্গ **)** তার উপরে এখন ভূতের উপদ্রব হচ্ছে ; মা নয় ভূত ! একজনের মায়ের **cancer.** সত্যের কাছে গেল। সে বাড়ী ছিল না ; ফিরে দেখলো, কালীর গলায় মালা ;

কেউ দেয়নি। একটা সন্দেশ পেলো ; তার উপরে তাবিজ ; **Cancer** ভালো হয়ে গেল। তারপরে লোকের ভীড় ; ৫০০ জনও হয়। এদিকে আবার ভূতের উপদ্রব ; ঢিল পড়ছে, টাকা চুরি হচ্ছে বাক্স থেকে, পকেট থেকে। তাই এর কাছে সেদিন এসে বললো, বাঁচান। (করুণ হাস্যে)— ক্ষ্যাপাকে ভূতে মেরে ফেলে ; — আনন্দকে বাথরুমে গলা টিপে। [ডঃ সেনকে নিয়ে ঠাট্টা ; শাণিত কটাক্ষ।] (মাদ্রাজে কার চিঠি এবং অভিদার চিঠি ভাষণ পটু মানা পড়ে শুনালো।) (ননীগোপালদাকে লক্ষ্য করে) দক্ষিণের লোকের ছুরি খুব **sharp.** ······ ননীগোপালদা :—মিশ্র মহানাম পেয়ে **misuse** করেছিল। দাদা ওঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ৩০।৪০ কোটি টাকা হেরফের হয়েছিল ······। দাদা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ব্যাপার কেউ বুঝে না। যেমন বাড়ীর কর্তা, গ্রামের মোড়ল, **union** য়ের মোড়ল, শহরের কর্তা। এঁদের নিয়ন্ত্রণে আছে। এঁরা ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না ; যেই শেষ হোল, অমনি নিয়ে গেল। ······এর চীৎকার যদি সত্য হয়, সব ভেসে যাবে। সব জায়গায় সত্যনারায়ণ ভবন হবে,—য়ুরোপে, আমেরিকায়। ······ ডঃ ওসিস্ প্রভৃতি তো গুরু-ভাই ; নাহলে ভাত খায় ! ······দেহেতে একটা **shock** লাগে। এইটা (দেহ) জড়, ওটা চিন্ময়। চিন্ময়টা প্রকাশ পেলেই দেহে একটা **shock** লাগে। ······ নিজেকে কর্তৃত্বশূন্য করতে হবে। তখন যে ইচ্ছা জাগে, সেটা তাঁর ইচ্ছা হয়ে যায়। উনি নিস্তরঙ্গ ; দেহেতে এলেই তরঙ্গ। এই যে পা-টা, এটাও তো তিনি !

(রাত্রে) [স্যুট্-টাই-শোভিত যতীনদার প্রবেশ।] দাদা— মহম্মদ জনাবালী ভূঁঞা, বেঁটে জিতুরাম। ২২৫০ টাকা scale. ২ লাখ ৩৫ হাজার Provident Fund-য়ে পাবে; pension পাবে ৯০০ টাকা। এই শালা পূর্ণকুম্ভ! ...... (অনিলদাকে) তোর ছেলেদের পৈতা ১৯ তারিখে হোক্। অনিলদা: ঐ যে জামাই আপত্তি করছে; ওর ১৭ তারিখে যেতে হবে। দাদা (জামাইকে)—তুই থেকে যা না! (মেয়ের আপত্তি। দাদা খুব রেগে গেলেন। বললেন:) তোমাদের যা খুশী করো; আমি ওসবের ভিতরে নাই। [শেষ পর্যন্ত ১৯ তারিখই স্থির হোল। ডঃ সেন সেদিন শুধু নিরামিষ রান্নার প্রস্তাব দেয়। দাদা মোটামুটি রাজী হন। কিন্তু অনিলদার স্ত্রী বেলাদির জিদে মাছ করার অনুমতি মেলে। শেষে অনিলদার অনুনয়ে মাছ-মাংস সব কিছু করারই অনুমতি মেলে। সর্বজ্ঞ দাদা এই সিদ্ধান্তে খুব খুশী নন। ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা ভেবেই দাদা অনাবশ্যক অর্থ-ব্যয় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।]

(O. C. মাধবদার শ্বশুরের মায়ের মহানাম-প্রাপ্তির কাহিনী দাদা বললেন:—) চোখে দেখেন না; মহানাম দেখতে পেলেন না। বললেন, কাগজটা বাড়ী নিয়ে চশমা দিয়ে দেখবো। এ বললো, বাড়ী গেলে আর দেখতে পাবে না; এবার দেখো তো! তখন মহানাম দেখলেন, তার উপরে আগের পাওয়া নাম (যা ত্রিশের মা-দাদার মা দেন।) শুধু মহানাম জপ করতে বললাম। বাইরের ঘরে এসে একে দেখলেন, হাত-তোলা গৌরাঙ্গ স্নানে যাচ্ছেন গঙ্গায়। এ বললো, তুমি গঙ্গায় চান করবে? তখন

উনি দেখছেন, দাদা একটা ঘটি নিয়ে ওকে গঙ্গাজলে চান করিয়ে দিচ্ছেন। মুছতে গেলেন; কোথায় জল? একা একা ৮৩ বছরের বুড়ী কলকাতায় আসেন ছেলেকে দেখতে কার প্রেরণায়! ...... এ মানস-সরোবরে যায়নি; সিকিম যায়।

৯.১.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [পৌনে ৮-য়ে ডঃ সেন হাজির। দাদা রেগে বললেন :—) ননীর কি জ্বর হয়েছিল? ওসিস্ এসেছে; বার বার বলে দিয়েছিলাম যেতে। কি! জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলি? ওরা কাল আসে, আজ সকালে আসে, বিকালে বাটানগর গেছে। [কিছুপরে ওঁরা এলেন। দাদা ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন **Carlis Osis, Ph D., Director of Research, American Society for Psychical Research, New York.** অন্যজন **Erlendar Haroldson, Ph. D., Research Associate.** অনেক কথা হোল। ডঃ সেন কিছু কিছু ঘটনা বললো, বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা মেলে না। তখন **Osis** বললেন, "**If we could borrow Dadaji's eyes for a day !**" এরপরে ওরা চলে গেলেন **Park Hotel**-য়ে। রমা জানালো, আগামীকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম ও চ্যবন দাদার সঙ্গে দেখা করবেন। পরে দাদা ওঁদের নিয়ে **Govt. House**-য়ে যাবেন।]

১০.১.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন ৭৷৷• টায় হাজির। দাদা কিছুপরে এলেন। দুপুর ২৷৷০-টায় জগজীবনের ছেলে এসে দাদাকে **Govt. House**-য়ে নিয়ে যায়। **Mr. Dias** প্রভৃতি তাঁকে প্রণাম করেন। মিঃ চ্যবনের স্ত্রী ছিলেন। দাদা নিভৃতে

জগজীবন রামের সঙ্গে কথা বলেন। উনি চলে আসার আগে শ্রীরামকে **'made in universe'** একটা ঘড়ি দিয়ে বলেন, এটা সব সময়ে পরে থেকো।] [ডঃ ওসিস্ এলেন সসঙ্গী কিছু পরে মিনুদির বাড়ী থেকে। মৃত্যুর থাবা থেকে মিনুদির পুনর্জীবনের কাহিনী ওঁরা **record** করে এনেছেন।] ডঃ ওসিস্ (শ্রীসুরেশ কুমারকে):—**India Govt.** কেন দাদাজী সম্বন্ধে **scientific investigation** করছে না? **Why not Dadaji give a screw-driver to every one?** [এরপরে ওঁরা শ্রী রিভানের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলেন।] দাদা:—এটা নিয়ে ফাজলামি, ইয়ার্কি চলতে দেবো না, আর আড্ডা মারতে দেবো না। যার খুশী চলে যাবে; এ কাউকে চায় না। এতো কিছু প্রত্যাশা করে না। ডঃ সেন:—য়ুরোপ, আমেরিকা যেতে হবে তো! দাদা:—উনি গেলে যাবেন। এটা কি **science** দিয়ে বুঝবার ব্যাপার? ডঃ সেন গতকাল সেকথা আমি ওদের বলেছি। ওরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং আমাকে **'wrongler'** বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। দাদা:—না, তুই বলে দিস্, সত্যিকারের জিজ্ঞাসা না থাকলে যেন ওরা এখানে না আসে। মিঃ জ্ঞান আলুয়ালিয়া:—দাদা! কালকের ঘটনা বলবো? দাদা:—বল্। জ্ঞানদা:—গতকাল **Dr. Osis**-কে নিয়ে আমি মিঃ পালের বাড়ী যাই। দাদা ও রমাকে নিয়ে সেখানে যান। প্রোফেসর দিলীপ চ্যাটার্জীও ছিল। **Dr. Osis**-য়ের **bag**-য়ের ভিতরে একটা **transparent box (Skinner box)** ছিল তালা দেওয়া। তার বায়না দাদা ওখানে কিছু ঢুকিয়ে দিতে পারেন কিনা। ওখানকার **atmosphere** ভালো ছিল না;

কাজেই দাদা **mood**-য়ে ছিলেন না। রাত ৯টায় দাদা নিজের বাসায় গেলেন। রমা ওসিস্‌কে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে রমা ও তার বাবার কাছ থেকে দাদার ঐ বাড়ীতে প্রকাশের নানা কাহিনী সংগ্রহ করলেন ওসিস্। হঠাৎ রাত ১১টা নাগাদ দাদা রমাকে ফোন করে বললেন, সাহেব আমার বাড়ী থেকে একটা টোমাটো চুরি করে নিয়েছে; ওর ব্যাগ দেখ। ব্যাগে তালা দেওয়া **transparent box**-য়ের ভিতরে একটা সুন্দর বড়ো টোম্যাটো পাওয়া গেল। দাদা :—এতো একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার! এতেই ওরা খুশী। কিন্তু হুদিন পরেই বলবে, তাইতো! কীভাবে হাত-সাফাই করলো! বুঝ্ আর হয় না। কারণ, এটা তো বুঝার জিনিস নয়! বুঝা-অবুঝার অতীত হলেন উনি। বুঝতে গেলেই চলে যেতে হবে।

১২.১.৭৫ (তদেব ;) [পূর্বাহ্ন ডঃ সেন ১১।০ টায় হাজির]। দাদা :—এই আরেক শুয়ার আসছে। শুয়ার! সামনে আস্। 'শুয়ার! চল্' বলে দাদা হাত ধরে সৈয়দ ফিরোজ তাজ-উল-ইসলামকে ঠাকুরঘরে নিয়ে মহানাম পাওয়ালেন। তার পরে কেসের বক্রগতি বিষয়ে উদ্বিগ্ন জাগতিক দাদা মিনুদির বাড়ী চলে গেলেন। **Dr. Osis** উপরে বসে অতুলানন্দজী, ভি. জি. এন্. প্যাটেল ও আরো হুই-একজনের কথা **tape** করতে লাগলেন]।

১৩.১.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [দাদা পালের সঙ্গে ৮টা নাগাদ বাসায় এলেন। বোম্বের শিল্পপতি শ্রীহরিপদ রায় বহুক্ষণ প্রতীক্ষায় ছিলেন]। হরিদা :—আপনার কথাই ভাবছিলাম। দাদা :—তোমরা না ভাবলে এ-ভাবে কেমন করে? [**Movie camera**-য়

জ্ঞানদাকে নিয়ে, **Osis** ও জ্ঞানদাকে নিয়ে এবং **Haroldsson**-কে নিয়ে দাদার ফটো তোলা হোল। দাদার এসে বসার ও কথা বলারও **movie** নেয়া হয়। হরিদা ও মিঃ কোইলির কথা **record** করা হয়। **Dr. Osis** দাদাকে কতগুলি প্রশ্ন করেন :—] **How can we be in tune with the Infinite ? How can we be beyond ego ?** [দাদার নির্দেশে ডঃ সেন জবাব দেয়। কিন্তু সে দাদার মুখে শুনতে চায়। দাদা তখন ইংরেজীতে অনেক কথা বলেন। পরে বাংলাতে আরো কিছু বলে ডঃ সেনকে তা ইংরেজী করে বলতে বলেন। তার পরে **Haroldsson** প্রশ্ন করেন :] **Have you seen Gauranga ?** দাদা :—**Of course. Q.—Where ?** দাদা—**He won't tell that. But, you and chakravorty of Batanagar have both seen Him in the same place. Q.—Who is Ram chakravorty ?** দাদা—**He does not know. He knows that Rama only who is Rati personified.** [পরে গোরার (দাদার ভায়রা) কথা ওরা **record** করলো; কাল ওর স্ত্রী ডালিয়ার কথাও **record** করবে]। গীতাদি :—হরিদাকে ১০ খানা **Supreme scientist** দেবো ? দাদা :—এটা আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ? শুক্রবার সকাল থেকেই বুঝতে পারবি, এসব আর চলবে না। অনিমেষদা :—আপনার কথা চিন্তা করছিলাম। দাদা :—হ্যাঁ, এর কথা আবার কে ভাবে ? সবাই নিজের স্বার্থ চিন্তাই করছে। অনিমেষদা :—বৃহস্পতিবার সকালে বোম্বে যাচ্ছি ; ৩।৪ দিন পরে ফিরবো। দাদা :—ঠিক আছে। ঘুরে এসো।

১৪.১ ৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [হরিপদদা, অনিমেষদা, পরিমলদা উষাদি. ননীগোপাল দা, মিসেস্ ও ডঃ সেন উপস্থিত।] অভিদাও ; তিনি সকালে বোম্বে থেকে এসেছেন]। (দাদা প্রায় রাত ৮ টায় বাসায় ফিরে ৮।।০ টায় নীচে নাবলেন]। দাদা (হরিদাকে) :— তুই এসেছিস্ বলে নীচে নাবলাম ; না হলে আজ নাবতাম না। ওরা তো রোজই আসে। এর পরে সপ্তাহে এক দিন বসবে, আড্ডা বন্ধ করে দেবে। সব টালিবালি করতে আসে। এর কথা যদি বুঝতে না পারে, তাহলে এরকম রোজ বসে লাভ কি? এতে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়।······(অনিলদাকে) তোর বাড়ীতে এ আর নাই বা গেল ; আর সবাই যাক্। এ আর কারুর বাড়ী যেতে চায় না। কি বলিস্? অনিলদা—আপনার ইচ্ছা। (আগে অবশ্য অনেক দিন বলেছেন, এখানে বসে পূজা করা যায় না?) দাদা : তাহলে কি ঠিক করলি? ননীগোপালদা ও ডঃ সেন :—আগে যা Program ছিল, তাই ঠিক থাক্। (মনে হোল মেনে নিলেন।) [অভিদা উষাদিকে বললেন, বিষ্যুৎবার কি হয়, দেখো। গীতাদি বললো, আমার এবারে যাবার সময় হয়েছে। যে কটা দিন ওঁর সঙ্গে কাটালাম, সে কটা দিন বড় আনন্দের।] (ডাঃ অমল চক্রবর্তী এলেন ; তাঁকে ভিতরে ডেকে নিয়ে কথা বলেন।) [সকালে অভিদার কথা ২ ঘণ্টা ধরে record করে Dr. Osis খুব খুসী। ডালিয়ার কথা ও সকালে record করেন।] (গোরাকে একদিন —ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে দাদা বলেন, আসল জায়গা থেকেই এসেছিল ; এসে বিগড়ে গেল। এ জায়গার এমনি মোহ।) অনিমেষদা (ডঃ সেনকে) :— এই রকম একটা কার্পেট আমিও কিনে ফেলবো। আমি কিনে পেতে দেবো ; ভাইদের কষ্ট হয়।

১৬ ১.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) [বহুলোকের সমাগম ; লক্ষ্ণৌর ডাঃ সাধন বোস, পিতাজী প্রভৃতিও আছেন।) দাদা :— আমি নাম করছি, বোলো না। ওটাই সর্বত্র রয়েছে :কোথাও তরঙ্গে; কোথাও নিস্তরঙ্গ। তাহলে ওটাই ধর্ম। এটাকেই সনাতন ধর্ম বলতো।······মায়াটাওতো উনি। [ননীগোপালদার সায়টিকা ; তাঁকে ফোন করে কাল সকালে আসতে বললেন ; ডাঃ সাধন বোসকেও বললেন। শ্রীসত্যনারায়ণ রুংতাকেও ফোন করে কাল আসতে বল্লেন।] দাদা :— এখন সত্যযুগ ; এখন আর ওসব টালিবালি চলবে না। ডাঃ বোস :— এখন কি সত্যযুগ ? দাদা :— রাম, মহাপ্রভু কি সত্যযুগ ছাড়া আসতে পারেন ?······সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী—যম মৃত সত্যবানের দেহ নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সাবিত্রী সত্যবানকে ভুলে গেছে ! ভাগবতের কাহিনী : একটি আজীবন পাপাচারী 'রাম' বলে মারা গেছে। যম ব্রহ্মা, বিষ্ণু (বৈকুণ্ঠনাথ), শিব স্থির করতে পারছে না, সে কোথায় যাবে। তখন তাঁরা কৈবল্যনাথের কাছে গেল। সেখানে দরজা ধাকাচ্ছে। একটি মেয়ে ছড়ি হাতে বেরিয়ে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। তাঁরা বললো, আমরা মর্ত্যলোকের। মেয়েটি ভিতরে গেল। তখন তাঁরা দেখলো, অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম বেরিয়ে আসছে। কিছু পরে মেয়েটি বেরিয়ে এসে বললো, দেহটি রেখে তোমরা চলে যাও ; ও এখানে থাকবে।

(রাত্রে) দাদা :—মানিক্য (মিসেস সেন) আসেনি ? মেয়ের পরীক্ষা কবে ? পরীক্ষা তো ভালোই দিয়েছে ! মন-টন ভালোই আছে, দেখছি। কবে আসবে ? **1st February** ?

আসতে কদিন লাগে? একদিনে আসা যায়। ফলটা এখানে এসে জানতে চায়, না ওখানে বসে? আচ্ছা, আসুক্ এখানে। ওর স্বামী আসবে? ...... ওর (অনিলদার) বাড়ীর কথা লিখে রেখেছিস? ডঃ সেন: ওর বাড়ীর ঘটনা উনি লিখে Call Divine-য়ে পাঠিয়ে দিন না? আমি অবশ্য লিখে রেখেছি। দাদা:— ওকে লিখতে বল্। [এর কিছু আগে দাদা হঠাৎ ডঃ সেনকে সামনে ডেকে বসিয়ে ডঃ গোস্বামীর কথা বললেন:] ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত Commerce-য়ে এম্. এ.; Physics, Chemistry, Biology-তে M.Sc.; ১২টায় M.A., M.Sc., ১২টায় doctorate. কিন্তু একটু abnormal. তাই বলে গোপীনাথ কবিরাজ বা শ্রীনিবাসের মতো নয়; ও পড়াশুনা করে হয় না; অপ্রাকৃতিক ......। ...... ও প্রথম আসে গত বিষ্যুৎবারের আগের বিষ্যুৎবার। গত বিষ্যুৎবার জিজ্ঞেস করি, মন্ত্র মিলেছে তো! বললো, হ্যাঁ। এ রকম আর আছে কি, জানিস্? ......কাল ছুটি আছে? কাল সকালে আসিস্। [দাদাকে বলে উঠে পড়লো ডঃ সেন। O. C. মাধবদার শ্বশুর বললেন: দাদার পায়ে পদ্ম দেখতে পাচ্ছেন? ডঃ সেন দেখলো, দাদার ডান পায়ের আঙ্গুলের নীচে তিনটে পাপড়ির মতো শিরা ফুলে উঠেছে। হঠাৎ দাদা চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। ডঃ সেন উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়েই দেখলো, বাস আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো। অন্যেরা কিন্তু উঠতে পারলো না। সে মনে মনে দাদার একটি কথা ভাবছিল, তোমাকে আমি ওসব দেখাবো না।

২৭.১.৭৫ (তদেব; রাত্রি) দাদা: ডঃ গোস্বামী কি রকম

রে? ডঃ সেন: একটা বিস্ময়! প্রথমে ভেবেছিলাম bogus; পরে দেখলাম আশ্চর্য! দাদা (মুচকি হেসে)—আমিও তাই ভেবেছিলাম। তাই তোকে জিজ্ঞেস করছি: সংস্কৃত শ্লোকগুলি কেমন হয়েছে? ডঃ সেন:—অপূর্ব! কত গ্রন্থ পড়েছে তার পরিচয় ওতে আছে। আমি তো কালই পিতাজীকে বলেছি, **Make him the editor of the journal.** উনি রাজীও হয়েছেন। (শুনে হেসে) দাদা:—তুই বলে দিয়েছিস! আমি চাচ্ছিলাম, আমার সামনে তোর সঙ্গে আলাপ হোক্। দিলীপ বললো, ও নাকি একসঙ্গে ৫ জনকে ৫টি বিভিন্ন বিষয়ে **research guide** করছে। ওকে নাকি আরো বলেছে, আপনারা কেউই দাদার কথা বোঝেন না। দাদার কাছে রোজ রোজ যান কেন? দাদা যে শুয়োরদের প্রথম সারিকে চান, এর অর্থ আপনারা বোঝেন? অর্থাৎ আমার মতো শুয়োর চান। ৩০ বছর ধরে ওঁর পথ চেয়ে বসে আছি। —য়ের কাছে একজন নিয়ে গিয়েছিল; আমার খাওয়া-থাকা সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল। দেখলাম, উনি তিনি নন। ওঁর চেহারা, চুল এই রকম হবে; উনি সংসারী হবেন; একটি মেয়ে, একটি ছেলে থাকবে। উনিই তো নারায়ণ! আমি না এসেই ওঁকে চিনেছি। আপনাকে আমেরিকায় সন্দেশ খাইয়ে এসেছেন; তাতে কি বুঝেছেন? আপনাদের সামনে ২ বার বলে দিলেন, কে কোথায় থেকে ট্রাংক কল করছেন? তাতে কিছু বুঝতে পেরেছেন? এ নারায়ণ ছাড়া আর কেউ পারে? কোন যোগী এ রকম করতে পারে না; নাম বলতে পারে না। ১।২ বার পারলে তা দিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। (দাদার ছদ্ম গাম্ভীর্য

দেখে এবং গোস্বামীর যুগপৎ সব-জান্তা স্পর্ধা ও অন্তহীন স্তাবকতার কথা শুনে ডঃ সেন কোন রকমে উদ্বেলিত হাসি নিগিরণ করলো।) সেদিন একেও বলে, দাদা! একটা বই লিখতে চাই, যদি permission দেন। এ বললো, হ্যাঁ, তুই একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' ...... দেখ্, প্রায়ই এ দেখে, তোরা যাদের নাম জানিস্, তারা হাত জোড় করে চারিদিকে বসে আছে! আলেকবাবা, বারোদীর ব্রহ্মচারী, তৈলঙ্গস্বামী আর বেণীমাধব কাশীতে ছিলেন। তখন আলেকবাবার বয়স ২০০।২২৫ বছর হবে; গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা; ছাই মেখে থাকতেন; ন্যাংটা। এর জন্ম হলে আলেকবাবা এদের বাড়ী গেলেন। বাবা বললেন, ওকে আশীর্বাদ করুন। আলেকবাবা : কাকে আশীর্বাদ করবো? বাবা তো যোগী-টোগী ছিলেন। আলেকবাবার আশ্রম ছিল না; পাঞ্জাবী; মৃত্যুর পরে আশ্রম হয়েছে। ......একজন 'সুভাষ, সুভাষ' করছে, আর এখানে এসে 'রাম নারায়ণ রাম' বলছে। ......সন্ন্যাস! ন্যাসটাই জানলো না! সন্ন্যাস হবে কেমন করে? [আদি বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক বললেন।]

২৯.১.৭৫ (তদেব) [পরিমলদা, ঊষাদি, জিতেনদা ছিলেন। কিছুপরে চলে গেলেন। পালদাও নবাগত বোম্বের শিল্পপতি বিরাজদা। অমিয়দা ও বেবীদি এলেন। বিবাহ—প্রসঙ্গ।] দাদা :—ওটা নিয়তি; স্থির হয়েই আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের divorce ও বহু বিবাহ ও নিয়তি। প্রাক্তন কাকে বলে, কেউ বোঝে না। একজন লোক তোদের ভাষায়, খুব সাধু। কিন্তু আজীবন কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন না থাকলে প্রারব্ধ হবে কেমন

করে ? মৃত্যুর সময়ে যে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাতে প্রারব্ধ হয়,—ঠাকুর বলেছেন। যারা আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়।

৩০.১.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) [ডঃ সেন ৮টায় উপস্থিত। পিতাজী মিঃ কামদার ছিলেন।] দাদা : পতিব্রতা ধর্ম—সাবিত্রীব্রত। রস চুষ্‌কে চুষ্‌কে ছিপি ফেক দেগা। দেহকা সাথ কভি প্রেম হো শেক্‌তা ? মনটা প্রকৃতির দেওয়া ; প্রকৃতিটা female. একবার ইধার, একবার উধার। ...... copulation ইস্‌কো বোল্‌তা। ...... Suffering কাঁহা ? Suffering তো মনকা হ্যায়। যব্‌ আনন্দ্‌ করতা, তব তো কুছ্‌ নেহি বোল্‌তা ; balance চাহিয়ে। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।' 'প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।' ...... I know one Mahadeva who was a গৃহী। উসকা wife থা ; more than one. বাজার-হাট করতা, এই কর্‌তা, সেই কর্‌তা। বহু কষ্ট করে সে মহাজ্ঞান পেয়েছিল। সতী এলো দক্ষযজ্ঞে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সব উপস্থিত। পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করলো। ব্রহ্মাদি চলে গেল ; ওখানে টিকতে পারলো না। ...... সংসার is God.

৩.২.৭৫ (দাদানিলয় ; রাত্রি) দাদা :—১৯২৬-য়ে এ হবিগঞ্জ যায়। বাণিয়াচকের কথা উঠায় এ বলে : অনেক বছর আগে (অর্থাৎ ৫০০ বছর আগে) এ বাণিয়াচকে এক কাজীর বাড়ী যায়। এও বাণিয়াচক্‌ যাবে ; গেল ; আলি সাহেবের বাড়ী। বললো : খালটা এখানে ছিল না, ওখানে ছিল ; আর বাড়ীটা ছিল এখানে। যাদের বাড়ী তারা বললো : ঠাকুর্দার সময়ে খালটা ওখানে ছিল,

আর বাড়ীটা এখানেই ছিল। ভেঙ্গে মাটি চাপা পড়েছে। ······ শিবাজীকে ঔরঙ্গজেব বন্দী করেনি। রাজসিংহ ও আমজাদালি একজনকে ধরে এনে বললো : এ শিবাজী। চাঁপদাড়ি ছিল কালি লাগিয়ে নিল। শিবাজী বলে বুঝতে পারলে কি ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করতো না ? শিবাজী তখন আফজল খাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করলো ; সে তখন কর আদায় করছিল। ······ ১১ বছরের সিরাজ লুৎফাকে বিয়ে করলো ; আলেয়ার সঙ্গে, রাণী ভবানীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলো ! তারপর আবার অন্ধকূপ হত্যা ! যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার সবাইকে বলেছি, তোমাদের ইতিহাস ভুলে ভরা। ······ (মিসেস্ গান্ধী সম্বন্ধে) রাষ্ট্রের জন্য পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুর ধার ধারে না। Emotion নাই। ······সত্য থেকে চ্যুত হলে চরিত্র থাকে না ; দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক না হলে চরিত্র হয় না। নৈতিকতা কি এই দেহটাকে নিয়ে ? ······মিসেস্ গান্ধীর পরে আবার কি অবস্থা হয়, দেখো। (Petrol সম্বন্ধে) ONGC-র Director-কে এ বলে : এই এই জায়গায় খোঁজ করো ; কিছু পেয়েছে। বললো : যা পেয়েছি, তাতে আমাদের প্রয়োজন মিটে বিদেশে sell করতে পারবো। এ বলে : India-র মতো resources পৃথিবীর কোন দেশে নাই। সমস্ত আরব দেশের তেল একত্র করলেও ভারতে যা তেল আছে, তার one-fourth হবে না (হবে ?)। ভারতে ৭০ কোটি লোক পর্যন্ত খাবার ব্যবস্থা হতে পারে। Democracy কেবল য়ুরোপ আর আমেরিকায় চলতে পারে। (পাকিস্থান বা বাংলাদেশ সম্বন্ধে) ওদের কি আছে ? ওরা merge করতে চাইবে ; কিন্তু হবে না। ······ ভাসানী সব দেশেই আছে।

৪.২.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [সকাল পৌনে নয়ে দাদালয়ে ঢোকার সময়ে ডঃ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। তিনি নিজের কথা শুরু করলেন : আমেরিকা ওকে **National Professor** করতে চায়, যদি ও **citizen** হয়। মাসে এক লাখ **plus perquisites.** এখানকার **Defence**-য়ের খরচ **one-tenth** করা যায়, যদি ওর **plan Govt.** নেয়। **Ars Aesthetica** এবং **Ars Erotica** নামে দুটি বই আমেরিকায় ছাপাতে দিয়েছে। কলকাতায় ছাপা হ'চ্ছ ৩০০ পৃষ্ঠার বই 'অধ্যাস' নিয়ে। শংকরের মত মানে না। দাদাকে কিছু কিছু বলায় বললেন :] পাগল নয় তো ! (হরিভাণকে) সব বিদ্যা একটা মগজে ; অথচ **normal man**-য়ের মতো কথাবার্তা বলছে।··· এ যে খ্রীষ্টকে জানে, যার নাম যীশু, যিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন নি। তিনি প্রথম আসে মাদ্রাজে। গোস্বামী :- তিনি অন্তত: তিনবার কাশ্মীরে আসেন।······দাদা :—আলীবর্দী ৩ বছরের শিশু সিরাজকে পান। ১৭৪৩ থেকে '৫৭, কত বছর হোল ? (অর্থাৎ ১৭৫৭তে সিরাজের ১৭ বছর বয়স।) তাঁকে **stab** করেনি, বিষ দিয়েছিল। ডঃ গোস্বামী :— **France**য়ে যে **French Memoirs** দেখি, তা দাদার কথা সমর্থন করে। [ডঃ গোস্বামী চলে যাবার সময়ে দাদা তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন এবং মেরুদণ্ডে হাত বুলিয়ে দিলেন। গোস্বামী হাঁটু গেড়ে বসে দাদাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে যুক্তকরে রইলেন। চলে গেলে বললেম : এই হোল আদি ধরম।]

৬.২.৭৫ (তদেব) **O N G C**র **Vice-President Mr. Bene** উপস্থিত ছিলেন। বোম্বের শিল্পপতি প্রকাশদাও। দাদার গলায়

অপূর্ব দুটি মালা। দাদা নীচের ফুল দিয়ে একটা লকেট করে Mr. Reneকে দিলেন। প্রকাশবাবুর ঘড়িটা দাদার সামনের টিপয়ে ছিল। দাদা ঘড়িটা পরলেন ; বললেন, Rolex, কত হবে ? ১০০০্ টাকা ? ঘড়িটা রেণেকে দেখালেন। তারপর একটু হাত বুলিয়ে ওটা রেণেকে আবার দেখিয়ে প্রকাশবাবুকে দিলেন। ঘড়িটা কিন্তু পাল্টে গেল। মিঃ রেণে বললেন, বোম্বেতে যে তেলের খনি পাওয়া গেছে, তাতে pessimistic view হোল ১৫ একক তেল পাওয়া যাবে ; Optimistic view হোল ১০০ একক। তাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর export করা যাবে। দাদা :—এতো কিছুই না ! (মিসেস্ বাগচীকে) তাঁকে নিয়ে থাক্। তিনি নিরপেক্ষ। Patience চাই। আর জীবের করবারই বা কি আছে ? কর্তৃত্ব করে কি কিছু করতে পারে ? [মানা অমিতা ঠাকুরের ছেলের accident-য়ে মৃত্যু কাহিনী বললো। দাদা ২/৩ দিন অমিতা ঠাকুরকে বলেন ছেলেকে নিয়ে আসতে।] দাদা :—জীব তো অন্ধ ! কিছুই দেখে না, কিছুই বোঝে না।

৯.২.৭৫ (তদেব; পূর্বাহ্ণ) [ডঃ গোস্বামীর সংস্কৃত দাদাজীস্তোত্রের স্বকৃত ইংরেজী পদ্যানুবাদ আজ পুরোটা tape করা হোল। তাতে আবার French, Hebrew, Arabic শব্দের মেল-বন্ধন !] দাদা :—এ রকম একজন লোক এ চাইছিল ; আপনা থেকে এসে গেল। ব্যারিষ্টার ডঃ লাহিড়ী : আজ ভয়ংকর কাজ election সংক্রান্ত ; যেতে হবে এক জায়গায় ; দাদা গিয়ে হাজির। দেখে মনে হোল, হয় দাদা অসুস্থ, না হয় দেখা করতে বলছেন। তাই ছুটে এলাম। (প্রণাম করলেন।) দাদা :—ঠিক আছে ; এবার যাও। ব্যাপারটা

এখন নাই বা বললাম। (উনি চলে গেলে ডঃ গোস্বামীকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বললেন।) গোস্বামী :—**Subconscious mind** য়ের চিন্তা **saturation point reach** করার ফলে ভগবান্ প্রিয়রূপে দেখা দিয়েছেন। দাদা (ডঃ সেনকে) :– কি রে, তাই না! (ডঃ সেনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে হোল।) মানা :— নারায়ণদা (গোস্বামী) কি অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন aromaর! ডঃ সেন :— কি রকম একটু বলো না আমাদের। মানা :— ওর কাছ থেকে জেনে নিন্। (শ্রীশৈলেন চৌধুরী ডঃ সেনের কানে কানে বললেন, বলেছে, **Aroma is pleroma.** হিং টিং ছট্। কবিতাও তাই। ডঃ সেন নিরুত্তর।) [এদিন বহুলোক নাম পান। ভুবনেশ্বর থেকে বলরামদা-বাসন্তীদি আসেন। ১২৷৷০ টার পরে দাদা হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।]

[শ্রীশৈলেন চৌধুরী শ্রীনিরঞ্জন ব্যানার্জির স্ত্রীর **heart attack**-য়ের বিবরণ দিলেন। আজ রবিবার। গত সোমবার স্ত্রীর **heart attack** হয়। ডাক্তার **Oxygen** দিতেও **hospitalise** করতে বলেন। কোনটাই সম্ভব হয়নি। রোগিনী চরণজল খেতে চাইলো, তাতেই সুস্থবোধ করলো। পরে বিষ্যুৎবার আবার **attack. Anterior and hosterior wall damage, air hunger, fulse** নেই। তবে চোখে **life**-য়ের **sign** আছে। **Hospital**-য়ে নেবার সময়ে রমাদি দাদার অঙ্গগন্ধ পান; **Hospital**-য়েও গন্ধ পাওয়া যায়। কাল রাত্রে রোগিনী **feel** করেছে, দাদার গন্ধ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপরে ডাক্তার পরীক্ষা করে **Oxygen** সরিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দিনই রোগিনী 'চ, চ' অর্থাৎ চরণজলের কথা বলে। তাকে তাই দেওয়া হলে অবস্থার উন্নতি হয়।]

১০.২.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [আজ সকালে O N G C-র Chairman Mr. Prasad আসেন। বিকালে আসেন গোস্বামীকে নিয়ে হরিভান।] দাদা : আজ শুনলাম, ওর ১৬টা doctorate. Arabic এবং Hebrew-তেও doctorate আছে। এ রকম লোকের কথা আগে শুনেছিস্? এ রকম লোকের মাথায় একটু গোলমাল থাকে। (দাদা কি ডঃ সেনকে পরীক্ষা করছেন ?) (অনিলদাকে) কিরে, মাষ্টারের (নিরঞ্জনদা) বৌ মারা গেছে ? অনিলদা :— ভালো আছে। [শ্রীজয়দেব দত্তের বড়ো মেয়ে রাজগান্ধা-র একটা বেশ বড়ো মালা দাদার গলায় পরিয়ে দিল।] ...... মহাপ্রভু মাদ্রাজে ১৪ দিন থেকে ফিরে আসেন।

১১.২.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ণ) দাদা :— কি মধুর জায়গায় এলাম,—অবর্ণনীয়। কিন্তু এসে টালিবালি করছি। আসার উদ্দেশ্য ভুলে গেলাম, এটাকে মিথ্যা করলাম। যা কিছু করছি, দেখছি, সবই ঝুটা। এটা মিথ্যা হলে তো এখানে আসাটাই বৃথা হয়ে যায়। কি সুন্দর জায়গা ! মায়াটাকে জড়িয়ে নিয়ে,—বাদ দিয়ে নয়। দ্রষ্টা যা দেখাচ্ছেন, তাই দেখছি। যখন রাধা-কৃষ্ণ এক হয়ে গেল, তখন কৃষ্ণ নাই ! তখন যোগাতীত, প্রেমাতীত। ... স্বয়ং নারায়ণও বলতে পারে না, 'আমি' 'আমি' বললেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তোরা বলিস্, Intune. আসলে জায়গা তো এতোটুকু। অনিত্যকে দিয়া নিত্যকে পেতে এলাম।

(রাত্রে) [Justice J. B. Mitter আসেন। দাদা ওঁকে একটা লকেট দেন। শনিবার যখন জগজীবন রাম আসবেন, তখন ওঁকে আসতে বলেন।] দাদা :— গৌরাঙ্গ একটু eccentric

ছিলেন। তিনি গড়তে চেয়েছিলেন ; তখন হয়তো প্রয়োজন ছিল। তখন ছিল তান্ত্রিকদের প্রতিপত্তি। তিনি আচরণ শিক্ষা দেন। আচরণটা তোরাও পাবি। আগেকার রঙ্গরস আর ফিরে আসবে না। যে বোঝার জন্য এসেছে, সে চলে যাবার জন্য এসেছে। ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জী :– দাদা বলেছেন, এইরকম বারো লক্ষ লোক আছে, যারা দাদাকে দেখেনি, অথচ দাদার অনুগত। ডঃ গোস্বামী :—এতোদিন বোঝা বয়ে বয়ে বেড়িয়েছি ; এবার বোঝান মিয়ে খালাস হতে চাই। দাদা :–গীতাটা প্রকাশ ; জীবনটা **living God.** রেবাখণ্ডে **aroma** সম্বন্ধে কিছু আভাস আছে।

১৩.২.৭৫ **(** শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি **)** দাদা :– দেহটাইতো অভাবযোগ, তা বুঝিস্ **?** আমরা সব অন্ধ হয়েই আছি ; মনটা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র—ইন্দ্রিয়ের রাজা। সে বলে, আমি ওসব দেখতে চাই না। বিবেককে দেখাও,—সঞ্জয়। ...... বউ হয়ে এখানে এলাম ; এখানকার নিয়মশৃঙ্খলা মানতে হবে তো! ধৈর্যের সঙ্গে নিয়ম মানাইতো তপস্যা ; কর্তৃত্ববর্জিত হওয়াইতো উপাসনা। অনন্ত থেকে ব্রজের রস আস্বাদনের জন্য এখানে এলাম! তাইতো ‘বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।’ ...... (হঠাৎ ডঃ সেনকে **)** মেয়ে কবে আসবে ? -(বাইরে বেরিয়ে) ননী ! দিলীপ। ডঃ সেন : ঠিক আছে (অর্থাৎ রবিবার ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জীর বাড়ী যেতে হবে পূজায়)। [আজ অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ভুবনেশ্বর, বোম্বেও মাদ্রাজ থেকে **trunk call** আসে। মাদ্রাজের **chief secty.** শ্রীনিবাসম্ বাড়ীতে সত্যনারায়ণের কাছে সিন্নী ও দাদার ফটোর কাছে চা ও বিস্কুট ভোগ দেন। পরে দেখেন, সিন্নীতে

আঙ্গুলের দাগ ও পাশে দুই এক ফোঁটা পড়ে আছে মাটিতে। চা উধাও এবং একটি বিস্কুট খাওয়া। জগজীবন শনিবার আসবেন; দাদা ফোনে কথা বললেন।]

১৬.২.৭৫ (অধ্যাপক ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জীর বাড়ী ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ চ্যাটার্জীর ভাইপোর পৈতা দেবেন দাদা। পিতাজী, অতুলানন্দ, ডঃ গোস্বামী, মিঃ আচারিয়া, ডঃ আর্ এল্ দত্ত, ডাঃ বিনায়ক ও সাবিত্রী রায়, সুনীল ব্যানার্জী, শৈলেন চৌধুরী, কল্যাণ দে প্রভৃতি আরো অনেকে।] দাদা :—এই গায়ত্রী! মানা :—গায়ত্রী নয়; সাবিত্রীদি, ডাক্তার। দাদা :—সাবিত্রী আর গায়ত্রীতে তফাৎ আছে নাকি! (গোস্বামীকে) বলোতো, সীতা কি? গোস্বামী :—সীতা ধর্ষিতা ধরিত্রী। দাদা :—তা হবে কেন? [দাদা চ্যাটার্জীর ভাইপোকে ঠাকুর ঘরে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। সকলের মাঝখানে বসে নানা কথা বলছেন। নাম গানের কথা একবারও বললেন না। কিছুপরে বললেন, পৈতা পেয়ে গেছে। এবার ওকে বের করে আনো। একসঙ্গে কত বাড়ীতে যে পূজা হয়েছে! এই নন্দা শালার বাড়ীতেও হয়েছে; কালোমাণিক খুব খুশী! কাল কিন্তু বলেন, অবশ্য রঙ্গ করে :—কালোটাকে পিছার বাড়ি মারতে হয়! আর ননীদা বলেন, আমি পিছনে থাকতে চাই [ভাইপোকে পূজার ঘর থেকে বের করে আনা হোল। সে বললো : দাদা মাথায় চন্দন পরিয়ে দেন স্নান করিয়ে; পরে হাতে পৈতা দেন।] ডঃ সেন :—দাদাতো আমাকে বসিয়ে দিয়ে ১/১৷৹ মিনিটের মধ্যে বাইরে চলে আসেন; আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভাইপো :—না, তা হতেই পারে না; উনি সব

সময়ে ওখানে ছিলেন ; হাঁটার শব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দ আমি পেয়েছি। না হলে তো আমি ভয় পেতাম।] (পূজার ঘরে গন্ধ ও জলের ছড়াছড়ি ; খিচুরী ও পায়েসে আঙ্গুলের ছাপ ; পাত্রে আঙ্গুল মোছার ছাপ। ভাইপো এসে আবার বললো, সারা ঘরটা যেন বাজছিল, বীণার মতো।) দাদা :- পূজা হোল নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। (গোস্বামীকে) চলো পূজার ঘরে। (ওর মাথার একটু উপরে ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী নেড়ে) দেখ, মহাজ্ঞানরূপিনী গঙ্গা তোমার মাথায় নাবছেন! [পৈতায় ৫টি গ্রন্থি। একেকটি গ্রন্থি একেক ধাতুর ; প্রত্যেক গ্রন্থি ত্রিবৃৎ।]

[ডঃ সেন বাড়ী ফিরলে মিসেস্ সেন আনন্দে আবিষ্টভাবে বললো, আজ ভোগের খিচুরী কিভাবে ঠাকুর খেয়েছেন, দেখো। এ রকম কোন দিন হয়নি। সেই থেকে লোককে দেখাচ্ছি। রাত ৮টা পর্যন্ত নানা লোককে দেখিয়ে ভোগ সরাবো। ডঃ সেন দেখলো, খিচুরীতে ৩।৪ আঙ্গুল জায়গা গর্ত্ত হয়ে গেছে ; তারই পাশে একটা আঙ্গুলের গর্ত্ত ; খিচুরীর গন্ধ প্রাণ মাতানো।]

১৭.২.৭৫ (দাদানিলয় ; রাত্রি) [রাত ৯।।০টার পরে দাদা আসেন। শ্রীশৈলেন সেন, হরিপদদা, প্রতিমা, শ্রীচিন্তামণি মহাপাত্র ও শ্রীদয়ানিধি হোতা উপস্থিত।] দাদা :—তোরা যে সময়ের কথা বলছিস্, তখন কতগুলি ছাগল ছিল ২।৪ জন ছাড়া। গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীনিবাসম্, ডঃ গোস্বামীর মতো কেউ ছিল কি ? ······ বিদ্যাসাগর কাউকে মেনেছিল ?

১৯.২.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন রাত ৮।।০-টায়। কিছুপরে আসেন ডেনমার্কের মিঃ হেণ্ডারসন্। সকালেও আ সম। উনি

'On Dadaji' বইগুলো পড়ে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৪ দিন থাকবেন। দাদার নির্দেশে দাদার Philosophy বিবৃত করলো ডঃ সেন ওঁর কাছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধ, অপূর্ব শরণাগতি। তক্ষুণি মহানাম নিতে চান।] দাদা : হবে, সবই হবে। You are younger than me. You have seen me many, many years ago. [উনি evil সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, realisationয়ের কথা বললেন।] দাদা :—You will have it all later. One who realised, can he speak it out ? ...... সারা পৃথিবীতে এই রকম ৫ লক্ষ লোক আছে। Canada-র David, যাকে অবতার বলা হয়, ১ লক্ষ ডলার পাঠাতে চেয়েছিল। Telephone য়ে চরণজল পেয়ে তাই লাগালে চোখ ভালো হয়। তখন একে দেখতে পায় সামনে। এ বলেছে, ডলার দিয়ে কী হবে ? তোমাকে চাই। Henderson সকালে ৪ হাজার doller offer করেন। এই রকম একটি লোক ১ কোটি।

২০.২.৭৫ (তদেব) [এলেন ডেনমার্কের সাহেবটি। নাম Henderson নয়, H. C. Hermund. দাদার একটা কথা ওঁকে ডঃ সেন বুঝাবার চেষ্টা করলো। ডঃ গোস্বামী ওঁকে দাদার Philosophy বললেন। ডঃ দিলীপ চ্যাটার্জী আমেরিকায় তাঁকে দাদার সন্দেশ খাওয়ানোর কাহিনী বললেন। ডাঃ সমীরণ মুখার্জী ওঁকে মিনুদির পুনর্জীবন লাভ ও নিজের ভয়াবহ accident থেকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার পাবার কাহিনী বিবৃত করলেন। কিছুপরে দাদা ডঃ সেনকে ডেকে ওঁর reaction জানতে চাইলেন।] দাদা :—মন্ত্র তো আসছে না ! কি করা যায় ? এতো দূর থেকে

বহু খরচ করে এসেছে ; ওকে জোর করে কিছু করা তো উচিত হবে না ! আর বড়ো busy থাকতে হচ্ছে। শুক্রবারে (?) রাম আসছেন ; রবিবার তাঁকে নিয়ে J. P.-র বাড়ী যেতে হবে। Hermund :—I am interested in religion and philosophy from boyhood (যাবার সময়ে ডঃ সেনকে) I want to meet you again.

২১.২ ৭৫ (তদেব) [Mr. Hermund এলেন। সকালে মহানাম পেয়েছেন ; খুব খুশী। উনি meditation-য়ের কথা বললেন। ডঃ সেনকে ঐ সম্বন্ধে ওঁকে বুঝাতে হয়। দাদার নির্দেশে ওঁকে ডঃ সেন ভিতরের ঘরে নিয়ে যায়। দাদা বলেন : I shall teach you something on Monday. Australia-র Bruce Kell-য়ের চিঠি এসেছে। উনি ফোনে চরণজল পেয়েছেন ; দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। Merrium আসবেন March-য়ে।] শ্রীহরিভাণ : ওরা বারীণদার ক্ষতি করলো ; সই করে দিয়েছেন। দাদা :—ওর তো retire করবার সময় হয়েছে ; ওতে আর কী হবে ? দেখ না কী হয় ! (?) এ দেশটাই নষ্টামির জায়গা। এরপরে এতো দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে হবে। ...... আফ্রিকাতেও এর গুরুভাই আছে। মানার কাছে list আছে।

২৪.২.৭৫ (তদেব) দাদা :— J. P. message পেলো লাল কালিতে 'Dadaji, the supreme intellect ? Oxford-য়ের Journal-য়ের উনি সেক্রেটারী ছিলেন ; সেই Journal য়ের press থেকে ছাপা। উনি কাঁদছেন ; বললেন : শুনছি, আপনি দুবেলা

বসেন ; ওটা বন্ধ করতে হবে। মায়ের খুব কষ্ট হয়।……রবিবার দুপুরে জগজীবন রাম আসেন ; প্রায় ২ ঘণ্টা ছিলেন। ৬ তারিখে আবার Mrs.-কে নিয়ে আসবেন। উনি বলেন : তুমি আমার বাবা-মা combined. কিছুতে উপরে বসবেন না। যেখানেই যান, সেখানেই দাদাকে দেখেন। (পালদা J. P.-র বাড়ী হয়ে ফিরে এলেন।) পালদা :— J. P. শুধু কাঁদছেন, আর বলছেন, ওঁর সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিত থাকতে পারেন। দাদা :—Hermund খুব সৎ লোক। অষ্ট্রেলিয়া থেকে আরো একজন আসছেন। শুনছিস্, বাঁকুড়ার প্রিন্সিপাল কি বলে ! J. P. র মতো একটি লোক six hundred crores. (গীতাদী সম্বন্ধে) 'সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।' … মনটা ভেসে বেড়ায় ; deep-য়ে যেতে পারে না।

২৫.২.৭৫ (তদেব) [দাদা এলেন ৮।৷০ টার পরে ভাণদের সঙ্গে।] দাদা : জীবের চঞ্চলতাই সর্বনাশ করে। (বাঁশীর রেকর্ড বাজছিল।) ঐ রকম রেকর্ড নিয়ে আমরা এসেছি ; এসে সব ভুলে গেছি।……কি হচ্ছে, তাও বুঝতে যেও না ; কারণ বুঝতে গেলেই ego টা বেড়ে যাবে। (৯-২৫/৩০ মি.য়ে হঠাৎ বললেন,) আমেরিকা ঘুরে এলাম ; মেয়েটাকে ছেলে দুটো যা বিরক্ত করছে ! ও বলছে, আমি আর পারছি না, চলে যাই !……মানুষ ego টা কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। সবাই ভাবে, আমি খুব intelligent …… সংসারটা কি ? সত্যের সার।

২৬.২.৭৫ (তদেব; পূর্বাহ্ণ) [মাদ্রাজের মিঃ পদ্মনাভম্ উপস্থিত। কাল মিঃ হরি ও মিসেস্ চিত্রাভাণ গোস্বামী সম্বন্ধে বলে, cheat.

দাদা বলেন, এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক্। এ গোড়া থেকেই সব কিছুই জানে। দেখছিল স্পর্ধা কতদূর পৌঁছায়!] দাদা: মনের গুরু যে, সে তো কাল! জপ, তপস্যা করে ভগবানের বিভূতি পায়, তাঁকে পাওয়া যায় না। কৃপাটাও তো প্রার্থনা! তাহলে তো দূরের জিনিষ হয়ে গেল, আমি-তুমি আসলো।…… এ মেয়েমানুষের বুকে হাত দেয়; না দিয়া পারে না। কিরে ব্যাকরণে ভুল হোল নাকি? বুকেইতো গোবিন্দ থাকেন। তোদের কি ভাগ্য, বুঝিস্? তোদের সঙ্গে গোবিন্দ কথা বলছেন! [গোলাপের পাপড়ির মতো দাদার দেহ রক্তিমাভ হয়ে গেল; আর উগ্র অঙ্গগন্ধের প্লাবন শ্বাস-রোধকারী। 'স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত।' বিন্দু বিন্দু নয়; ধারার মতো ফ্যান চলা সত্ত্বেও।] শ্রীগুরু সত্যনারায়ণ যা শিখাইয়া পাঠাইয়াছেন, তার একটু এদিক্ ওদিক্ হবার জো নাই। এ শুধু দিয়ে যাবে; কে ধরলো কে না ধরলো দেখবার অধিকার নাই। কেউ কেউ বলে: তুমিতো শালা! সত্যনারায়ণ সব। ঠিকই বলে; মনে করার কিছু নাই। …… শুধু আকর্ষণ-বিকর্ষণ; temptation-য়ে পড়ছি। কাম নিয়ে সব রাক্ষস; পুরুষকার দিয়ে অসুর হচ্ছি, দৈত্য হচ্ছি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত শরণাগতই টিকছে। উনি যখন এসেছেন, সব flooded হয়ে যাবে; প্রকৃতির টালি-বালি আর থাকবে না। …… তুমি মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-রশুন খাচ্ছো; তিনিই তো খাচ্ছেন। কাজেই তাঁকে দিতে বাধা কি? আমাদের সংস্কারে বাধে। তুমি যা ভালোবাসো, তাইতো দেবে; ভালোবাসাটাই তো দেবে। …… নিজেকে একটু প্রসাদ করে নিলেই হোল। …… কর্তৃত্বশূন্য হয়ে মন্ত্র দিতে পারে; কিন্তু তারপরে

ফটোটা পূজা করতে দেয় কেমন করে ? ……সৎমা কাকে বলে, জানিস্ ? সৎ যে বস্তু, তাঁর মা। [Hermund দাদাকে একটা জবা দিলেন, দাদা সেটাতে গোলাপের গন্ধ করে দিলেন। আর পদ্মনাভম্‌কে গান্ধা-র মালায় জবার গন্ধ করে দিলেন।]

২৭.২.৭৫ (তদেব) দাদা :—'যজ্ঞো দানং তপঃকর্ম'। কর্মটাকে আগে নিয়া আস্। কর্ম না করলে যজ্ঞ, দান কিছুই হয় না। ভালোবেসে দিলেই দান হোল ; কর্মটাই তপস্যা। …… ৪০।৫০ বছর পরে দেখবে, আশ্রম-টাশ্রম আর নাই। বোম্বের সত্যনারায়ণ-ভবনের পাশের জমিটা বিক্রী হচ্ছে ; পিতাজী কিছু জমির সঙ্গে exchange করলেন। ওটা দাদাকে দিতে চান ; দাদা রাজী নয়। আগে ভবনের Board of Trustees-য়ের Chairman দাদাকে করা হয়। দাদা বলেন : তাহলে এই দেহ নিয়ে সেখানে ঢুকতে পারবে না। তাই অভি-র ওখানে চলে যাই। পরে মাতাজী কি সব দেখেন। …… (পিতাজীর কনিষ্ঠ পুত্র দয়ালাল সম্বন্ধে) দয়ালাল মানে জানিস্ ? আদি বিষ্ণুপুরাণ আরম্ভই হয়েছে এই বলে, ',ওঁতৎসৎ আত্মন্ স্থিতঃ …… দয়ালালঃ।" দয়ালাল মানে সত্যনারায়ণ। দয়া মানে তো কৃপা ! কলিতে সত্যনারায়ণ ছাড়া গতি নাই। [একজন একটা হরিতকী দিয়ে গেছে। দাদা সেটা নাড়া-চাড়া করতে করতে হরিতকী-দক্ষিণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিলেন। ডঃ সেন ভাবছিল, ওটা ছেলের খুব প্রিয় ; পেলে মন্দ হোত না। সামান্য একটা হরিতকী লালসার দুর্বলতা ! দাদা 'এটা ননীদাকে দেওয়া যাক্' বলে দিয়ে দিলেন।]

[রাত্রে শৈলেন সেনের ছোট মেয়ের বিয়েতে। সেখানে

O. C. মাধবদা গোস্বামী সম্বন্ধে নানা কথা বলেন : ও spy পরচুলা, পরে আসে, Infra-ray camera সঙ্গে থাকে দাদার বুজরুকি ধরার জন্য, ডঃ সেনকে ঈর্ষ্যা করে ইত্যাদি। মিসেস্ সেন বললো : দাদা একদিন ওর পরচুলার কথা বলেছেন। সুনীলদা বললেন, দিলীপকে ও বলেছে, দেহ থেকে প্রাণ বের করা খুব সহজ ; আমিও পারি।] [শৈলেনদার টাকার টানাটানি ছিল। দাদা বলেন : যা চলে যা ; আর আসিস্ না। তারপরেই সমস্যা মিটে গেল। ঊষাদি একবস্তা সরু চাল পাঠালেন ; চন্দ্রমাংবদা এসে মাংসের ব্যবস্থা করেন। একজন ঠাকুর আপনা থেকে এসে বললো : আমি একাই রান্না করবো। এক অবাঙ্গালী বন্ধু নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন। শৈলেনদা বললেন : উনি তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা বুঝতে পারছি।] দাদা : সত্যনারায়ণ সামনে এসে কাল বলে গেলেন, প্রারব্ধের বেগ সহ্য করুন ; না হলে অন্যের উপরে সেটার ফল হবে ; এইভাবে সামনে দাঁড়িয়ে।

২.৩.৭৫ (তদেব) [ডঃ গোস্বামী সামনে বসে। ডঃ সেনকে দাদা সামনে বসতে বললেন।] ডঃ গোস্বামী :— একটা Foundation করে দাদাজী দর্শন নিয়ে আমাদের research করতে হবে ; না হলে posterity আমাদের কি বলবে ? Time আমাদের create করতে হবে। [সবাই ওর ঔদ্ধত্যে স্তব্ধ। কিন্তু ডঃ সেন প্রতিবাদ করে বললো।] দাদাজী তো বর্ত্তমান ! Re-search-য়ের কথাই উঠে না। Search-ই তো হোল না। আর কর্ত্তা তো 'অকর্ত্তা স্বার্থবর্জিতঃ' দাদা। আমরা তো ভাগবতের 'নসি স্রোতের' গরুর মতো। আমাদের কর্তৃত্বও উনি। (ক্ষেপে গেল। বললো :)

অন্য কোন sage truth বলেননি, কেবল দাদাজীই বলেছেন,—এ আমি জানি না। দাদাজীকে এখানে যেমন দেখছি, তেমনি অন্য সাধু, চোরের মধ্যেও দেখবো, সর্বত্র দেখবো। [দাদা শেষোক্ত কথা সম্বন্ধে একটু বললেন। গোস্বামী বলেই যাচ্ছে। কেউ ওর কথা শুনছে না। কেউ হাসছে। সে নির্বিকার।] গোস্বামী :— মূর্ত্তিপূজা বেদে আছে, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। ডঃ সেন :— আছে, কিন্তু denounce করেছে। দাদা :—পূজা কোথায় আছে ? বেদান্তে নাই, বিষ্ণুপুরাণে কিছু আছে, রেবাখণ্ডে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদেও আছে। বুদ্ধ কি কাউকে ফটো দিয়েছেন ? (ডঃ গোস্বামীকে নিরস্ত করার জন্য ননীগোপালদার প্রসঙ্গ তোলা হোল। আর আগে দীনেশদা বৃন্দাবন ও লক্ষ্ণৌয়ের experience বললেন। এরপরে এক এক করে সবাই উঠতে লাগলো। দাদা অভিদার আগমনের প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। গোস্বামী দাদার কাছেই বসে পিতাজীর হাতে হাত বুলাচ্ছিলেন। অভিদা এলে দাদা ও পিতাজী উঠে পড়লেন। অগত্যা গোস্বামীকেও উঠতে হোল। এটাকে কি উদ্যোগ-পর্ব বলা হবে, না দুঃশাসন পর্ব ?]

৩.৩.৭৫ (তদেব) [আজ দাদার case ১৷৷•-টায় শুরু হয়। দুপক্ষের উকিলই একমত হয়ে next date নেয়। উকিলের পর উকিল এসে দাদার আশীর্বাদ নেন ; court গন্ধে ভরে যায়।] দাদা (ডঃ সেনকে) :—সেদিন কি গোস্বামী রেগে গিয়েছিল ? ভানকে বলি, ও Agriculture Minister-কে লেখা application-য়ে সই করতেই পারে না। এর ধারনা, ও একটায় M. A., আর Law কিছুটা পড়েছিল। ও নাকি বলেছে, দেহ থেকে বেরিয়ে

যেতে পারে। তাহলে তো ও মহাপুরুষ! (একটু রেগে) তোমার বোঝা উচিত ছিল। এর ইচ্ছা ছিল, এর সামনে তোদের দুজনের আলাপ হোক্। ও এখান থেকে কিছুটা, ওখান থেকে কিছুটা, এইভাবে কিছু কিছু শিখে রেখেছে। কিছুদিন ওর সঙ্গে আলাপ করলেই ও ধরাপড়েযেতো। আর ঐ রকম **bombastic English** আজকাল চলে না। কিন্তু তুই কি করলি? ডঃ সেন :—আমি হয়তো গোড়া থেকেই একটু একটু বুঝছিলাম; দুদিন আগে ভালো করেই বুঝেছি। কিন্তু আমি বলি কেমন করে? সবাই যখন মাথায় নিয়ে নাচছে, তখন কোন বিরুদ্ধ কথা বললে আমাকে সবাই ভাবতো ঈর্ষ্যাতুর, প্রতিষ্ঠা-লোভী। আমি তো বলেই দিয়েছি, আমি পিছনে থাকতে চাই। দাদা :—এ দুজনকেই পরীক্ষা করছিল। তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে। মনে পড়ে, এ বলেছিল্, ইচ্ছা মাত্র শত শত অর্জুন সৃষ্টি করতে পারে? (ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে দাদা ভিতরে গেলেন। ডঃ সেন উঠে পড়লো।)

[আজ দুপুর ১২৷৷॰টায় ননী পাল্কীওয়ালা দাদার বাড়ী আসেন। দাদা তাঁকে নিয়ে অনিমেষালয়ে যান। সেখানে স্থানীয় দুই **legal giant** ছিলেন। কিন্তু পাল্কীওয়ালা বলেন, **I don't want to discuss Dadaji with any man here.**]

৪.৩.৭৫ (তদেব) [জিতেনদা যতীনদা, অমিয়দা অনিলদা ছিলেন।] দাদা :—জগজীবন রাম বিদেশে **lecture** দেবার সময়ে ২ বার শুনতে পান, 'ঐছে মাত্ বোলো'……এখানে সব ছেঁকে তুলবে; ছোট ছেঁদাওয়ালা জাল ফেলেনি। …… এ উপরে তুলে দিয়ে দেখে। …… **Hermund Denmark**-য়ে **vision** দেখে

ও কাল চলে যাচ্ছে। আজ আসেনি ; কাজেই আর দেখা হোল না। ······এলাম তাঁকে সাজাতে ; সাজালাম নিজেকে। নিজেকে সাজানোতে রাক্ষসে ধরলো ! চেড়ীর উপদ্রব আরম্ভ হোল। তাই অশোক বনবাসে যেতে হোল।

৬.৩.৭৫ (তদেব) দাদা :—সেই লোকটি কাল এসে বলে ; আপনি বলেন, আমি গুরু হলে তুমিও গুরু। এও গুরু, ওও গুরু। তাহলে ফটো দিতে দোষ কি ? তখন এ বলে : দেখ, এ কিন্তু সব জানে, সব বোঝে। জেনে শুনে বোকা সেজে থাকে। তুমি যদি মনে করো, একে ঠকাবে, তাহলে নিজেই অসুবিধায় পড়বে। এমনিইতো অসুবিধায় আছো ; আরো অসুবিধায় পড়বে।······ আজ ওকে ফোন করে বলি, তুমি তো—দত্তের সঙ্গে কথা বলছো ; তোমাদের কথা শুনছিলাম। তোমার পিছনে একটি ফর্সা লোক বসে। বুঝতে পারছো কি ? রবিবার, ইচ্ছা হলে, আসতে পারো। [মাদ্রাজের Chief secty. শ্রীনিবাসম্ ফোন করে জানান,—চা, বিস্কুট আর সিগারেট দাদার ফটোর সামনে রেখেছিলাম। সবই অর্ধেক করে খেয়েছেন। দাদা বললেন, সিগারেট দেওয়া উচিত হয়নি। লোকে ভুল বুঝবে। অভিদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। শিলং থেকে একজন ফোন করে জানালেন, তার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর চরণজল খেয়ে কমে গেছে। দাদা :—ব্যাটা, বেঁচে গেলি ! জ্বরটা তো উপসর্গ ! আসল রোগ কি ! তখন সারা ঘর aroma-য় ভরে যায় এবং ধোঁয়ার মতো বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়, যেন হোস্ পাইপ থেকে বেরুচ্ছে।]

১১.৩.৭৫ (তদেব) [দাদা এতদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন

V. I. P.রাও পরপর অনেকে আসেন ; তাই শরীরে ও ক্লান্তি বোধ করছিলেন এবং বিশ্রামের জন্য কিছুদিন মিনুদির বাড়ী ছিলেন। গতকাল রাত্রে অবশ্য ডঃ সেনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর বাড়ীতে। বললেন জগজীবনকে বলি, শিবকে কি করে গঙ্গা দেয়, দেখবে? এ হাত তুললো, আর গঙ্গার জলধারা বয়ে যেতে লাগলো। মিঃ ভাণ মিঃ কোহনী ও আরেক ভদ্রলোকের কাহিনী বললেন। অভিদা বললেন, মিঃ ওসিস্ এসেছিল শনি ও রবিবার ; প্রচুর সংগ্রহ নিয়ে চলে গেল আজ।]

[আজ শিবরাত্রি। দাদার শরীর এখনো খারাপ। সকাল ৮টা। ডঃ সমীরণ মুখার্জি প্রেসার নিলেন ; উপরেরটা ১২° ; মাথা ঘুরাচ্ছে। পরিমলদা—ঊষাদি ও সস্ত্রীক ডঃ সেনও উপস্থিত।] দাদা :—মহাপ্রভুর পরে আর কেউ আসেনি ; সব **bluff.** আর ছিল রামপ্রসাদ! অভিদা—কেন রাম? দাদা :—আরে, ওঁর কথা ছাড়িয়া দে। অভিদা :—তার পরে আপনি। দাদা :—এতো ভণ্ড!…… ননী! শিবরাত্রিটা কিরে? ডঃ সেন :—যখন মনের অতীত হোল এবং বহমান ক্ষণগুলি একটি ক্ষণে পর্যবসিত হোল, অখণ্ড হোল, তখনই শিবরাত্রি। দাদা :—তা হলে শিবরাত্রি হোল কেমন করে? ওটা তো শুভরাত্রি! শিবরাত্রির আবির্ভাব হলে আর কিছুর দরকার হয় কি? ওটা কি দিন-ক্ষণ ঠিক করে আসে? ছেলে-বয়সে এ বাড়ী থেকে একজায়গায় যাবে ; মাকে বললো : কাল যাবো। বঙ্গঠাকুর বললেন : কাল মঘা। মা দিব্য দিয়ে যেতে নিষেধ করলেন। তখন এ বললো, আজ যাই? তুমি থাকতে এ মরবে না। ওসবের কোন মানে নাই। পরের দিন গেলেন এবং

পৌষমাসে ফিরলেন।…… পরিমলদা :— দাদা প্রথমে Dr. Osisয়ের ঘড়ি Fabra Leuba, Swiss made করেন ; পরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ, Made in universe ফুটে উঠে ; উল্টো পিঠে Osisয়ের পুরো নাম লেখা হয়ে যায়। [J. P. Mitter নিজের experience সম্বন্ধে lecture দেন। কাল রাত ২॥০ টায় কয়েকবার সত্যনারায়ণকে দেখতে পান। শেষ রাত্রে সত্যনারায়ণ পটের সামনে দাদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন।]

১২.৩.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [ডঃ সেন রাত ৮॥০ টায় গিয়ে পেছনে বসে। দাদা সামনে ডেকে নিয়ে বলেন :] ননীদা বুঝি মেয়ের আনন্দে ডগমগ করছেন ! ডঃ সেন :—হ্যাঁ, মেয়ে ECFMG পাশ করেছে। এই যে cable. (দেখে) দাদা : কবে আসছে ? সেন :—ছেলেদের পড়ার ক্ষতি হবে। দাদা :-ঠিক আছে ; চাকরীতে join করবে ? সেন :—হ্যাঁ।…মানা :—গতকাল Dr. Osis দাদাকে present করার জন্য একটা Parker 51 নিয়ে আসেন box-য়ে। দাদাকে বললে উনি বলেন, ওখানে দুটো আছে ; একটা তোমার, একটা এর ; একটায় Osis-য়ের নাম লেখা, আরেকটায় লেখা 'দাদাজী'। দেখে ও পাগলা হয়ে গেছে। এর আগে রাত্রে সে হোটেলে সত্যনারায়ণকে তিন বার দেখেছে।………

দাদা :— ফেল করার নিরানন্দ আর আনন্দ যখন এক হয় ; তখনই সত্যিকার আনন্দ। [কোন বিশেষ কারণে দাদা মানাকে বকাবকি করেন। তখন মানা দাদার আড়ালে বলে, গীতাদির বয়স অনেক, আমার মায়ের চেয়েও বড়ো। সে সহ্য করতে পারে ; আমি বকাবকি সহ্য করতে পারবো না।]

১৩.৩.৭৫ (তদেব) দাদা :—কৃষ্ণও 'অহং' বলতে পারেননি,—শ্রীভগবানুবাচ। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে 'অহং', 'মাম্' কি এই দেহটা ? ডঃ সেন :—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' যখন বলছেন, তখন আর এই দেহটা 'অহং' হয় কেমন করে ? দাদা :—ব্রজলীলা আস্বাদন করতে এলেন ; তাই একটা রাধা সৃষ্টি করলেন। প্রাণ-কৃষ্ণ ! কৃষ্ণের প্রাণই রাধা ; বহুবচন হয়েও একবচন। বড় আমি ও ছোট আমি।…… মিঃ হরিভাণ :—দাদা ! একটা **Anthology** বের করলে হয় না ? আমরা অনেকে লিখবো ; সবাই নিজের নিজের **experience** লিখবে। ননীদার লেখাও থাকবে। [দাদা নিরুত্তর।]

১৪.৩.৭৫ (তদেব) [চিন্তামণিদা, প্রাণকৃষ্ণদা, হরিদা, সুনীলদা প্রভৃতি আছেন। গোস্বামী, ডঃ ওসিস্, আর. এন্ সিংদেও এবং পতিয়ালার রাণী বা রাজকুমারী **Edna**-র প্রসঙ্গ। আমেরিকার ডাক্তার হবার পরীক্ষা ও ডাক্তারীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। হঠাৎ দাদা বললেন :] জজ, সাব-জজেরা এবং উকিলরা গাউন না পরে সওয়াল করতে পারে না ? পরশু সকালে তাড়াতাড়ি আসিস্। দাদা ক্ষণে ক্ষণে কি যেন দেখছিলেন। ৯॥০ টায় সবাই উঠে পড়ে।]

১৫.৩.৭৫ [আলিপুর কোর্ট। ডঃ সেন ১ টায়। শোনা গেল **case** উঠবে ছুটায়। ১॥০ টা নাগাদ জ্ঞানদা, দিলীপ চ্যাটার্জি ও কল্যাণ দে হাজির ; পালদা এবং পরিমলদাও। এখন শোনা গেল **case** ৩ টায়। কিছু পরে দাদা এলেন পিতাজী, দয়ালাল ও অভিদাকে নিয়ে। আরো অনেক দাদানুরাগী উপস্থিত হোল। সোয়া তিনটায় **case** শুরু হোল। দাদার পক্ষের উকিল নলিনী

ব্যানার্জি ১ ঘণ্টা ধরে সুন্দর বক্তৃতা করে বলতে চাইলেন, এই **court**-য়ে **Jurisdiction**-য়ে এই **case** আসতে পারে না। প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট বাধা দিলেও পরে **impressed** হয়ে বইপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। ২৫ তারিখ ৩ টায় আবার **case** য়ের শুনানী হবে। লক্ষণীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা নলিনী ব্যানার্জি কেউই **gown** পরেননি, যার ইঙ্গিত দাদা গতকাল দেন।]

১৬.৩ ৭৫ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন প্রায় সাড়ে এগারোটায়। তখন দীনেশদা **U. P. tour**-য়ের কাহিনী বলছিলেন। তারপরেই সভা-ভঙ্গ। তখন ডঃ সেন দাদার কাছে গিয়ে ননীগোপালদার কাহিনী শুনলো। বৃহস্পতিবার দাদা ওঁকে ৪টি সন্দেশ খেতে দেন। দাদার অনুরোধে খেতে হয়। পরে কলেজে গিয়ে ৩টি বিরাট্ সরপুরিয়া খান। রাত ৬টা থেকে জলের মতো পায়খানা শুরু ; পরে ৪॥০ টায় ; আবার সকালে। দাদারও তাই হতে থাকে। শুক্রবার সকালে ডঃ সাহা গোপালদার বাড়ী হয়ে দাদার কাছে আসতেই দাদা বললেন : কলেরার রোগীর কাছ থেকে এলি ? তারপরেই রোগ ভালো হয়ে গেল।]

১৭.৩, ৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [ডঃ সেন সস্ত্রীক ৮॥০ টায়। সঞ্জীবের সঙ্গে কথা সেরে দাদা নীচে নাবলেন। এলেন হরিভান ; **O N G C**-র **President**-য়ের প্রসঙ্গ শুরু।] ভান :—উনি বলেছেন, দাদার কথা মতো ৬টা জায়গায় **explore** করবে। দাদার কৃপায় ৩টা জায়গায় পেলেও হয়। দাদা : (বিরক্ত ভাবে) তাহলে একটা অফিস খুলি, সেক্রেটারী রাখি। এসব করলে এতোদিনে বহু হাজার কোটি টাকা পাওয়া যেত। এর কাউকে

দরকার নাই ; দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দেবে। তবে জেনে রাখো, এ রকম শাশ্বত বস্তু কথনো আসেনি। এর প্রতিটি কথা ব্রহ্ম। (পরে হেসে মিসেস্ ভানকে) চিত্রা আবার কোন্ **party** নিয়ে আসে !…… কর্ম করে যাও। চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে ; চেষ্টাতেই তোমার অধিকার ; ফলের অধিকার তাঁর। কিরে, ননী ! ঠিক বলছি ? ডঃ সেন : আত্মদর্শন হোল। [পদ্মনাভমের চিঠি পড়া হোল। সংক্ষিপ্তসার, সিরদি সাঁইয়ের শিষ্য বিভূতিবাবার এক শিষ্যা কঠিন রোগে ৩৯ দিন শয্যাশায়ী হাসপাতালে। উঠতে পারে না। পদ্মনাভম্ কপালে 'সত্যনারায়ণ' লিখে দিলেন, বুকে দাদার একটা ফটো রাখলেন ; আরেকটা দেয়ালে। কিছু পরেই দাদার ফটো থেকে ৬ রকম **aroma** বেরিয়ে ঘর ভরে গেল : আধঘণ্টার মধ্যে রোগিণী উঠে বসলেন। ডাক্তাররা বলছেন, **miracle.** বিভূতিবাবা এখন কাঁদছেন, আর বলছেন, দাদাজীর কাছে যাবো। …… দাদা :—নারীদের অহং নাই ; তাদের অহং তাদের স্বামীদের।

১৮.৩.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ণ) [ডঃ সেন ১০।।০ টায়। দেখে, দাদার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।] ডঃ সেন :—এবারে ধুনি জ্বালিয়ে বসে পড়ুন না ! আমাদের ২১ হাজার টাকা হবে ! দাদা :— কেমন দেখাচ্ছে ? ডঃ সেন :—সুন্দর বলতেই হবে। (ডঃ সেন গন্ধ শুঁকলো ; পরে গন্ধ পালটিয়ে আবার শুঁকালেন। এবারে দাদার গঙ্গগন্ধ।) দাদা :— এটা যদি ননী সেনকে পরিয়ে দি, তবে এবারেই **V. C** হয়ে যাবে ! (হাসলেন। তারপরে একথা সে কথার পরে শুধালেন :—) কাল গিয়েছিলি ? [কাল রবীন্দ্র

ভারতীতে দুইদল ছাত্রের সংঘর্ষে অনেকে ছুরিকাহত ; একজন দোতলা থেকে নীচে নিক্ষিপ্ত। অধ্যাপকরাও আক্রান্ত হয়।] ওদিকে যাবার পথ তো বন্ধ হোল ! ডঃ সেন :—কাল খাওয়া-দাওয়া করে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ির ঘরে গিয়ে একটু পাশের ছাদে পায়চারী করে সিঁড়ির ঘরে আবার এসে হঠাৎ ভাবলাম, আজ নাই বা গেলাম ! দাদা :—এইতো শিশুর মতো হলেই প্রারব্ধ কেটে যায়।...... ২০০০ বছর আগে জাত ছিল কোথায় ?...... নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে কেউ বলে উড়িষ্যায়, কেউ বলে বিহারে বাড়ী ছিল ; এ হাসে। তখন কি সিলেটে যাওয়া এতো সোজা ছিল ? জগন্নাথ ছিলেন ভটচাজ বামুন ; উপনিষদাদির পাণ্ডিত্যের জন্য 'মিশ্র' উপাধি পান। 'পুরী' সরকারী **title** ; আর আছে পাঞ্জাবী 'পুরী'। (জ্যোতিষ প্রসঙ্গে) একই **time**-য়ে ৫ জন জন্মায় ; তাদের কি এক রকম জীবন হয় ? [চিত্রাভান পাতিয়ালার রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন, যাঁর ভগ্নীপতি আর্. এন্. সিং দেও।]

(রাত্রে) [৮৷৹ নাগাদ সস্ত্রীক ডঃ সেন গেল। দাদা ২৷১ বার উপর নীচ করে নীচে এসে বসলেন।) দাদা :—আজ দুপুরে মনে হোল, এই যে খাচ্ছি, দেখছি, করছি, ব্যবহার করছি,—এগুলো কি ? এগুলো ইন্দ্রিয়ের ...... অর্থাৎ মনের। তাহলে খেয়েও খাচ্ছে না, করেও করছে না। ইন্দ্রিয়ের বেগ একটু সহ্য করে সত্যকে নিয়ে থাকলেই তো গোবিন্দ হয়ে গেল ! ভোগ করলাম না, ত্যাগ করবো কেমন করে ? ভোগদান না করলে মুক্তি হবে কেমন করে ? প্রসাদ বা অমৃত পান করবে কেমন করে ? ইন্দ্রিয়ের বেগ সহ্য করলেই আয়ু বেড়ে যায়। [বোম্বে থেকে

Trunk call করে একজন জানিয়েছেন, তাঁরা স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে তিনজনেই দেখে, দাদা একটা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ২।২।৷০ ঘণ্টা পরে তাঁরা সেই ঘরে ঢুকে দাদাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু, সারা ঘর **aroma** য় ভর্ত্তি এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। যতীনদা দাদার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে লক্ষ্ণৌর লালাজী-মন্দিরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মর্মর মূর্তির সামনে দাদাকে দেখার কাহিনী বলেন। দাদা ডঃ সেনকে এই দুটো দর্শনের ব্যাখ্যা করতে বললেন। ডঃ সেন :—বোসের দর্শনের ক্ষেত্রে পূর্ণ তদ্‌গত হবার ফলে তাঁদের ইচ্ছা মহান্ ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হোল ; তাই ইচ্ছপূর্ত্তি হোল। যতীনদার ক্ষেত্রে মহান্ ইচ্ছা স্বয়ং প্রকাশ পেলো শূন্য, কর্তৃত্বহীন মনের কাছে। ২য়টা অনেক উচ্চস্তরের।

১৯.৩.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [ডঃ সেনের উড়িষ্যা-ভাষণের **Tape** শোনা হচ্ছিল। তারপরে তৃপ্তি চ্যাটার্জীর গান দাদা নিজে **Tape** করলেন। পরে জাষ্টিস্ কান্টাওয়ালা ও পাল্কীওয়ালার ভাষণের **Tape** শোনা হোল। পরে ডঃ সেনের মেয়ের চিঠি পড়লেন। বললেন, একদিন যেয়ে চুমো দিয়ে এসেছিলাম।] দাদা—মহর্ষি রমণের সঙ্গে এ দেখা করে। রমণের হাতে ঘা ; বললাম ওষুধ দাও না কেন ? রমণ—যিনি অসুখ করেছেন, তিনিই সারিয়ে দিবেন। দাদা : দেহটা নিয়ে এসেছো ; চেষ্টা তো করতে হবে ! ওটা যদি পুরোপুরি হয়, তাহলে এ রকম হতে পারে না। একজন অনেককে তাঁকে বকেন। ...... ধরো, ২৫ বছরের জন্য এলাম। একটা পরিবেশে এলাম ; সেখানকার সাথীদের নিয়ে খেলছি ; ত্যাগ করবো কারে ? সবটাই তো উনি। ......রামপ্রসাদ

ছাড়া আর কেউ আসেনি। কবীর অনেকটা। মহাপ্রভুর কথা ছেড়ে দে। (নরোত্তম দাসের কথা বলায় জবাব দিলেন না।) ······ সবটাই উনি হলে পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা কাকে করবো ? প্রার্থনা তো প্রারব্ধ বাড়ানো, তাঁকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ; ঐ একটা **party**, এই আরেকটা **party**······কটা বাজে ? উঃ—পৌনে দশ। দাদা ঃ ওরে বাব্বা ! এবার উঠতে হবে।

২০.৩.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন দাদার বাড়ী যখন ঢুকছে, তখনই দাদা বললেন, ননীদা এসেছেন।] দাদা : **university** কতদিন বন্ধ ? তুই একবার কবিরাজ মশাইয়ের কাছে হয়ে আয় (আগেও কয়েকদিন বলেন)।···কাশী শিবের ত্রিশূলের উপরে,—অর্থটা বলতে গেলে গরু হয়ে যায়। সিদ্ধি মাতার কায়াভেদী বাণী, বিষ্ণুপাদপদ্মচিহ্ন সব বিভূতি।······ধ্বংসের সময় হয়েছে, লিখে রাখিস্। এ খনার বচন। খনার বচন কি মানুষের বচন ? কোষ্ঠী, ঠিকুজী, হাতদেখা কি কিছু ঠিক ? কোন মানুষ কি ঠিক করে বলতে পারে ? খনা অর্থাৎ যিনি ক্ষণ জানেন,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জানেন।······ দেহটাই আমার মা ; আমি আবার 'আমার' বলি কেমন করে ? ধ্যানটা কি ? স্মরণ, মনন, দেহ-মন সব নিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এটা কি মনের ব্যাপার ? [মিঃ বাগ্‌চি, রুবিদি, স্বপ্না দত্তরায়, গীতা সিংহ, ননীগোপাল-দম্পতি, সাহানা ব্যানার্জি প্রভৃতি ছিলেন। সাহানাদির নানা কাহিনী শোনা গেল।] কথা বন্ধ করবো কেন ? শব্দ তো ব্রহ্ম ! মৌনী থাকাটা অভাব।··· এ কিন্তু একটু সরে গেলেই সব কিছু দেখতে পায়।

(রাত্রে অনিমেষালয়ে) [ডঃ সেন পৌনে ৯-য়ে। পাক্কীওয়ালা

প্রভৃতি অনেকের ফোন আসে। তারপরে এলেন ডঃ অমল চক্রবর্ত্তী। পরে অভিদা, পিতাজী এবং আরো একজন ফোন করেন। অভিদা বলেন, সত্যেনদার (রুবিদির স্বামী) সঙ্গে দাদা একরাত শুয়ে ছিলেন physically এবং ফটোগুলো এলোমেলো করে দিয়ে এসেছেন।] দাদা :—এটা কি জপ-তপ, যোগ-তপস্যা, গুহায় থাকা দিয়ে সম্ভব? ডঃ সেন :—না। [মিনুদি এলেন ; ভাগ্নেরাও মঞ্জুভাণসহ।] (জনৈক ব্যক্তি সম্বন্ধে) ভূতের সওয়ার হয়ে যা-তা করছে ; জীবের দোষ নাই। (শ্যামল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) শ্যামল যদি আবার ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে চণ্ডালেও ভয় করে। এটা পাতঞ্জল যোগের একটা অংক। মিঃ হরিভাণ :—দাদা, Journal-য়ের অনেক ঝামেলা,—পৃষ্ঠা সংখ্যা, press act ইত্যাদি। Anthologyর কোন ঝামেলা নাই। দাদা :—ননী! কী বলিস্? ডঃ সেন : হ্যাঁ, বইতে ঐসব অসুবিধা নাই। (দাদা নীরব) ভাণ : ননীদা। এবারে ready হোন্। ডঃ সেন :—দাদা আমাকে ডঃ গোস্বামী নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। আমি আপনাকে ঠাট্টা করে বল্‌ছি, আপনার বন্ধু ডঃ গোস্বামীকে ready হতে বলুন। (গোস্বামী-প্রসঙ্গ উঠলো। ভাণ নানা কথা বললেন।) (দাদা লিলি সেনকে) : নেলী! তোর জন্য কিছু জিনিষ রেখেছি ; একদিন সকালে এই বাড়ীতে আয় ; এখানে খাবি। নেলী তো গোপী।

২১-৩-৭৫ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ণ) [ননীগোপালদা, যতীনদা পরিমলদা, সুনীলদা ছিলেন। দাদা গোপালদাকে লক্ষ্য করে বললেন :—] যাদবপুরের সর্বানন্দ ব্যাপারী!......লোকে সাধুসঙ্গ করতে বলে। সাধুসঙ্গ কি দুজনে হয়?...শিশুকালের কাহিনী,—

খাবার দাঁড়ি ছিল, গীতা-ভাগবত পড়তেন সবচেয়ে ভালো ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যেতেন। এ বাবার সঙ্গে অন্ম ঘরে শুতো,··· এর ইচ্ছাশক্তি এমন যে ২ বছর বয়সে বাবা ঘর ছেড়ে কাশী যান ; কিন্তু, ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর ৪৫ বছর বয়স ; তখন এদের এলেন আলেক বাবা,—১৭৫ বছর বয়স,—মহাপুরুষ। কৌপীনধারী ভস্মাবৃত দেহ। মা একে প্রণাম করার চেষ্টা করেন ; এ পালিয়ে পালিয়ে যায় ; শেষে আলেক বাবা বলেন : একে আমি প্রণাম করি। এ বললো, এই সব করে কি তাঁকে পাওয়া যায় ? বাবা বললেন : তোমার যা বলতে হয়, আমাকে বোলো ; না হলে লোকে নিন্দা করবে। বাড়ীতে কীর্ত্তন হোত ; High School, Primary School-য়ের মাষ্টাররা, পোষ্টাফিসের লোকেরা, বাবার ভাইরা ও ভাইপোরা কীর্ত্তন করতো। বাবা একে ওখানে বসাতে চাইতেন। এ হয়তো একটু থেকেই চলে যেতো ; বাবাকে বলতো : এ সব করে কি হবে ? নাম করে। বাবা সব সময়ে নাম করতেন। এ মাকে বলে : এর ৭ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা থাকবেন, প্রতিশ্রুতি আছে। বাবা শেষে গীতা, ভাগবত পড়া ছেড়ে দেন। এ তখন সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারতো না। বঙ্কঠাকুর একটা প্রশ্ন করেন ; পরের দিন তাঁরা উত্তর পেয়ে যান্। গ্রামে তো আবার ভূতে ধরে। মা একে নিয়ে গেলেন মেহারের কালীবাড়ী। গিয়ে দেখি, এক বিরাট মড়ার মাথার খুলিতে ক্ষীরোদ ঠাকুর মদ ঢালছেন, আর খাচ্ছেন। তিনি মাকে বললেন : মা, এই বেলপাতায় একটু সিঁদুর মাখিয়ে দে। সেই বেলপাতা একজনকে দিলেন ; এ মাকে বললো : সিঁদুরটা কিন্তু এ মাখিয়েছে। সেদিন চৌধুরী বাড়ী থাকেন। পরেরদিন সকালে ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর মাকে 'মা'

ডেকে বললেন : ওর ভূত নিজে না তাড়ালে অন্য কেউ পারবে না। কবচ দিতে চাইলেন না।……(সাবিত্রী-সত্যবান্ কাহিনী) যমের হাত থেকে মুক্তি না পেলে সত্যবান্‌কে পাবে কেমন করে? আনন্দ কেমন করে হবে রস না থাকলে? অঙ্গীকার পত্র নিয়ে এসেছি ; এসে……। এই ধনে ধনী হয়ে এসেছি ; ধন নেই? ……মাধব পাগলা বললো : চিত্রগুপ্ত সব লিখে রাখে এ বললো, তুমি সাধু হলেও অসভ্য। উনি কারুর দোষ ধরেন না, ধরতে পারেন না। (ভানকে ঠাট্টা, সাহানা দেবীর সঙ্গে কথা ; পরে অনিমেষদার সঙ্গে।) এখানে অনেককে দেখেছি, নিজের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন প্রভৃতিকে দেখে। অনিমেষ কিন্তু সবাইকে দেখে।……আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন ; কারণ, তাঁরা ভাবে ছিলেন।……এ কিন্তু ছেলে বয়স থেকেই আনন্দ পায় না ; কারণ, এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে। এ ঠাট্টা, রঙ্গরস করছে বলে জীবের করবার অধিকার আছে কি? বাংলাদেশে এখন যারা হয়েছে, তারা বাইরের লোক হবার পরে হয়েছে। কাজেই তাদের গুরুত্ব দেবার দরকার আছে কি?…… মানুষকে জ্ঞানবান বলে ; কিন্তু, সব অজ্ঞান। (ননীগোপালদাকে দেখিয়ে) বহু পুরানো কথা মনে পড়ে যায়।……এবার চালাক-চন্দর্ আসিয়াও রেহাই পাইল না। (অনেক আগে বলেন : লম্বুস্ (দীনেশ ভট্টাচার্য) কৈ? **flash** পেলাম যে! দেয়ালটা কি একটা বাধা? লম্বুস্ কয়েক সেকেণ্ড পরেই হাজির। উনি তখন **U. P.** ভ্রমণ কাহিনী কিছুটা বললেন। তারপর মানার চশমা নিয়ে ঠাট্টা ; ওটা দাদা ওকে **present** করলেন।

২৪.৩.৭১ (তদেব ; রাত্রি) দাদা :—আমি একটু বেরুবো। শান্তি আসবে না? বাসা থেকে আসিস্ নি?······দোলের দিন পরিমলের বাড়ী যাবো, কী বলিস্? ডঃ সেন :—যাবেন। দাদা : তোর কি আপত্তি আছে? সেন :—না, আমার আপত্তি করবার কি আছে? [কিছুপরে দাদা পালদার সঙ্গে কামদারকে ফোন করতে গেলেন। বেশ কিছুপরে মিসেস্ শান্তি সেন ও একটু পরে ননীগোপাল-দম্পতি এলেন। ওঁদের বাড়ী দাদা দোলের দিন সকালে যাবেন।] দাদা :—পরিমল যাবি না, ঊষা যাবে; ননী যাবি না, শান্তি যাবে; অনিল যাবি না, মুখার্জী যাবি না, গৌরী-দেবী যাবেন। ······ এই আবীর দেওয়া,—এটা কি ব্যাপার, বল্‌তো? ডঃ সেন : সেটা তো ভিতরের ব্যাপার; বাহ্যিক আড়ম্বর করলেই আর সেখানে উনি নাই। দাদা :—কোন যুগে এ রকম ছিল বলে এর জানা নাই।······যজ্ঞটা কি? কাঠ অর্থাৎ শিলা হ'য়ে আছে। আগুনটা হোল ক্রোধ; কামময় স্নেহ পদার্থ দিয়ে তাকে জ্বালাতে হবে। এইভাবে বুঝিয়ে বই লিখতে হবে। ···কামদারকে দিয়ে দেখি যদি পুজাটা করাতে পারি (গোপালদার বাড়ী) যদি ও থাকে।······এ এর দাদাকে ছেলে বয়সে বলতো : পুতুলগুলো (দুর্গা প্রভৃতি) সুন্দর হয়েছে; এগুলো ডুবিয়ে দিও না; আমি রাখবো। এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি নাই; এসব দক্ষযজ্ঞ।······তোমরাই বলো, রাসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নারদাদি ঢুকতে পারে না। তাহলে সে রাসটা কি? ভগবান্ ভগবতী দুটো আলাদা আছে কি? [O. C. মাধবদার শ্বশুর বললেন : আমার মা প্রথমে দাদাকে মুরলীধারী কৃষ্ণরূপে দেখেন;

তারপরে গৌরমূর্ত্তি দেখেন,—হাততোলা, স্নানে চলেছেন। মহানাম পান 'গৌর গোপাল গোবিন্দ'। 'গৌর' নাম আগে পেয়েছিলেন ত্রিশের মা-দাদার মায়ের কাছ থেকে। দাদা বললেন, মহানামের মধ্যেই 'গৌর' নাম আছে ; মহানামই কোরো।

২৫.৩.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [আজ court-য়ে case উঠে। নলিনী ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। মাঝে মাঝে ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিচ্ছিলেন, আইনের বই দেখালে সব মেনে নিলেন, মনে হোল। ১২ই এপ্রিল Prosecution বক্তব্য পেশ করবে।] রাত্রি ৭৷৷০-টায় ডঃ সেন দাদালয়ে। কিছুপরে মিসেস্ সেন, পরিমলদা ও ঊষাদি এলেন। O. C, মাধবদা আগেই আসেন। দাদা কিছুপরে বাসায় এলেন। তারপরে এলেন সস্ত্রীক মিঃ দত্ত এবং সপুত্রকন্যা অনিমেষদা।] দাদা :—মথুরা যেখানে মন্থন করা হয়। কংস কারাগারেই তো কৃষ্ণের জন্ম। মায়া, মিথ্যার কারাগারেই জন্ম হয়। 'সত্তাস্বরূপায় আত্মা পরং ব্রহ্ম'। কংস-কারাগার ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে ; সেও তো কংস। অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ এলেন গোমতীর জলে বাঁশীটি ফেলে দিয়ে। ভক্ত আর ভগবান্। কংসই আমার ভক্ত। আমরা সবকিছু স্থূল করে ফেলি। কংস কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়লো ; না হলে মুক্তকেশী হবে কেমন করে ? প্রকাশ তো হওয়া চাই।.......৪৭৫ বছর আগে কি বৃন্দাবন ছিল ? এই ৪৭০।৭২ বছর আগে ? হ্যাঁ, বৃন্দাবনের মূল্য এই যে সেখানে মহাপ্রভু গিয়েছিলেন। কার সঙ্গে কথা বলবো ? Intellectual তো সব দেখলাম ; সব গরুর দল। কেউ কিছু বোঝে ? গীতার ১ম শ্লোকের অর্থটা বুঝলেই তো হয়ে

গেল ! আর কিছু দরকার করে কি ? কৃষ্ণের জন্ম কখন ? কেউ কিছু জানে না, বোঝে না—অষ্টমী ! মহম্মদের জন্ম এই সময়ে হয়েছিল ? কংসের সঙ্গে বুঝি যুদ্ধ করলো কৃষ্ণ ? কালীয়দমন, অঘাসুর, বকাসুর বধ—এসব কি ? এসব বলার সময়ে তুই (সেন) ছিলি ? কংস তো আমরা সবাই । [দত্তের বালিশ সুলভ কথায় দাদা রেগে যান ।] [সকালে পিতাজী দাদালয়ে যান । বলেন : আজ হয়তো জজ আসবেন না ; তাহলে case হবে ? দাদা নীচে নেমে একটু তির্যকভাবে উপরে তাকিয়ে বললেন, এই এসে গেছে । তখন ১১টা বাজে । court-য়ে গিয়ে দয়ালাল খোঁজ নিয়ে জানে, ঠিক ১১টায়ই জজ আসেন ।]

২৬.৩.৭৫ (শ্রীননীগোপল ব্যানার্জির বাড়ী ; রাত্রি) [দাদা পৌনে ৮-য়ে আসেন । পরিমলদা, সুনীলদা, যতীনদা, দীনেশদা, বোসদা, বর্ধমানের প্রোফেসর, চৌধুরীদা, সঞ্জিৎ, দিলীপ চ্যাটার্জি, ধীরেনদা প্রভৃতি উপস্থিত ।] দাদা :—ভগবান্ বেটা যদি তোদের সামনে গড়াগড়ি যায়, তাহলেও তোরা চিনতে পারবি না ।…… কামদার গতকাল plane-য়ে বোম্বে ফিরে যাচ্ছেন ; হঠাৎ planeটা bump করলো । ওঁর বুকে লাগলো ; কিন্তু, উনি feel করলেন দাদাজী ওঁকে জড়িয়ে ধরেছেন । এ কিন্তু তখন ঘুমাচ্ছে ; তখন ৩-১০ হবে ।… এই রকম দোল কখনো ছিল না । রাস ছিল ।… (মহম্মদ সম্বন্ধে) অবতার সম্বন্ধে তোদের কোন conception নাই । মহাজ্ঞান না হলে অবতার শক্তি হয় না । সে কি মারামারি কাটাকাটি করতে পারে ? তাহলে সেতো পশু । (মহম্মদই কল্কি, ডঃ সেন এই প্রসঙ্গ তুললে দাদা কিছু বললেন না ।) … পরশুরাম

একটা পশু ; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছে যে রাম, সেও পশু। ···মহাপ্রভু যদি স্বয়ং হন, তাহলে তিনি পিতৃপিণ্ড দেন কেমন করে ? তাঁর কি বাপ-মা, স্ত্রী আছে ? আর তাঁর যদি ইচ্ছা জাগে, তাহলে এখানে বসে পিণ্ড দেওয়া যায় না ? সেটা উনি গ্রহণ করেন না ? [রাত ১১টা নাগাদ খাওয়া ; প্রায় ১টায় নানা যায়গায় ব্যবস্থা করে শোয়া ঐ বাড়ীতেই। যতীনদা দাদার ঘরের সামনের বারান্দায়। দাদার সারারাত ঘুম হোল না। সোয়া ৪টায় দাদা দীনেশদাকে নিয়ে গেলেন। ৫।০/৫।।০ নাগাদ ননীসেনের ডাক পড়লো। সে এলে দাদা বললেন : দিন ১৫ আগে তোর মেয়েকে চুমো দিয়ে এসেছি। একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি কোথায় চলে গেছি ; সেখানে দিনের আলো।···Bruce Keel কাল ফোন করে অষ্ট্রেলিয়া থেকে জানিয়েছে, শুক্রবার কলকাতা আসবেন।······ আমাদের মধ্যে একজন Nobel Prize-য়ের লোক থাকবেন।]

[সকালে (২৭.৩.) দাদা নাম গান করতে বললেন। শুরু হোল নাম-গান। কিছুক্ষণ পরে] দাদা :— করতাল বাজাচ্ছে কে ? একজন :—সুশীলদা। দাদা :— বড় সুন্দর বাজায় ! লোকও অপূর্ব ! ওকে খুব বকি ; কিন্তু প্রেমিক। কী প্রারব্ধ ভোগ করছে ! সঙ্কিত আরেকটি ; কোন প্রশ্ন নাই। [মানা দাদার পা টিপে দিচ্ছিল ; চা করতে চলে গেল। দাদা রমাকে ডেকে পা টিপতে বললেন—মানভঞ্জন। রমা কিন্তু বেশিক্ষণ পা টিপলো না। চা ভালো হোল না ; ফেরৎ দিলেন। মিসেস্ সেন দাদাকে আবীর দিল ; দাদা পছন্দ করলেন না। ডঃ সেন একটা গোলাপ টিপয়ের উপরে রাখলো।] দাদা :—মেয়েরা বেশ গাইছে ; সুরজ্ঞান

আছে। ডঃ সেন :—মানা খুব দরদ দিয়ে গাইছে। দাদা :—মেয়েটা অপূর্ব ! [দাদার ফটো নেয়া হোল। অমূল্য নন্দীর গান শেষ হোল। দাদা ওকে ডাকলেন। মানা :—দাদা ! ওকে 'প্রাণ গোবিন্দ, প্রাণ গোপাল' গাইতে বলুন্ না ! অমূল্য গাইলো। দাদা আরেকটা গাইতে বললেন। অমূল্য 'সত্যনারায়ণ শ্রীগুরুচরণ' গাইলো ; দাদা তা মিনুদিকে ফোনে শুনালেন। ১২টা নাগাদ গোপালদাকে পূজায় বসিয়ে দিলেন দাদা। অমূল্যের কীর্ত্তন শুরু হোল। কিছু পরে দাদা রমাদিকে পূজার ঘরে বসালেন ; আরো কিছু পরে সঞ্জিতকে। দাদা :—একে রাস বলে। এই যে সবাইকে বসাচ্ছে। এই তো সখী ! পরে ডঃ সেনকে পূজার ঘরে নিয়ে প্রণাম করতে বললেন। ডঃ সেন আজ্ঞা পালন করলো ; কিন্তু wallet-টা মেঝেতে পড়ে গেল। অগত্যা সেন বাঁ হাতে ওটা চেপে ধরে চোখ বুজে মহানাম করতে লাগলো। দাদা ব্যাপারটা দেখে হেসে বললেন : ননী এবারে ওঠ্। ননী উঠলো ; তারপরে সঞ্জিত, তারপরে রমাদি ; শেষে গোপালদাকে ডেকে তুললেন। ঘর সুগন্ধে ম ম করছে ; চরণজলে ছড়াছড়ি। সবাই বাইরে এলে দাদা গোপালদাকে তাঁর experience বলতে বললেন।] গোপালদা :—গন্ধে ঘর ভরে গেল ; মাথায় জল পড়লো ; পরে চারিদিকে। তিনবার ডান থেকে বাঁয়ে flash of light ; colour বুঝিনি ; কাঁসর-ঘন্টার শব্দ ; কারুর চলার শব্দ ও ঠুং ঠাং শব্দ। মধ্যমেরুদণ্ডে কে তিনবার জোরে জোরে ফুঁ দিল। ঘাড়ে মধু-র ধারা দেখলাম। রমাদি বাসন-পত্র সরানোর শব্দ পেয়েছেন। সঞ্জিত বললো, aroma পেয়েছি, আর চারিদিকে

চরণজল দেখেছি। সেন তো wallet feel করেছে! পরে দাদা রমাদি ও সেনকে দেখতে বলেন, ঠাকুর ভোগ নিয়েছেন কিনা। দেখা গেল, পায়েসে, খিচুরীতে, লাবড়ায় আঙ্গুলের গর্ত্ত। একটা পটোল প্রায় পুরো খাওয়া। ঢাকা দেবার থালাটা ডানপাশে দূরে পড়ে আছে। তাতে এক টুকরো আলুভাজা লেগে আছে। কিছুপরে আবার দেখতে বললেন, প্রত্যেকটা ভোগের সামগ্রীর পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ কিনা; কারণ, নিয়ে থাকলে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ হবে। দেখা গেল, সত্যিই তাই। পরে গোপালদার ছোট ছেলে খোকার কথায় সেন আবার গিয়ে দেখলো, গৌরাঙ্গের ফটোর উপরে ও নীচে মধুতে ভর্ত্তি।] দাদা:—Intellectual চাই এবং রসজ্ঞ শুধু Intellectual হলে চলবে না। [অমূল্যকে দাদা তাঁর পাঞ্জাবীটা দিয়ে দিলেন। বাটার শ্রীদীনেশ চক্রবর্ত্তী বললেন, বাড়ীতে ঠাকুরের আসনের নীচে কয়েক হাজার টাকা রেখে ঘরে তালাচাবি দিয়ে আমরা একদিন বাটাতেই উৎসবে এক বাড়ী যাই; ঠিকা ঝিকে একটু নজর রাখতে বলে যাই। ঠিকা ঝি কিছুপরে এসে দেখে, ঘরের আলো জ্বলছে আর নিভছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে ক্লাবের ছেলেদের ডাকলো। তারা এসে বাড়ী ঘিরে ফেললো; দেখলো, সব দরজাই বন্ধ। পরে আমরা ফিরে এসে দেখি, সব দরজা বন্ধই আছে; কিন্তু, আলো জ্বলছে।] দাদা:—আজ যে যে বাড়ীতে পূজা হয়েছে, সব জায়গায় এই রকম হয়েছে। [দাদা যে ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, সে ঘরের দরজা অনেক আগেই খুলে দেন। তখন সেখানে গোপালদা, রমাদি, লিলি, মানা, রমা, রুবিদি প্রভৃতি যান। হঠাৎ দাদা ৪.১৫ মিনিটে উঠে পড়লেন এবং চলে গেলেন।]

১৮.১.৭৫ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন ১১-২০তে হাজির। তখন হলঘর উপচে পড়ছে লোকের ভীড়ে] দাদা :— ননীদা খেটেপিটে এসেছেন ; খুব তাড়াতাড়িইতো এসেছেন ; কটা বাজে ? সাড়ে ৯টা ? ননী সেন তো শান্তিদিকে নিয়ে···যাবেন। [Bruce kell-য়ের Pass-port ও টিকেট দেখা হচ্ছিল। দাদা ওঁর খুব প্রশংসা করলেন। Kell এসেই গোপালদার বাড়ী পূজার ঘর দেখতে যান। সেখানে উনি প্রসাদ খেয়ে বললেন : প্রসাদ এক চামচ খায় ; তোমরা আমাকে ভরপেট প্রসাদ খাওয়ালে। আমি তো এখানে মহানামের vibration feel করছি। ওখানে দাদার ফটো দেখে বললেন : এটা ঠিক নয় ; He is much younger. গোপালদাও দিলীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে দাদার বাড়ী এলেন।] দাদা :—Yes, you will get Mahanama······গেরুয়া তো সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আবার বাইরের গেরুয়া কেন ?······আমেরিকায় sunset, sunrise হবে ; যা ছকে উঠবে, তাই হবে ; লিখে রাখিস্। ·········সব কুকুরের দল মাংসের লোভে আসে ; এরা (kell) সেরকম নয়।

(রাত্রে) গোপালদার বাড়ী পূজা সম্বন্ধে) দাদা :—তাঁর ইচ্ছা হোল, হয়ে গেল। ওর বাড়ী বলেই সম্ভব হোল।······বেশি করে খেতে দিয়েছিল তো ? ডঃ সেন (ঠাট্টাচ্ছলে) বোধ হয় দেয়নি। (দাদা ভীষণ রেগে গেলেন ; সেনের সঙ্গে আর কথা বলছেন না।) দাদা :—এখানে এ আর বেশি দিন থাকছে না। ······বোম্বেতে কাল পিতাজীর বিছানা আবীরে ভর্ত্তি হয়ে যায় ; সমস্ত পট থেকে আবীর আর মধু ঝরছে। ভাবনগরে যা ভোগ দিয়েছিল, তার

বেশির ভাগই খেয়েছে ; লেবুগুলি টেপা রয়েছে।……Fruch দাদাকে স্বপ্নে দেখেন ; মহানাম ভিতরে roll করছে ; এক পক্ষকাল থাকবেন। ওকে রোজ সকালে ৯।০টা থেকে ১১॥০টা পর্যন্ত থাকতে বলেছি। ও কৃষ্ণমূর্ত্তির কাছে দাদার খবর পায়।……অষ্ট্রেলিয়ায় ইনি যেতে পারেন। গেলে ৩ দিন ধরে বৃষ্টি হবে ; সব flooded হয়ে যাবে।……এ উত্তরকাশী থেকে ১০।১২ মাইল দূরে সুনীলের বাবার সঙ্গে এক জায়গায় যাই। রাত হয়ে গেছে ; খিদেও পেয়েছে। উনি বললেন , ঝরণার জল খাওয়া হায়। বললাম, তাই নিয়া আস। উনি নিয়ে এলেন। দেখে এ বললো : এতো দুধ ; নীচে আবার বড়ো বড়ো রসগোল্লা।……সব রঙ্গরস করতে আসে ; মায়ারস আর কি, বুঝলি না ? লক্ষ কোটি অপরাধ করো, তা উনি ধরবেন না ; কিন্তু, আচরণটা ঠিক রাখতে হবে। ইচ্ছা করলেই মহোৎসব করা যায় না ; কর্ত্তৃত্ব করে কি মহোৎসব করা যায় ? বাংলাদেশে তো সব দেখলাম, পরম বন্ধু সব আমার। এ রকম অবস্থা উনি কখনো দেখেন নি।··· বোম্বেতে এক বাড়ীতে উনি যান ; সেখানে এক ভদ্রলোক ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। দাদা দোতালায় যেতে যেতে তাঁকে বললেন, আ যাও। লীলাবতী মুন্সী বললেন, উনি গত ৯ বছর paralysis-য়ে ঐ রকম হয়ে আছেন। ভদ্রলোক কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা লাঠিতে ভর দোতালায় গেলেন। সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-ঋষিকে ভগবান ২।১ জন্ম এই বিভূতি দেন। এ রকম মুহুর্মুহুঃ কেউ করতে পারবে না। সন্ন্যাসটা কি ? এই কাজ করছি, এইটা সেইটা ; সবটা তাঁকে ধরে দেবার ইচ্ছাটাই সন্ন্যাস।··· আপন জনকে কি ঠাকুর বলা যায় ?

১.৪.৭৫ (তদেব) [Bruce Kell আছেন !] দাদা :—পরশু ও মহানাম পেয়েছে ; ওঁর অঙ্গে অঙ্গে মহানাম ফুটে উঠেছে। সিদ্ধিমা-টা কি বলিস্ ? Around the world tour দিতে কতক্ষণ লাগে ? প্রত্যেকটা জায়গা থেকে একেকটা বিশেষ জিনিষ নিয়ে আসতে ? ডঃ সেন :—cash-memo. আনতে হলে তো একটু দেরী হবে ! আপনার আগে হয়তো আরো ৪।৫ জনের লিখতে হবে। দাদা :—না, এক মিনিটে হয়ে যায় ; ইচ্ছা হলেই লেখা হয়ে যাবে ; সেই লিখবে। ধরো, আমেরিকা যেয়ে Ford-য়ের কাছ থেকে একটা জিনিষ আনলাম। কিন্তু, এমন করে লাভ নাই। অষ্ট্রেলিয়ার কোন মন্ত্রী থাকলে করা যেতো,—Agriculture Minister. এর ধারণা, অষ্ট্রেলিয়া ৪০।৫০ হাজার বছর আগে সমুদ্র থেকে উঠেছে।……—ব্রহ্মচারী ceilingয়ে মাথার size-য়ের একটা তৈলাক্ত দাগ করে বলছে, রাত্রে ওখানে উঠেছিলাম (অর্থাৎ levitata করেন।)।—রামদাস শিব হয়ে একতালা দোতালা তিনতালা ভেদ করে শূন্যে উঠে গেছে এবং জটা দিয়ে জলের ধারা যাদবপুরে পড়ছে,—দুর্গন্ধ জল। [ডঃ সেন, মানা ও শেষে দাদা Bruce Kell-কে ইংরেজীতে অনেক কথা বললেন।] (গোপালদাকে) চল্, ওখানেই সবাই চলে যাই ! কী বলিস্ ?……সাহেব কাল দই খায়। এখন ও ভানের বাড়ী থাকবে। গতকাল J. P. ওকে একটা party দেন। (Kell-কে) You will be taught Yoga tomorrow. ...Population বেশি দুটো অসুর দেশে : ইণ্ডিয়া আর চীন। ডঃ সেন :—কিন্তু সব অবতার ভারতেই আসে, চীনে নয়।……যেখানে এ পূজাতে ফাঁকি দেয়, সেখানে হয় না ;

যেখানে উনি পূজা করেন, সেখানে উত্তর মেরুর atmosphere হয় ; ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়।

[রাত্রে ডঃ সেন সস্ত্রীক। Bruce Kell ছিলেন।] (একটা calendar দেখে) কী conception ! কৃষ্ণকে ও অবতার বানিয়েছে। ......Kell-কে Calcutta Club-য়ে জজ ও ব্যারিষ্টারেরা dinner দেবে।......তোদের গীতাতে ১৮শ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকে আছে, 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' অর্জুন মানে ভরতর্ষভ অর্থাৎ ভারত অর্থাৎ universe. শুনে রাখ্, কোন সাধু-সন্ন্যাসী বা পণ্ডিত এ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। [মিসেস্ সেন Kell-কে চা করে দিল ; তা অঙ্গগন্ধে ভরে যায়। উনি অস্ট্রেলিয়াতেই মহানাম পান, দাদাকে স্বপ্নে দেখেন।] দাদা :—এটা কি স্বপ্ন ? না, সত্য ? এর স্বপ্নটাও সত্য। [এ দেশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা।] প্রচার আপনা থেকে হচ্ছে। ব্যারিষ্টাররা বই বের করবেন, দাদার দেখাশুনা restrict করে দেবেন। মহাপ্রভু আচরণের উপরে জোর দিতেন। (গোপালদার বাড়ী ফোন করে খোকাকে) আমি তো জানি, ওর ১১টি ছেলে।

২.৪.৭৫ (অদের ; রাত্রি) [সেন-দম্পতি ৭.৪৫-য়ে। গোপালদা-রমাদি, মঞ্জুদা-মিনুদি ও গীতাদি আছেন।] (ক্যালেণ্ডার প্রসঙ্গে) দাদা :—এই তো তোমাদের ধারণা ; কৃষ্ণকেও অবতার বানিয়েছে। কৃষ্ণের হাতে আবার বাঁশী ; অবশ্য সুরে আছে বলা যায়। (খাটের উপরে দেখিয়ে) এই তো বসে আছে, এই তো ! এ কিন্তু সজাগে আছে ; এর ঘুমটা কিন্তু অন্য ধরণের। একি ঘুমায়, মনে করিস্ নাকি ?......সবটা tune-য় আছে। আজ বলছি,

শোন ; বাবা ধাইকে ঢুকতে দিলেন না। যখন প্রসব হোল, বাবা দেখলেন, শিশু নীল হয়ে গেল, আর সারা গায়ে পৈতা জড়ানো। বাবা তখনি প্রণাম করলেন। মাকে বললেন : আমি আর ৫।৬ বছর আছি। যাঁর আসার, তিনি এসে গেছেন।······এর ধারণা, কৃষ্ণও এদেশে জন্মেছেন ; তখন অবশ্য নামটা 'বাঙ্‌লা' ছিল না। ডঃ সেন :—কোন্ কৃষ্ণ? দ্বাপরের? দাদা : হ্যাঁ। সেন :—তাহলে বাঙ্‌লাদেশে যে যমুনা নদী আছে, তার কাছাকাছি? দাদা :—হ্যাঁ। সেন :—বৃন্দাবনটা কোথায়? দাদা :—মহাপ্রভু ওখানে ভাবে ছিলেন ; তাই বৃন্দাবন হয়ে গেল।······আজ ধীরেন শাকে খুব বকেছি। ও বাড়ী থেকে আসার সময়ে স্ত্রী ও মেয়েকে বলে : আমি আজ একা যাবোও অর্থাৎ আজ ওর রোগ সম্বন্ধে বলবে। এলে পরে আমি চরণজল চাওয়ার কথা বলতে লাগলাম ননীগোপালকে। কেউ কিছু বোঝে না, ভগবৎপ্রেমের জন্য আসে না ; আসে স্বার্থের জন্য। এদের না আসাই ভালো ইত্যাদি। কিন্তু ধীরেনশা বুঝলো না। তখন ননীগোপালকে খোলাখুলিই বললাম : এক ভদ্রলোক ইত্যাদি। এবার ধীরেনশা বুঝলো ; ক্ষমা চাইলো। এই রকম রোজ রোজ বসার কোন অর্থ হয় না। তাসপাশার আড্ডার মতো এটাও একটা আড্ডা। উনি তো স্বভাবে না থেকে পারেন না। মানুষ হয়ে যখন এসেছেন, মানুষের মতোই সব হবে। [আজ শ্রীক্ষিতীশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ আসেন।]······উপকারী বন্ধুরা ছাড়া আর কাউকে নিয়ে বসতে চাই না।······যুগ যুগ ধরে এখানেই আসছেন!······এর তো অসুখ হবার কথা নয়! তবে অসুখ হোল কেন? ডঃ সেন :

এইভাবে মিশ্‌লে রোগ নিলে হবেই তো। (দাদা মাথা নাড়লেন।) ....প্রাক্তন না থাকলে প্রারব্ধ থাকে কেমন করে? **arrest**-য়ের পরে জয়প্রকাশ বলেন, **regard** আরো বেড়ে গেল।

৩.৪.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয়; রাত্রি) [ডঃ সেন পেছনে বসলো।] দাদা:—ননীদা, সামনে আসুন্; আপনার মেয়ের (আমেরিকায়) গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে, আপনাকে দেখলে ভালো হতে পারে। এখন ভেবে দেখুন, আসবেন কিনা। [শ্রীনিবাসম্‌-এর শ্লোক তিনটি ডঃ সেন বললো এবং ইংরাজীতে তাৎপর্য বললো। **Bruce kell** ছিলেন।] তোরাই বলিস্, যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ। পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। তাহলে গুরু হবে কেমন করে? তোরাইতো জীবন্ত ভগবান্!...... সংসারটা কি? সত্যটাই সার মানে......; আর তা না হলে সংটাই সার। উনি যদি হাত না ধরেন, তাহলে কেউ কিছু করতে পারে? তোদের ভাষায় সৃষ্টি দেবতা মন্ত্র দিয়ে পাঠান। দীক্ষা মানে দর্শন, দেখা; শোনাও বটে। মন্ত্রটা জীবন্ত হলে সেটাই গুরু।

৬.৪.৭৫ (তদেব; পূর্বাহ্ন) দাদা:—মেয়ে এসেছে তাহলে? কাল? ওর **experience** বল্। (ডঃ সেন বললো।) দাদা—জড় দেহ, ভাবদেহ, চিন্ময় দেহ। ভাবদেহ **cross** করে চিন্ময় দেহ। এ **half** জড়দেহ, **half** ভাবদেহ। এখানে মন আছেও, নেইও। কৃষ্ণ কিন্তু **supreme** নন। [পরিমলদার খুড়শ্বশুরের কাহিনী। রাতে ঘুমিয়ে আছেন; হঠাৎ দাদার আবির্ভাব। দাদা দেখাচ্ছেন, পাশের **plastic factory**-তে আগুন ধরে গেছে। জাগিয়ে দিলেন।]

৭.৪ ৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেনের মেয়ে পূরবী দুই যমজ ছেলে নিয়ে দাদালয়ে। তার সঙ্গে অনেক, অনেক কথা বলছেন। ডঃ সেনও আছে।] দাদা :—মনটা যখন তদ্‌গতা হোল, তখনি রসাল হোল ; তখনি উনি ধরেন। দেহটা কি কচি, বুড়া আছে ? ওটাতো চলে যাবে ! ওটাকেও উনি ধরেন। এ রকম হয়, এর আনন্দ, ওর নিরানন্দ ; আবার ওর আনন্দ, এর নিরানন্দ। ......ওর (মেয়ের) জন্যই তোদের হয়েছে।...জামাই আসুক্ তো ; তখন দেখা যাবে।......এবার ভাইকে নিয়ে যাবি না ?

(রাত্রে) [বোম্বের গায়কদের গান হোল। ডঃ সেনের মেয়ে আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছিল।] দাদা :—দেহের সঙ্গে প্রেম হয় না ; কিন্তু দেহ না থাকলেও প্রেম হয় না।...কৃষ্ণ সম্বন্ধে কারুর **conception** নাই। এই যে গান হোল, হোলিটা কি ? লেখকেরও জানা নেই, গায়কেরও না। কৃষ্ণ প্রাণস্বরূপ। দুজনে কি প্রেম হয় ? আমি আমাকেই প্রেম করছি ; একটা জীবাত্মা,—মন। একেই রাস বলে। প্রকৃতিরাজ্যে এলাম,—তরঙ্গভূমিতে। এ রাজ্যের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে তো ! দেহের রোগ হলে কার কাছে যাবো ? ডাক্তারের কাছে।......ওর (ননী সেন) প্রতি একটা জাগতিক আকর্ষণ আছে তো !

৮.৪ ৭৫ (তদেব) [ডঃ সেনের মেয়ে পূরবী দুই ছেলে নিয়ে উপস্থিত। দাদা তার সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছেন। দাদার নির্দেশে পূরবী **Bruce kell**-কে দাদার সম্বন্ধে কিছু বললো। তারপরে দাদার কথা শুরু হোল।] দাদা :—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ! পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আগে খুব টালিবালি করছিল ; এখন

নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। যখন surrender complete হোল, তখন কৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করে চিন্ময় বস্ত্রে আবৃত করলেন। দুঃশাসন রাক্ষস, কাম। ......[সীতা-কাহিনী।] রাবণ অহংকার; জটায়ু তারই অঙ্গ আরেক অহংকার।......[কাশীর সিদ্ধিমার কথা।] কী, তুমি দেখা দেবে না! এই বলে ছুরি দিয়ে নিজের পা ফুটো করতেন। লোকে বলতো: নারায়ণী! কবিরাজ মশাই একে জিজ্ঞেস করলে বলতো, অপূর্ব! তাঁর গায়ে বাণী ফুটে উঠতো। এগুলি forcible বিভূতি। ...আদি বিষ্ণুপুরাণে, না না, কৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে রেবাখণ্ডে আছে, নেতা তেনানাং ......।...... 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' ইত্যাদি, 'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ' ইত্যাদি এবং 'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প-বর্জিতাঃ' ইত্যাদি—এই তিনটি অবস্থা যাঁতে সমাবিষ্ট, তাঁকে সদ্‌গুরু বলা যায়; যেমন মহাপ্রভু, যেমন কৃষ্ণ, নিত্যানন্দও বলতে পারিস্। কবিরাজ মশাইকে এ (কিশোরী ভগবান্ অবস্থায়) বলে, উনি ওকালতি করেন, হাকিম নয়।...... কাশীতে রাজবালামা রোজ মসজিদে যেয়ে একে ভাত-ডাল খাইয়ে দিয়ে আসতো। তখনি তাঁর বয়স প্রায় ৮০ ছিল।......(গানের গলা সম্বন্ধে) তোরা বলিস্ gifted. এ বলে, নিয়ে আসা।...... ননীগোপালদা: দাদা কাল থেকে আর সন্ধ্যায় বসবেন না।

১০.৪.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয়; রাত্রি) [ভুবনেশ্বরে বলরামদাকে ফোন করতে করতে] দাদা: ভাগবতে আছে, 'দিষ্ট্যায়ন্তো নমো (ন মে ?) বাসুদেবো বলরামঃ'। [শিলংয়ে একজনকে ফোন করতে করতে] ওখানে বেশ গরম পড়ে গেছে! তাহলে তো শুরু হয়ে গেছে!......সব বিচার-আচার ত্যাগ করে

গোপবালা ! 'সর্বধর্মান্ [দাদা বলেন, 'সর্বধর্মেণ' ; খুব গভীরার্থ-ব্যঞ্জক !] পরিত্যজ্য' শ্লোকের এই-ই অর্থ।······**Bruce Kell** কাল দুপুর ৩টায় মহানাম করছেন ; হঠাৎ দেখলেন, **dark canvas**-য়ের উপরে হলদে তারার দল ; তারাগুলি ধীরে ধীরে মহানামে রূপায়িত ; বলছে আর কাঁদছে। [বোম্বে থেকে অভিদার ফোন ; বললেন :] বাড়ীতে দাদার ফটোতে অজস্র আবীর ঝরছে ফোটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ; তার উপরে নগ্ন নারীচিত্র ফুটে উঠেছে ; তার উপরে কৃষ্ণ। [পর পর তিনটা ফোন এলো ; ফোন আসার আগেই প্রত্যেকবার বলে দিলেন, কে ফোন করছে।] ······এবার নেলীকে (লিলি সেন, মানার পিসী) নিয়ে যাবো (ভুবনেশ্বর) ; নেলী গোপবালা নয় ? মানা কি ? (অর্থাৎ মানা ও গোপবালা)। ....উনি না বুঝালে কি কেউ বুঝতে পারে ? ...... দীক্ষা না নিয়ে ওটা **cross** করতে পারে না ; মাতৃগর্ভ থেকে বেরুতে পারে না। [গীতাদি ডঃ সেনের আগমন জানালেই দাদা বলেন :] ননীদা এখন দারুণ ব্যস্ত ; আবার যখন লীলাখেলা আরম্ভ হবে, তখন আসবেন।]

১২.৪.৭৫ (দাদামিলয় ; পূর্বাহ্ণ) [মানা অভিদার অপূর্ব চিঠি পড়ে শুনালো। একজন বললেন, এই রকম অপূর্ব চিঠি কোন সাহিত্যিক লিখতে পারে কি ?] দাদা : কেউ জানে কি ও পড়াশুনা করেছে ? ও বি. এ ; এম. এ. ও একেবারে **Class I.** কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই **film**-য়ে যাবে, ঠিক করে রেখেছিল। ও মহাপুরুষ ; সাধু-সন্ন্যাসী ওকে দেখলে উদ্ধার পেয়ে যায়। ও মহাজন, অতিমহাজন, অতি মহাপুরুষ। বৃন্দাবনের গোপীদাস

পরমহংসকে বললাম : সাধু যদি দেখতে চাও, বোম্বে যাও। সে অভি-র কাছে গেল। শিষ্য বললো, **film star,** মদ-মাংস খায়। গোপীদাস অনিমেষের বাড়ী এলো। একে (দাদাকে) চা খেতে দিল। গোপীদাস বললো : চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এ বললো, শীতকালে ঠাণ্ডা চা খুব শক্তি দেয়। এ কাপে একটা **sip** দিয়ে ওকে দিয়ে বললো : এক চুমুকে খেয়ে নাও। খেলো। বললাম, তুমি কিন্তু **whiskey** খেলে ! গোপীদাস : মহাপ্রভু মাছ-মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। এ বললো, এ কিন্তু সব জানে। উনি হুকা খেতেন, মাংসও খেয়েছেন। পরের দিন এই বাড়ীতে এসে কাঁদতে লাগলো ; বললো, আমার ইহকাল, পরকাল গেল। এ বললো : খাওয়ার ভিতরে কি আছে ? একজন হয়তো মাছ-মাংস খায়, গরু খায়, হনুমান্ খায় ; আরেকজন নিরামিষ খায় ; ওতে কি হয় ? কেউ মাংস দিলে তিনি কি গ্রহণ করবেন, না **reject** করবেন ? তাঁকে পেলে আর কালের প্রবাহ থাকে কি ?……এখন সব নন্দনবনের পূজা ! জপ-তপস্যা করে কি তাঁকে পাওয়া যায় ? ……[বেচারামের কাহিনী বলতে লাগলেন :] নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে গেলেন—সৌরাষ্ট্রে। নারদতো সব সময়ে নাম করেন। কৃষ্ণ বললেন, নারদ ! মিথিলার বেচারামের একটা খবর নাও তো। নারদ : গোবিন্দ। তোমার আজ্ঞা আমি এক্ষুণি পালন করছি। তোদের ভাষায় নারদ তো শূন্যে দিয়া যায় ! সে শূন্যপথে মিথিলায় গেল। বেচারামের বাড়ী পেয়ে তাঁর খোঁজ করলো। একজন বললো, সে তো বেরিয়ে গেছে— বাজারে ; মাংস বিক্রী করে। নারদ বাজারে হাজির। দেখে, সাংঘাতিক কাণ্ড—এককোপে খাসীর ঘাড়টা কাটছে, বিক্রী করছে। নারদকে

টুলে বসতে দিল। বিক্রী শেষ হলে চামড়া যাদের দেবার দিয়ে গোটা দুই পাঁঠা নিয়ে ফিরছে। কালাপাহাড় আর কি! বাড়ী এসে নারদের খাবার ব্যবস্থা করলো—আতপসেদ্ধ, দুধ ইত্যাদি। তুলসী, গোবর ছড়িয়ে নারদ খেয়ে নিল। বিকালে সে গেল ক্ষেতে; নারদও সঙ্গে গেল। ভাবলো, হয়তো এখন নাম করবে। কৈ, নাম তো করছে না! তুমি এই ক্ষেত চষো, তুমি ঐটা চষো—এইসব বলছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলো। নারদ ভাবলো, এবার হয়তো নাম করবে! কিন্তু না, বেত নিয়ে ছেলেদের পড়াতে বসলো। রাত্রে নারদের দুধ খইয়ের ব্যবস্থা হোল। খাওয়া হলে নারদ ভাবলো, এবার হয়তো নাম করবে। ওর শোবার ঘরে ঢুকলো; দেখলো, ৪টি তীর-ধনুক আছে। নারদ জিজ্ঞাসা করলো, এগুলি কেন? সে বললো: প্রথমটা প্রহ্লাদের জন্য; বেটা গোবিন্দকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছে! নাম করছে, আর নাম করলেই ওকে আসতে হচ্ছে। দ্বিতীয়টা অর্জুনের জন্য; তৃতীয়টা শুয়ারের বাচ্চা নারদের জন্য; ওর বাপ ব্রহ্মাটাও শুয়ার। নারদ ভয়ে কেঁপে উঠলো; ৪র্থটার কথা আর জিজ্ঞেস করলো না। শেষে বেচারাম 'হা গোবিন্দ' বলে শুয়ে পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকাতে লাগলো; নাম কিন্তু করলো না। নারদ দ্বারকায় ফিরে এলো; কিছু বললো না; খুব গম্ভীর। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলে নারদ সব বললো; তখন কৃষ্ণ হেসে বললেন: নারদ! বহুদিন অন্নপূর্ণার হাতের রান্না খাইনি; একটু ব্যবস্থা করো। নারদ যাত্রা করছে; কৃষ্ণ বললেন: কৈলাসে আবার ভালো তেল পাওয়া যায় না। এই বাটিভরা তেল নিয়ে যাও; দেখো যেন একফোঁটাও না পড়ে!

নারদ ঐভাবে কৈলাসে গেল। অন্নপূর্ণা একবাটি পায়েস দিয়ে বললেন : দেখো, এক ফোঁটাও যেন না পড়ে। কী হোল, ননী সেন? ননী সেন! সাবধান করে দিচ্ছি, অহংকার কোরো না। **If he likes, he can create anything,** তাঁর কাজ কি কেউ করতে পারে? এখন প্রকাশে আছেন; এ রকম প্রকাশ আগে কখনো হয় নাই। কাজ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন শেষ বেলায় আর টালিবালি রঙ্গরস চলতে পারেনা। ওটা উনিই করতে পারেন। কেউ কিছু বুঝতেই পারছে না। দৃষ্টিটাই নাই, সব ফাঁকা। এখন মুষ্টিমেয় জন কয়েককে নিয়ে মাঝে মাঝে বসবে, আর মাসে একবার অন্যদের জন্য। ডঃ সেন :—২০ বছর তো আরো থাকতে হবে! দাদা : এইভাবে তো আর চলে না! উনিও দু একজনকে নিয়েই ছিলেন। যারা বুঝতে পারছে না, তাদের চলে যাওয়াই ভালো। সান্যালদা :—উনি তো পারিষদ ছাড়া থাকতে পারেন না। উনি কি একা থাকতে পারেন? দাদা :—কি রে, উনি একা থাকতে পারেন না? উনি কি একা থাকেন? **university** যাবি না? তা হলে ওঠ, যা এবার।

১৩.৪.৭৫ (তদেব) [কয়েকজন ভিতরের ঘরে মহানাম পাবার পরে দাদা হলঘরে এলেন।] দাদা :—পূজা করবার অধিকার কার আছে? কোন দেবদেবী পারবে? সাধু-সন্ন্যাসী তো দূরের কথা! কোন ভগবান্ এসে এর চোখের সামনে থেকে ফিরে যাবে, এমন কেউ জন্মায়নি।......মানা :—**Bruce Kell** কাল ভানের বাড়ী পূজায় বসেন। দাদা বসিয়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে যান; গণ্ডী কেটে দেন এবং বলেন, **If you**

want to keep your eyes open. look below in front of you. কিছুপরে flash of light explosion of suns for four times হোল। Cordite-য়ের গন্ধ পান ; aroma, ধূপের গন্ধ, চারিদিকে জল ছিটানো, মাথায় জল, পিঠে ও ডান চোখে মধু-র ধারা ; চলাফেরার খস্‌খস্ শব্দ, তিনবার ঘণ্টাধ্বনি, তারপর ১ বার, পরে ২ বার। মাঝে কে যেন ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন : Don't warry, my boy ! পরে কে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। দাদা কিন্তু সব সময়ে বাইরেই ছিলেন। ভোগের কিছু কিছু খাওয়া ; নারকেল জল ক্ষীর হয়ে গেছে। Bruce Kell বললেন, I don't believe in feeling, but facts. Feeling is hallucination দাদা :—একেক জনের একেক রকম evperience. কামদারের এক রকম, এর আরেক রকম, পাল্কীওয়ালার আরেক রকম। এ scientist-দের বলেছে, এইটাই আসল সূর্য ; এই সূর্যই দেখতে হবে, এই উপাস্য (?)। (Bruce Kell-কে দাদা :) You are leaving India. But, India will be with you. he will be with you.

১৪.৪.৭৫ (তদেব) [Bruce Kell গত কাল চলে গেছেন। যাবার আগে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন : Allow me to enshrine you in a building worth ten lakhs of rupees. দাদা হেসে বলেছেন : No, no. Many offered me money. I told them I don't want your money, I want you. Go back to Australia and give Mahanama to those who meet you. That will be

infinitely more than billions of dollars. দাদার মুখে এই বিবৃতি শুনে পূরবী ভারতীয় :] নিলেইতো পারতেন ; প্রচারে সুবিধা হোত। দাদা : এ কি তা পারে ! এ রকম ইচ্ছা হওয়াটাও ঠিক নয়। এই ইচ্ছাটাই পরে উঁইপোকা হবে ; পরে **expectation** এসে যাবে ; তখন আর তিনি থাকবেন না। তার চেয়ে সবাইকে 'রাম, রাম' করতে বলবে, আর এই ফটো (শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ) দেবে। সঞ্জিত : **Kell sun's explosion**-য়ের **sound** পেয়েছেন, গন্ধ পেয়েছেন, প্রথমে **white light**, পরে **golden light** দেখেছেন। ডঃ সেন **sun's explosion**-টা কি শব্দ ব্রহ্ম ভেদ ? তাহলে তো একেবারে **highest stage** ? (দাদার সম্মতি) । ·····দাদা :— দ্বাপর থেকেই কিছু কিছু এই রকম (উচ্ছৃঙ্খলতা) শুরু হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সব কলির চর।······যা দেখছি শুনছি, সবটাইতো উনি। কর্মটাইতো যজ্ঞ, তপস্যা, জ্ঞান। (পূরবীকে) নাম জপ করতে থাকলে ; **operation** করলে না। কর্মটা না করলে নিষ্ঠাচ্যুত হলে।······কচি, বুড়ো কি এই দেহটাকে নিয়ে ? (পূরবীকে) সহ্য কর্ ; দেখিস্ না, রাধাকে কত সহ্য করতে হয়েছে !

[সন্ধ্যায় দাদা ননীগোপালদার বাড়ী যান। সেখানে পূজা হয়। পূজার ঘরে ছিলেন শ্রীচিন্তামণি মহাপাত্র। মিনিট ৫ পরেই খোলা চোখে ঠাকুরের পটের সামনে ডাইনে থেকে বাঁয়ে এবং বাঁয়ে থেকে ডাইনে সাদা জ্যোতির সঞ্চরণ দেখেন। ঘর গন্ধে আমোদিত। দাদা ওখানে যাবার মিঃ ৫ আগে গোপাল-তনয় বিরাট সত্যনারায়ণের পট বাঁধিয়ে দোকান থেকে ঘরে আনছে, হাতে আঠা-আঠা লাগছে। ভাবলো, ভার্নিশ লেগেছে। তাকিয়ে দেখে মধু ঝরছে, মধু দিয়ে 'ক্ত' লেখা হয়ে গেছে।]

১৫.৪.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [আজ নববর্ষ ; মিসেস্ সেন ও পূরবী মিষ্টি নিয়ে দাদালয়ে হাজির সকাল ৭ টায়। দাদা তখন মিনুদির পাঠানো breakfast খাচ্ছিলেন।] (পূরবীকে) দাদা :— এসো বিন্দে সখি! আর নীচে যাচ্ছো কেন? (পূরবী উপরেই বসলো ; কিছু পরে বললো :) টাকাটা নিলেই পারতেন। দাদা : তাহলে আশ্রম করতে বাধা কি? সুমতি মোরারজী দেড় কোটি টাকা দিতে চেয়েছিলো। টাকা নিলেইতো expectation হোল। গরীব-দুঃখীকে দিলে বা হাসপাতাল করলেও ঐ expectation. আমার দেবার কি অধিকার আছে? ……(জনৈক) : জানকীবল্লভ কেসে হেরে গেছে। দাদা :—একে একে সবাই হেরে যাবে।

(সন্ধ্যায় ননীগোপালালয়ে ; সেখানে পূজা হচ্ছে) দাদা :—ধৈর্য ধরলেই ধৈরয-শক্তি জাগবে ; মন্ত্র প্রকাশ পাবে।…… গঙ্গাটা কি একটা নদী? পিতৃকুল, মাতৃকুল, পুত্রকুল—পুত্রকুলই শুদ্ধ গঙ্গা।… দ্বাপরের whole storY এখন নিত্যলীলা, রোজ ঘটছে। এই রকম পূজা! দ্বাপরে একবার অর্জুনকে বসিয়েছিলেন। মুখ হা করে দেখানো-টেখানো ঠিক নয়।… জনৈক যোগিরাজ নবমুণ্ডির আসনে বসবেন ; কবিরাজ দাদাকে যেতে পীড়াপীড়ি করলেন ; দাদা গেলেন। একজন একটা হাঁড়িতে ২০টা রসগোল্লা আনলো গুরুর জন্য। পরে গুরু ১৫০ জনকে নিয়ে বিজ্ঞানমন্দিরে বসলেন এবং সবাইকে ঐ রসগোল্লা ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিতে বললেন। এ বললো, প্রসাদ আস্ত দিতে হয়। বিচার করতে যেওনা। কবিরাজকে দিয়ে আরম্ভ করো ; একটা দুটো যে যা চায়, দিয়ে যাও। তাই করা হোল ; শেষে ২০টিই রইলো। এ বললো, ওটা গুরুজীর জন্য থাক।

গুরুজী বললেন, যোগীরা এরকম পারে। পূজার আবার দরকার কি? আমি (অর্থাৎ যে পূজা করতে চায়) খেলেইতো তিনি খেলেন।...... প্রেমটা কি? আমি আমাকেই প্রেম করছি; দুই সখী আষ্ট সখী কি? অষ্ট পাশ থেকেই মুক্ত হলেই অষ্টসখী। অষ্টসখীর শিরোমণি রাধা, ওটা ঠিক নয়। ... নববর্ষটা কিরে? 'নববর্ষ...ঋতুবর্ষ'—সত্যনারায়ণ-তে আছে। ১৭০০ বছর আর কিছু আগে এই দিনে নববর্ষ হয়েছিল।... (জনৈক):— **21st Fabruary Justice J. P. Mitter**-কে দাদা একটা মালা দেন; তা এখনো অম্লান; গন্ধ আছে। (খিদিরপুরের—বোস ফোন করে বললেন, ঠাকুর আজ তার ভোগ খেয়েছেন।) দাদা:—উনি চলে গেছেন; আমি ননীগোপাল ব্যানার্জি। ওঁকে বলবো। এতো ও তো মানুষ বোঝে না। [দাদা গম্ভীর, এবং মনে হোল, ব্যথিত।] আনন্দ! উচ্ছ্বাস। আনন্দ নিরানন্দ কিছু আছে কি?... আরে উদ্ধার! তোদের উদ্ধার তো হয়েই আছে!... তোরা তো সাধারণ জীব! সাধু-সন্ন্যাসীরাও দেখে বুঝতে পারে না।... ব্রাহ্মণ হয়ে এলাম; যাবার সময়ে সেটা মনে থাকবে তো?

১৭.৪.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয়; রাত্রি) দাদা:— ভূতগণ আবার কখন চিৎকার করে, বলেছেন যুধিষ্ঠির। আমরা সব অশোকবনের প্রার্থী। এতো তোদের সব, এইযে বসে আছিস্, দেখতেই পাচ্ছে না। যা দেখছে, তা আর ভাষায় প্রকাশ না করাই ভালো। (সদ্য প্রয়াত রাধাকৃষ্ণন্ প্রসঙ্গে) পুত্র গোপাল, নরসিংহম্, শ্রীনিবাসম্, সোমনাথ. কামদার, পাল্কীওয়ালা প্রভৃতি ফোন করেন। এরকম একজন লোক ১০০ কোটি। তাড়াতাড়ি

করে এইজন্যই শেষ করে দিল ; ভবিষ্যৎ পুরাণে এটা লেখা থাকবে। গোপালকে **ceremony** করতে নিষেধ করে দিয়েছি। **Justice** বৈদ্য প্রভৃতি অনেকেই ফোন করে বলেন, দাদা বলেছিলেন **April, 75**-য়ে মারা যাবে। জ্যোতিষী নাকি! ঊষাদি :— দাদা ২ বছর আগে মানাদের বাসায় বলেন, ২ বছর পরে মারা যাবে।…… মাদ্রাজে সব ঠিক আছে তো ? এক ঝাঁক আসে, আরেক ঝাঁক চলে যায়। একটা শুয়ার যেদিকে যায়, সব শুয়ারই সেদিকে ছোটে।……মাদ্রাজে ধারে কাছে অন্য কেউ ছিল না ; কেবল **movie camera** আর **camera.** (পূরবীকে দেখে) পালিয়ে এসেছে। (ননীগোপালদাকে) ননীগোপাল ব্যানার্জি ভাবছে, আমি একটা দিক্‌পাল। চিন্তামণিকে তোর বাড়ীতে তিনদিন নিয়ে রাখ্। গোপালদা :—আজই নিয়ে যাই। দাদা : হ্যাঁ, মহাত্মাকে কিভাবে সেবা করতে হয়, জানতে হয়।……রামায়ণের রাম-সীতা কাহিনীর অর্থ এ না এলে কেউ বুঝতো ? রাম-রাবণের যুদ্ধ কি অন্য কেউ দেখতে পারে ?……প্রেম না হলে **touch** করতেও পারে না। এ ছাড়া আর কেউ পারে কি ? এইটাই (**touch** করা) পাপ।

১৮ ৪ ৭৫ (পূর্বাহ্ণে দাদালয়ে) (ডঃ সেনকে) দাদা :—এই শুয়ার আসছে ; তুই শুয়ার, তোর বাপ শুয়ার, তোর চোদ্দ পুরুষ শুয়ার। তোর মেয়েটাকে বড়ো ভালোবাসি ; আগে দেখা হলে বিয়ে করতো না। তোরা কি বিয়ে করতে পারিস্ ? উনি ছাড়া কেউ কি বিয়ে করতে পারে ? উনি ধরলে পরে আর ভূতকে বিয়ে করতে পারে কি—কেওড়াতলার আসামীকে ? সে একলক্ষ্য হয়ে যায় ; একেই বলে একলক্ষ জপ। প্রেম মানে রতি ; রতি মানে

স্থিতি ; স্থিতি মানে সত্যনারায়ণ ।…… এখানে কি আনন্দ আছে ? ডঃ সেন :—সবটাকে জড়িয়ে নিলে আছে। দাদা :— স্ত্রী ভগবান্, স্বামী ভগবান্, ছেলে-মেয়ে সব ভগবান—এভাবে দেখলে আছে। সে তো অখণ্ড দেখলে হবে। আগে যিনি এসেছিলেন (মহাপ্রভু)— রামঠাকুরের কথা বলছি না—উনি একটু এদিক্ ওদিক্ হলেই তাড়িয়ে দিতেন। আচরণটা ঠিক রাখতে হবে ; না হলে চলে যেতে হবে। এর কোন আকর্ষণ নাই ; এখন ত্যাগ করতে হবে ; আগের মতো টালিবালি রঙ্গরস আর চলবে না। কারণ, এতো লেখা হয়ে যাবে বিষ্ণুপুরাণে !……ঘরে না থেকে পূজা হয় না ? এমন একটা পূজা করতে হবে যা ১২১০ কোটি বছর লেখা থাকবে এর (গোপালদা) বাড়ীর পরিবেশটা খুব ভালো ; আমার খুব ভালো লাগে। জীব কি উৎসব করতে পারে ? আমি খেলেইতো তিনি খেলেন ! ধীরেন সাহার বাড়ী **24th April** উৎসব হবে। ননী ! লাবরা খিচুরীই হোক ; বহু লোক তো হবে ; না হলে ২/৩ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে !……এ অনুষ্ঠানটা কিন্তু এ করছে না। এটা তোদের জন্য ; না হলে ভবিষ্যৎ পুরাণে এটাও লেখা হয়ে যাবে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-খিচুরীর প্রবর্তন করেন, যাতে নিত্য আনন্দ ; নিত্যানন্দ প্রভু নয়। হয়তো দুধ এলো ; তাই খিচুরীতে দিলেন। তারপরে দই এলো ; তাও দিলেন। এইভাবে সব মিশিয়ে একত্র করা হোত। (ডঃ সেনকে) বই লিখছিস্ তো ? মেয়ের নামে একটা, বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে, **Philosophy** নিয়ে, লিখে যা।…… হট্‌ছট্ যারা করবে, তাদের ফট্ করতে হবে। এ সজাগে আছে, এটা বুঝিস্ তো ? (**Mrs. Paul Singh**-কে দেখিয়ে) ওকে তো

সর্বসময়ে জড়িয়ে ধরে আছি ; ওকে বুঝিস্ কি ?……(গোপালদা সম্বন্ধে) ওর বাড়ীর পরিবেশটা খুব ভালো। এখন পর্যন্ত ভালো।

(সন্ধ্যা) [দাদা রাত ৮-টায় এসে 'ননী আয়' বলে উপরে গেলেন।] (কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে) দাদা : **What is your impression about— ?** ডঃ সেন :—মেয়েটা খুব **service** দিয়েছে এবং দিচ্ছে ; খুব বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ এবং **dedicated.** তবে ছেলেমানুষ ; গলদ সবারই আছে ; পুরুষ হলে হয়তো এই গলদটা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারতো। দাদা :—জীতেন মৈত্র **income tax return** দেবার জন্য দোকানে যায় সব **check** করতে। দেখে, ১৯৭১ থেকে প্রতি বছরে দেড় লাখের উপরে **sale** হয়েছে। তা হলে ৩৫ % **profit** হিসাবে ধরে বছরে অন্ততঃ পক্ষে ৫০ হাজার টাকা লাভ হওয়া উচিত ; অথচ কিছুই পাই না। মাঝে মাঝে যা পাই, তা **income tax** দিতেই চলে যায়। সংসার চলে ব্যাংকে **fixed deposit**-য়ের টাকার **interest** দিয়ে। (নানা হিসাবের কথা বলে টাকাটা কোথায় যায়, বুঝিয়ে দিলেন।) এ রকম চললে দোকানে তালা দিয়ে দেবো। (চিন্তামণিদা, বারীণদা এলেন)। (বারীণদার সঙ্গে একান্তে অনুচ্চ স্বরে কথা বললেন কেস নিয়ে। তারপরে বললেন :) রামকৃষ্ণকে বাঁশ দিয়েছিল ; ৬/৭ বছরে সেই বাঁশটা বের হয়। বিবেকানন্দের নামে কি সাংঘাতিক কুৎসা রটিয়েছিল ! ডাহা মিথ্যা ! বাঙ্গালীর পরিচয়-লিপি। মাদ্রাজীরাই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, ব্রজেন শীল, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ—কী সব লোক ছিল ! বিদ্যাসাগরকে তাঁর ছেলে, স্ত্রী ও মা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী

পাল্লায়ই পড়া গেল ! এ রকম কলি আগে কবে এসেছে, এর জানা নাই।

১৯.৪.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) দাদা :—চৈতন্য কে ? এসব এই ১০০ বছরের ভিতরে হয়েছে (অর্থাৎ অন্তর্ধানের পরে)। শ্রীজীব কিছু লিখেছিল। কিন্তু, নিজের হাতে চৈতন্য, মহাপ্রভু এসব লেখেনি। সেও তো তাঁকে দেখেনি। (আকাশ-বাণীর ডিরেক্‌টার মিঃ আচারিয়া এলেন। তাঁকে **Bruce Kell**-য়ের পূজার অভিজ্ঞতা বলা হোল।) মিঃ আচারিয়া :—এটা বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। দাদা :—কিছু মনে কোরো না, যিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, তিনিও ঐ স্তরে পৌঁছতে পারেননি। পেরেছেন মহাপ্রভু। কৃষ্ণতত্ত্ব ওখানে পৌঁছতে পারে না ; এটা একেবারে উচ্চতম অবস্থা। (একটি ছেলে একটি মহিলাকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।) দাদা : মানার বন্ধু ! আসতে বল্ ; ওরা রোগের ওষুধ চায়। এই পাড়ারই একজন পাঠিয়েছে। ননীগোপাল ! ওদের ভাগিয়ে দে। প্রথমে **fees**-য়ের কথা বল্ ; পরে রিচি রোডের জ্যোতিষ-প্রভাকরের কাছে যেতে বল্। (ওরা চলে গেল।) দাদা :—অবিশ্বাসটাই যুদ্ধ ! আজ নারায়ণ বললো ; কাল যা-তা বলতে লাগলো। সাপকে ঠিকভাবে পুষলে সেও বশ হয়। কিন্তু, মানুষ নয়।......(গোপালদা ডঃ সেনকে সাহাদার বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।) দাদা :—কাজ থাকলে যাওয়াটা ঠিক নয়। ওদের আবার নানা গোলমাল আছে। (দাদা সবাইকে উঠতে বললেন। ডঃ সেন ভান দম্পতির সঙ্গে তাঁদের বাড়ী গেল। সেখানে পূজার নিদর্শন এখনো রয়ে গেছে। মধু ও চন্দনের দাগ ছড়িয়ে আছে ;

সত্যনারায়ণ-পটে নারকেল জলের ধারাও স্পষ্ট ; cornice-য়ে ধূপকাঠির চিহ্ন স্পষ্ট । অথচ ওখানে কেউ ধূপকাঠি দেয়নি !)

২১.৪.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [পূরবী একা যায় । দাদা প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ওর সঙ্গে কথা বললেন । এর মধ্যে অন্য কেউ আসেন নি । আশ্চর্য নয় কি ? এ যেন যতক্ষণ প্রয়োজন, ততক্ষণ রোদ ঠেকিয়ে রাখার মতো । তবে রোদ ঠেকানোটা দৃশ্য, সবাই দেখতে পায় । কিন্তু লোক ঠেকানো অদৃশ্য ; কারণ, সেখানে দ্রষ্টব্য নেই । পরে দাদা বললেন :] তুই পূজায় না গেলে পূজা হবে না । কীভাবে যাবি, তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।······ মানা একে বিয়ে করতে চায়, ধনদৌলতও চায় । তা চলবে না । যখন দুজনেই মরে গেল, এও মরে গেল, তখনি প্রেম । [পূরবী চলে যাচ্ছে । একে একে লোক আসা শুরু হোল ।]

২২.৪.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন কন্যা পূরবী সহ ১০৷৷০ টায় উপস্থিত । নানা কথার পরে দাদা :] মন শূন্য, বুদ্ধি শূন্য, প্রভা শূন্য । মনটা থাকবে না, তা নয় ; প্রবাহ থাকবে না । ব্রজে কামনা-বাসনা নাই, অথচ আছেও ; না হলে প্রেম হবে কেমন করে ?······
······ বেটারা পরমাত্মা, জীবাত্মা বলে ; কিছুই বোঝে না । আত্মা মানে কি ? ডঃ সেন :—'আততত্বাৎ মাতৃত্বাচ্চ আত্মা হি পরমো হরিঃ' । দাদা :—তাহলে ? সে আবার দুটায় হয় কেমন করে ? জীবাত্মা হোল মনটা ।······ গোপীনাথ (কবিরাজ) অপূর্ব !······ ঋষভের নববর্ষের দরকার কি ? প্রতিমুহূর্তেইতো নববর্ষ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই পূর্ণ পূর্ণিমা ! ঋষভ কত কষ্ট করে শেষে উদ্ধার পেলো ।··· হযরত 'আল্লা' বললেন, অর্থাৎ আত্মা । আদি গায়ত্রী দিয়ে মুসল-

মানরা বদনার জল নিয়ে ওজু করে। ওটা তো সনাতন ধর্ম থেকেই নেওয়া।······ বলরাম মিশ্ররা বাড়ীতে ভোগ দেয়। ঠাকুর ভোগের কিছু কিছু নেন এবং তাঁর মুখের দুপাশ ও দাঁড়ি বেয়ে মধু ঝরতে থাকে। এটা লীলাতীত। **Aroma** যদি না থাকে, তবে এই মধু ঝরাটারও কোন মানে নেই। ডঃ সেন :—তা হলে মধু কি ঝরতে পারে ? দাদা :—ছাই-টাইয়ের কথা বলছি। এটা বলা উচিত নয় ; সংযত থাকাই ভালো। কিন্তু, এ পারে না। বুকে চন্দনের গন্ধ হয় কেন ? ডঃ সেন :—ওটাইতো প্রকাশের স্থান। দাদা :—এ ব্রজপ্রেম দেখাচ্ছে ; দেখাতে দেখাতে ব্রজের উপরে চলে যাচ্ছে। (পূরবীকে গালে চুমো দিয়ে কানে কানে বললেন :) আসতে অসুবিধা হবে না।·······ধীরেনসা ভাবছে, আমিও পণ্ডিত লোক ! আমিও একটা বই লিখবো। স্ত্রীকে রাত্রে ইংরেজীতে **lecture** দেয়। কর্ত্তৃত্ব করতে গেলে তাকে চলে যেতে হবে। জীব 'আমি, আমি', 'আমার, আমার' করেই মরলো। বেটারা সব ছেড়ে দিয়ে দেখ্না, কি হয়। রস থাকলেই প্রেম থাকবে। রস না থাকলে প্রেম থাকবে না। কামনা থাকলেই প্রকৃতিতত্ব, কামনা না থাকলে রসতত্ব। একজন বুঝতে চেষ্টা করেছিল ; সে (রাধাকৃষ্ণন্) চলে গেল।··· রামচন্দ্র ও শেষে 'রাম, রাম' বলে উদ্ধার পেলো।··· একদিন ঠাকুরের আশ্রিত ইন্দুবাবু ও প্রভাতবাবু এর কাছে আসেন,—একজন ইতিহাসের পণ্ডিত আরেকজন ব্যাকরণের। এ তাঁদের কাছে ঠাকুরের গুরুর সাপ খাবার কাহিনী বলে তার ব্যাখ্যা করে। তাঁরা শুনে বিস্মিত ; বললো : মাঝে মাঝে আসবো। এ সঙ্গে সঙ্গে বললো : আজই আজই মাদ্রাজ যাবো ; একটা বিয়ে করেছি, তাকে দেখতে। ঠাকুর

এুকে বলতেন : আপনে মিথ্যাই বলুন্ ; ঐ মিথ্যাই সত্য হইবো। কিরে, সত্য হোল তো ? ডঃ সেন :— হ্যাঁ, সত্য হোল বটে ; তবে একটা নয়, অসংখ্য বিয়ে। দাদা :— তুই বেটা শুয়ার্।

২৪.৪.৭৫ (শ্রীধীরেন সাহার বাড়ী ; পূর্বাহ্ন) [এখানে পূজা হবে। কামদারজী, মিঃ আজাদ, পরমানন্দজী প্রভৃতি ছিলেন। দাদা ধীরেনদাকে পূজার ঘরে বসিয়ে দেন। আধঘণ্টা পরে দাদা দেহে-বসনে চন্দনচর্চিত ও সিক্ত ধীরেনদাকে পূজার ঘর থেকে বের করে আনেন। তারপরে ধীরেনদা পূজার অভিজ্ঞতা বললেন :] আসন করে বসে চোখ বুজে মহানাম করছি, কিছু পরেই মাথায় সুগন্ধি জল, চন্দনের ধারা পড়লো ; চোখেও। তারপরে নীল ও সাদা জ্যোতি দুবার করে দেখলাম। নানা রকম aroma-র wave এলো কয়েকবার। লোক চলার শব্দ—এক দুই তিনজন। থালা-বাসন সরানোর শব্দ পেলাম। দাদা ভিতরে গেলে চোখ খুলে দেখলাম, লেবুটা চুষে খাওয়া, ভোগে আঙ্গুল বসানো। [দাদা পূজার আগে ঠাকুর-ঘর থেকে একটা জল-ভরা কলসী বের করে আনতে বলেন। সেই কলসীর জল চরণজল হয়ে যায়। হাসিদি (মিসেস্ সাহা) উপোসী থেকে পূজায় বসবেন এবং দাদাকে গোপালরূপে দেখবেন, এই আশা ছিল। তিনি বাইরে বসে দাদার coloured photo-তে গোপালকেই দেখলেন। হাসিদি কিছু বলার আগেই দাদা ধীরেনদাকে ঐ দর্শনের কথা বললেন।]

(রাত্রে শ্রীঅনিমেষালয়ে) দাদা :—জটা কি ? 'হিমযুক্তানাং প্রবাহঃ সহস্রারঃ'। মাথার উপর থেকে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত জটা জড়িয়ে আছে ; তা কি কাটা যায় ? সহস্রার যখন হিমযুক্ত হয়ে যায়,

তখনি গঙ্গাবতরণ। গঙ্গার প্রবাহ থাকলেই জটা থাকবে। (অভিদাকে) আজ ধীরেন সাহা একসঙ্গে ব্রজ ও সত্য দেখেছে।··· বলরাম মিশ্র ফোন করে বললো, ছেলে গোপাল তাড়াতাড়ি খেতে চায়। যা তৈরী হয়েছে, তাই ভোগ দেওয়া হোল। ২ মিনিট পরে ঘর খুলে দেখে, পট থেকে মধু ঝরছে দুই ঠোঁটের কোণ দিয়ে। পরে আবার ভোগ দিল জগন্নাথকে। দেখা গেল, ভোগ থেকে খেয়েছেন। মেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে ; বড় মেয়ে দাদার গন্ধ পেলো। সে বেশ কিছু লিখলো। ছোটটি কিন্তু পারছে না। বড় দাদাকে তার কাছে যেতে বললো। সে গন্ধ পেলো এবং লিখতে লাগলো। [প্রকাশদা বোম্বে থেকে ফোন করে বললেন, তিন দিন থেকে শয্যাশায়ী। দাদা Phone-য়ের ভিতর দিয়ে অপর প্রান্তের কাপের জল চরণজল করে দিয়ে খেতে বললেন। খেয়ে তক্ষুণি ভালো বোধ করতে লাগলো। আবার দাদাকে ফোন। বললো ১ লক্ষ টাকা প্রণামী দিতে চাই। দাদা বললেন,] ওকথা বোলো না ; না হলে আবার pain start করবে।······এটা কি miracle ? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কখনো এরকম প্রকাশ হয় নি। ওঁরা স্বয়ং ছিলেন ; কিন্তু, দৈত্যকুলের সঙ্গে পেরে উঠেন নি। (শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গ) রোহিতাশ্ব মারা গেছে। হরিশ্চন্দ্র কিন্তু একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু, শৈব্যা রোহিতকে ফিরে পেতে চায় ; তাই রোহিতের পুনর্জীবন। এটাই শ্রাদ্ধ। (বার বার ভবিষ্যৎ পুরাণ, রেবাখণ্ডের কথা বলছিলেন) (জনৈক) :—আমরা জানি, হিমালয় থেকে গঙ্গা প্রবাহিত। দাদা :—তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাও। ১০ হাজার বছর ধরে তাঁদের শেষ করে তার পরে এসো। হিমালয়ে গঙ্গাবতরণ

মানে কি ? ডঃ সেন ঃ—প্রেম না হলে কি মহাজ্ঞান হয় ? প্রেমের জমাট হিম বিগলিত হয়ে প্রবাহিত না হলে গঙ্গাবতরণ কেমন করে হবে ? আমরা শাস্ত্রের কথা স্থূলভাবে বুঝি, গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি না।···দাদা :—এখন যারা সব আসছে,—শ্রীনিবাসম্, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাকৃষ্ণন্, পাল্কীওয়ালা ইতিআদি—তারা আগের ওদের চেয়ে হাজার গুণ বড়ো। (একজন দাদাকে স্বপ্নে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে, আবার মহাপ্রভুরূপে দেখেছে , সেই প্রসঙ্গে) দাদা ঃ—**Dream** বলছিস কেন ? **vision** বল্।

২৬.৪.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) দাদা ঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। লয়টাই কল্যাণ। কামদারজী :—মহানাম করার সময়ে আগের নাম এসে পড়ে। দাদা :—ওটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। নামটা হবে প্রাণে ; মনটা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে।······ননী ! কী তালেই পড়লাম ! লুম্বিনী পার্কেই যেতে হবে নাকি ! কি রে, কী বলিস্ ? একটা কিছু বল্। ডঃ সেন : লম্বিনী শক্তিকে একটু উস্কে দিলেইতো হয়।

১.৫.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) [ডঃ সেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে] দাদা :—এই আরেকটা শুয়ার এসেছে ! এখানে এসে বস্। এক বছর দেখিনি। ডঃ সেনঃ—আপনি দেখতে চাননি। [**Edward Kennedy** দাদাকে **phone** করলেন।] দাদা :—**Speak with my boss** (কামদারজী)। (উনি রাজী হলেন না। তখন দাদাই বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলতে লাগলেন। পরে রবিবার ফোন করতে বললেন। শেষে বললেন,) **He is with you.** (পরে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন,) কেনেডী গোলাপের

গন্ধ পেয়েছেন। (একটু থেমে) সব সময়ে সিগারেট খাচ্ছেন, অথচ এইসব ঘটনা ঘট্ছে। কস্মিন্‌কালেও এসব ঘটেনি। এটা উল্লুকের দেশ ; এখানে কেউ কিছু বুঝবে না ; ওখানে গেলে পরে ওরা ছাড়তে চাইবে না। ওখানে যদি ওরা দেখে, দিনে চাঁদ উঠলো বা রাতে সূর্য উঠলো, তাহলে হয়ে যাবে না ? ওখানে একদিনে হয়ে যাবে।······মহালক্ষ্মীকে (কামদার পত্নী) কাল গিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে এসেছি। তাহলে সে কাঁচা ডাসা নয় ? প্রেম না হলে কিছুই হবে না। প্রেম হলে অনেক সময়ে মনে হবে, তিনিই সব। প্রারব্ধটা পরমানন্দ, প্রসাদ করে নিতে হবে ; ওটা তো আমিই করেছি। এখানে আসার সময়ে উনি বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে এখানে আসতে পারবে না। অনেক **obstruction** আছে ; কিন্তু, এসে আমাকে ভুলে যেও না ; এখানকার নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।······**can anybody enjoy except He ?** যে আনন্দ একটু পরেই নিরানন্দ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি আনন্দ ? **Enjoy** কর, মনটা যা খুশী করুক ; বাধা দিও না। পাপটা তো মনের। তাঁকে বাদ দিয়া করলে সবটাই পাপ।······ 'নেলী' (শ্রীমতী লিলি সেন, গোপী বসুর বোন) মানে কি ? 'নে' আরবী. মানে 'সত্য' ; আর 'লী' লীন হয়ে যাওয়া—সত্যে যে লীন হয়ে যায় ! উনি ইচ্ছা করেই ওকে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে রেখেছেন,—স্বামী আত্মীয়-স্বজন সবাই বিরুদ্ধে। নেলী-এর প্রেমিকা।······পতিব্রতা হতে হবে ; সাবিত্রী, বেহুলার মতো হতে হবে। দেহের ক্ষেত্রে এটা 'যজ্ঞো দানং তপঃ-কর্ম', 'কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ' ইত্যাদি।······ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই চিনলো না ; তার উপরে যাবে কেমন করে ?

২.৫.৭৫ (দাদনিলয় ; সন্ধ্যা) [উড়িষ্যার মিঃ রাও, আসামের কর্ণেল সস্ত্রীক, এক পরমহংস-দম্পতি, যতীনদা, সুনীলদা প্রভৃতি উপস্থিত ।] দাদা (সুনীলদাকে) :—বাড়ীর খবর কি ? সুনীলদা : খুব খারাপ নয়। দাদা—কী ধৈর্য ! তোরা হলে পারতি ?······কিছুর মধ্যে কিছু না ; একটু চুলও গলদ নাই। কিন্তু ১ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেল; ৫০০০ করে **per sitting**-য়ে। নলিনীবাবু আবার একদিন পিছিয়ে দিলেন । এদিকে **transferred** হয়ে গেল । লোকে এই অবস্থায় **suicide** করে । কিন্তু **suicide** করে কি হবে ?······(ডঃ সেনকে আমেরিকা থেকে দিন দশের জন্য আগত মেয়ের সম্বন্ধে) মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী থাকে কেন ? ৩ বছর পরে মেয়ে এসেছে ! আমার মেয়ে হলে আমি আরো বেশি রাখতাম । (মেয়ের **appointment letter** পড়ে দেখলেন । ছেলে সম্বন্ধে বললেন,) ছেলে যা চায়, তাই করতে দে ; তারপরে ঠাকুর ঠিক করে দেবেন ! (মিসেস্ সেন ছেলের আমেরিকা যাবার কথা বললো ।) দাদা : তাহলে তো তোদেরও যেতে হয় । ও ওর **line**-য়ে আরো বড়ো হোক্ । তারপরে ঠাকুর ঠিক করে দেবেন ।······(নিউ মার্কেটের দোকান প্রসঙ্গ) ননীগোপালকে সকালে বলেছি,—লিখে দিতে বলেছি । বলেছি, যদি লিখে না দাও, তাহলে দোকান বন্ধ করে দেবো । পিতাজী অবশ্য **cashier** দিতে চেয়েছেন । (তারপরে সবাইকে উঠে যেতে বলে বাপ্পাকে (শ্রীঅনিমেষ-তনয়, ভারী অ্যাটর্নি) নিয়ে ভিতরের ঘরে গেলেন ।]

৩.৫.৭৫ (তদেব) [দাদা ভাবনগরের সত্যনারায়ণ-ভবনের কথা বলছেন :] আলফানসো আম ভোগ দিয়েছিল । তার

খোসা ছাড়িয়ে ঠাকুর চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছেন ; ক্ষীর অর্ধেকটা খেয়েছেন। সারা ঘর aromaয় ভরে গেছে, আর হিমালয় পাহাড়ের মতো বরফ জমে সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এই না শুনে এ গিয়ে রাত্রে মাতাজীকে kiss করে এসেছে, আদর করেছে, বুকে হাত বুলিয়েছে। তাঁর বুকে এখনো গন্ধ আছে ; উনি কাঁদছেন। কী রকম কচি-ডাসা ! এই হোল ব্রজপ্রেম,—প্রেমের শেষ অবস্থা। পিতাজীও কাঁদছেন সব শুনে। (মি. ভি জি. এন্. প্যাটেল, লারসেন টোব্রোর managing director, নিজের, স্ত্রীর এবং জাম্বিয়াস্থিত এক বন্ধুর এক অলৌকিক দাদা—অভিজ্ঞতার কথা বললেন। পরে জানতে চাইলেন. এরকম বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ পৌনঃপুনিক দাদা—আবির্ভাবের সজাতীয় কোন কাহিনী কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে কিনা। দাদার নির্দেশে ডঃ সেনকে বলতে হোল, ২।৪টা আছে, কিন্তু পৌনঃপুনিক নয়।] দাদা :—case শেষ হলে সপ্তাহে একদিন সবার সঙ্গে দেখা করবো।

৫.৫.৭৫ (তদেব) দাদা :—ভালোবাসাটা কি ? ভালো কেউ বাসতে পারে কি ? মা পারেন ; কিন্তু সে এই কটিকে ; কাজেই সীমার মধ্যে এসে গেল। কিন্তু গণেশ জননী—দুর্গা-টুর্গা নয়—সবাইকে ভালোবাসেন। তিনিই প্রকাশ, তাই গীতা। মা প্রকাশ, পিতা ধর্ম, পুত্র পবিত্র অর্থাৎ গঙ্গা······প্রেম আর ভক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। বিভক্তিযোগেই······। বিভক্তিযোগ হলেই এক হয়ে যায়, আর একাদশ থাকে না। বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, সীতানাথ—সবই তো এক। প্রেমরতি, ভাবরতি, আনন্দরতি।

আমি অর্থাৎ তোদের ভাষায় যাকে পুরুষোত্তম বলে। এ কিন্তু সব সময়ে ভিতরে বাইরে এক দেখে। ভিতরে স্পন্দন আছে, বাইরে স্পন্দন নাই।······ জে. পি. মিত্র প্রভৃতি সকালে একে বলেন ঃ আপনি নারায়ণ! এ বলে, এতো দেখছে, তোমরা নারায়ণ। এটাকে বিশ্বাস কোরো না। তবে এ সাধু-সন্ন্যাসী নয়।······ (সুনীলদা সম্বন্ধে) কী ধৈর্য! অন্য কেউ হলে বিষ খেতো। এটা কি হয়েইছিল, না নোতুন হোল? এখন স্খলন হোল। ১৯৫১ সালে এ কুম্ভ মেলায় খাদ্যাখাদ্য বিচার সম্বন্ধে সাধু-সন্ন্যাসীদের বলেন। [রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, রাসবিহারী ঘোষ ও সি. আর. দাশ নিয়ে আলোচনা।] রবীন্দ্রনাথের শ্বেতী ছিল।

৬.৫.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ন) [ডঃ সেন কন্যা পূরবীসহ পৌনে এগারোতে দাদালয়ে] (পূরবীকে) দাদা :—তোমার এবারেও হবার (**ECFMG** পাশ করার) কথা ছিল না। কিন্তু, মহান্ ইচ্ছায় হয়ে গেল। তুমি এতো করে চাইলে। এর পরে ত্রিশ হাজার হবে ; একেবারে **extreme**-য়ে চলে যাবে। মহান্ ইচ্ছার জন্য তোর কিছু খরচ করতে হবে। তোরা কি ওখানে থেকে যাবি? তোর বাবাকে নিয়ে একবার চলে যাবে। পূরবী : একেই মা বলে, কালোমাণিককে আপনি ভালোবাসেন না ; এতে আরো রেগে যাবে। দাদা :—দেখ, তোর মা ভালো মানুষ। কিন্তু ওটা কি জোর করে হয়? জপ-তপস্যা করে হয়? (রুবিদি-সত্যেনদা যতীনদার বাড়ী রাত্রে খাবেন।) দাদা :—পূরবী গেলে এ খুশী হবে।······(দার্শনিক শিবজীবন ভট্টাচার্য সম্বন্ধে) ওকে **Bertrund Russel**-য়ের চেয়ে বড়ো বলে। **World**-য়ে সব দেশ ওকে

জানে। এই যে পড়াশুনা করে, ধ্যান করে পাশ করলে,—এটাই তপস্যা। এখন কর্ম করতে হবে। এটাই যজ্ঞ। যজ্ঞটা **earn** করতে হয়। ধৈর্য না হলে আগুন জ্বলবে কেমন করে ? ঘি চাই। প্রেমই হোল ঘি অর্থাৎ নিষ্ঠা। মহাপ্রভু বুঝি খোল করতাল নিয়ে কীর্ত্তন গেয়ে বেড়াতেন ? তিনি বুঝি দক্ষিণে চতুর্ভূজ দেখিয়েছিলেন, —সার্বভৌমকে ? তিনি বুঝি খালি মূর্চ্ছা যেতেন ? আর প্রতাপরুদ্র **touch** করার সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন ? এ তো আরেক টাকা মাটি, মাটি টাকা ! গোপীনাথ কবিরাজ শুনে চুপ করে গেলেন। তখন রাধাগোবিন্দ নাথ ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করলেন। ......ভাবরতি, প্রেমরতি। মহাপ্রভু ভাবদেহে ছিলেন। আমরা তো কিছুই বুঝি না। আমাদের সবার কালচক্ষু, তোদের ভাষায় 'অন্ধ'। ......তখন এর ১৪।১৫ বছর বয়স। বললো :—এ (কিশোরী ভগবান্ অবস্থায়) ওকালতি করে। কবিরাজ মশাই তাই স্বীকার করলেন। কারণ, গুরু বলেছেন, যোগীরা সব সময়ে কম বয়সে থাকেন।

৭.৫.৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [**Ivy stores**-য়ের ব্যাপার নিয়ে দাদা উদ্বিগ্ন। রক্ষক ভক্ষক হলে যা হয় আর কি ! আসলে দাদার এটি বিবর্ত্ত-বিলাস। তিনি বেড়ার দুপাশেই খেলছেন ; তিনি যুগপৎ পলায়মান শশক এবং পশ্চাৎ ধাবমান শ্বাপদের সঙ্গী। তাঁর অন্তরের ভাবটা হোল, এই রকম না চললে ঐ পরিবারটা পথে বসবে ; কাজেই এটা চলুক্। বাইরে লোক-ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড উষ্মা প্রকাশ করছেন শ্রোতাদের মনস্তত্ত্ব যাচাই করার জন্য।]
দাদা :—আজ **Bruce Kell**-য়ের একটা চিঠি আসে ; কিন্তু সেটা

খুঁজে পাচ্ছি না। জনৈক ব্যক্তি :—আপনি সেটা মানাকে দিয়েছিলেন। দাদা :—না, এখন চিঠি-পত্র আর কাউকে দেবো না। এখানেই থাকবে।···কামদার আবার বলেছে, লোক দেরে।··· **Dr. Osis** এবং **Dr. Merrium** আমেরিকায় **Conference**-য়ের ব্যবস্থা করছেন। কেনেডি রবিবার ফোন করেন। উনি **Ford**-কে দুখানা বই দিয়েছেন। তাহলে প্রচার কে করে?

৮.৫.৭৫ (শ্রীঅনিমেষালয় ; রাত্রি) দাদা :—কেনেডি আজও ফোন করেন ; পরে বিজু (পট্টনায়ক), তার পরে বলরাম (মিশ্র)। ভুবনেশ্বর যেতে পারি। পরে জানাবো।······ তোরা বলিস্, মায়া ; দাদা বলেন, প্রেম। তোদের তো চোখ নাই তাই মায়া বলে মনে হয়।······উনি যখন চলে যান নয়, উনি আবার যাবেন কোথায়? সব জায়গায়ই আছেন, এখানে শু (শূন্যে) আছেন, কিন্তু নিস্তরঙ্গ। ভিতরে আছেন তরঙ্গে বৃন্দাবন-লীলার জন্য।······আচরণটা ঠিক রাখতে হবে। প্রকৃতি-রাজ্যে তপস্যা ; তাঁর জন্যে তপস্যা করতে হবে কেন? [দাদা শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তীর **'The Dada movement'** ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তীকে **present** করলেন।] দাদা : অতুলানন্দ খুব ভাল লিখতে পারে। লোকে খুব ভালো বলছে। ও-যে লিখছে, আমাকে বলে-নি। [নিজের পূর্ব-জীবনের নানা প্রসঙ্গ।]

১১.৫.৭৫ (দাদা-নিলয় ; পূর্বাহ্ন) দাদা :—আমরা বলি, তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছাটা কিন্তু ইন্দ্রিয়ের, ভূতের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটাকে দান করতে হবে।······পেছনে কাশী, সামনে ব্যাস-কাশী। সতী দেহত্যাগ করে গৌরী হোল। দেহ থাকতে কি গৌরী হতে পারে?

······মন্ত্রটা অকল্পিত, অকল্প। মন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা নাই। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে নামামৃত পান করতে করতে ওটা স্মরণ হয়। তখন অবতার শক্তি প্রকাশ পায়।······এলাম শুভরাত্রির জন্য। পতিব্রতা-ধর্ম পালন না করলে শুভ হবে কেমন করে? শুভ মানে তো কল্যাণ! সকল অঙ্গ দিয়ে তাঁকে আস্বাদন করার জন্য এলাম।······এ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এসব বোঝে না; সনাতন ধর্মের কথা বলে। একেই 'হিন্দুচর্চা বলে, হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দু শব্দের মানে অনেকটা শূন্যের মতো।

১২.৫.৭৫ (তদেব; রাত্রি) [কোন ব্যাপারে ক্ষুব্ধ দাদা বললেন:] আগে না বললে কি করতে পারি? কে কত বড় পণ্ডিত, এ সব জানে। কারুর কোন জ্ঞান আছে কি? তন্ত্র, মন্ত্র, আগম, নিগম যার একটা নখকেও স্পর্শ করতে পারে না, তার কাছে বিদ্যা দেখাতে আসা! তুই ঠিকই বলেছিস্, এ রকমভাবে চলবে না। যে দাদার philosophy বোঝে না, তাকে দিয়ে তো লেখানো চলবে না। Business করলে চলবে কেমন করে? কারুর চরিত্রই নাই। শাশ্বতকে বাদ দিয়া কি চরিত্র থাকতে পারে? দৈহিক চরিত্র নয়; পতিব্রতা হতে হবে। এ সজাগে আছে। সব সময় এক পা এখানে, আরেক পা অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেকধারীর দল জঘন্য, মনুষ্যপদবাচ্য নয়। এর কিন্তু কারুর প্রতি jealousy নাই।······এই যে সব খেছে, কিছু দেখছ নাকি? উনি একটা পরদা দিয়ে দিয়েছেন। এলাম মহান্ কারণে; এসেই বাঁদরামি শুরু করলাম। [শ্রীহরিভাণকে দু-কপি অতুলদার বই দিলেন এবং গোপালদাকে বইটি সম্বন্ধে ছেলে লাণ্টুর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন।]

১৪. ·৭৫ (শ্রীকালীমুখার্জির বাড়ী ; পূর্বাহ্ন) [আজ অক্ষয়-তৃতীয়া, রমা মুখার্জির জন্মদিন। সেই উপলক্ষে যতীনদা, গোপালদা রমাদি, সবিতাদি, পরিমলদা, ঊষাদি, সস্ত্রীক সঞ্জিত, বৌদি, আইভি, মানা, ডাঃ মধুদা, সস্ত্রীক ডঃ সেন ও কন্যা পূরবী ভারতীয় উপস্থিত।] দাদা :—একদিন States-য়ে গিয়ে পূরবীকে দুই গালে, ঠোঁটে এ চুমো খায়, বুকে পিঠে জড়িয়ে ধরে আদর করে। সব জায়গায় গন্ধ ছিল। এটা কি ? এটা কান্তাপ্রেমের চেয়ে বড়ো নয় ? কান্তাপ্রেমে তো এই একটা, এই আরেকটা। বীভৎস রসের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুও বলেছেন, এ হো বাহ্য। এ তো···রাধাসতী। এতো কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে আসে। তোরা যাকে সংগম বলিস্, সে কি এছাড়া কেউ পারে ? আমি খাচ্ছি,—এটা আমার আস্বাদন। তাহলে ওটাওতো আমার দেহের ! আমার দেহের বাইরের কি ?··· রাম থাকতে রামের পাদুকা পূজা ! এটা কি রকম ? হাজার হাজার বছর ধরে Intellectual-রা এটা বুঝলো না ? শবরীর প্রতীক্ষা আবার কি ? কার জন্য প্রতীক্ষা ? যিনি সব সময়ে সঙ্গে আছেন ? গঙ্গা আর গঙ্গাজল কি আলাদা ? গঙ্গা ছাড়া কি আসতে পারি, থাকতে পারি ? গঙ্গা তো সব সময়ে জড়িয়ে আছে। এলাম সত্যটাকে আস্বাদন করতে ; তোরা বৃন্দাবন-লীলা-টীলা যাই বলিস্। [মানাকে রিচি রোড নিয়ে ঠাট্টা। ডঃ সেন 'আজ আবার চশমা পরে এসেছে' বলে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল।] (পূরবী সম্বন্ধে) ও এবারে independent হোল। এবার ওকে দিয়ে প্রচারের সুবিধা হবে না ? সুন্দরী যুবতি ! যুবতি-ধরম—এটাই আদি ধরম। যুবতি'-র পুংলিঙ্গ যুবক হয় না। [ডঃ সেন শুনে হতভম্ব। অশিক্ষিত

দাদা !] ঝুনো হলে কি আর প্রেম হয় ? এটাকে প্রেমরতি বা ভাবরতি বলতে পারিস্। ···তোর মা ওর বৌদিকে বলে, আমাকেও বলে : মেয়ে পাশ করতে পারলো না, আবার পরীক্ষা দিচ্ছে : তুমিও অবশ্য একটা চিঠি লিখেছিলে। ননী সেনের কষ্ট হলেও মুখে প্রকাশ নাই। (মিসেস্ সেন ভিতরে গেলে) ও কি রকম রে ? একেবারে ফাঁকায় থাকলে চলে যেতে হোত ; টিকে তো আছে !··· সংসারে এলাম অর্থাৎ সত্যটাকে সার করতে এলাম ; কিন্তু, সংটাকেই সার করলাম অর্থাৎ বুজরুকি। কাম আর প্রেম কি এক ? তোরা কি প্রেম করতে পারিস্ নাকি ? কাম রাক্ষস, রাবণ,— ভূতপ্রেতও বলতে পারিস্।······

এর শাশুড়ি মারা যাবার পরে তোদের বৌদি ও তার বোন ডালিয়া মাকে একবার দেখতে চাইলো। এ বললো ভয় পাবেন না তো ! তাহলে ঠিক আছে। পরে ওরা দেখলো, মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। শাশুড়ীর মুক্তি হয়নি ; ডালিয়ার মেয়ে হয়ে জন্মেছেন। মা বার বার মারা যেতে চাইলে এ বলে, মুক্তকেশী হয়ে মরতে চাও, না আবার আসতে চাও ! না চাইলে ভোগদণ্ড নিতে হবে। মা বাথ-রুমে গেলেন। এ তক্ষুনি বড় ভাইকেও তোদের বৌদিকে বললো, এবার ডাক্তার ডাকতে হবে। মা বাথ-রুমে পড়ে গেলেন ; কোমরের হাড় ভাঙ্গলো। এইভাবে ২ বছর ছিলেন। তখন এক সময়ে দাদা কাশী যাবেন ; অথচ মাকে **Oxygen** দিচ্ছে ; **temperature** ১০৪° ডিগ্রি হবে। মা বললেন : বাবা ! তোকে না দেখে মারা যাবো ? এ বললো, এ ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে যেতে

পারে, এমন ক্ষমতা ১৪ ভুবনে কারুর নাই। এতখন মায়ের জ্বর নিল। ১০৪° ডিগ্রি জ্বর হোল ; মায়ের **normal.** তিন ঘণ্টা জ্বর ছিল। তারপরে এ কাশী চলে গেল।……একটা প্রারব্ধ হয়তো কেটে গেল। কিন্তু আসক্তি দিয়া আমরা প্রারব্ধ বাড়াই।…… রামপ্রসাদ ছিল ভক্ত।…… (ঠাট্টাচ্ছলে) ডাক্তার, উকিল আর প্রোফেসর **worse than prostitutes** [দাদা মাঝে মাঝেই আন্‌মনা এবং একটু বিষণ্ণ। আজ অ্যাটর্নি শ্রীজিতেন মৈত্র **Ivystores**-য়ের পর্যবেক্ষককে ধমক দিয়ে বলেন, গত বছর ৬০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে ; সে টাকা কোথায় ? সে বলে, দাদাকে দিয়েছি। দাদা বলেন ; তাহা মিথ্যা। তার পরে খেদের সঙ্গে বলেন ; ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছিলাম। ভাঙ্গিয়ে খেতে খেতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। পরে বাকিটা তুলে নিয়ে **Punjab National Bank**-য়ে **F. D.** রাখি। তার **interest**-য়ে সংসার চলে। এখন যদি দোকানের **tax** ঘরের থেকে দিতে হয়, তাহলে তো সব ফাক্কা। দাদা এ ব্যাপার সম্বন্ধে একেবারে নীরব। শুধু বললেন :] আজ সকালে হুলুস্থুলু হয়ে গেল। ……মানা অত্যন্ত **clever.** রমা ওর একটা দাঁতেরও সমান নয়।

১৯.৫.৭৫ (দাদানিলয় ; পূর্বাহ্ণ) দাদা :—এই যে কালো মন্দির (ডঃ ধীরেন সাহাকে)! নামটা কি রকম ? ডঃ সেন— আগে তো নিগ্রো ব্রহ্মচারী বলতেন। এখন ব্রহ্মচারী থেকে মন্দির ! উত্থান না পতন ? দাদা—শালা তুই শুয়ারের বাচ্চা। জানিস, তোর মেয়েকে আজ কি বলেছি ? এই মানা ! বল্‌না ! মানা :—

দাদা পূরবীকে বলেছেন, জানো, গোবিন্দের গোবিন্দ তোমাকে সব সময়ে জড়িয়ে ধরে আছেন ! পূরবী বলে : কই দেখা তো পাই না ! দাদা বলেন : ওসব তো বাহ্য—এই দেখা-টেখা। দিলীপকে আমেরিকা যেয়ে সন্দেশ খাইয়ে এসেছেন। এটা সে করেছে,—তাঁর প্রকাশ। ভক্ত আর ভগবান্। কিন্তু, ওর সঙ্গে যা হয়েছে, তা ও আর আমি জানি ; কেউ কাউকে বলিনি। সব সময়ে জড়িয়ে এক হয়ে রয়েছেন। প্রেমরতি, ভাবরতি, নামরতি ; তারপরে আনন্দরতি,—ভূমা নয়। একটা সত্তা হয়ে গেছে। ডঃ সেন :—হ্যাঁ, দুজনের এক আস্বাদ ; ও মূর্ছিত হয়ে আছে।······দাদা :—উপপতি মানে কি ? উপ মানে দেহ ; দেহেতে আসক্ত যে পতি। উপনয়নও তাই—দেহেতে তাঁকে নিয়ে আসা। উপবাসও তাই।···মানাও মনে করে, ও গুণী জ্ঞানী ; ওর বাবাও মনে করে, সে খুব গুণী। (ননীগোপালদাকে) শালা ! তোমাকে ছাড়ছি না। শালাকে যমও ভয় করে, যমও নিতে চায় না।······পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করার কথা এ বলে না। কারণ, তারা একটা পুরুষের বেশ, ভূমিকা নিয়ে তো এসেছে। সেই অভিমানটা ছাড়তে পারে না। [কাল সকালে রজনীশের সেক্রেটারী আরেক জন শিষ্যসহ আসেন। তিনি বলেন :—পৃথিবীতে এরকম ঘটনা আর ঘটে নাই। 'রামের শরণম্' গানটি দাদার রচনা।]

(রাত্রে) [**Rationing**-য়ের **chief** মিঃ বড়ুয়া সস্ত্রীক উপস্থিত। দাদার নির্দেশে তাঁকে ডঃ সেন রামদাস পরমহংস ও ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের কথা এবং শ্রীনিবাসমের পাওয়া শ্লোক তিনটির কথা বললো।] দাদা :—আমি বললেইতো **limitation** হয়ে গেল !···

(মাদ্রাজ-প্রসঙ্গ) বুদ্ধ ও মাদ্রাজ যেয়ে ফিরে যান। (দাদা যখন যান,) মাদ্রাজে তখন ১১৮ ডিগ্রি। মাথা গরম হয়ে গেছে। এ বললো, মাদ্রাজটা semi-aircondition করা যায় না? ওরা বললো : এখানে এখন বৃষ্টি হয় না ; ৪ মাস পরে হবে। দাদা শ্রীনিবাসমকে বললেন : জানালা খুলে বৃষ্টিদেবতাকে সংস্কৃতে বলো, একটু ঠাণ্ডা করো। সে বললো। সঙ্গে সঙ্গে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু ; সারা মাদ্রাজে মেঘের shade পড়লো। [সকালে রমার বাবার ফোন পেয়ে দাদা সেখানে গিয়ে দেখেন, রমার গলার ডান দিক্ অসম্ভব ফুলেছে। ৩।৪ জন ডাক্তার রয়েছেন। তাঁরা বলছেন, cancer হয়েছে ; ১০ দিনের মধ্যে operation করতে হবে। দাদা বললেন : এ ভূতের ওঝা। এদের fees দিয়েছো তো? তারা বললে, এ ডাঃ মুখার্জির আপন বোন ; আমরা fees নেবো না। এ তখন বললো, তোমরা পাশের ঘরে যাও। ওরা যাবার পরে ওর মা-বাবাকে বললাম : ভাত, মাছ, মাংস রান্না করে খেতে দাও। কাল অফিসে যাবে। Fan-য়ের হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে ফুলেছে। পরে ডাক্তারদের সামনে বললাম, মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে দেখছি আমাকেই মরতে হবে।

২০.৫.৭৫ (তদেব) দাদা :—গীতায় 'মনুষ্য' শব্দের অর্থ কি ? ডঃ সেন :—মানুষ। দাদা :—Definition কি ? মানুষ তো হাতী, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি নয়। সাপ-টাপও আছে। ডঃ সেন :— জ্ঞানবান্ কি বলা যায় ? দাদা :—মানুষের জ্ঞানবান হবার অধিকার আছে ; হাতী-ঘোড়ার নাই। এর মতে দেবতাদেরও নাই।...... পাবোটা কি ? কেউ, কোন সাধু-সন্ন্যাসী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারেনি। প্রার্থনাটাইতো মায়া! দান করে কেমন করে? একটা দেহকে কি ভালোবাসা যায়? পূর্ণ সত্তারূপে দেখলে ভালোবাসা যায়। একজন তো কালোমাণিকের প্রেমে জড়ভরত! ডঃ সেন :- যদি জন্মের থেকে ভালোবাসে? দাদা :—তাহলে তো জন্ম আর রইলো না। ওটা প্রকাশ। চণ্ডীর শ্লোকে আছে, ''সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে।।'' সর্বমঙ্গলের মধ্যে যিনি আছেন; 'শিবে' মানে শিব-টিব নয়। 'নারায়ণি' বলছে। সতী, দুর্গা এ সব নারায়ণি হতে পারে না। দেহত্যাগ না করলে, গৌরী না হলে নারায়ণী হতে পারে না। কিশোরী ভগবান্ কবিরাজ মশাইকে বলেন, আমার বয়স ৬০ বছর। ডঃ সেন :—সত্যনারায়ণ কি symbol? না, ঐরূপটাই সত্য, নিত্য? দাদা :—কৃষ্ণ, গৌর, রামের রূপ নিত্য, সত্য; ঐরূপ ছাড়া তাঁরা আসতে পারেন না; এখন তাঁরা আসতে পারবেন না; এলেও কিছু করতে পারবেন না। তাঁদের আসতে হলে ঐরূপেই আসতে হবে। কিন্তু সত্যনারায়ণ তরঙ্গভূমিতে আসতে পারেন না। সেদিক্ থেকে ঐ রূপটা Truth-য়ের symbol. ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবি, বেশির ভাগইতো চাদর দিয়ে ঢাকা। ওর ভিতরে তিনটা symbol আছে। চক্ষুঃ স্থির; মন নাই; এই রকম (নুলোর মত) হয়ে আছে অর্থাৎ বুদ্ধি নাই; আর নিরাময় অর্থাৎ আবরণ নাই। দাঁড়িটা সর্বধর্মসমন্বয়ের।······দেহের সঙ্গে কি প্রেম চলে? দেহটাতো অরূপ; স্বরূপও বটে। স্বরূপ সত্তাটা যখন প্রকাশ পেল, তখন প্রেম চলে। তখন সেটাতো উনিই; আর আলাদা রইলো কি? 'জাগ্রত্তং পর-মাত্মায়···'। একেই বলে যুগল-মিলন। গাঢ়

নিদ্রার ভিতরে যিনি থাকেন, তিনিইতো সত্য। তখন কি অহং থাকে ? রামের (ঠাকুর) ভিতরেও একটু স্পন্দন ছিল।...আমিটা নিজেই গারদে বন্দী ; সে অন্যকে মুক্ত করবে কেমন করে ? কর্তার নিজেরই বাধকের অন্ত নাই।

২১ ৫-৬৫ (তদেব) তিন দিন ধরে দাদা ডাঃ সমীরণ মুখার্জির সঙ্গে হয় কথা বলছিলেন না, নয় 'যা, যা' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আজ ৯।।০ টায় নীচে নামার সময়ে বৌদিকে বললেন, ওর আয়ু বেড়ে গেল। নীচে নেবে গৌরীদিকে (মিসেস্ মুখার্জি) শুধালেন :] ডাক্তার কেমন আছে ? গৌরীদি : – আপনি জানেন। (বেশ কিছু পরে ডাঃ মুখার্জি এলে দাদা তাঁকে ঘটনা বলতে বললেন।) ডাঃ মুখার্জি :—মহানির্বাণ রোডের ওখানে গাড়ী রাস্তা **cross** করে উল্টোদিকে যাবার সময়ে ট্রাম এসে ধাক্কা মারে। **Driver unconscious**. তাকে **P. G.**তে ভর্ত্তি করে এসেছি। গাড়ী দুমড়ে মুচড়ে ১৫ ফিট দূরে যেয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র আঘাত লাগা তো দূরের কথা, **accident** যে হয়েছে, তাও আমি বুঝতে পারিনি। গাড়ী থানায় আছে ; জয়দেবদা (দত্ত,—স্বয়ম্বর **studio**) অনেক ফটো নিয়েছেন। দাদা (পরিহাসে সুরে :-) দেখ্, আজকাল আমি কী রকম **weak feel** করি ; আসন করে বসে আছি, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি ; আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকি। এটা কেন হয় ? (একটু থেমে হেসে) আজ এটা হয়েছে ডাঃ মুখার্জির জন্য। গতকাল হয়েছে অন্য জায়গার জন্য। ১।২ মাস পরে জানতে পারবি। (শ্রীঅমিয় মজুমদারের জন্য কি ? ওঁর নাকি অফিসে **stroke** হয় ; স্ত্রী বেবীদি জানেন না।)

ডাঃ মুখার্জির ছেলে গৌতমের **Econcmics** পরীক্ষা। পড়াশুনা তেমন করেনি। পরীক্ষার দিন সকালে যে ৬টায় **Question** পড়লো, সেই ৬টাই পরীক্ষায় এলো। [রমার ব্যাপারে কিছুদিন আগে বলেন, পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে না ? ২ দিন পরে খবর বেরুলো ১ সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে। (পূরবীকে লক্ষ্য করে) ওর সঙ্গে যা হচ্ছে, মুখে বলা যায় না। একেই বলে গোপবালা। ডাঃ মুখার্জিরা তিন জনই তাই। এটার কি মেয়ে-পুরুষ আছে ? গোপবালা মানে গোবিন্দের অঙ্গের ভূষণ। মানা :—কয়েকদিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দাদা অনুমতি দিলে বলতে পারি। দাদা :—তোর ইচ্ছা হলে বল্। মানা :—মিসেস্ বাগচীর সত্যনারায়ণ লকেটের চেইনটা বাঁকা,—সত্য নারায়ণ উল্টে থাকেন। দিন কয়েক পরে দেখা গেল, আপনা থেকে সোজা হয়ে গেছে। বাটার ঘোষালের জামাই স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে রিকসায় যাচ্ছে ; রিকসা ভেঙ্গে গেল ; সবাই পড়ে গেল ; মেয়েটিও। সবাই ছুটে এলো ওকে ধরতে। ও কিন্তু নিজেই উঠে পড়লো। বললো, আমাকে কে যেন ধরেছিল। ডঃ ধীরেন সাহার কোমর ব্যথা হয় কয়েকদিন আগে। হাসিদি (মিসেস্ সাহা) দাদার কাছে এলে দাদা বলেন : আমার কোমর ব্যথা করছে। বাসায় ফিরে দেখেন, স্বামীর কোমর ব্যথা নাই। দাদার মা অসুস্থ। দাদা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সময়ে বলে গেলেন, ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নাই তোমাকে নিয়ে যায়। একদিন অবস্থা খুব খারাপ। মা বললেন : হে (সে) আইলো না ; আর ওর সঙ্গে দেখা হোল না। বোন কাঁদছেন। এমন সময়ে হঠাৎ ধূপের, পরে গোলাপ ও

পদ্মের গন্ধে ভরে গেল। মা : তুই আসছস্! তুই যাই বলস্, এবার আর মুই ছাঁচুম না। (কিছু পরে) হাত বুলিয়ে দিবি ? দে। সবাই ভাবলো, delirium. বৌদি কাঁদতে আরম্ভ করলেন এই ভেবে যে যাঁর সঙ্গে বাস করি, তাঁকে চিনলাম না! পরে মা উঠে বসলেন, – তুলে বসানো হোল। ভাত রান্না করতে বললেন, ভাত খাবেন। দাদা :—এ এক সাধুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তখন তাঁর ধ্যানের সময় ; দরজা বন্ধ। এর নাম সে জানে। এ ঢুকলো ; দেখলো, এই রকম এই রকম (দুই হাতের আঙ্গুল নাড়িয়ে নামজপ) করছে। শিষ্য :—সব সময়ে এই রকম জপ করেন। এ বললো মৃগীরোগ আছে নাকি ? সব সময়ে করলে এরকম হবে কেমন করে ? [ডাঃ মুখার্জির driver হাসপাতাল থেকে বাড়ী চলে গেছে উনি যাবার আগেই ; আর গাড়ী repair-য়ের দায়িত্ব নিয়েছে সেই কোম্পানী, রোগী আর বড় কর্ত্তা।] আজ থেকে ১৯৭৪ বছর আগে খ্রীষ্টের জন্ম।

২২.৫.৭৫ (তদেব) দাদা :—আর কাগজে নাম দেওয়া যাচ্ছে না ; strain পড়ে তো! এবারে এই নাম দেবে। কেন; এ দিতে পারে না ? এর তো কোন কর্তৃত্ব নাই, বুঝলি না ?······এই ভাবে সব সময়ে আনন্দ করবি ; সুখে থাকবে. ভিতরে যাবে না ; বুঝলি না ?

২৩. .৭৫ (তদেব) [দাদা সুনীলদার সঙ্গে Sales Tax নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বললেন :] Sales Tax এখন ঘরের থেকে দিতে হবে। সারা জীবনে একজন আপন জন পেলাম না। [ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে আলোচনা। Music-য়ে D. Litt আছে

কিনা প্রশ্ন।] আর ভালো লাগছে না ; কি ফাঁকা জায়গায়ই আসলাম ! এখানে থাকতে কারুর ভালো লাগে ? আর কারুকে ভালো লাগছে না, কথা বলতে ইচ্ছা করে না। এখন কথা বন্ধ হয়ে আসছে। এখন তুই একজন প্রেমিক ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না, এমন কি ওর (মিসেস্ সেন) সঙ্গেও না,— **I hate.**……(প্রারব্ধ নিয়ে আলোচনা।) এঁরা যেখানে যান, সেখানে রোগ, শোক যাই হোক্, কিছুটা প্রলেপ পড়ে তো ! এটা প্রাক্তনও নয়, প্রকৃতির দেওয়াও নয়,— এটা মহান ইচ্ছায় হয়। ……দেখিস্ না গোপীনাথ কবিরাজ কি প্রারব্ধ ভোগ করছে ! অথচ শিশুর মতো। ঠাকুর তো কিছু খেতেন না, কথাও বলতেন না ; অথচ কত ভুগতে হয়েছে ! শরীরটাইতো প্রারব্ধ ! এঁদের কালকেরটাই প্রাক্তন হয়ে আজ দেখা দেয়। যারা প্রারব্ধ নিয়ে আসে না অর্থাৎ মহান্ ইচ্ছাতে যারা আসে, তাদেরই কালকেরটা আজকের প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়। [বিজয়দা (**Photographer**) তাঁর লণ্ডন-প্রবাসিনী ভাইঝির কাহিনী বলেন, যা ভাইঝি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। ভাইঝি সেদিন সত্যনারায়ণ পূজা করবে ; তারই আয়োজন করতে সে ব্যস্ত। স্বামী ডাক্তার চেম্বারে বসে আছে। হঠাৎ লুঙ্গিপরা হাফহাতা পাঞ্জাবী গায়ে এক সুদর্শন বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে বললেন, কোমরে বড় ব্যথা। ডাক্তার পরিচয় শুধালে ভদ্রলোক বললেন, কলকাতায় আনোয়ার শাহ রোডে থাকি। আপনার স্ত্রী আমাকে চেনে। ডাক্তার চায়ের কথা বলতে ভিতরে গেল। স্ত্রী সব শুনেই স্বামীকে নিয়ে বাইরে ছুটে এসে দেখে, ভদ্রলোক নাই।

২৬.৫.৭৫ (তদেব) [আজ সকাল ১০টা নাগাদ ডঃ সেন কন্যা পূরবীসহ দাদালয়ে। পূরবী আজ সকালে তার মায়ের হাত থেকে গোপাল পড়ে যাওয়া এবং তার ফলে ভাবী বিপদের জন্য মায়ের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার কথা বললো।] দাদা :—এ যতোক্ষণ ভালোবাসছে, ততক্ষণ নির্ভয়ে থাকতে পারো। ওটাতো ভাগ্যের কথা ; জোরাজুরি করে হয় কি ?......এ কর্তা নয়, দ্রষ্টা ; সব দেখছে। [পূরবীর একটা **draft** ভাঙ্গাতে হবে। দাদা সেটা হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন। তার পরে বললেন :] টাকা জমা পড়ে গেছে। যদি তুই টাকা না পাস্, আমার কাছ থেকে নিয়ে নিস্। [ডঃ সেন পূরবীকে নিয়ে **State Bank**-য়ের **Head office**-য়ে গেল **draft**টা ভাঙ্গাতে। **Dealing officer** বললেন, **Passport** সঙ্গে নাই. **identify** করতে হবে। ডঃ সেন নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, আমি **identify** করছি। **Officer** : না. তা হবে না। এই ব্যাংকের কেউ **identify** করবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ডঃ সেন বললো : আপনিই কাউকে দিয়ে **identify** করান ; না হলে তো কোন দিনই হবে না ! উনি না বললেন। এমন সময়ে পাড়ার এক যুবক অফিসারের কাছে এলো। সে ডঃ সেনকে দেখেই বললো, মেসোমশাই ! এখানে কী ব্যাপারে ? ডঃ সেন সব বলতে সে **identify** করতে চাইলো অফিসার ওকে একটু হুঁসিয়ারী করা সত্ত্বেও। **Draft** ভাঙ্গানো হোল। ডঃ সেন যুবকটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এল। যুবকটি কিন্তু পাড়ায় ডঃ সেনের মৌন প্রভাবের গোপন বিরুদ্ধতাই করতো বরাবর এবং কচিৎ ডঃ সেনের মুখোমুখি হয়েছে। অথচ কী রকম গায়ে পড়ে উপকার করলো। কী আর বলা যায় ? জয় দাদা !]

২৮.৫.৭৫ (তদেব) [মিসেস্ সেন পূরবী ও দুই যমজ নাতিসহ সকাল ১০ টায় দাদালয়ে।] দাদা :—ননী আসবে না? শরীর খারাপ? কীভাবে হোল? (পূরবী সব বিবরণ দিল।) দাদা :- ওর জাগতিক বুদ্ধি মোটেই নাই। ভাবে, ননী সেন সব কিছু করতে পারে। (হঠাৎ দুই যমজ নাতির ছোটটি, ডিটো, বললো : মামী! দাদাজীকো তোম পহেলা **marry** কিয়া; উস্‌সে বাদ **daddy** কো। **Daddy** দাদাজীকো পাশ জরুর আয়েগা; **daddy** তো দাদাজীকা ভাই।) দাদা :—দেখছিস্, ওর মুখ থেকে কী বেরুচ্ছে! ৭ বছরের ছেলে!

২.৬.৭৫ (তদেব; রাত্রি) দাদা : আনন্দময়ী মা কলকাতা এসেছেন। অনিমেষের বন্ধু (মায়ের শিষ্য) একে বলেছে : মা কাল **lecture**-য়ে বলেছেন : মানুষ গুরু হতে পারে না; আশ্রম মঠ ঘাটের প্রয়োজন নাই; দেহটাই আশ্রম। আমি গুরু নই ইত্যাদি। আমরা এতোদিন ভাবতাম, মা জগদম্বা। এ বললো : হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে এসব কথা আগে কেউ বলেনি; এই ভণ্ডের চাপে পড়ে বলছে। এক ভূত আর এক ভূতকে দেখছে। কবিরাজ মশাই বলেছেন : এ জিনিষ এই একবারই এলো; আর আসবে না। ১৯৭১-য়ে যখন কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যাই, তখন আনন্দময়ী মা তাঁকে বলেন : ওকে দেখে যেন কী রকম পাল্টে যাচ্ছি। তখন তাঁর সঙ্গে **private**-য়ে দেখা করিনি। কারণ, তাহলে তাঁর ভক্তরা বলতো, মাকে এ প্রণাম করেছিল। চাঁদপুরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর তাঁর ভক্তরা এই রকম কথা বলেছিল।... আজ সকালে সুরজমল-নাগরমল, মৃগাংক শূর ও জগন্নাথ কোলে আসেন। সব—

সাঁইভক্ত।— সাঁই ওদের পাঠান এই বলে : **Truth is living in him**. একজন প্রশ্ন করে : তবে যে কেস ?— সাঁই :— ও সব বাজে। নাগরমলের ছেলে — সাঁই সংঘের একজন **trustee.** সে —সাঁইয়ের দেওয়া মালা দাদার পায়ে খুলে দিয়েছে ; বাড়ীতে ওটা আছে। সে দাদার জন্য কয়েক লাখ টাকা খরচ করতে চায় ; কিন্তু, এ নেয় কেমন করে ? এ তো হাজার বার বলে দিয়েছে, এ কিছু দিতে পারে না, নিতেও পারে না। আর নিয়ে হবেটাই বা কি ? এ তো মঠ, মন্দির, আশ্রম, হাসপাতাল করবে না। ওতে **ego** আরো বেড়ে যায়, আর ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। এ তো, সংঘ দূরের-কথা, কোন কমিটিও করবে না। ডঃ সেন :—আনন্দময়ী মায়ের কি **ego** আছে ? দাদা :—জীবের কি ওটা অতো সহজে যায় ? তবে ওঁর তাও যাবে। জীব কি যোগী হতে পারে ? ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ? একটু পারে ; সেটা তাঁর বিভূতি। [কিছু পরে ভিতরে গেলেন ; একটু পরেই ডঃ সেনকে ডেকে একগাদা ওষুধ দিলেন দুরন্ত কাসির জন্য।] ডঃ সেন : এতোগুলো ওষুধ কি বাড়ীতে ছিল ? দাদা : (একটু ঢোক গিলে) হ্যাঁ, বাড়ীতে তো হাসপাতাল ! মেয়েকেও খেতে বলিস্। [এটাকে কি বলা যেতে পারে ? দাদার অতি-পরিচিত হাতসাফাই অর্থাৎ পেছন থেকে সামনে ডান হাতটা এনে নানা জিনিষ দেওয়া,—নানা রকম ফল, বেগুন, কুমড়ো, হাঁড়ি-ভর্ত্তি রসগোল্লা-দুন্দেশ থেকে শুরু করে নানা ওষুধ-পত্র, সোনার হার-লকেট, ফাউন্টেন্ পেন, ঘড়ি, হুইস্কি, সত্যনারায়ণ-পট প্রভৃতি। জাষ্টিস্ পি. বি. মুখার্জি এবং অনেক পরে জাষ্টিস্ জে. পি. মিটার থেকে শুরু করে ইয়াসিন মিঞা পর্যন্ত

কত লোককে যে এইভাবে তিনি ওষুধ দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এই সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করবার জন্য ডঃ সেন এক রবিবার ৪।৫ জনের একান্তে **interview** নিয়েছিল। কিন্তু, তথ্য এতো স্তূপীকৃত হতে লাগলো যে সে এই প্রচেষ্টাকে বাতুলতা বলে বুঝতে পারলো। এর সঙ্গে আবার প্রায় প্রতিদিন ৫।৬ জন লোককে ভয়াবহ **accident** থেকে এবং আরো বেশি সংখ্যার মুমূর্ষুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ঘটনা যোগ করলে ব্যাপারটা অকল্পনীয় হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, ডঃ সেনের দৃঢ় ধরণা, অন্য যে কোন মহামানব (২।১ জন ছাড়া) সারা জীবনে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, দাদার যে কোন একদিনের প্রকাশ (১৯৭২ সাল থেকে) তার চেয়ে বেশী। সর্বোপরি আছে **multiple manifestation** অর্থাৎ কায়ব্যূহে দূর-দূরান্তরে প্রকাশ।

৩.৬.৭৫ (তদেব) [ডঃ সেন সকাল ১০॥০ টায়। ডঃ আর. এল্ দত্ত – **Solar Energy Commission**-য়ের প্রেসিডেন্ট— এবং সুরযমল—নাগরমলেব নাতি······কুমার জালান উপস্থিত।] দাদা: উনি বলেন, আমাকে নিয়ে খেলা কর্। উনিইতো সব,— স্ত্রী, পুত্র, কন্যা।······ মনটাকে **disturb** করবি না, **force** করতে যাবি না। তাহলে ও বিগড়ে যাবে। (ওরা ইন্দ্রিয়) তোমার **invited guest.** ওদের সেবা করতে হবে। তাহলেই দেখবে, যারা বহির্মুখ ছিল, তারা অন্তর্মুখ হয়ে যাবে। ······ (জালানকে) **Elder brother** বলছে, **Father** বলছে, **supreme brother** বলছে ! ননীগোপালদা :—আমার বাড়ীতে গ্রাম থেকে কীর্ত্তনিয়ারা এসেছে কীর্ত্তন করতে। তারা দাদার ফটো দেখে বললো : জামাটা

খুলে ফেললে একেবারে মহাপ্রভু ! দাদা :—উনি কি খালি গায়ে থাকতেন ? উনিও জামা পরতেন ।······এর কথা গীতার বাবা !··· সামনে একবার পড়লে কোন সাধু-সন্ত ফিরে যেতে পারবে না ।··· —সাঁই ভালো ।·······—রামদাসও এখন···একই কথা বলছে ।

৬.৬.৭৫ (তদেব) [পূরবীর চাকরী-প্রসঙ্গ ডঃ সেনকে বলতে হোল । ২টো **post** ; **candidate** অনেক । প্রথমে ২ বছরের **intenship** করতে হয় ; পরে **residentship**. কিন্তু পূরবী এমনি **interview** দিল যে একেবারে **residentship** পেয়ে গেল । শুনে দাদা হাসছেন ।] দাদা :- ···প্রেমে কি **space** আছে ? জপ-তপস্যা করে, **force** করে কি প্রেম হয় ? প্রেমের পরে ভাবান্তর হলেইতো হোল ! ভাবান্তরটা **cross** করতে পারলেইতো ব্রাহ্মণ ! তখন আর কিছু দরকার হয় কি ? মানা :—গতকাল অনিমেষদার বাড়ীতে অনেক ফোন আসে : ডঃ ওসিস্···অভিদা, কামদারজী, ডঃ দত্ত, প্রকাশদা এবং ভুবনেশ্বর থেকে । প্রকাশদা জানান, রাত্রে খুব নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল ; উঠে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ; দম বন্ধ হয় আর কি । হঠাৎ হাতের চেটোতে ৪ ফোঁটা জল পড়লো । সেই জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন । দাদা :—এটা কি ব্যাখ্যা করা যায় ? ······মা বলতেন, শিব শ্মশানে তপস্যা করে ; মাথায় জটা । এ বলতো : ঠিকই বলেছো । শ্মশান মানে কি ? শূন্য ; নিজেকে শূন্য করতে হবে ।······**Case**টা মিটে যাক ; তারপরে মাসে একদিন একটা বাড়ীতে বসবে ; আর ২।৪।৫।৭ জন নিয়ে থাকবে ।······তোর মেয়েটা সত্যিই অপূর্ব— প্রেমিকা । কিন্তু, যে যাই বলুক্, তোর ছেলে আরো অপূর্ব,—নীরব প্রেমিক ।···আমেরিকায় তোর মেয়ের বাড়ীতে

এ থাকবে।…(মিসেস্ সেনকে) কালো মাণিক, আর কালোমাণিক! কালোমাণিকটাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। মর্ তুই! (অর্থাৎ দীর্ঘায়ূঃ হ।)

৯.৬.৭৫ (তদেব) দাদা:—জয়দ্রথ-বধ। ইদ্‌মে দোজী,—তখনকার ভাষা; অর্থাৎ ৪.৪৫ মিনিট (৪.৩০ মিনিট ?)।…নামই কর্ম, নামই ধর্ম। দেখ্ ননী! যে **angle**-য়েই দেখিস্ না কেন, একটা শব্দই সব জায়গায় শোনা যায়।…কথায় বলে, ভিখ্ মেগে খাও; এটা কি এই বাবুজী, ঐ বাবুজীর কাছে ভিখ্ মাঙ্গা? ভিখ্ তো নিয়েই এসেছি, ভিখ্ তো উনি দিয়েই দিয়েছেন। কৃপা বলো, যা বলো, একেই বলে ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাস।……যব্ সে **life start** হুয়া, তব সে আভি তক এইসে **power** কভি নেহি আয়া; আনে নেহি শেক্‌তা।… বুদ্ধকা বাত্ এ বোল্‌তে, মহাবীরকা নেহি। উনকো লিয়ে **dispute** হ্যায়। বুদ্ধ সাদি কিয়া? ওকি কোন **power misuse** কিয়া? [**Mr. Taylor**, সম্ভবত: **New yark**-য়ের **Governor**, দাদাকে ফোন করেন]

১০.৬. ৭৫ (তদেব) মেয়ে-জামাই ও দুই নাতি নিয়ে সস্ত্রীক ডঃ সেন ১১-১০য়ে। জামাই প্রদীপ দাদাকে প্রণাম করলে দাদা আদর করে দেন।] দাদা:—খুব সুন্দর, অপূর্ব ছেলে; **my son.** ডঃ সেন:—**Atheist.** দাদা:—নাস্তিক আর আস্তিকে পার্থক্য কি? এখানকার কিছু তো থাকছে না! নিজের **existence** তো স্বীকার করে! তোমাদের মতো বদমাইস্ আস্তিকের চেয়ে এরকম নাস্তিক অনেক ভালো। ও প্রেমিক। (প্রদীপকে) **Load-shedding** সহ্য করতে পারো?……আজ সকালে জে. পি. মিত্র, স্যার্ বীরেন, বৈদ্যনাথ মুখার্জি,…বিড়লা প্রভৃতি আসেন। বৈদ্যনাথের ঘড়ির

dialটা পাল্টে দেয়। সে কাল ৯ লাখ টাকা দক্ষিণা নিয়ে আসতে চায়। পিতাজী তাকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। [জামাই-মেয়ে রাত্রে ডঃ সেনের বাড়ীতে থাকে। সন্ধ্যা থেকে সারারাত load-shedding. দুপুর রাত্রে জামাই খুব অসুস্থ বোধ করে basin-ভর্ত্তি বমি করে ; সারারাত ঘুমাতে পারেনি।]

১৬.৬ ৭৫ (তদেব) [দাদা শ্রীহরিভাণের জ্বর নিয়ে ২।৩ দিন অসুস্থ ছিলেন।] [বই নিয়ে আলোচনা।] দাদা :—রাজর্ষি জনক। একজন ঋষি যেয়ে ভিক্ষা চাইলো। জনক : ভিক্ষা দেবো কেন ? নোকরী করো। অষ্টাবক্রকে তো আগেই কাত করেন। একজন চোর চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়লো। তার হাত কেটে ফেলার আদেশ হোল। জল্লাদ হাত কাটতে যাচ্ছে, এমন সময়ে জনক তাকে বললেন : তুমি যা চুরি করতে চেয়েছিলে, তাই তোমাকে দিচ্ছি। এর অর্থ কি ? রাজর্ষি জনক নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম।······মানা ! বইগুলো ready কর্। ননীকে দেখিয়ে প্রেসে দিতে হবে। পিতাজী :—Preface আউর Foreword ফির লিখনে হোগা। মানা :—শচীনের নামে ছিল তো !

(রাত্রে সস্ত্রীক ডঃ সেন ৮৷৷° টায়।) দাদা :—জয়প্রকাশের মতো একটা সর্বত্যাগী লোক হয়েছে নাকি !···জগমোহন সিং, পুরী প্রভৃতি ৮।১° জন High court judge আমাদের গুরু-ভাই। পুরী প্রণাম করার পর তাঁর স্ত্রী যখন প্রণাম করছেন, তখন এ তাঁর বাঁ স্তন হঠাৎ টিপে ধরলো সবার সামনে ; ওতে cancer হয়েছিল। দেখে পুরীর চোখে জল।··· (ডঃ সেনের জামাই প্রসঙ্গে) তা হলে magic দেখাতে হবে ? তোর জামাই বলে······। ওর কিন্তু চাকরী

যেতে পারে ; যাবেই এমন কথা বলছি না। মেয়ে অনেক বেশি sharp (?). তবে ওর আগেকার attitude পাল্টে গেছে।…একটা time-factor আছে। তারআগেগুলি করলেও অন্তের গায়ে লাগবে। [রমার মামা সম্বন্ধে]Operation করলে ১০ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে।

২৬.৬.৭৫ (তদেব) [রমার মামা ৩।৪ দিন আগে Operation য়ের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন। ডঃ সেন গিয়েই এই কথা শুনতে পায়। দাদার মেয়ে আইভির বিয়ে নিয়ে আলোচনা। বিয়ের জন্য একটা ভাড়া বাড়ীর খোঁজ করতে বললেন।]

(রাত্রে অনিমেষালয়ে। দাদা ডঃ সেনের নাতিদের জন্ম ছুটো নোতুন ধরণের লকেট দিলেন। একটার পিঠেই সত্যনারায়ণ, আর প্ল্যাষ্টিক কেস। দাদা বললেন :) খুব কষ্ট করে পেলাম।… কাল Dr. J.C.B., অমল চক্রবর্তী, ডি. কে. রায়, এ. বি. মুখার্জি প্রভৃতি সবাই সাব্যস্ত করেন, এর peptic ulcer হয়েছে, বা Cancer হয়েছে। বৌদি ঘাবড়ে যান। এ বলে, তোমরা সব গরু। Stool examine করে দেখা গেল, golden color.

২৭.৬.৭৫ (তদেব) [রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মালায় পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় ৯॥০ নাগাদ ডঃ সেন হাজির। দাদার নির্দেশে এ বিষয়ে ডঃ সেনকে কিছু বলতে হোল।] দাদা :- ননীসেনকে হাতে যদি এখনি একটা রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এইবারেই Vice-chancellor হয়ে যাবে।……এরকম আর কখনো আসেনি, —এই রকম কথা বলা, ঠাট্টা-তামাসা করা,— এটা কেউ করতে পারেনি। আগে যারা এসেছিল, তাঁরা হয় নির্জীব, নয় ভাবান্তরে ছিল। মহাপ্রভু একটু eccentric ছিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি হয়তো বলতেন : কাল থেকে তুমি আর এসোনা। ...৭০০।৭৫০ বছর আগে জয়দেব একবার একটু গন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে গেল ; গীতগোবিন্দ লিখে ফেললো। আর এখন মুহুর্মুহুঃ দেখেও কিছু হচ্ছে না। কাউকে হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম : ননীদা ! কেমন আছেন ? সে বললো : আমিতো ভালোই আছি ; কিন্তু আমার স্ত্রীর অমুক হয়েছে, খুব দুশ্চিন্তায় আছি ইত্যাদি। অনেকেই এই রকম জবাব দেয়। চরণজল দিয়ে কূল পাওয়া যায় না।...... [ডঃ শ্রীবিভূতি সরকারের কথা।] সাধু-সন্ন্যাসীরা কলির চর। সত্যকে কিছুতেই প্রকাশ হতে দেবে না।...(ডাঃ ভদ্রকে) কি রে, ছেলে কি রকম পরীক্ষা দিয়েছে ? ডাঃ ভদ্র : ছেলেই বলবে। দাদা :—একে আর কি বলবে ? যে করলো, তাকে আবার বলবার কি আছে ?......(কবি কালিদাস সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তি বললেন, ডঃ গোরীনাথ ভট্টাচার্য কি সব বলেছেন) দাদা :—যদি গৌরী বলে থাকে, তাহলে সে শালাও কিছু জানে না।...এর তো অসুখ হওয়া উচিত নয় ; অসুখ হতে পারে না। তবু হচ্ছে।...শনিবার কেউ আসবি ন ব্যস্ত থাকবো। রবিবার আসতে পারিস্। [পূরবীকে দাদা বলেছিলেন, তুই যদ্দিন আছিস্, তদ্দিন কোথাও যাবো না। আজ রাত্রে পূরবী স্বামী ও পুত্রদ্বয় নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করবে।]

২৮.৬.৭৫ [সকাল ৮া০ নাগাদ শ্রীশৈলেন চৌধুরীর পুত্র হাবা এসে ডঃ সেনকে খবর দিল, ননীগোপালদা জানিয়েছেন, দাদা কাল দুপুর ২টা থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করেন ; বমি হয়। পরে **Woodland Nursing Home**-য়ে ভর্তি করা হয়। সকাল ১১টা নাগাদ

Nursing Home-য়ে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানে অসংখ্য দাদা-অনুরাগীর ভিড়। আইভি সহ বৌদিও সেখানে। ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী প্রখ্যাত সার্জেন নৃপেন দাস সহ দাদাকে পরীক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে পরিমলদার কাছে সব বৃত্তান্ত জানা গেল। গতকাল দুপুর ২টা নাগাদ দাদার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। দাদা কোমর বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে বসে চীৎকার করছেন : মা, আর পারছি না ! মরে গেলাম ! কে আছো বন্ধু, আমাকে বাঁচাও, **relief** দাও। কেন যে নিতে গেলাম ! তখন বাড়ীতে বৌদি আর ভুবন ছাড়া আর কেউ নাই। ভুবন ছুটে গিয়ে পাড়ার নানা ডাক্তার খোঁজ করলো ; ডাঃ সমীরণ মুখার্জিকেও। কাউকে পেলো না। দাদা চিৎকার করে যাচ্ছেন। পরিমলদা হঠাৎ বিশেষ কাজে ৩॥০ টায় এসে দাদার ঐ অবস্থা দেখে ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তীকে ফোন করেন। তিনি এসে একটা পেথিডিন ইন্‌জেকশন দেন। তাঁর ধারণা, **perforation** হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ অ্যাম্বুল্যানেস করে **Nursing Home**-য়ে নেওয়া হোল। কিছুতে যাবেন না। বলছেন, **nursing home**-য়ে যামু না ; গেলে আর বাঁচুম্ না, ফিরিয়া আসুম্ না। একেই বলে, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ! কিন্তু, কৃষ্ণ ও মহাপ্রভু বলেন আপনি ইচ্ছা করলেই তো কয়েক মিনিটে এটা শেষ হয়ে যায় ! কিন্তু, দাদা বলবেন। প্রকৃতিটাতো আমার। তাকে আমি কষ্ট দিয়ে দূরে সরিয়ে দিই কেমন করে ? তাহলে তো প্রকৃতি আমার কাছে আসবে না। ওসব সাধু-সন্ন্যাসীরা পারে। প্রারব্ধটা ভোগ করতেই হবে।

ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী বেরিয়ে এসে বলেন : প্রথম **X-ray**তে

spot পাওয়া যায় ; কিন্তু, দ্বিতীয়টা clean মনে হয়, perforation হয় নি ; হয়েছে Pancreatitis. Infection gall-bladder থেকে হয়েছে ; ১॥০। ২ মাস বিশ্রামের পরে Operation করে ওটা বাদ দিতে হবে। হায় রে দুরাশা! হায় রে বিভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয়! শকুনির শোকে গরুও মরে না, দাদাজীতো অতি বিদূরস্থান! দাদাজীকে পরীক্ষা করতে এসে কত ডাক্তার যে চন্দ্রমণ্ডল দেখেছে ডাঃ সমীরন মুখার্জির অনবদ্য ভাষায়। সে প্রসঙ্গ থাক্।

সন্ধ্যায় গিয়ে জানা গেল, পেথিডিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ৫০-৬০ জন দাদা-অনুরাগীর ভিড়। কাজেই visitors restrict করা শুরু হোল।

পরের দিন ২৯শে সন্ধ্যায় গিয়ে জানা গেল, গতকাল রাত্রে দাদার অবস্থার অবনতি হয় ; প্রেসার ৮০/৫০, pulse ১৮০. গোটা ১৫ injection দেওয়া হয় ; আজ ভালো আছেন। কাল ডাঃ সমীরণ মুখার্জিকে দাদা বলেন : তোরা কিচ্ছু জানিস্ না ; কী চিকিৎসা করিস্? শালা, আমার পেটে ছুরি বসাতে চাস্! আজ আরো বলেন : তোরা রোগই ধরতে পারিস্ নি ; শুধু pain-killer দিয়ে যা। আইভির ভাবি শ্বশুর-শাশুড়ী ও ভাসুর দাদাকে দেখতে আসেন। দাদা বলেন : আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

পরের দিন ৩০শে দাদা বেশ ভালো। গতকাল দাদা মানাকে বলেন : বাবাকে বলিস, দোকান থেকে ২০০০, টাকা দিতে। Bank বন্ধ বলে মানা টাকা আনতে পারে নি, বললো। দাদা রেগে বললেন : দোকান থেকে দিতে বলেছি। কাল নিয়ে আসিস্।

১লা জুলাই বিকালে গিয়ে জানা গেল, দাদার ১০১°৫ ডিগ্রি

জ্বর, saline দেওয়ায় হাত ফুলেছে ; ডাক্তারদের মারধোর করেছেন, আবার ঠাট্টা ও করেছেন। একাই ছুটে বাথ-রুমে গেছেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বললেন, পরশুর মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন ; ঘুমের জন্য পেথিডিন দেওয়া হবে। দাদা যে দিন অসুস্থ হন, সেদিনই O. C. মাধবদা Coronary attack হয়ে P. G.তে। অবস্থা ভয়াবহ ; ৭২ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাবে না। মানা পরিমলদাকে ১০০০ টাকা দেয় দাদাকে দিতে। দাদাকে টাকাটা দিলে দাদা বলেন : ১০০০ কেন ? পরিমলদা : আপনি নাকি তাই চেয়েছেন ! দাদা : হা ভগবান্ !

পরের দিন ২রা জুলাই দাদার জ্বর ১০১ ডিগ্রি ; তবে ফুলা ও ব্যথা কমেছে। ডাঃ চক্রবর্ত্তী perfect rest-য়ে রাখতে চান ; কারণ, যে কোন করণে pressure fall করতে পারে, heart enlarged হতে পারে। রাত ৯-০ নাগাদ ননীগোপালদার ফোন এলো, মাধবদা বিকেল ৪ টায় P. G.-তে মারা গেছেন। ডঃ সেন মাধবদাকে শেষ দেখা দেখার জন্য কেওড়াতলা চলে গেল। দাদা যে বলেছিলেন, ১।।০/২ মাস পরে জানতে পারবি, তার উদ্দিষ্ট কি মাধবদা ? গভীর দাদাপ্রেমিক মাধবদা চলে গেলেন। দাদা চেয়েছিলেন, উনি আরো বেশ কিছুদিন বাঁচুন। তাই প্রায়ই ওঁকে বিকেলে নিজের বাড়ীতে আসতে বলতেন ; এলেপরে নিজের হাতে সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াতেন, নিজেও খেতেন। মাঝে মাঝে বৌদিকে বলতেন, মাধব ঘুমাবে ; বিছানা করে দাও। মাধবদা 'না' বলে মেঝেতেই শুয়ে পড়তেন। গত শুক্রবার মাধবদা দাদার নির্দেশমতো দাদার বাড়ী এসেছিলেন সন্ধ্যায়। দাদা তখন Nursing Homeয়ে যাত্রা করেছেন।

সব জেনে শুনেও দাদার ইচ্ছা ছিল, প্রতিকূল দৈবকে যদি প্রতিহত করা যায় stroke-য়ের সময়ে নিজের সামনে রেখে। কিন্তু, তা হোল না। 'সব জেনে শুনে' বলছি এই জন্য যে মাধবদা দাদাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে দাদা বলেন: কাজের সময়ে যাবো। ১॥০/২ মাসের কথা তো একটু আগেই বলা হয়েছে। এসব বলার তাৎপর্য হোল, দাদা শুধু ভবিষ্যদ্রষ্টা নয়, ভবিষ্যস্রষ্টাও বটে। 'তাবিজ নিয়ে এসেছি; প্রারব্ধ দূর হবে' স্মরণীয়। বেশ কিছু দিন পরে দাদা বলেন: মাধবের কথা অনন্ত-পুরাণে লেখা থাকবে। অভিদার কথা বাদ দিলে আর কারো সম্বন্ধে এরূপ উক্তি দাদা করেছেন কিনা, জানা নেই। অবশ্য 'শচীন রায়চৌধুরীর নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে' বলেছেন।

৩রা জুলাই নার্সিং হোমে গিয়ে জানা গেল, দাদার তখনও ১০১.৫ ডিগ্রি জ্বর আছে, প্রস্রাবে ৩% / ৪% aceytone থাকার ফলে ঝিমুচ্ছেন, ভালো ঘুম হচ্ছে না। গীতাদি প্রায় সারা দিনরাত দাদার কাছে সকা'ল ২।৩ ঘন্টা ছাড়া। এর মধ্যেই দাদা বলেছেন: দিই ঝগড়া বাঁধিয়ে। বেধে গেল ঝগড়া ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী আর ডাঃ অমিয় মুখার্জির মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মধুদে ও মিনুদির সঙ্গে পরিমলদা-উষাদির ঝগড়া শুরু হোল। দাদা কাজেই কিছুটা গৌণ হয়ে গেলেন এই দৃপ্তশৃঙ্গ অহমিকার লড়াইয়ে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টিটিভ সঞ্জিৎ রায় দাদাকে শুধালো: আর কতদিন অসুখে ভুগবেন? দাদা:—শুক্রবার পর্যন্ত। সঞ্জিৎ বললো: কাল মাঝে মাঝেই দাদা আঁতকে উঠছিলেন, মুখ-গা লাল হয়ে যাচ্ছিল; চীৎকার করে উঠছিলেন; বলছিলেন: জয়প্রকাশকে কী মারছে অনশন

ভাঙ্গার জন্য। ওর দেহে চালান-করা রোগের জীবাণু নিয়েইতো এর এই হাল।

৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় যেয়ে জানা গেল, দাদা ভালো আছেন। নার্স বলে কয়ে নাপিত ডেকে দাঁড়ি কামিয়ে দিয়েছে। Glucose দেবার ফলে জ্বর ১০২'৬ ডিগ্রি হয়। ৩।৪ দিনের মধ্যে চলে যাবেন। বৌদির সঙ্গে রগড় করে বলেন: এখন ৫।।০ টা; আর ২ ঘন্টা আছি; ৭।।০ টায় চলে যাবো। ডাঃ সাবিত্রী রায়কে বৌদির সামনেই বলেন: ওঃ! বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি চলেই যাই। ডাঃ সমীরণ মুখার্জিকে: ঘরে কে কে আছে? মুখার্জি:—আপনি আর আমি। দাদা:—দুজনের মধ্যে কে ভাল? মুখার্জি: আমি। দাদা: দিই একটা ঝগড়া বাধাইয়া; মারামারি লাগুক।

৫ই জুলাই বিকালে নার্সিং হোমে গিয়ে দাদা—সাক্ষাতের সৌভাগ্য পেল ডঃ সেন। তখন ডাঃ মুখার্জি ও গীতাদি দাদার কাছে ছিলেন। বাতাস করার সৌভাগ্য হোল। দাদা উঠে বসেন, সামনের দিকে ঝুকে থাকেন যন্ত্রণায়। অনিমেষদাও মঞ্জুদি আসেন; তার কিছু পরেই বৌদি। একবার প্রস্রাব করেন, ২।৩ sip চা খান। বলেন: কী প্রারব্ধ! এখানে আসাটাই প্রারব্ধ। কিন্তু, এর কী প্রারব্ধ আছে? বলে কান্না। মাঝে মাঝে 'মা, মা' করছেন, ব্যথায় কোঁকাচ্ছেন। বললেন: কলকাতার বড় বড় ডাক্তারতো সব এলো,—সকাল-বিকাল। আর বাদ নাই। কিন্তু, ওরা কিছুই ধরতে পারলো না। যদি বল্লি, এখানে ব্যথা করছে, তখন ওরা ওষুধ দেয়। ব্যথাটা এখানে চলে যায়।। [দয়ালাল এলে সবাই বাইরে যায়। কিছু পরে রমা ডঃ সেনকে বলে, দাদা ডাকছেন।]

(ডঃ সেনকে) দাদা :—যাকে খুব ভালবাসে, যাকে নিয়ে মহা আনন্দ, সে যদি নিরানন্দ হয়ে যায়, এর কারণ কি ? ডঃ সেন কিছুক্ষণ নীরব থেকে না বুঝে বললো : নিজের প্রতিকূল হলে। দাদার মনঃপূত হোল না। দাদা কিছু বলতে গেলেই **faint** হয়ে পড়ি। দাদার কাল সকালে বাড়ী যাবার কথা স্থির হয়েছিল। কিন্তু, ডাঃ অমিয় মুখার্জি তা বন্ধ করেন। আরো ৭ দিন থাকতে হবে। ডাঃ মুখার্জির মতে হয়তো **infection** এখনো আছে। ডাঃ মধুদা বললেন : ব্যথাটা কিছু না ; আজ **much better.** খেয়েছেন, পায়খানা-প্রস্রাব হয়েছে ; জ্বর ১০০° আছে।

৬ই জুলাই- নার্সিং হোমে গিয়ে ডাঃ মধুদার কাছে জানা গেল, **solid food** বেশ খেয়েছেন, **suger** ও **Aceytone** কম ; আগের চেয়ে **strength** পাচ্ছেন বেশি। জ্বরটা অবশ্য ১০১.৬ ডিগ্রি। ডাঃ দে—আরো ৫।৭ দিন থাকতে হবে।

৭ই জুলাই—ডাঃ অমল চক্রবর্ত্তী কাল সকালে বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, উনি কারুর কাছ থেকে এক **farthing** ও নেবেন না। অথচ ইতিমধ্যে ৩০০০৲ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন আর এখানে রাখার প্রয়োজন নাই। **Sugar** নেই, **pulse** ১০৫।৬, ব্যথা নেই। এখন বাড়ী যাওয়াই ভালো ; তবে মধু-র বাড়ীতে। শ্রীহরিভাণ :—২৬শে নারায়ণ নিগ্রহ, ২৭শে দাদার রোন নেওয়া। দাদা বলেছেন : এইবারে শেষ হোল ; নারায়ণ এবার মারা যাবে। তারপরে কেঁদে বলেন : এই প্রথম আমার জীবন বিপন্ন করলাম।···মাধবদার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অমিয়দা (মজুমদার) বললেন : এই **first casualty** হোল। ৮ই জুলাই দাদা ডাঃ মধুদা—মিনুদির বাড়ী আসেন নার্সিং হোম থেকে।

১০ জুলাই মিনুদির বাড়ী গিয়ে লোকের ভিড় দেখে দাদাকে দেখার চেষ্টা করলো না ডঃ সেন। দর্শনে বঞ্চিত অনেকের মনেই চাপা বিক্ষোভ। এক মহিলা দাদার ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালালেন। দাদা রেগে বললেন : আলো ! আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে নিয়ে চলো ; এখানে থাকবো না। একজন এসে বিনা বাধায় ঘরে ঢুকে গেল ; কিন্তু, ডাঃ বিনায়ক রায় ও সঞ্জিতের (সঞ্জীবের) মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। দাদা যাতে বিরক্ত না হন, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু, পক্ষপাতহীন সৌজন্যের মাত্রাও অতিক্রম করা উচিত নয়। মানুষের স্বভাবই হোল যে কোন নিয়মকে তুঙ্গে পৌঁছানের পৌত্তলিকতা, আবার নিজের ঘনিষ্ঠের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম নির্দ্বিধায় ভেঙ্গে ফেলার প্রবণতা। তবে কাউকেই দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ, এমন নির্মম নিয়মরক্ষিণী পাওয়া দুর্ঘট। অন্যদিকে দর্শনার্থীদেরও কর্ত্তব্য দাদার বিরক্তির কারণ না ঘটানো। কিন্তু, অধিকাংশ দর্শনার্থীরই মনস্তত্ত্ব হোল, অমুক ঢুকতে পারলে আমি পারবোনা কেন ? আমি কি দাদাকে কম ভালোবাসি ? অহংস্বামিত্বের আস্ফালন ! এই ভাবে দাদা হন গৌণ, আর নিজেরা স্বপ্রধান হয়ে নানা কুঞ্জ—রাধাকুঞ্জ, চন্দ্রাবলীকুঞ্জ প্রভৃতি—সৃষ্টি করেন। ডাঃ বিনায়ক রায় কিন্তু ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও 'দ্বার-মানা' হয়ে নির্বিকার।

১৯শে জুলাই বিকালে মিনুদির বাড়ী ডঃ সেন ; দাদা যেতে বলেছেন। মনটা বিষণ্ণ। কাল শেষ রাত্রে অমিয়দা **stroke** হয়ে মারা গেছেন। এ সেই অমিয়দা যিনি মাধবদার মৃত্যুকে কয়েকদিন আগে **First casualty.** বলেন। তাহলে এটা **Second casualty.**

ফ্লোরে আসেন। ৯টা নাগাদ মিনুদির বাড়ী ফিরে যাবার সময়ে ডঃ সেনকে দাদা বলেন :] ননী, আরেক দিন তোর সঙ্গে কথা বলবো।

৬.৮.৭৫ (তদেব) [দাদা ডঃ সেনকে ডেকে **University** সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পরে বললেন :] তোর কোন ভয় নাই। ননীদাকে একদিন আসতে বলেছিলাম। [আইভির বিয়ে নিয়ে আলোচনা। অতিথি-নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় কী ব্যবস্থা করেছেন, জানালেন। একদিন মিনুদির বাড়ী যেতে বললেন। তারপরে ট্যাকসি করে মিনুদির বাড়ী চলে গেলেন।]

৮.৮.৭৫ (তদেব ; পূর্বাহ্ণ) [ডঃ সেন ১০॥০ টায় দাদালয়ে ।] দাদা :—৫০ জনের বেশি লোককে খাওয়ানো চলবে না। বরযাত্রীরা খাবে ; বাকী সব লেমনেড ; ডেকরেশান হবে না। ভাল তালে পড়লাম। যে শালা অন্তরে খাওয়াইয়া তৃপ্তি না পায়, আর যার গান ভালো লাগে না, সে শালা পশু। [খুব চিন্তান্বিত।] এর পরে বোম্বেই চল্যা যাই। শ্রীসত্যনারায়ণ রুংতা (ঠাট্টাচ্ছলে) :- কবে যাবেন ? টিকেট করে আনছি।……এবারেই দেহটা চলিয়া গেছিলো ; জোর কর্যা রাখলাম।

(রাত্রে) দাদা :—মেয়ের বিয়েতে কিছুই করতে পারছি না। স্থির হয়েছে, লেমনেড খাওয়ানো হবে। ৪১ জনের **Order** দেওয়া হবে **caterer**-য়ের কাছে। **Ornaments** সম্বন্ধে পিতাজী **guarantee** দিয়েছেন ; **decoration** কিছু ভিতরে হবে। ননীগোপালের বাড়ী ৩০ জন থাকবে, ননী সেনের বাড়ী ১০ জন,— বলরাম মিশ্র দম্পতি চন্দ্রমাধব মিশ্র প্রভৃতি। আমার খুব ইচ্ছা, আমি অভিকে নিয়া

ননীর বাড়ীতে থাকি।·········ব্যবস্থা হয়ে গেছে। একটা জমি পেয়েছি,—৯ কাঠা ; কামদার দেবে। সত্যনারায়ণ ভবন হবে। আমাকে একটা ফ্ল্যাট্ দেবে। সেটা ঐ (পশ্চিমের) বাড়ী থেকে ঐ (পূবের) বাড়ী পর্যন্ত হবে। বাড়ী বিক্রী করিয়ে ওখানে ব্যবস্থা করবো।

১০.৮ ৭৫ (তদেব ; রাত্রি) [গতকাল ডঃ সেন দাদালয়ে যাবার আগেই দাদা মিনুদির বাড়ী চলে যান। আজ দাদা ডঃ সেন যাবার পরে আসেন।] দাদা :—আজ বিকাল ৬টা পর্যন্ত ঘুমাই। তখন আমেরিকা ও আরো তিনটা জায়গায় ছিল। অভি আজ দুপুরে এসেছে। এক ঝুড়ি টাকা নিয়া আসছে,—নানা লোকের বিয়ের উপহার। ফেরৎ দেওয়া হবে। [অভিদার সঙ্গে নানা আলোচনা ; ঠাকুর-প্রসঙ্গ ; ইন্দু-প্রভাত-দাদাসংবাদ।] দাদা :— রাম বলেছেন, নামে সব হয় এবং নামে সব যায় অর্থাৎ কালিয়দহ ইত্যাদি যায়। ওটা বৃন্দাবন থেকে দেড়ক্রোশ দূরেইতো থাকবে। দেহটাই ৮৪ ক্রোশ বৃন্দাবন ; ১ আঙ্গুলে ১ ক্রোশ। (রামের যমজ লক্ষ্মণ সম্বন্ধে) নিত্যানন্দ বলতে পারিস্। শুধু সবাইকে হরিবোল বলতে বলতো।······এরকম পূর্ণ কখনো আসেনি।···জন্মের আবার কারণ কি ? ও ননী ! কী বলিস্ ?

সমাপ্ত